ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ ১ম সংখ্যা	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮০৯ বৈশাখ— পূর্ণিমা

যমসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা চণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি।

যদি অজ্ঞানতা বশতঃ ব্রাহ্মণ কদাচিৎ চাণ্ডালান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে মাসার্দ্ধ কাল গোমূত্র ও যবাহার করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।

গোব্রাহ্মণ গৃহং দগ্ধ্বা মৃতঞ্চোদ্বন্ধনাদিনা।
পাশং ছিত্ত্বা তথা তস্য কৃচ্ছ্রমেকং চরেৎদ্বিজঃ।

যদি ব্রাহ্মণ গো ও ব্রাহ্মণের গৃহ দাহন করে, অথবা যদি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, তবে পাশচ্ছেদ করিয়া কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

চণ্ডাল পুক্কসানাঞ্চ ভুক্ত্বা গত্বাচ যোষিতং।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেৎ জ্ঞানাদজ্ঞানাদৈন্দব দ্বয়ম্।

চণ্ডাল বা পুক্কসের অন্ন ভোজন করিলে অথবা তজ্জাতীয় স্ত্রীতে গতি করিলে বর্ষব্যাপী কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর অজ্ঞান বশত ঈদৃশ অসদাচার করিলে দুই ইন্দু কালব্যাপী কৃচ্ছ্র সাধন করিবে।

কাপালিকান্ন ভোক্তৄণাং তন্নারীগামিনাং তথা।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেজ্জ্ঞানাদজ্ঞানাদৈন্দবদ্বয়ম্।

অজ্ঞান বশত কাপালিকের অন্ন ভোজন অথবা তৎকামিনী বিহার করিলে দুই ইন্দু-কালব্যাপী আর জ্ঞানবশত করিলে বর্ষব্যাপী কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অগম্যা গমনে বিপ্রো মদ্য গোমাংস ভক্ষণে।
তপ্তকৃচ্ছ্র পরিক্ষিপ্তো মৌর্ব্বী হোমেন শুধ্যতি।

ব্রাহ্মণ যদি অগম্য স্ত্রীতে গমন অথবা মদ্য গোমাংস ভক্ষণ করে, তবে তপ্তকৃচ্ছ্র পূর্ব্বক মৌর্ব্বী (সূত্র) হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে।

মহাপাতক কর্ত্তারশ্চত্বারোথ বিশেষতঃ।
অগ্নিং প্রবিশ্য শুধ্যন্তি স্থিত্বা বা মহতি ক্রতৌ।

যে ব্যক্তি মহাপাতকের (বিশেষ করিয়া চারিটির) অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অগ্নি প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তাহা না করিলে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

রহস্য করণেঽপ্যেবং মাসমভ্যস্য পুরুষঃ।
অঘমর্ষণ সূক্তং বা শুধ্যেদন্তর্জলে স্থিতঃ।

গুপ্ত পাতকের অনুষ্ঠান করিলে একমাস কাল জলে বসিয়া অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিলে শুদ্ধ হইবে।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বুরুড় এবচ।
কৈবর্ত্ত মেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।
ভুক্ত্বা চৈষাং স্ত্রিয়ো গত্বা পীত্বাপঃ প্রতিগৃহ্য চ।

কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেজ্ জ্ঞানাৎ অজ্ঞানাদৈন্দবত্রয়ম্।

রজক, চর্ম্মকার, নট, গুরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল এই সাত অন্ত্যজ জাতি। জ্ঞান পূর্ব্বক এই অন্ত্যজদিগের গৃহে ভোজন করিলে ইহাদিগের স্ত্রীসংসর্গ করিলে অথবা জলপান বা প্রতিগ্রহ করিলে অর্দ্ধ-কৃচ্ছ্র এবং অজ্ঞান পূর্ব্বক করিলে দুই ইন্দু কাল ব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ক্রমশঃ।

মেয়েটি কে ?

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ওমা সে আবার কি ! মেয়েটির নাকি বিয়ে !! আহা এমন মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যাবে ! তবে আমরা খেলা দেখ্‌ব কার ? আ মরি কি সুন্দর ধূলোখেলা ! এ খেলা যদি ভেঙ্গে যায়, তবে আর এ সংসারে দেখ্‌ব কি ? একবার শুনেছিলাম, ও নাকি সেই নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মেয়ে ; এখন ত আবার শুনি, সে সব কথা যেন মিথ্যা মিথ্যা। যত ২ বৃদ্ধ, যত ২ প্রবীণ, যত ২ জ্ঞানী বহুদর্শী যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে " ভাল তুমি নিয়ে এয়েচ, ও সব কথার কি একটা আগা গোড়া কিছু ঠিক ঠাক্ আছে ? যার যা মনে আসে সে তাই বলে। নি—নামের হাজার নাম, আর নি—বাপের হাজার বাপ। ওটা একটা কোথাকার উড়ো ফুঁড়ো ভুঁই ফোঁড়া মেয়ে ; ওর আবার বাপ, তারই আবার কথা " ওকে ত জিজ্ঞাসা করলেই বলে, যে আমায় ভালবাসে, সেই আমার বাবা হয় ; যাকে আমি ভালবাসি, তারই আমি মেয়ে হই। নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাকে ভালবাসে তাই সে আমার বাবা হয় ; তুমি ভালবাস তুমিও বাবা। যে জন্মে কখনও বিয়ে করে নাই, ভালবাস্‌লে আমি তারও পেটে গিয়ে মেয়ে হই। ভাল কথা মনে হ'ল ; সত্য সত্যই যদি মেয়েটির কোন সন্ধান না থাকে তবে ওকে আবার বিয়ে দেবে কে ? আর সম্প্রদানটা কে কি ক'রে, মেয়েত মোটে ঐ, আজ পর্য্যন্ত যার জাতি কাল ঠিক হয় নাই ; আপনার কিছু বোঝে না ; শত্রু মিত্র কাহাকে বলে তাহা ত আদৌ জানেই না ; এই মেয়ের আবার বিয়ে ! ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই সঙ্কোচ নাই, এ গিয়ে শ্বশুর বাড়ী থাক্‌বে কি ক'রে ? এই দেখলাম কাপড় পর্‌তে , আবার এখনি লেংটা। এই দেখ্‌লেম্ চক্ষে জল ; আবার চোখের জল চোখে থাকতেই হাস্‌তে ২ নেচে উঠ্‌ল ! না যায় পাগলে, না আসে ভালতে ; না থাকে অন্ধকারে, না আসে আলোতে। এমন পাগল বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেলা দেখ্‌বে কে ? আর এ উচুটে মেয়ে ঘরে আট্‌কে রাখা ত কার বাবারও সাধ্য নাই। আর, আমিও ত পাগল মন্দ নই ; ওর শ্বশুর বাড়ীর ভাবনা ভাব্‌ছি ! কার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে ? তারা বুঝি কষ্ট শ্রোত্রীয়, মেয়ে পায়না, বিয়েও হয় না ; তাই এমন একটা ভুঁইফোঁড়া মেয়ে পেয়ে হাত ছাড়া ক'রবে না, স্থির করেছে। সাধের সংসারে আদরের ছোট ছেলেটীকে কচি বৌটি দিয়ে সাজিয়ে, রাধাকৃষ্ণের খেলা দেখ্‌বে ! আর, না হয় ত, ওর বাপ বড় কুলিন, বোধ হয় নিরাবিল পটীর বেশ একটী ছোট খাট কুলীনের ছেলে পেয়েছে, তাই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে কুল রক্ষা ক'রবে ? যাই বল, আর তাই বল, এমন মেয়েকে কুলছাড়া ক'রে যদি কুল রক্ষা ক'রতে হয়, তবে অমন কুল চুলোয় থাক্, এমন মেয়ে কুল ছাড়া হলে, সে কুল ত নদীর কুল। তন্ত্রশাস্ত্র কুলের বড় গৌরব করেন, তিনি বলেন মেয়ে না কি কুলের কুল কুণ্ডলিনী। আমাদের দাশরথি রায় তাই বলিয়া গিয়াছেন " আছেন শিবের কুলে কালী, তিনি তাকেই সাজান চিরকালি, কুলে না থাকিলে কালী গৌরব নাই সে মহাকালে"। অন্যের কথা ব'লতে পারিনে আমি যদি ওর সেই কুলীন বাপ হই, তবে কিন্তু মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখি। নইলে কে এমন মেয়েও প্রাণে ধরে, কুলীনের ঘরে বাঘিনী শাশুড়ীর মুখে ছেড়ে দেওয়া যায় ? আহা মেয়েটি ত নয়, ননীর পুতুলটি ! ওর সবই ভাল ছিল, যদি ঐ দুরন্ত পনা টুকু না থাক্‌ত। এ সংসারে কারও একেবারে সব ভাল হয়না ; স্বয়ং

ভগবান্ ভগবতীর হয়না, অন্যে পরে কা কথা। তাই ওর ভুবন ভরা গুণের মধ্যেও ওই একটু বিষম দোষ! আর, দোষই বা কি? ঐ ত মেয়ে; অমন কচি মেয়ে একটু না নড়ে চড়ে, যদি জল ঘট্‌টির মত একস্থানেই দিন রাত্রি ব'সে থাকে; তবে মেয়ে আমার চখেত মোটেই ভাল লাগেনা। বয়সের গুণে ও দোষটুকুও এখন গুণের মধ্যে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় পাঁচ সাত বছর পরে একটু বড় হইলে, বয়সকালে ও সব সেরে যাবে। বিধাতার সংসারে কেউ কখন চিরকাল সমান ভাবে থাকেন; ওত একদিন বড় হবে; কিন্তু সে কথাটা মনে হলে, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠে! আমরা তখন আর পথের ধারে এসে, এমন ক'রে চার চোখ খুলে মন প্রাণ ভরে ও মুখখানি দেখ্‌তে পাব না। আহা! এই টুক্‌টুকে হাসি ভরা মুখটুকু না দেখে তখন থাকব কি ক'রে! হয় ত আবার তখন, সেই এক রকমের ভালও হইতে পারে। কেননা; ওরএ সবই নিত্য নূতন, কিন্তু এমন টুকু ত আর পাব না। এমন ঢলঢলে চোখের টলমলে তারা দুটির আধ২ নাচ্‌নার সঙ্গে ঘুরিয়া২ কটাক্ষ-ভঙ্গী, দেখিলেই বোধ হয় যেন, দুটি তারা দুই পাশ হইতে কপালে এসে একটা হয়ে, তারার কপালে তারার মত দপ্‌২ ক'রে জ্বল্‌ছে। আহা ঐযে সুন্দর, একবার এদিক, একবার ওদিক বেঁকে২ টলে২ গা দোলান, ও টুকু কি ঠিক এমনি ভাবে চিরকাল মনে ক'রে রাখ্‌তে পারব! ঐ যে হাত দিয়ে কোটান দুটি লাল পদ্মের কুঁড়ির মত, ছোট খাট সুন্দর পা দুখানি, ধুলোর মধ্যে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, ঐ যে টুক্‌টুক্‌ করা আঙ্গুল গুলি ধুলোর সঙ্গে খেলা করছে এসকল কি ঠিক তখন এমনি ভাবে মনে থাকবে? তা, ত কখন কারও থাকে না, তবে কি আমি সত্য সত্যই ভুলে যাব? তা যদি ভুলে যাই, তবে আমার মত পাষাণ সংসারে আর নাই!! না—কেমন ক'রে ভুলব? ম'লে যেন মনই ভুলে যায়; আত্মা ত ভুলে না; আর আত্মাও যদি ভুলে যায়, তবু ত পরমাত্মার প্রাণের মধ্য হইতে ঐ ছবি খানি কেহ কেড়ে নিতে পারবেনা! তবে না হয় এই শরীরেই মনে থাকবেনা; মলে ত আবার নূতন শরীর পাব; তখন সম্মুখে না দেখি মনের মন্দিরে প্রাণের আসনে বসিয়া পরমাত্মার ধুলো ছড়াইয়া তার মধ্যেও ত ওর সঙ্গে খেলা করতে পারব? তবে আবার ম'লে আমার দুঃখ কি? ভুলে ত আর যাব না? ও মাগো, আমার কি বিষম ভ্রম!! এ মূর্ত্তি ভুলে না গেলে, মনে থাক্‌লেও কি, ম'লে আবার আমার জন্ম হবে? না—তা ত হবার নয়? তখন ত আর আমি আমি থাক্‌বনা, হায় হায়! তবে কি ভাব্‌লেম্, কি হল! হায় হায়, আমার এত সুখের আশা ভরসা এক কথায় তার সব মাটি হল! তবে আমি ভুলে যাই, যে অলক্ষণা মেয়ে থাক্‌লে সংসারে আসার আশা পর্য্যন্তও ঘুচে যায় অমন মেয়ে মনে ক'রে মরেও আমার সুখ নাই! আমি যদি মরে আবার শরীর না পাই; তবে ওকে ভাব্‌বই বা কি ক'রে, দেখ্‌বই বা কি ক'রে! নির্ব্বাণ মুক্তি! তত্ত্বমসি! কাশীধাম! তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমার শরীরটি আমায় ভিক্ষা দিয়ে আপন২ কাযে যাও, আমার মত মন প্রাণ ভরিয়া আমার ধন আমি দেখি। নির্ব্বাণ! তুমি ত নির্ব্বাণ; আমার এ আলোটি যদি নিভিয়া যায়, তবে তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু মেয়েটিকে যে, আমি আর দেখ্‌তে পাবনা, সেইটি আমার মরণ, তোমার আর এক নাম অমৃত; কিন্তু আমি ত দেখি বিষ!!! মানুষ বড় স্বার্থপর, আমি এলাম, ওর বিয়ে ভাব্‌তে, এখন আপনি ভাবনা ভেবেই অস্থির! আহা আজও কেবল বালিকা! সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা কাকে বলে তাহা বুঝিতেও শেখে নাই, তাই মূর্ত্তিটি এখন আনন্দময়ী! আবার দুদিন পরে, সংসারের বিষাদময়ী ছায়া এসে যখন ঐ মুখ-খানি ঢেকে দাঁড়াবে, বালিকে! তখনও কি তোমার দিন এমনি থাকিবে না—তোমার ঐ প্রফুল্ল মুখখানি ঢাকিবেনা; আমাদেরই এই ক্ষুদ্র চক্ষু ঢাকিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র মেঘের ছায়ায় প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল কখনই ঢাকে না, ঢাকে জীবের

দৃষ্টি পথ। দূরদৃষ্ট জীব, আপন দশা না দেখিয়া বলে সূর্য্য ঢাকিয়া গিয়াছে। তাই মনে আশঙ্কা হয় পাছে তোমার মুখখানি ঢাকিয়া যায়! যা হ'ক মা বড় হও, ঘর সংসারের কর্ত্রী হও, তখন বুঝিবে সংসার কি পদার্থ, যদি তুমি সংসারের কেহ হও!! আচ্ছা মেয়েটি এখনও ত কিছু বোঝেনা; বিয়ে কাহাকে বলে তাহা জানেও না; তবে ত ওর কোন ইচ্ছা নাই, জোর ক'রে ওকে ধ'রে বেঁধে বিয়ে কেন? ওর বাপ মার যত জোর আছে, তাত বুঝ্‌তে বাঁকি নাই। যে মেয়েকে এক দণ্ড ঘরে আটকে রাখতে পারেনা, তাকেই যে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে পারবে, আমার ত এ বিশ্বাস হয় না। ধ'রতে গেলে এত লোকের হাত ছেড়ে যে পালায়, ধরা না দিলে তাকে ধরে, এমন ধরাধর ত আমি কাহাকেও দেখিনে। কার্য্যে যিনি যত কেন দক্ষ না হন, এমন মেয়ে ঘরে রাখ্‌তে তাঁরও মাথা উড়ে যায়। পুরুষের ত গেল এই। তার পর দুটো একটা মেনকা মেয়ে এসে যে, ওকে ধরবে, তাও ত আমার বিশ্বাস হয় না! যদি মা হ'য়ে কেউ ধর্‌তে আসে, তবে এমন মেয়ের প্রসূতি হওয়ায় কি সুখ, প্রসূতি তা জানেনা! তবে এমন বিয়ে হওয়া না হওয়া ওর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর। ও যে এমন সাধের সংসার ভেঙ্গে চুড়ে পাহাড়ে পাখীর মত এক খানে গিয়ে উড়ে উঠে বসে থাক্‌তে পারবে ইহা ত কিছুতেই সম্ভব হয় না। নূতন বউ বারাণসী শাড়ী দেখে ভুলে যাবে, সেটা ত নিতান্ত ভুল। কাপড় যে পর্‌তেই জানে না, তার আবার ওসব কি? তবে সোণারূপার ঢাকাই গহনা, তা দিলে ত মেয়ে ঢাকাই পড়ে যাবে! ও নিজে গহনা গায়ে দিয়ে ঢাকা পড়বে, সে কথা দূরে থাক; যে গহনা গায়ে দেয় তার চক্ষে পর্য্যন্ত ও মেয়ে ঢাকা পড়ে যায়!! ওর আবার গহনা কি? ছাই ভস্ম মাথামুণ্ড যা দাও সেই ওর বেশ, তাতেই ওর আস্থা। আর গহনাই বা এমন কি, যার রং দেখে ও ভুলে পড়ে থাকবে, আমার ত বোধ হয়, কুবেরের ভাণ্ডার খুলে দিলেও ও তার দিকে ফিরে চায় না; গহনার উপরে তত আঁট থাকলে কি, আর অমন ক'রে ধূলো নিয়ে মেতে পড়ত? কি গহনা, কি বাড়ী ঘর, ওর যত কিছু সব ধূলোর ভিতর। কি আগা আর কি গোড়া, ওর ধূলো দিয়েই যত সব গড়া, যত কিছু মন গড়া, ও ধূলো দিয়েই সব লাগায় যোড়া। ধূলো হতেই ঘরকন্না, ধূলো নিয়েই সব হাসি কান্না। ধূলো পাগ্‌লা মেয়ে এটা, (এরে) বিয়ে করবে কোন্ বেটা? ভাব্‌তে২ অনেক ক্ষণ চলে গেল। দেখ্‌তে২ ছুঁড়িটে একবার যেন উঠে দাঁড়াল; আর একদল ছুঁড়ি এসে ওকে ঘিরে দাঁড়ালে। সবাই বলে জামাই কৈ, জামাই কৈ? মেয়েটা একটু হেঁসেই বল্লে দাঁড়া দাঁড়া তোরা, দিচ্ছি। বল্‌তে২ মুখের কথা মুখে থাকতে, ওমা বল্‌ব কি! মেয়েটির যেন ছেলে হ'ল। তা আবার একটা নয়, দুটা নয়, একেবারেই তিন তিনটী। ছুঁড়ি গুলো এসে, চারিদিক হতে "কাউ বাউ" করে দুটো ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিল। যে নিল, সেই নিল, আর তারা কোল থেকে নামায় না। শেষের ছেলেটা মাটীতে পড়ে ধূলো মধ্যে গড়াতে লাগ্‌ল। ছুঁড়িরে ফিরে তাকে কোলে করতে এলে, ছোঁড়াটা যেন আর নড়ে না, তাকা কি মরা তাও ত আর বুঝা যায় না। ছুঁড়িগুলো কাঁদ২ মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল, ও মা কি হ'ল গো বলে! মেয়েটা হেঁসেই বল্‌ল, তোরাই সবাই মিলে ওকে মেরে ফেললি; ধূলো ছাড়া করলি; আরও মরবে! ও ধূলোর মধ্যে শুয়ে আছে, বেশ ঘুমুচ্চে, তোরা যা ঐ দুটকে দুধ দে গিয়ে; এটা আমার কাছে থাক্। ছুঁড়ি-গুলো সব চলে গেল, ছেলেটা মেয়ের কাছে রইল। আমার বড় ভয় হয়েছে, এক একবার ভাবি, ছেলেটা ম'ল কি রইল? আবার ধুলোর ভয়ে সাহস করে কাছেও বড় যেতে পারিনে। দূর হইতেই অনেক জোরে তাকিয়ে দেখি, ছেলেটি যেন মিট২ করে তাকাচ্ছে, আর হাস্‌ছে। দেখ্‌তে২ ঐ রাক্ষসে মেয়েটা এসে, ছেলেটার ডান হাঁটুর উপরে বাঁ পা, আর বুকের উপরে ডান পা চাপিয়া দিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ালে, আমি ভাব্‌লেম্, ছেলে খেকো ডাইনটে বুঝি সত্য

সত্যই ছেলেটি পেলে ? তখন আর থাকতে পারলেম না ; কাছে গিয়ে পাছের দিক দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি, ছেলেটার চোখ একেবারে কপালে উঠেছে, পোড়াকপালে মেয়েটা তবুও কি নামে ? শেষে মেনে ভাগ্যে ২ নিজে থেকেই কোলে উঠ্‌ল," আমার ঘর সংসার বয়ে গেল একি করছি ছাই, আয় ছেলেটা খেলা করিগে চল দুজনে যাই" বলেই বুকে থেকে নেমেই ছেলেটার হাত চেপে ধরল। বাবা ! এমন কেউটে গোখুরের বাচ্চা ছেলেও কখন দেখি নাই। যেই মেয়েটা বুক থেকে নেমেছে, অমনি ছেলেটা ধপ্‌ করে এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আহা ! ছেলেটি ত নয় যেন সাক্ষাৎ ঘটোৎকচটি। কিন্তু এমন হিড়িম্বা রাক্ষসী মা আর কোথাও দেখি নাই। ভাগ্যে ছেলের বাপ নাই ! আজ যদি ভীম থাকৃত ত বুঝতাম, ছেলের বুকে পা দিয়ে দাঁড়ালে কেমন মজা ! আবার ভাবি, এলাম মেয়েটার বিয়ে দেখ্‌তে, হয়ে পড়ল ছেলে, আমি ওর বর খুঁজে বেড়াচ্ছি, ও কি না এর মধ্যে ছেলের মা হয়ে বস্‌ল। তবে জামাইটিও কি এই রকমেরই ? তেমন কুলীনের ছেলে নইলে, এমন কুলীনের মেয়ের বিয়েই বা হবে কি ক'রে ? ছেলেটাও ঐ যে লাফিয়ে উঠেছে, আর মেয়েটার কাছ ছাড়ে নাপ দেখ্‌তে ২ বজ্রবাঁটুল ছেলেটি যেন, মেয়েটির মাথায়২ সমান হয়ে উঠিল। বাবা ! বাবা !! বাবা !!! এমন সৃষ্টি ছাড়া ভুঁইফোঁড়া রঙ্গ রসও কোথাও নাই। সত্য সত্যই ঢেপা ঢেপা গোল গাল ছেলেটি দেখতে এমন বড়ই সুন্দর হ'য়েছে। ... কটা২ লাল২ কটি চোখ ; এলো মেলো ধুলো মাখা জটার মত চুল ; সেই আগুণ২ তাকান ; ধুঁয়া২ রং, পাগলা২ ভাবভঙ্গী ; দুষ্ট২ চেহারা। দুটীয় কিন্তু দেখতে বড়ই সুন্দর মিলেছে। দুটই হাঁসে দুটই নাচে, দুটই চলে দুটই খেলে, আর মেয়েটা এক একবার, এক একটা লাথি দিয়ে, ছেলেটকে চিৎ ক'রে ফেলে, বুকের উপরে উঠে দাঁড়ায় ; আর বলে—"হাঁরে ছেলেটা ! এত কাল আমার বুকের মধ্যে ছিলি, আমি একবার তোর বুকের উপর উঠে দেখি, কতক্ষণ রাখ্‌তে পারিস্‌"। ছেলেটা অমনি "মাগো মা মরেছি" বলে দুই হাত মেলে চোখ কপালে তোলে। ঐ অলক্ষণ, মেয়েটা তখন খল্‌২ ক'রে হাঁসে। আমার অমনি তখন ইচ্ছা করে, মেয়েটার ঐ চুলগুলো ধ'রে গোটা কতক আছাড় দেই। চুলগুলো এমন এলো মেলো ধূলো মাখা যে, কাছে গেলেই ঝাঁকে ২ উড়ে এসে চোখে মুখে পড়ে। লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা চুলগুলো বাঁধেই না। আবার সেই আহ্লাদেই বাঁচেন না, চুল বলে ওঁর শরণাগত ভক্ত !! তাই পায়ে পড়ে পা ছাড়ে না !! আর কাছে গেলে তাকেও ছাড়েনা ! তাই উনি চুল বাঁধেন না। ও চরণে একবার প'লে আর বলে তাকে বাঁধ্‌বেন না !

দেখ্‌তে ২ দলবল নিয়ে ছুঁড়িগুলো সব ফিরে এল। ওমা ! যেমন এটা, তেমনই সেই গুলো। সকগুলো এসেই বলে বেশ্‌ হ'য়েছে ; বেশ হ'য়েছে ; জামাই এয়েছে বিয়ে দেই। মেয়েগুলো সব যেন বাগদীর বাচ্চা, ধাঙ্গড়ের কোঙড়। এমন আল কাতরা গোলা রং আমাদের মাসের মেঘেও আছে কি না সন্দেহ। দেখ্‌তে যেন সবগুলিই এক ছাঁচে ঢালা ; শ্যাম কুণ্ডের মাটী দিয়ে যেন এক একখানি শ্যামা মূর্ত্তি গড়া হ'য়েছে ! আচ্ছা, এর একটারও কি জাত নাই ? জাত থেকো কুল খেকো মেয়ে গুলোর দশাটা কি ? ছি ছি ! সে সব কথা আর মেনে সংসারে থেকে লোকের কাছে বলা যায়না ! এই সব দেখে শুনে আমার বোধ হয়, এর একটাও মানুষের পেটে জন্মে নাই। তা হ'লে কি এমন ক'রে ঘৃণা লজ্জা সব ছেড়ে যায় ? এযে একেবারে দুনিয়ার বাহির ! ধর্ম্মাধর্ম্ম-কর্ম্মাকর্ম্ম কোন কাণ্ড জ্ঞান নাই, কেবলই হাসে আর নাচে ! সত্য সত্য বল্‌ছি, এ যদি আমার সমাজে হ'ত, তবে আমি ওর সবগুলোকে এক ঘরে করতেম্‌। কি বলব যে হাতে পাইনে, আমি অবাক্‌ হ'য়ে হা ক'রে দেখ্‌ছি ; দেখ্‌তে ২ সবগুলো উলু দিয়ে নেচে উঠ্‌ল ; ছোঁড়া এসে ছুঁড়ির ডান পাশে দাঁড়ালে ; দুটয় দুটর গলা জড়িয়ে ধ'রল

হাস্‌তে২ বিয়ে সারা হ'য়েগেল। এখন বলে ভোজের আয়োজন! ছুঁড়িগুলো বলে উঠ্‌ল, "বিয়ে হ'ল তার ভোজ কৈ" ? ছুঁড়ি বল্লে "কেনে লা! ভোজ ত আগেই দিয়েছি!! সে দুটকে নিয়ে গেলি, কি করলি?" ও ছুঁড়িরে ব'ল্ল" ওমা সে আবার কি কথা? সে দুট যে আমাদের! আমরা চাই নে তোর ভোজ!!" মেয়েটা অমনি রেগে উঠে বল্ল, "কি বল্লি! সে দুট তোদের, বিই'য়ে দেব আমি, আর কর্ত্তা হবি তোরা? দেখ্‌ গিয়ে ভোজ রাঁধা সারা!" ছুঁড়িগুলো অমনি দৌড়িয়ে গেল, কাদতে২ মরা ছেলে দুট কোলে ক'রে নিয়ে এল। মেয়েটা কি যেন ব'লে হাতে তুরি দিল, অমনি সবগুলো খিল২ করে হেসে উঠ্‌ল। দেখে ত শোকে দুঃখে আমার বুক ফেটে গেল। ভাব্‌লেম্‌ এগুলো সব ছায়া বাজীর পুতুল না কি? মর! এগুলোর হাসি কান্নাও কি সব মেয়েটার হাতে? রাক্ষসী মেয়েটা মন দিয়ে না কি, ছেলে দুটকে মেরে ফেল্লে। মেরে আবার বলে উঠ্‌ল—""যা য়া! আর দেড়ি করিস্‌নে, রাখ্‌বার হ'লে কাছেই রাখতেম্‌।" ছুঁড়িগুলো জিজ্ঞাসা করল, এ দুটই বা মল কেন, আর ওটাই বা বাঁচল কেন? ছুঁড়ি অমনি ব'লে উঠ্‌ল, আ মর মর! আহ্লাদেই বাঁচনা! ও দুট না মলে যে, এটার বিয়ে হয় না, তার আর ঠিক নাই! ছুঁড়ি গুলো আবার বল্‌ল কেন? মেয়েটা অমনি রেগে উঠে বল্ল," দূর হয়ে, যা পাগল গুলো, অশৌচ না হ'লে কি বিয়ে হয়? ছুঁড়িগুলো অমনি হাত তালি দিয়ে নেচে উঠে মরা ছেলে দুটকে কামড়ে২ খেতে আরম্ভ ক'রল! তার পর যা হ'ল, তা আর বলতে পারিনে, পাঠক! সৃষ্টি স্থিতি সারা হ'ল, এ মরাখেকো বিয়ের ভোজের আর বাকি কত বলতে পার?

মা-টি! মেয়েটি! তোর এ বিয়ের কথা যার মনে থাকে, সে ত আর ছেলে দেখেও নাচে না, অকালেও মরেনা, কালেও যদি মরি মা তবে তখন তোর ঐ অমরস্বামী ছেলেটিকে কোলে ক'রে একবার এসে বুকের উপরে দাঁড়াস্‌, আমি যেন মন প্রাণ ভ'রে, পাগ্‌লীর খেলা দেখতে২ কপালের চোখ কপালে তুলি! তুই ছুঁলে যদি অপমৃত্যু ঘটে, না হয়, সমাজ যেন আমাকে স্থান না দেয়, আমি চরণতলে সমাজকে স্থান দিয়ে তোকে নিয়ে, মায়ে পোয়ে একঘরে হ'য়ে থাকব মা: সমাজের কেউ ডাকলে পরে তুই যেন তাঁর কাছে যাস্‌নে, দয়া ক'রে এই করিস্‌ মা, কেউ যেন আমার কাছে আসে না!!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

মহা শ্মশানে মহা মহোৎসব।

শ্মশান চির দিনই লোকের সমক্ষে বিকট দৃশ্য, শ্মশান চির দিনই প্রচণ্ড চিতানলে উদ্দীপ্ত ও শোকার্ত্তের নয়ন জলে সিক্ত। শ্মশান মনে করিলেই লোকের ভয় ও শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদিগের এই মহা শ্মশান (বারাণসী) সামান্য শ্মশান নহে। ইহা শ্মশান হইয়াও আনন্দ কানন। এই শ্মশানে দেহ বিসর্জ্জন দিবার জন্য ভারতের চারিদিক হইতে অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিতেছে। এ মহা শ্মশানে দেহ বিসর্জ্জিত হইলে জীব "শবের" পরিবর্ত্তে "শিব" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, জন্ম মরণ রূপ মহা শঙ্কট হইতে চিরদিনের মত অবকাশ পায়, শোক, তাপ, দুঃখ চির দিনের জন্য জীবের নিকট বিদায় লয়। অন্যত্র মরিতে বলিলে লোকে গালি মনে করিয়া থাকে, এখানে মরিবার গালি আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়। বিশ্বনাথ এখানকার অধিনায়ক, ত্রিভুবনপালিকা অন্নপূর্ণা এই আনন্দ কাননের একমাত্র অধীশ্বরী। এই আনন্দ কানন সদাই পূজা পাঠ ধ্বনিতে সদানন্দে পরিপূর্ণ থাকে। সদা সাগরের ন্যায় তুমুল তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠে, তাই এই মহানন্দ কাননে ভারত বর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক মহা মহোৎসবের আনন্দ লীলার প্রবাহ বহিয়া গেল। এই উৎসব ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল ও অনুমোদিত। সকল প্রদেশের উপযোগী ও আবাল, বৃদ্ধ বনিতার পরমসুখসাধক হইয়াছিল।

মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১৭ই বৈশাখ, শুক্রবার।

প্রাতঃকাল হইবা মাত্র গঙ্গাস্নাত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোপযোগী সন্ধ্যা বন্দনা পূজা পাঠাদি সমাপন পূর্ব্বক আগত বালকগণ, যুবা ও বৃদ্ধগণ পবিত্র বেশে সভার কার্য্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা চারি দণ্ডের পর ফল মূল মিষ্টান্ন-যুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প, গঙ্গাজল, দুগ্ধ, ধূপ দীপাদি পূজোপকরণ সহিত সভ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া চতুর্থীরাজগণেশ বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার পূজনার্থ যাত্রা করিলেন। অগ্রে অগ্রে মহারোলে বাদ্য বাজিতে লাগিল। চারিদিকে অর্দ্ধ শতাধিক ধর্ম্মের জয়পতাকা চলিল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। কাশীর প্রকাশ্য পথ দিয়া যেন একটা স্বর্গীয় প্রবাহ বহিয়া চলিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ, নিম্ন পদস্থ আদি সকল শ্রেণীর লোকই আসিয়া এই আনন্দ স্রোতে মিশিতে লাগিলেন। এই পবিত্র দৃশ্য দেখিবার জন্য দূরের লোক নিকটে ছুটিয়া আসিল ও পথ-পার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের নিম্নতল হইতে পঞ্চ ও ষষ্ঠ তলের পর্য্যন্ত বাতায়ন উন্মুক্ত হইল। দেবালয়ে পূজন কালে অত্যন্ত জনতার মধ্যে যে পবিত্র ভাবের ছায়া আমাদিগের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিল, তাহার সুস্নিগ্ধভাব আমরা চিরজীবনেও বিস্মৃত হইবনা। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে পূজাবসানে যে আনন্দ পূর্ণ নৃত্য ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল, সেই প্রেমোন্মাদতরঙ্গ সাধু-হৃদয়ের গুঞ্জন আমরা বিস্মৃত হইবনা। পূজাবসানে সকলে হৃষ্ট অন্তঃকরণে সভার কার্য্যালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিশ্রামান্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টমুখ করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে দলে দলে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, পাঞ্জাবী আদি দূর দেশবাসী শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় গণের সভা মণ্ডপে সমাগম হইতে লাগিল। সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে সকলে উপবিষ্ট হইলে ধর্ম্ম সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী সুর, স্বর, ও কথা গুলি ভাবুক হৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মণ্ডলাকারে পবিত্রদৃশ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে উচ্চনিনাদে বেদ গান আরম্ভ করিলেন। যখন গগন ভেদ করিয়া বেদ ধ্বনি স্বর্গাভিমুখে ছুটিতে লাগিল, তখন প্রাচীন ভারতের কত কথাই মনে পড়িল, তাহা বলিতে পারিনা। তখন ইংরাজ দিগের সুশাণিত বেয়নেট ভুলিলাম, মুসলমান দিগের খরশান অসি ও অত্যাচার বিস্মৃত হইলাম, বৌদ্ধশাসন কালীন বৈদিক বিপ্লবের কথা স্মৃতিপথচ্যুত হইয়া গেল। তখন কেবল তপস্তেজপূর্ণ মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি দিগের কথা মনে পড়িতে লাগিল। দিগ্বিজয়ী রাজন্যবর্গের মহা মহা যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতা গণের মনুষ্যসহ সাক্ষাৎকারের কথা, তপোবলে বিমান আরোহণে মনুষ্যের স্বর্গগমনের কথা স্মৃতি পথে উদয় হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন দেব, দানব, করভ, সিংহ, শার্দ্দুল, মৃগ, সর্প মোহন মন্ত্রে বিমোহিত হইয়া বন মধ্যে ঋষির আশ্রমে বেদগান শ্রবণ করিতেছে। বেদমন্ত্র শ্রবণে শরীর, মন, আত্মা পবিত্র হইল। সভা স্তব্ধ, গাম্ভীর্য্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তদনন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইলে পর কুমার পরিব্রাজক মহাশয় "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনো বিলাসং" ইত্যারব্ধ শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্বের কুহকময়ী মায়ার সহিত তুলনা করিয়া ইন্দ্রজাল বিষয়িণী একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। সভা বিসর্জ্জন কালে যে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হইবে, তাহা যে কেবল লোকচিত্তবিনোদনার্থই সম্পন্ন হইবে তাহা সভার অভিপ্রায় নহে, দিখাতে কিরূপে সত্যবুদ্ধি হয়, এবং সত্যতে কিরূপে মিথ্যার জ্ঞান হয়, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব ইন্দ্রজাল বিদ্যার অবতারণা করেন। বহুল যুক্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইন্দ্রজাল বিদ্যার উপাদেয়তা এবং উহা যে জ্ঞান শাস্ত্রের অনুকূল

ইহা প্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। তৎপরে নানা প্রকার ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হইয়া সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল! কিন্তু অনেকগুলি অল্প বয়স্ক দর্শকের গণ্ডগোলের জন্য কতক গুলি উপাদেয় এবং অতীব মোহনকর ইন্দ্রজাল দেখাইতে না পারিয়া ইন্দ্রজালীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন!

১৮ই বৈশাখ, শনিবার।

অদ্য সায়ংকালে কাশীস্থ প্রসিদ্ধ নগর শালায় (টাউন হলে) কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় "সুগম পথ" এই বিষয়ে হিন্দী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী আদি বিদেশীয় অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রোতৃবর্গ স্থির ভাবে শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। টাউন হল নির্ম্মিত হইয়াছে অবধি এখানে এমন প্রেমাবেগপূর্ণ বক্তৃতা আর হয় নাই, আর কখনও শ্রোতৃবর্গের চক্ষু হইতে এখানে এত প্রেমাশ্রুধারা বহে নাই। বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রকটিত হইল।

" পদার্থ মাত্রেই কোন না কোন একটী গতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই গতির অধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। এই গতি যেখান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যত দিন পর্য্যন্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইতে না পারিবে ততদিন গতির শেষ নাই, ততদিন গতির বেগ অনিবার্য্য। আমরা এই গতির অধীন হইয়াই জন্ম জন্মান্তর ও কত বিঘ্ন বাধা ভেদ করিয়া একটা অলক্ষিত চির বিশ্রাম নিকেতনের দিকে দৌড়িয়াছি। চক্ষু, কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যখন সেই বিশ্রাম স্থান লাভ করিবে, তখনই আমাদিগের শান্তি ও সমাধি এবং জন্ম জরাদি হইতে তখনই মুক্তি হইবে তখনই আবেগময়ী গতির নিরোধ হইবে। সমস্ত সুখ সৌন্দর্য্যের একমাত্র আধার ভূমি ভগবানই সেই বিশ্রাম নিকেতন, তাঁহাতে সম্মিলিত হইতে না পারিলে জীবের এই প্রবল গতির বেগ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। ধন লাভ করিয়া, বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া, যশোরাশি সঞ্চয় করিয়া জীবের এ পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন জীবের মনোবৃত্তি বহির্ম্মুখীন থাকিবে, ততদিন প্রকৃত কল্যাণের আশা করিতে পারা যায় না। অন্তঃকরণ বৃত্তি সকলকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছিলেন, পরম কল্যাণ লাভের তাহাই সুগম পথ। এ পথ ঋষিদিগের কল্পিত নহে, লোক বিশেষের বিরচিত নহে, ইহা নিত্য সনাতন বৈদিক পথ। এই পথ দিয়াই মহাজনগণ বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। আমরাও যখন সেই শেষ বিশ্রাম তীর্থের যাত্রী, তখন নিজ২ কল্পনার পথ পরিহার করিয়া এই পথে বিচরণ করিব। কর্ম্ম উপাসনা, জ্ঞানাদির দ্বারা আমাদিগের সেই স্থান অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। যাগ, যজ্ঞ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদির দ্বারা নিষ্ঠার উদয় হয়; নিষ্ঠা হইলে গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভগবৎ পূজায় মতি গতি ও ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ভগবানের পূজা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে, চিত্ত শুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়। জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে অনুভব করিতে পারা যায় ও মুক্তি লাভ হয়। মুক্তি কোন রূপ সাধনের বিষয় নহে, উহা জ্ঞানের ফল মাত্র। জ্ঞানের দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টির সঞ্চার হয়। এই রূপে কৃপা দৃষ্টি হইলে সাধকের পরাভক্তির উদয় হয়। এই পরাভক্তি সাধকের সকল সাধনের চরম ও পরম ফল। এইখানে আসিয়াই জীবের গতি চির নিরুদ্ধ হইয়া যায়। যেমন রেলওয়ে এঞ্জিনে বাষ্পজলাদি জনিত গতি সঞ্চারিত হইলে, দ্বিতীয় ষ্টেশনে পৌঁছিবার সময় ঐ বাষ্পাদির তেজ ত্যাগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতেই যে শকটের বেগ নিরুদ্ধ হয় তাহা নহে; উহা নিরোধ করিবার জন্য যন্ত্র বিশেষ দ্বারা শকট চক্রের গতি রোধ করিতে হয়। তাহা না করিলে ঐ বাষ্পাদি জনিত

শকটাদির অণু পরমাণুতে যে একটা সুক্ষ্ম বিচিত্র গতি প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা থামিবার জন্য গাড়ী আপনা আপনি অর্থাৎ নিজনিহিত আবেগের বশীভূত হইয়া আরও অর্দ্ধ ক্রোশ চলিয়া যাইবে। সেইরূপ মুক্তি লাভের জন্য মনুষ্য যত কিছু সাধন করে, সেই সাধনের গুণে ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও মুক্তি লাভ হইয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধনজনিত যে বিচিত্র সম্বেগ জীবের আত্মশক্তির সহিত বিমিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা মুক্তি পদরূপ থামিবার স্থানে গিয়াও নিরুদ্ধ হইতে পারেনা; কেননা, সেখানে জীবের অহং বুদ্ধিরূপ কোন কৌশল না থাকায় পরাভক্তি পর্য্যন্ত লইয়া যায়। সেইখানেই গতি স্বতঃএব নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ভক্তি স্থানই জীবের পরম পদ। ইহাই লাভ করিবার জন্য জীব নানা প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম তপস্যাদি দ্বারা কায়মন মনসা বাচা চেষ্টা করিয়া থাকে। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি সাধন অপেক্ষা ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ। কেননা, কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত না হইলে, যোগ সুনিয়মে অনুষ্ঠিত না হইলে, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গ দর্শনরূপে পরিণত না হইলে যথাযথ ফল প্রদান করেনা; কিন্তু ভক্তি জীবকে ঈশ্বরের শরণাগত করাইয়া দেয়। ভক্ত নিজে সমর্থ না হইলেও শরণাগতপালক কৃপা করিয়া তাহার সামর্থ্যের সঞ্চার করেন। কর্ম্ম ভক্তির বীজাবস্থা, উপাসনা ভক্তির অঙ্কুরাবস্থা, এবং জ্ঞান ভক্তির পরিপাকাবস্থা। ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া অপেক্ষা জীবের লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবার সুগম পথ আর নাই। ইতীতি। ইহার পর ভক্তির আবেশের সঙ্গে২ পরিব্রাজক মহাশয় যে সকল ভাবের অবতারণা করিলেন, ভক্ত জীবনী কহিতে ভক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তিনি গলদশ্রু নেত্রে যে ভক্তিভাবের উপাদেয়তা, ভগবানের ভক্তবৎসলতা ও ভক্তের কৃতার্থতা প্রকাশ করিলেন, তাহা শুনিয়া হৃদয়বান্ মাত্রেই অবিরল অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অনেকে রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ দান করিলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল।

১৯এ বৈশাখ, রবিবার।

প্রাতঃ কালে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার একখানি বিশাল তরণী এবং সুনীতি সঞ্চারিণী সভার জন্য অপেক্ষাকৃত একখানি ক্ষুদ্র তরণী বহুবিধ ধ্বজা পতাকা পুষ্প পল্লব মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে জলতরঙ্গের সঙ্গে২ যেন নৃত্য করিতে লাগিল। এদিকে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় শতাধিক ভদ্র মহোদয় ঘাটের বিশাল প্রস্তরপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সুমিষ্ট স্বরে নিম্ন লিখিত কীর্ত্তন গাওয়া হইল।

বাউল সংকীর্ত্তন।

তরী লেগেছে ঘাটে—তরাতে জীব ভব শঙ্কটে॥
অটল তরণী তায় কাণ্ডারী হরি, যত পাতকী পার করতে এবার এনেছেন তরী—কর কাঙ্গালে পার বলে যে একবার, অমনি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু করেন তারে পার; একবার হরি বলে (বাহু তুলে) কে যাবি পার আয়রে ছুটে॥

পরিব্রাজকের সঙ্গীত, দ্বিতীয় ভাগ।

তৎপরে সকলে নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে ধর্ম্ম সঙ্গীত ও হরি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কেদার ঘাট ও পঞ্চগঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেন। বৃহত্তরণী খানির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র তরণী খানির বড় শোভা হইয়াছিল। যেন মাতার সঙ্গেসঙ্গে রত্নালঙ্কৃতা বালিকা গমন করিতেছিল। কাশীতলবাহিনী গঙ্গার উপর দিয়া হরি নামের একটা প্রবল স্রোত যেন বহিয়া গেল। ঘাটে ঘাটে অগণ্য স্ত্রী পুরুষ, সাধু মহাত্মা অবাক্ হইয়া আনন্দের চক্ষে এই পবিত্র দৃশ্যটী দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় কারমাইকেল লাইব্রেরিতে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিকাধিবেশন হইল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী এবং শ্রীমদ্বহুমানাস্পদ প্রমদা দাস মিত্র মহাশয় হিন্দী

ভাষায় "সদাচার" বিষয়ক উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে সুনীতি সভার সভ্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অতি সুমধুর স্বরে প্রথমতঃ ভগবৎ প্রণাম ও তদনন্তর গুরুর প্রণামাদি পাঠ করেন। তদনন্তর সভার সম্পাদক শ্রীমান্ কালীপদ সরকার সুনীতি সভার বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর মাননীয় শ্রীযুক্ত রাম শঙ্কর ব্যাস অতিউৎসাহ ও উল্লাসের সহিত এতৎ সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কুমার পরিব্রাজক মহাশয়কে তাঁহার মহত্ত্বের জন্য যথোচিত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন, যে কাশী পরমতীর্থ স্থান হইলেও মহামহা পণ্ডিত ও সাধু মহাত্মাদিগের আবাস ক্ষেত্র হইলেও ইহা এত দিন সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় আলোচনার্থ সুশিক্ষিত সমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু কয়েক বর্ষ হইতে কুমার মহোদয়ের সমাগমে কাশী ক্ষেত্রের সাধারণ সমাজে ঘোর আন্দোলন উঠিয়াছে। একটী একটী করিয়া কয়েকটী দেশ হিতৈষিণী সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুনীতি সঞ্চারিণী সভার দ্বারা নব্যশিক্ষিত সমাজে ধর্ম্ম নীতির আলোচনার স্রোত বাড়িয়াছে। মূর্চ্ছিত দেহে যেন চেতনা সঞ্চার হইতেছে। কাশীবাসী মাত্রেই সন্তান সন্ততিকে সুনীতি শিক্ষার অধীন করিলে কাশীধাম দৃশ্যতঃও মোক্ষ ধাম বলিয়া প্রতীত হইবে। অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রের গাম্ভীর্য্য গর্ভ হইতে সদাচারে জীবের কি লাভ হয়, উহা উল্লেখ পূর্ব্বক বিষয় পিপাসার্থ উন্মত্ত হইয়া দেশীয় রীতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, ম্লেচ্ছ দেশাদিগমন, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও অপেয় পানাদির দ্বারা বিশুদ্ধ মানবপ্রকৃতিতে যে কত দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শকরে, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়াদেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাই মূল্যবান্ হইয়াছিল। তদনন্তর প্রমদাদাস বাবু একটী অতি উত্তেজনাপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতাকরেন। বক্তৃতার প্রতিশব্দে তাঁহার হৃদয়গত বিশুদ্ধ আর্য্য ভাবের প্রদীপ্ত স্ফুলিঙ্গ রাশি যেন বাহির হইতেছিল। রাজা রাম মোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কার করিতে আসিয়া জ্ঞানতঃই হউক বা অজ্ঞানতঃই হউক উপনিষদাদির যে অযথা ব্যাখ্যা করিয়া লোক সকলকে ভ্রম প্রমাদে ফেলিয়া গিয়াছেন, তিনি যে হিব্রু ভাবের বশীভূত ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় মলিন দৃষ্টি হইয়া আমাদিগের শাস্ত্রীয় সগুণ উপাসনাকে (মূর্ত্তিপূজাকে) Idolatry (পৌত্তলিকতা) বলিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন, সদাচারভ্রষ্ট হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার শক্তি থাকে এই ভ্রম সংস্কার তিনি ভারতে চালাইবার চেষ্টা করায় তিনি যে দেশের অনেক অনর্থপাত করিয়াছেন, তাহা বক্তৃ মহোদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সুতীব্র যুক্তি আদির দ্বারা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। স্বভাববাদিগণও যে মূঢ়তা বশতঃ ব্রহ্মানন্দোপভোগে বঞ্চিত হয়, তাহারও তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন। বলিতে কি, তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় জড়বুদ্ধি ব্যতীত সহৃদয় মানবের শাস্ত্রীয় সদাচারের উপাদেয়তা বুঝিবার বাকী ছিলনা। তাঁহার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত লোককে অতি উৎসাহপূর্ণ চিত্তে কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া আমরা বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি।

২০এ বৈশাখ, সোমবার।

অপরাহ্ণ বেলা ৪ টার পর সভ্যগণ সভার কার্য্যালয় হইতে পবিত্র সজ্জা ও বাদ্যোদ্যম সহ নগর বাসীগণকে প্রেমগদগদভাবে হরি নাম সংকীর্ত্তন শুনাইতে২ চক চৌখাম্বা আদি হইয়া বিন্দু মাধব পর্য্যন্ত গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আজিকার ব্যাপার অতি চমৎকার। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, যে গৌরাঙ্গ কাশীতে আসিয়া বেদান্তী পণ্ডিত দিগের সহিত যথেষ্ট শাস্ত্রার্থ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তখন হরি নামের ধ্বনিতে কাশী বাসী দিগকে আনন্দিত করিবার অবসর পান নাই। আজ শত শত বর্ষের পর তাঁহার মনের সাধ ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। আজ এই প্রেম হিল্লোলে মাতিয়া কাশী বাসী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সাধু আসিয়া মিশিলেন। লক্ষ লক্ষ

টাকার অধীশ্বর কাশী বাসী গণ উল্লাস ও আগ্রহ পূর্ব্বক হরি নামাঙ্কিত বৈজয়ন্তী নিজ নিজ হস্তে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কোথাও মিষ্টান্নের, কোথাও পুষ্প ও পুষ্পমালার, কোথাও গোলাপজলের বৃষ্টি হইতে লাগিল। হিন্দুস্থানী মণ্ডলের মধ্যে যেন কি একটা প্রবল স্রোত আসিয়া সকলের হৃদয়কে ভাসাইয়া দিল। উদয়পুর হইতে সমাগত শ্রীনাথদ্বারার অধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজা গোবর্দ্ধন লালজী গোপাল মন্দিরে এই উৎসবের মহারোলে ও মহাতরঙ্গে নিতান্ত বিমোহিত হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তনের দল বিন্দুমাধবের মন্দির সমীপে পৌঁছিলে কাশী বাসী ধনাঢ্য মহাজন বাবু ভগবান্ দাস ও ঠাকুর দাস মহোদয়দ্বয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ আগ্রহ সহ সমস্ত লোক গুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনির সরবৎ ও সুশীতল জল পান করাইয়া সভার সম্মাননা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

২১এ বৈশাখ, মঙ্গলবার।

সন্ধ্যা হইল, নির্ম্মল চন্দ্র কিরণে দশাশ্বমেধের (অহল্যাবাইএর) ঘাট যখন হাস্য বিকসিত বোধ হইতে লাগিল, তখন দলে দলে কাশী বাসী (ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ নিবাসী) গণ বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এদিকে সভা হইতে হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সভ্যগণ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় অতি উদ্দীপনাপূর্ণ ও প্রেম গদগদ ভাষায় কাশীর শাস্ত্রীয় পবিত্র আদর্শ চিত্র করিলেন এবং সেই মোক্ষধাম কাশীপুরীতে দেশ দেশান্তর বাসীগণ সমবেত হইয়া যে অনেকে কদর্য্য কার্য্য-নিরত থাকেন, তাহার জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ ও ভর্ৎসনা করিলেন, আনন্দময়ী রাজরাজেশ্বরীর এই আনন্দ কাননে কত কদাচারের স্রোত ভিতরে ভিতরে বহিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। কাশীর মলের মূল যেমন প্রস্তর ফলকে আচ্ছাদিত, তেমনই অনেক দুষ্ট দুরাত্মার অতি কদর্য্য কার্য্য রাশি কপটাচাররূপ পাষাণ ফলকে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে বিশ্বনাথ সমুদ্র মন্থনের দিগদাহক হলাহল পানে সন্তপ্ত হয়েন নাই, তিনি কাশীর বাঙ্গালী টোলার এই বিষে সন্তপ্ত হইবেন কেন? এইরূপ অনেক মর্ম্মভেদী ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ দ্বারা অনেক দুর্ব্বুদ্ধি কাশী বাসীর চেতনা সঞ্চার করিয়াছেন। তদনন্তর কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় হিন্দী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি মনুষ্যগণকে সাধারণ বিষয়ী, শাস্ত্রাধ্যায়ী, সাধক ও সিদ্ধ এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া সকলেই যে চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণে নিতান্ত পথশ্রান্ত, ভগবৎকৃপাসিন্ধুর সুধা বিন্দু পান জন্য যে সকলেই মানবদেহরূপ নদীতটে জল লইতে আসিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বিষয়ীগণ গৃহদারাদি বিষয় মদে উন্মত্ত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে, তাই তাহাদের পিপাসা মিটিতেছেনা। শাস্ত্রাধ্যায়ীগণ ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পাণ্ডিত্যাভিমানে হতচেতন হইয়া পড়িতেছে, তাই তাহাদের শাস্ত্রপাঠ ও শ্রম কাকের মিষ্টান্ন লুকাইবার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে, ও পিপাসা মিটিতেছেনা। সাধক গণের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া সাধন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াও নিজ নিজ দুর্ভাগ্য দোষে "আমি সাধু" এই অভিমানে সমস্ত ব্রত ব্যর্থ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা বিষয়াভিমান, বিদ্যাভিমান ও ধর্ম্মাভিমানাদি বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত বিনীতান্তঃকরণে আপনাকে দীনাতিদীন জানিয়া ভগবৎ-প্রেম গদগদ চিত্তে ভগবানের শরণাগত হয়েন, তাঁহাদিগেরই মনোরথ সিদ্ধ হয়, তাঁহাদিগেরই জন্ম সার্থক, তাঁহারাই নিজ নিত্য নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারেন। এইরূপে বক্তৃতা শেষ হইলে সভ্যগণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি ৯টার সময় সভা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২২এ বৈশাখ, বুধবার।

আজ বাঙ্গালী টোলা প্রিপ্যারেটরি স্কুলে "ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" বিষয়ে মান্যবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা করিবার কথা।

কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় পত্রের দ্বারা কুমার পরিব্রাজক মহাশয়কে তাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আজ পরিব্রাজক মহাশয় বক্তৃতাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কোন পদার্থ যে ধর্ম্মহীন থাকিতে পারেনা, তৃসরেণু হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তকে যে ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন, সে যাহাই কেন করুকনা সে যে ধর্ম্মের হাত এড়াইতে পারেনা ইহা তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বুঝাইলেন। আমরা যাহাকে অধর্ম্ম বলি, তাহা মানবের অধর্ম্ম হইলেও পশু পিশাচ রাক্ষসাদির যে ধর্ম্ম তাহা দেখাইয়া দিলেন। মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে স্বেচ্ছাচারের দ্বারা যে তাহা পাওয়া যায়না, এবং আপ্তবাক্য স্বরূপ বেদবোধিত উপদেশ ব্যতীত যে আমরা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝিতে পারিনা, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন। আজকাল লোকে স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা অলীক কল্পনার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে, তাহা যে মায়ামুক্ত যোগীন্দ্র পুরুষগণ ব্যতীত সাধারণের জিনিষ নহে, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণ করিলেন, যে এখনকার "স্বাধীন ইচ্ছা" স্বেচ্ছাচার মাত্র। (এই সময়ে কতক গুলি অস্ফুটবুদ্ধি, তরলমতি যুবা (ইহারা নাকি আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়) অসভ্যতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়াছিল)। ধর্ম্মের শিক্ষা করিলে বা ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিলে বিশেষ ফল হয় না। নিজ কল্যাণেচ্ছুগণ শাস্ত্র বিধিবিহিত ব্যবস্থানুরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা আপনার কামনা পূর্ণ করিবেন। একটী অনুষ্ঠানের দ্বারা অপর একটী উচ্চভাবের বিকাশ ও একটী উচ্চাঙ্গ অনুষ্ঠানের অধিকার হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে উপাসনার অধিকার জন্মেনা। বিধি পূর্ব্বক উপাসনা না করিলে চিত্তের শুদ্ধি হয় না, এবং তাহা ব্যতীতও জ্ঞানোদয়েরও সম্ভাবনা নাই! এবং এতাবতের বেদ স্মৃতি আদির অনুগত বিধানানুসারে অনুষ্ঠান না করিলে ভগবল্লাভ বা মুক্তি হইবার আশা কোথায়? ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেই পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। কার্য্যের অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্ম নহে; কিন্তু অনুষ্ঠান জনিত হৃদয়ে প্রতিফলিত সংস্কার বা অদৃষ্টের নাম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

"বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসো গুণোমতঃ।
প্রতিসিদ্ধক্রিয়াসাধ্যস্তমধর্ম্মঃ প্রচক্ষতে॥"

অনুষ্ঠানের সহিত ভগবৎপ্রাপ্তির ভাব বা নির্ম্মলা বাসনার যোগ না থাকিলে ধর্ম্ম করিতে গিয়া অধর্ম্ম হইয়া পড়ে। যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভগবদ্ভাবের যে পরিমাণে মিলন, উহা সেই পরিমাণে ধর্ম্ম। ঈশ্বরভাব পরিশূন্য অনুষ্ঠান লোকতঃ পুণ্য হইলেও উহার ফল পাপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ সম্মিলন করিয়া দেওয়াই ধর্ম্মানুষ্ঠানের চরম ফল। ইতি! বক্তৃতাবসানে বহুতর লোক একত্র হইয়া হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সভামণ্ডপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৩এ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

আজ বেলা ৩ টার পর পুঁটিয়ার মহারাজার সত্রালয়ে "আনন্দ রাজ্য" বিষয়িণী বক্তৃতা। বক্তা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব। সভাস্থান লোকে লোকারণ্য। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতা যেন সেই অরণ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। এই ঝড়ের বেগে কত কপটাচার লতামণ্ডপমণ্ডিত প্রচ্ছন্ন বিষতরু প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কত অন্নপূর্ণার অঙ্ককলঙ্ক দুরাচারের দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশিত হইল। আনন্দ রাজ্যে শোক তাপের কোলাহল এই সকল লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে। এই যোগী সন্ন্যাসী গণের বিশ্রামক্ষেত্রে বিষয়ীগণ বেশ্যা মদিরাদির দ্বারা নিরানন্দের বিষ্ঠাকুণ্ড রচনা করিয়াছে। অনেকের গৃহ (হৃদয়) অন্বেষণ করিলে নিম্ন তল হইতে পঞ্চমতল পর্য্যন্ত তলে তলে পায়খানা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুষ্কর্ম্ম, দুরাচার আদি ধুইয়া ফেলিলে আনন্দময়ীর আনন্দকানন বস্তুতঃই আনন্দ রাজ্য হইয়া উঠে। জীব তুমি যত দিন সংসারের ময়লা মাটী খুটা নাটী ত্যাগ না করিবে, তত দিন আনন্দ রাজ্যের প্রজা হবে কোথা হতে? ভাবশুদ্ধির সুবাতাসে

প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে আনন্দ্যাগর, প্রেমানন্দই এই আনন্দ সাগর প্রবেশের সার্থকতা। ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে সকলে হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সভা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

২৪এ বৈশাখ, শুক্রবার।

আজ উৎসবের শেষদিন। পুঁটিয়ার মহারাজারণসত্রালয়ে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বক্তৃতা। বিষয় "শেষ দিন"। তিনি প্রথমতঃ অন্যান্যদিনের বক্তৃবর্গের হৃদয়ভেদী সদুপদেশে যদি কাহারও হৃদয়ে বেদনা হইয়া থাকে, তাহার শান্তি বিধানের জন্য এই শেষদিনই শুভ অবসর বলিয়া দেখাইলেন। শেষ দিনে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ, শত্রুতা, দ্বেষ, হিংসা, আপনার ও পর বুদ্ধির শেষ হইয়া যায়। এই শেষ দিনে রাজা ও ভিখারী, পণ্ডিত ও মূর্খের, স্ত্রী ও বৃদ্ধের প্রজ্জ্বলিত চিতাই একমাত্র শয়ন শয্যা। জগতের সম্বন্ধ ফুরাইবার দিন। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, হর্ষ বিষাদ সকলই এই খানে ছাড়িয়া যায়। এই শেষদিনে জগতের পিতামাতা ভাই-বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, কেবল কাঙ্গালের সখা, অকুলের কাণ্ডারী হরি এই শেষদিনের পরম সখা। তাঁহাকে দিন থাকিতে ভাবিয়া লও, সময় থাকিতে আপনার করিয়া লও। মৃত্যু মনুষ্যের একদিন হয়না, মুহুর্মুহু মনুষের মৃত্যু হইতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে "আমি" বিদ্যমান ছিলাম এমুহূর্ত্তে আর সে আমি নাই। এই জন্য মৃত্যু সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। সর্ব্বদাই আমাদের শেষ দিন উপস্থিত। সর্ব্বদাই শেষের সম্বল সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বস্তুতঃ সাধকের শেষ দিন সেই, যে দিন তিনি আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিবেন—

"মা আমার খেলনা হ'ল। আমার খেলা হ'ল দিন ফুরাল মা, আমায় সঙ্গে লয়ে ঘরে চল।"

আমার সেই দিনই প্রকৃত শেষ দিন, যে দিন ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিব যে, মা অন্নপূর্ণে! আমি আর ত্রিতাপে তপ্ত উদর সংসার ভূমিতে বার বার সং সাজিয়া আসিতে পারিনা। যদি মা তুমি আমার লীলাভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমার চরণামৃত দান কর, আমি কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া যাই, এবং যদি আমার অভিনয়ে তৃপ্ত না হইয়া থাক, তবে আজ্ঞাকর, যেন তোমার দৌবারিকগণ তোমার এই রঙ্গ ভূমিতে আমাকে আসিতে না দেয়। মা! দিনের শেষ হইল, আমারও জীবন ফুরাইয়া আসিল, তাই মা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তোমার এই দুষ্ট ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও, এনিদ্রা যেন আর না ভাঙ্গে, তোমার কোলে শুইয়া, তোমাকে পাইয়া আমার জন্ম জীবন কৃতার্থ হউক। ইতীতি। বক্তৃতার অবসান হইলে শত শত লোক একত্রিত হইয়া নানা বাদ্যোদ্যম সহিত হরি নামের জয়পতাকা হস্তে উচ্চৈঃস্বরে হরি নাম গাইতে গাইতে বাঙ্গালী টোলা সমস্ত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সভ্যগণ সভা গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

আজ বাঙ্গালী টোলায় যে উৎসাহ ও প্রেমানন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল, তাহা যেন অলৌকিক ও স্বর্গীয়। ভগবান্ প্রত্যেক হৃদয়ে প্রেমানন্দের উৎস খুলিয়া দিন্।

২৫এ বৈশাখ, শনিবার।

আজ আর সভার অধিবেশন হইবার কোন কথা ছিলনা; কিন্তু বহুজনের অনুরোধে ৺রুদ্রেকান্ত লাহিড়ি মহাশয়ের বাটীতে পুনঃ সভার অধিবেশন হইল। নিম্ন তল হইতে উচ্চতমতল পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াগেল। প্রথমতঃ দুইটী পণ্ডিত কিছু কিছু ব্যাখ্যাকরিলে পর বিদ্যার্ণব মহাশয় ও পরিব্রাজক মহোদয় ক্রমান্বয়ে ভক্তিতত্ত্বের সারপূর্ণ ও প্রেমাবেগময়ী দুইটী বক্তৃতা করিলেন। বলিতে কি, প্রেমাশ্রুনীরে শ্রোতৃবর্গকে আজ নিতান্ত আনন্দিত করিয়াছিল। আজ প্রেমের বৃষ্টিধারায় গৃহীর গৃহ পবিত্র হইয়াগেল। অতঃপর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সভাগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

নব বর্ষ।

বর্ষ! আজ তোমাকে উৎসাহানন্দের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিলাম। তুমি আমাদের অনুকূল থাকিয়া আমাদের এবং অন্যের কল্যাণ সাধন, দৈবী পবিত্রবল বিতরণ, কর।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাত্রি প্রভাত হইল। শিবজী স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যে মহাপুরুষ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন তিনি যে রামদাস স্বামী তাহা তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিলেন। পরে লোকজন সহ স্বামীজির অনুসন্ধানে যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন; পরে প্রতাপ গড় হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে মহাবলেশ্বর, তাহার পর ওয়াই এবং অবশেষে মাহুলীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিবা মাত্র রামদাস স্বামীর লিখিত এক খানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামীজি কোথায় আছেন। বাহক বলিল যে তিনি এখন চাপাড় নামক স্থানে আছেন। কিন্তু কখন কোথায় থাকেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়া শিবজী রামদাস স্বামীর দর্শনার্থে চাপাড়ে গমন করিলেন। তথাকার একটী দেবালয়ে স্বামীজির অনুসন্ধান লইলেন। দেবালয়ের অধ্যক্ষ স্বামীজির সবিশেষ বৃত্তান্ত রাজার সমীপে নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে এক জন ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। রাজা স্বামীজির সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই মহা পুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপ্লুত হইল। তিনি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—এ কিরূপ হইল! এই মাত্র তোমার পত্র পাইলাম, তুমিও আসিয়া উপস্থিত হইলে। অনেক সদালোচনার পর, রাজা স্বামীজির নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামিজি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং যথারীতি তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে, স্বামীজি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজাকে অনেক উপদেশ দিলেন। রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে স্বামীজি রাজাকে কএকটী দ্রব্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং এই কএকটী দ্রব্যের ভিতর কি গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর রাজা আহারাদি করিলেন। বিদায় কালীন স্বামীজির নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যেন প্রতিদিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারেন। স্বামীজি বলিলেন যে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! তুমি দেশের রাজা আর আমি বনবাসী। যাহাইউক, রাজা স্বামীজির পাদোদক ও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শিবজীর সম্বন্ধে শ্রীরাম চন্দ্রের যে প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, স্বামীজি তাহার সবিশেষ রাজার সমীপে বর্ণনা করিলেন এবং কহিলেন—হে রাজন্! তুমি ধন্য। এখন পরম সুখে রাজভোগ কর ও ধর্ম্ম সাধনকর। এই রূপে স্বামীজির আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রাজা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রতাপ গড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজপরিবার তখন এই স্থানেই ছিলেন। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। আর তাঁহার জননীর চরণ বন্দনা করিয়া স্বামীজি প্রদত্ত নারিকেল প্রভৃতি কএকটী দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এই কএকটী দ্রব্য স্বামীজি কি অভিপ্রায়ে দিয়াছেন রাজমাতা জিজ্ঞাসা করাতে শিবজী তাহার তাৎপর্য্য এইরূপে বিবৃত করিলেন:—

নারিকেল=আমার কল্যাণের জন্য।

মৃত্তিকা=ইহার প্রসাদে আমি রাজ্য অধিকার করিব।

প্রস্তর=ইহার প্রসাদে আমি অনেক দুর্গ জয় করিব।

ঘোড়ারনাদ=ইহার প্রসাদে আমি প্রচুর অশ্ব হস্তী প্রভৃতির স্বামী হইব।

দ্রব্য কএকটীর তাৎপর্য্য অবগত হইয়া রাজমাতা অপার আনন্দ লাভ করিলেন। ১৫৭১ শকের

জ্যেষ্ঠ মাসে রাজা শিবজী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামদাস স্বামীর সহিত রাজার প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর একটা বৃত্তান্ত কথিত আছে তাহা এই স্থলে বিবৃত করিতেছি।

রামদাস স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া একটী অরণ্যে গমন করত কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্নাহার ত্যাগ করিলেন। কেবল কন্দমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ১২ বৎসর অতিবাহিত হইলে শ্রীরাম চন্দ্র তাঁহাকে দেখা দিলেন, বলিলেন যে তিনি তাঁহার তপস্যায় বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন, এখন তিনি তাঁহার অভিলসিত কোন বর প্রার্থনা করুন। রামদাস স্বামী বলিলেন যে তিনি কিছু চাহেন না, তাঁহার এই মাত্র প্রার্থনা যে তাঁহার মন যেন তাঁহা হইতে বিচলিত না হয়। রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন যে এরূপ কৃচ্ছ্র সাধন ত্যাগ করিয়া তিনি কোন নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করত ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং ধর্ম্ম সাধনে জীবন অতিবাহিত করেন। এই আদেশ পাইয়া রামদাস স্বামী কৃষ্ণা নদীর তীরে একটী উত্তম স্থান দেখিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই স্থানটী স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ ছিল। বৃক্ষের উপর পক্ষী সকল মধুর স্বরে গান করিতেছে, নিকটস্থ নদী কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে, বন হইতে ঝিল্লিরব উত্থিত হইয়া শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এই সমুদয় স্বর একত্রিত হইয়া যেন ভগবানের স্তুতি গান হইতেছে। নিকটস্থ প্রান্তরে হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি ভ্রমণ করিতেছে। হরিণ অস্থির হইয়া ছুটিতেছে। কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু পাইতেছে না বলিয়া অস্থির হইতেছে। বুঝি সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ময়ূর কেমন এক বার তাহার পাখা বিস্তার করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতেছে আবার তাহার পায়ের দিকে তাকাইয়া বিষাদিত হইতেছে। সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইলে কি রক্ষা ছিল? তাহা হইলে কি তাহার অহঙ্কারে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত? এই জন্যই পৃথিবীতে কেহ সর্ব্ববিধায়ে সুখী নহে—সুখের সহিত দুঃখ জড়িত।

এই স্থানটীর নৈসর্গিক শোভা সকল অবলোকন করতঃ রামদাস স্বামীর মন পবিত্র ভাব ধারণ করিতে লাগিল। বনের পশু পক্ষী সকল তাঁহার সহচর হইল। তিনি তাহাদিগকে যত্ন করিতে লাগিলেন। যত্ন পাইলে কেবা বশীভূত হয়? রামদাস স্বামী প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করতঃ ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করিতেন। প্রতি গৃহস্থের বাটীর সম্মুখে গিয়া বলিতেন—"জয় জয় রঘুবীর"। ইহা শুনিয়া গৃহস্থগণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিত। এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন তিনি ভক্ষণ করিয়া ভগবানের আরাধনায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম সাধনের মধ্যে তাঁহার একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি গাছের পাতায় আত্মতত্ত্ব ও রাম গুণ বিষয়ক শ্লোক ও অভঙ্গ লিখিয়া কৃষ্ণানদীতে নিক্ষেপ করিতেন। ইহা তাঁহার প্রতি দিনের নিয়ম ছিল।

ক্রমশঃ।

উদাসীনের প্রলাপ।

প্রথম প্রলাপ।

মানব জন্ম।

মানব জন্ম কেন হইল? যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইলাম না, তবে মানব জন্ম কেন হইল? আমি মনুষ্য কারাগারের কয়েদিগণকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছিনা। আমি আমার লালসার পরিতৃপ্তি করিতে পারিনা, তাই ব্যাকুল হইয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি মানব জন্ম কেন হইল? দুর্দ্দমনীয় লালসার দাস হইয়া হৃদয়কে ছিন্ন ছিন্ন করিতে এ কারাগারে কেন আসিলাম তাই ভাবি। মনুষ্য জন্মে অভাব সমষ্টির বিষম উৎ-

পীড়নে পড়িয়া যে যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়, এত বিড়ম্বনা মনুষ্য ছাড়া অন্য কোন জীবনে আছে কি? মানব হৃদয়ে সময়ে সময়ে এ বিষাদ-পূর্ণ সংসারের যে এক একটী তীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্ধ হয় তাহা উৎপাটন করিবার সাধ্য মানবের আছে কি? দীর্ঘকাল ব্যাপী পরমায়ু লইয়া সুখ দুঃখের বিড়ম্বনায় পড়িয়া মানবকে যে মনোবেদনা সহ্য করিতে হয়, এমন অন্য কোন পার্থিবদেহে হয় কি? এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা, এত বিড়ম্বনা কৈ অন্য জীবনে ত দেখিতে পাইনা। এ মানব উদ্যান হইতে সদাই হাহাকার ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইতেছে। কদাচিৎ দুই একটী সুখের পার্থিব জীবন হইতে রমণীয় হাস্যের জ্যোৎস্না ফুটিতে দেখা যায় বটে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাহা-তেও বিষাদের কালিমা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এ কালিমা ত সহজে মুছিবার নয়। এ কলঙ্করেখা হৃদয় হইতে যিনি মুছিতে পারিয়াছেন তিনি পুণ্যবান্। কোন্ পুণ্য ফলে কোন্ সাধনা বলে এ কলঙ্ক মুছিতে পারা যায় তাহার শিক্ষা পাই নাই। মানবদেহে এ শিক্ষা লাভ না হইলে সে দেহ মানবদেহ নহে।

মানব জীবনে আশ্চর্য্য বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব মানবের বিপদে, দুঃখে, হাস্য করে কেন? মনুষ্য হইয়া মনুষ্যকে পদ দলিত করিতে তাহার এত যত্ন কেন? মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের হৃদয় উৎপাটন পূর্ব্বক তাহাকে চির জীবনের মত অপার বিষাদ সাগরে ডুবাইতে তাহার কিছু মাত্র দয়ার উদয় হয় না কেন? মনুষ্য হৃদয়ে হিংসা বৃত্তি এত বলবতী যে তাহার সীমা নাই। মনুষ্য রাজ্যে যত বিশৃঙ্খলা, এত অশান্তি অন্য কোন জীব রাজ্যে দেখিয়াছ কি? মনুষ্যের কু প্রবৃত্তি সকল দেখিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলিতে লজ্জা করে। মনুষ্যহৃদয়ে যে নরক দেখিয়াছি তাহা মনে হইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমি কি মনুষ্য? বিষম সমস্যা!! এ সমস্যা পূরণ করা অন্যের সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর আমি যেমন দিতে পারিব তেমন অন্যে পারিবে না। নির্জ্জনে বসিয়া অতি গোপনে (মানব হাসিও না) একদিন আপন হৃদয় খুলিয়া দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম এ হৃদয় সরলাধার। এ মানব হৃদয় প্রভূত পরিমাণে গরল উদ্গীরণ করিয়া অন্যের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেছে। দেখিয়াছিলাম এ হৃদয় শ্মশান ভূমি। এ শ্মশান ভূমে বিকটাকার ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ সকল রুধিরাক্ত কলেবরে দেহবিচ্ছিন্ন নরমুণ্ড লইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। দেখিয়াছিলাম মাংস বিবর্জ্জিত কঙ্কালাবশিষ্ট দীর্ঘকায় পিশাচী সকল উলঙ্গ হইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেছে। কেহবা জীবন্ত মনুষ্য ধরিয়া উদর পূর্ণ করিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতেছে। তাহাদের বিকটরবে চারি-দিক কম্পিত হইতেছে আর আমি তাহাদের প্রভাবে স্তম্ভিত হইয়া তাহারা আমাকে তাহাদের রুচিকর যে পথে লইয়া যাইতেছে সেই পথে যাইতেছি। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ দৃশ্য কি দেখিতে আছে না দেখাইতে আছে? আমি কি মনুষ্য? আমার এ জন্ম কি মানব জন্ম? দেবতা-দুর্ল্লভ যথার্থ মানব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি পশুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল তবে এ জীবন কেন? যদি ভক্তি, প্রীতি লাভ করিতে না পারি-লাম তবে এ দেহ কেন? তাই বলিতেছিলাম মানব জন্ম কেন হইল?

মানব হৃদয়ে স্বর্গ নরকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মানব চরিত্র পাঠ করিলে, মানবের বিচিত্র লীলা মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিলে ইহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। এ প্রবন্ধে অন্যের হৃদয়পট খুলিয়া দেখা উদ্দেশ্য নহে, এবং বিশেষ প্রয়োজনও নাই। আপন হৃদয়ে যে নরককুণ্ড দেখিয়াছি তাহার দুর্গন্ধে মৃতপ্রায় হইয়া আছি। হায়! মনুষ্যদেহ পাইয়া হৃদয়ে নরকের উৎস কেন খুলিয়া দিলাম। এ বেগ ত কিছুতেই প্রশমিত হইতেছে না। এ হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব কিরূপে ধারণ করিব। মনুষ্য হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব যে কি ভাব, সে অতলস্পর্শ গভীর ভাব যে কি রমণীয় তাহা ত এ হৃদয়ে অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। যদি মানব জন্মকে স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত করিতে না পারিলাম তবে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা কোথায়? যদি ইন্দ্রিয়-তাড়িত বিষয়বিমুগ্ধ মানব প্রাণকে পরম দেব-তার চরণাম্ভোজে উৎসর্গীকৃত করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্য জন্ম পাইয়া কি হইল? যদি এ অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া পরমদেব-তা ভক্তি-প্রেমোদ্ভিন্ন-প্রফুল্ল ভক্তিকমলক্ষরিত সুধা পানে আনন্দাশ্রুবিগলিত ধারায় হৃদয়কে প্লাবিত করিতে না পারিলাম তবে মানবজন্ম কেন হইল। যদি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে প্রভো!—

> "যচ্ছ্রেয়ং স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
> শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

বলিতে না পারিলাম তবে মানবজন্ম কেন হইল?

শ্রী বিঃ।

মাসিক পত্র

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপং নুদন্তি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং,
তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥" শ্রুতিঃ

শ্রীপূর্ণানন্দ সেন
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচি

দশম ভাগ। ২য় সংখ্যা।
শঃ ১৮০৯।

বারাণসী

ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

ধর্ম্ম প্রচারকের বিদেশীয় প্রতিনিধি কার্য্যাধ্যক্ষ (এজেণ্ট) গণের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ভাগলপুর
,, মাধব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মতিহারী
,, শারদা প্রসাদ রায়	রামপুরহাট
,, রাসবিহারী সাহ	ঐ
,, রমেশ চন্দ্র সেন	জামালপুর
,, কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	ঐ
,, মতিলাল সেন	মুরশিদাবাদ
,, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাঁকিপুর
,, রাজ কৃষ্ণ দাস	বহরমপুর
,, ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	গয়া
,, রাধিকা নাথ গোস্বামী	কালিগ্রাম
,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	সৈয়দপুর

উক্ত মহোদয় গণকে তত্তৎস্থানীয় গ্রাহক মহাশয় গণ মূল্যাদি দান করিলে আমি প্রাপ্ত হইব।

ধর্ম্ম প্রচারক সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১। যদি কোন ধর্ম্মাত্মা আর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার নিমিত্ত কোন প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেরণ করেন, তবে লিখিত বিষয়টী সারবান বিবেচিত হইলে আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে ধর্ম্ম প্রচারকে প্রকাশ করা হইবে।

২। ধর্ম্ম প্রচারকের মূল্য ও এতৎ সংক্রান্ত পত্রাদি প্রকাশকের নামে পাঠাইতে হইবে। পত্র বিয়ারিং হইলে গৃহীত হইবে না।

৩। মূল্য সাধারণতঃ পোষ্টাল মনিঅর্ডারে পাঠাইবেন। ডাক টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইলে, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিবেন।

৪। ধর্ম্ম প্রচারকের ডাক কর সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্যের নিয়ম তিন প্রকার।

উত্তম	কাগজে	মুদ্রিত	বার্ষিক ৩।৵০	প্রতিখণ্ড	।৵০
মধ্যম	ঐ	ঐ	,, ২।৵০	,,	।০
সাধারণ	ঐ	,,	,, ১।৵০		৵০

ধর্ম্ম প্রচারক কার্য্যালয়।
হাউস কটোরা, বারাণসী।

শ্রীভূদেব কবিরত্ন
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥"

১০ম ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৯
২য় সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"	জ্যৈষ্ঠ— পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাতরং গুরুপত্নীঞ্চ স্বসৃ দুহিতরং স্নুষাং।
গত্বৈতা প্রবিশেদগ্নিং নান্যা শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥

মাতা, গুরুপত্নী, ভগ্নী, কন্যা, বা পুত্রবধুতে উপগত হইলে অগ্নি প্রবেশ ব্যতীত তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই।

রাজ্ঞীং প্রব্রজিতাং ধাত্রীং তথা বর্ণোত্তমামপি
কৃচ্ছ্র দ্বয়ং প্রকুর্ব্বীত সগোত্রা মভিগম্যচ ॥

রাণী, সন্ন্যাসিনী, ধাত্রী অথবা কোন ঈদৃশ বর্ণশ্রেষ্ঠা রমণীতে উপগত হইলে কিম্বা কোন সগোত্রা নারীতে অভিগমন করিলে কৃচ্ছ্র দ্বয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অন্যাসু পিতৃগোত্রাসু মাতৃগোত্রা গতাস্বপি।
পরদারেষু সর্ব্বেষু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥

অন্য পিতৃ বা মাতৃ গোত্র সম্বন্ধীয় পরদারাভিমর্ষণ করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিতে হয়।

বেশ্যাভিগমনে পাপং ব্যপোহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পীত্বা সকৃৎসুতপ্তঞ্চ পঞ্চরাত্রং কুশোদকং ॥

দ্বিজাতিগণ বেশ্যাগমন করিলে পঞ্চ রাত্রি উত্তপ্ত কুশোদক পান পূর্ব্বক অতিবাহন করিয়া পাপ ক্ষয় করিবেন।

গুরুতল্পে ব্রতং কেচিৎ কেচিদ্ব্রহ্মহণো ব্রতং।
গোঘ্নস্য কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চৈবাবকীর্ণিনঃ ॥

গুরুপত্নী গামী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গো ঘাতকের পাপ ক্ষয় জন্য কেহ ২ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন, কেহ কেহ বলেন এপাপের প্রায়শ্চিত্তই নাই।

ক্রমশঃ

মন্ত্রদীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
"যিনি সিদ্ধমন্ত্র, তিনিই বীরপদবাচ্য। কেবল মদ্যপানেই বীর হওয়া যায় না।" এই মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে শ্মশানে শবসাধনা করিতে হয়। এই বীরাচার অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য। সুতরাং মদ্যাদি পানও তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে নিতান্ত বিরল। এই প্রকার কুলাচারও একটি বিষম সাধন। কুলাচারের মোটামুটি বিবরণ এই রূপ। প্রথমে মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ষট চক্র ভেদ

করিবে। পরে পরমশিবে কুণ্ডলিনীকে লয় করিয়া পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। পুনর্ব্বার কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া পরমশিবের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করত অমৃত পান করিবে। ইহারই নাম কুলাচার। এই কুলাচারের কথা কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে।—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণীতলে।
উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

এই বচনে "পানের" কথা উল্লিখিত হইয়াছে। স্থূল বুদ্ধিরা এই "পান" শব্দে মদ্যপান বুঝিয়া থাকে, কিন্তু ইহার অর্থ অন্যরূপ। শিব শক্তি যোগে যে পরামৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃতপানই এখানে "পান" শব্দে অভিমত।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও বচন দ্বারা আমরা বুঝিলাম যে তন্ত্রশাস্ত্র মদ্যপানের পোষকতা করেন নাই, বরং কৌশলক্রমে নিবারণই করিয়াছেন। তন্ত্রসার ধৃত শ্রীক্রমে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ কদাপি মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন করিবেনা। কালিকাপুরাণেও এই প্রকার অন্যকে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মদ্যদানেরও নিষেধ আছে। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যবচনে যে ত্রিবিধ সুরাপান লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণ বিষয়ক বুঝিতে হইবে।

আর একটা কথা তন্ত্রের স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের মদ্যদান বা পানে ব্রাহ্মণ্য হানি হইবে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রের পৈষ্টী মদ্যপানে জাতি ধ্বংস হইবে এই কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যদি পৈষ্টীভিন্ন অন্য মদ্য পান করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিয়মে তাহাদের কোন হানিরই ভয় থাকিল না। কিন্তু এই ত্রিবর্ণ যদি তান্ত্রিক বৈষ্ণবাদি দীক্ষায় দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে মদ্যপান করিলে তন্ত্রশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাহাদের বৈষ্ণবত্বাদি হানির ভয় থাকিল। এই প্রকার বীরাচার ও কুলাচারের অযোগ্য অর্থাৎ মনুসাচারশালী শাক্তগণেরও মদ্যপানে শাক্তত্ব হানির ভয় থাকিল, তবে বীরাচার ও কুলাচারের দোহাই দিয়া মদ্যপান চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও আজকাল (কলিযুগে) হইবার যো নাই।

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌনাস্তি কদাচন।"

অর্থাৎ দিব্যবীর ভাব কলিতে হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে বীরাচারে নারীপূজা বিহিত আছে। যোগসিদ্ধি ব্যতীত এ নারীপূজা অসম্ভব। যেহেতু যোগসিদ্ধি ব্যতীত মনের ধৈর্য্য দুষ্কর। বরঞ্চ শবসাধনা হইতে পারে কিন্তু লতাসাধন সুকঠিন। কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে,

"অপি চেৎ ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষশ্চয়ঃ।
যোস্মিন্ ধর্ম্মেধিকারীস্যাদন্যথা পতিতো ভবেৎ।"

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন যে, যে পুরুষ আমার ন্যায় যোগ সিদ্ধি সম্পন্ন, এবং যে নারী তোমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয়, তাহারাই এই শক্তি সাধনে অধিকারী। নচেৎ পতিত হইবে।

শাক্তক্রমে।

নির্ব্বিকল্পতয়া তত্র চিন্ময়ীং সমুপাসয়েৎ।
সবিকল্পো যদি ভবেৎ ব্রহ্মহত্যা পদেপদে।

বিষ ও অমৃতে যাহার সমত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাদৃশ পুরুষই পঞ্চ মকার দ্বারা শক্তি উপাসনা করিবে। যদি অনধিকারী পুরুষ শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পদে পদে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপের অভ্যুদয় হইবে।

কুলার্ণব ও শাক্তক্রমের দুইটি বচন দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে কলিযুগে পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর অভাবে বীরাচার এক রকম দুর্লভ। অতএব যেদিক দিয়াই দেখ না কেন, তন্ত্র শাস্ত্র কোথাও মদ্যপানের পথ খুলিয়া দেন নাই, কৌশল ক্রমে নিরোধই করিয়াছেন। অতএব এমন পরমোপকারী শিবের বাক্য স্বরূপ তন্ত্র শাস্ত্রকে যাহারা অপ্রামাণিক বলিতে চায়, বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ গণ তাহাদের কথায় কখনই আস্থা করিবেন না

ক্রমশঃ।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদা রাজা শিবজী মৃগয়ার্থে বাহির হইয়া,

স্বামীজি যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরের শব্দ শুনিয়া পশু পক্ষী সব রামদাস স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহা ঈশ্বরের কি মহিমা! বনের পশুরাও মহাপুরুষের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। শিবজী তাহাদের অনুসরণ করিয়া স্বামীজির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন এবং তাঁহার নিকটে পশু পক্ষী সকল অবস্থিতি করিতেছে। এই দৃশ্যটী দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় আমি কি পাষণ্ড! আমি এই নির্দোষী পশু পক্ষীগণকে বধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার ন্যায় পাষণ্ডকে দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করত এই মহাপুরুষের আশ্রয় লইয়াছে। রাজা স্বামীজির সমক্ষে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ না হওয়াতে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নদী তীরে আসিয়া দেখেন, কএকটী পাতায় কি লেখা, জলের উপর ভাসিতেছে। তিনি পাতা কএকটী উঠাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। যত পড়েন তত আনন্দ অনুভব করেন! পাতা গুলি, শ্লোক, অষ্টক ও অভঙ্গে পরিপূর্ণ। এই শ্লোক ও সংগীত গুলির উচ্চভাব তাঁহার মনকে এ প্রকার মোহিত করিল যে, তাঁহার চক্ষু দ্বয় হইতে প্রেম ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। পরে রাজা এই পত্র গুলি নিজ রাজধানী সেতারায় লইয়া গেলেন, এবং এক জন লেখকের দ্বারা পত্রে লিখিত শ্লোক ও সংগীত গুলি উত্তম করিয়া লিখাইয়া রাখিলেন। অভঙ্গ গুলি পাঠ করিয়া লেখকের নাম ও জন্মভূমি জানিতে পারিলেন। এবং যে মহাপুরুষকে দেখিয়া আসিয়াছেন তিনিই এ সমুদায়ের রচয়িতা, তাহা স্থির করিলেন। এখন হইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করেন। তিনি প্রতি দিন কৃষ্ণা নদীর তীরে গিয়া পাতা কুড়াইয়া আনিতেন এবং তাহাতে লিখিত সংগীত গুলি পরিষ্কার রূপে কাগজে লিখিয়া লইতেন। সন্ধ্যার সময় তাহা পাঠ করত আনন্দ অনুভব করিতেন।

কেবল সংগীত গুলি পাঠে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার রচয়িতাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি এত অস্থির হইয়া পড়িলেন যে প্রধান অমাত্যের প্রতি রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করত তিনি সাধু দর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে আদেশ করিলেন যে নদী হইতে লিখিত পত্র গুলি যেন সংগ্রহ করা হয়। রাজা একাকীই গমন করিলেন। ক্রমে সেই স্বামীজির আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্বামীজির শরীর তেজঃ পুঞ্জ, সম্মুখে মারুতী দেব শরীর ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান এবং সেই মহাপুরুষ তাঁহার পূজা করিতেছেন। উভয়ের দেহ হইতে এরূপ দীপ্তি নির্গত হইতেছে যে, রাজা তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেক ক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। পরে যখন নেত্র উন্মীলন করিলেন, কেবল স্বামীজিকেই দেখিতে পাইলেন। তখন রামদাস স্বামীর দৃষ্টি রাজার প্রতি নিপতিত হইল। দেখিলেন রাজার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু নিপতিত হইতেছে। রাজাকে পরম ভক্ত বিবেচনা করিয়া স্বামীজি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। রাজা পুলকে পরিপূর্ণ হইলেন এবং নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজি রাজাকে উঠিতে বলিলেন। তখন রাজা উঠিয়া আপনার মনের ভাব স্বামীজির সমক্ষে জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, তিনি ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বড় যাতনা পাইতেছেন, কি প্রকারে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ ভাবনা। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি নানা প্রকার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন, এখন তাঁহার ইচ্ছা যে স্বামীজির নিকটে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। রাম দাস স্বামী কহিলেন তুমি রাজা, তোমার উপর গুরু ভার ন্যস্ত রহিয়াছে।

উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। তাহা হইলে রাজ্যে বিপ্লব ঘটিবে। তোমার রাজ ধানীতে অনেক সাধু ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষা করিতে পার; তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্র কথা শুনিতে পার। আর তোমার সভা-তেও অনেক সুপণ্ডিত থাকিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও অনেক সদুপদেশ পাইতে পার রাজা কহিলেন প্রভো! আপনাকে তন, মন, ধন সমুদায়ই অর্পণ করিলাম। আমাকে কৃপা করুন। স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন যে রাজার অন্তঃকরণ অতি সরল ও ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। তিনি নৃপতিকে বলিলেন যে অদ্য তাঁহাকে মন্ত্র দিবেন। পরে রাজাকে স্নান করিতে বলিলেন ও আবশ্যকীয় ফুল, ফল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাহাই করিলেন। স্বামীজি রাজার মস্তকে হাত দিয়া তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে কএকটী উপদেশ দিলেন। তদযথা—"জীব হিংসা হইতে বিরত থাকিবে"। "সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবে,।" "সাধু সেবা করিবে" "প্রতিদিন বিষ্ণু পূজা করিবে"। "সর্ব্বদা হরিনাম লইবে," "একাদশী ব্রত পালন করিবে" ও নিত্য মারুতী দেবকে দর্শন করিবে। রাজা এই কএকটী উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। পরে রাজা স্বামীকে প্রণাম করিলেন এবং সংকল্প করত তাঁহার রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য স্বামীকে অর্পণ করিলেন। রাজা তখন স্বামীজিকে বলিলেন যে তিনি আর রাজ কার্য্যে মন দিবেন না। রাম দাস স্বামী বলি-লেন যে, তিনি আশ্রম ত্যাগী তাঁহাকে সংকল্প করিয়া রাজত্ব দেওয়া অসঙ্গত হইয়াছে। ভাল, যাহা করিয়াছ তাহা আমি মানিয়া লইলাম। এখন আমার আদেশ এই যে, তুমি আমার হইয়া রাজ্য রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া রাজা ভূমে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন। পরে বুঝাইয়া বলি-লেন যে রাত্রি হইয়াছে, তাঁহার জন্য রাজবাটীতে সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব তাঁহার শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাগমন করা উচিত। রাজাকে অগত্যা স্বামীজির কথা শিরোধার্য্য করিতে হইল।

রাজা স্বামীজির আদেশ অনুসারে রাজ ধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই সুস্থির হইলনা। তিনি স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য প্রায়ই রাজধানী ত্যাগ করিয়া গমন করিতেন। স্বামীজি দেখিলেন যে, রাজ কার্য্যের বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তিনি রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, রাজ কার্য্য উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে। তিনি অব-গত হইয়াছেন যে, পত্রে লিখিত অভঙ্গ গুলি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। অতএব তাহা যেন প্রত্যহ পাঠ করেন। তাহা হইলেই তাঁহাকে দর্শন করা হইল। আর তিনিও মধ্যে ২ রাজ-ধানীতে গমন করিবেন। রাজা স্বামীজির আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

মাহুলিতে অবস্থিতি কালে, রাম দাস স্বামী বালকদের সহিত খেলা করিতেন। কখন গাছে উঠিতেন, কখন তাহাদের সহিত দৌড়িতেন। বালকগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিত। একদা কএক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার এপ্রকার স্বভাব কেন? বালকদের সহিত এ প্রকার ছেলেমো করা কি ভাল দেখায়? রামদাস স্বামী ইহার প্রত্যুত্তরে এই শ্লোকটী বলিলেন ঃ—

বড় যারা হয় তারা দুষ্ট অতিশয়।
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয়।
বালকের সর্ব্বদাই সরল অন্তর।
সেই হেতু ভাল বাসি তাদের উপর।

এখানকার বিষ্ণু মন্দিরে রাম দাস স্বামী প্রতি রাত্রিতে কথা ও কীর্ত্তন করিতেন,। অনেকে তাঁহার নিকট তত্ত্ব কথা শুনিতে আসিত। একদা দত্ত নামে একজন নাপিত তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সর্ব্বদা তাহার কাছে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল, তাহার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। স্বামীজি তাহাকে থাকিতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরে, স্বামীজি রাজা শিবজিকে দেখিবার জন্য সেতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। পথি মধ্যে একটী জলাশয় দেখিয়া স্বামীজি সেই স্থানে বিশ্রাম জন্য অবস্থিতি করিলেন। দত্ত দেখিল অদূরে একটী ক্ষেত্র শষ্যেতে পরিপূর্ণ। তাহার ইচ্ছা হইল কিছু শস্য সংগ্রহ করত ছড়া পোড়া করিয়া ভক্ষণ করে। স্বামীজির অনুমতি প্রার্থনা করাতে স্বামীজি বলিলেন, যে একার্য্য কদাচ করিও না। ইহা অপহরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বামিজী দত্তকে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া শষ্য আনিতে আদেশ করিলেন এবং আপনি জলাশয়ে স্নান করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে দত্ত তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ক্ষেত্র হইতে শষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ক্ষেত্রস্বামী ইহা জানিতে পারিয়া দত্তকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করিল। পরে যখন জানিতে পারিল যে এ ব্যক্তি রামদাস স্বামীর লোক, সে স্বামীজির নিকট আসিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিল। স্বামীজি প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন- দত্ত প্রহারের যাতনায় রোদন করিতেছে। দত্ত তাঁহার কাছে সবিশেষ বলিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখন এরূপ মন্দ কার্য্য করিবে না। স্বামীজি তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

শিবজি শুনিলেন যে রামদাস স্বামী নগরের প্রান্তভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। শুনিবামাত্র তিনি তাঁহাকে রাজবাটীতে আনিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে কোন কৃষক স্বামীজির লোকটীকে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহার এক জন ভৃত্যকে, কৃষককে ডাকিয়া রাজ দরবারে আনিতে আদেশ করিলেন। পরে স্বামীজিকে দণ্ডবৎ ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার পর উভয়ে হরিনাম করিতে ২ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন আহারাদি করিতে ও সদালাপে অতিবাহিত হইল। রাত্রিতে স্বামীজি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রারম্ভে এক অভঙ্গটী গাইলেন :—

তান ধর, কথা বল, রাম ব'লে ডাক।
ও হে রাম, ও হে রাম, মম হৃদে থাক।
এ গো রাম দুই জনে করি গুণ গাই।
তোমায় আমায় আর ভিন্ন ভাব নাই।
রাম দাস তব পথ রয়েছে চাহিয়া।
দেখা দেও শীঘ্র করি নিকটে আসিয়া।

তাহারপর গাইলেনঃ—

রাম ভক্তি বিনা ভাই সকলি অসার।
সকলের সার ইহা জেনো এই সার।
কল্প তরু কোন্, ছার রামেরে পাইলে।
কামধেনু নাহি চাই রামেরে দেখিলে।
কোন চিন্তা নাহি করি রাম গুণ গাই।
তাঁরে পেলে আর নাহি চিন্তা-মনি চাই।
রাম দাস বলে ভাই শুন দিয়া মন,
রাম ভক্তি বিনা আর নাই কোন ধন।

ক্রমশঃ

সূর্য্য।

আমরা যত যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহার মধ্যে দুইটি বস্তু দেখিয়াই আমাদের হৃদয় অধিক মোহিত হয়। এ দুইটির একটীর নাম চন্দ্র, আর একটীর নাম সূর্য্য। প্রতিদিন সদাসর্ব্বদা দেখিতে২ যদিও স্বভাবতঃই আমাদের কৌতুহল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তথাপি এখনও এক এক সময় চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হঠাৎ মনে কেমন এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়। ইহা যে কেবল আমার বা তোমার হয় এরূপ নহে। এজগৎ সংসারে কি সুসভ্য কি অসভ্য কি কবি কি কৃপণ এমন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে যাহার হৃদয়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় বা সূর্য্যের উদয় অস্ত কালের আরক্তিম কিরণে কোন না কোন দিন একবারও উথলিয়া না উঠিয়াছে। এত কথায় প্রয়োজন কি—এই সূর্য্য হইতেই জগতে কবিত্বের এবং কবিত্বপ্রসূত ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না? আজকালিকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সময়ে অজ্ঞানের জরায়ু

মধ্যে সুষুপ্তাবস্থায় নিহিত ছিল. সেই সময়েই প্রাচীন আর্য্যঋষি যুক্তকরে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে গাহিয়াছেন—

" নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে
এষ সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে
জগৎপতে অনুকম্পায় মাম্ভক্ত্যা" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর্য্য ঋষিগণ যে কেবল তেজোময় একটা ভয়ঙ্কর বস্তু দেখিয়া রাখালের গীতের সুরে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে যোড় করে সূর্য্যের স্তুতিগুঞ্জন করিতেন,—আজিকালিকার কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত অনুসারে—এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও বোধ হয় দোষ হয় না। যে আর্য্য-ঋষি সূর্য্যকে জগতের পরিত্রাতা পিতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিতেই সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐভাবে না দেখিলে তাঁহারা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ইহা কখন বলিতে পারিতেন না যে—

" কদম্ব পুষ্পাকৃত্যাবয়বৈঃ সোভিহৃতো রশ্মিভিঃ।
বুবোঽপি পঞ্চ সহস্রৈরবেশাতি স্ফুটং বপুঃ॥ "

অথবা

" লোমীভূতানি তেজাংসি ভাসয়ান্ত জগন্ময়ঃ। " *

কিন্তু আরও অধিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে—

" হিমোষ্ণ বারি বৃষ্টিনাং হেতুস্বং সমুপাগতঃ। " §

ফলতঃ আর্য ঋষিগণ একদিকে যেমন ভক্তিভরে দেবাদিদেব বলিয়া সূর্য্যকে বারম্বার সম্বোধন করিয়াছেন, আবার তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সূর্য্যমণ্ডলের প্রত্যেক তেজোময় পরমাণুটীরও গুণ এবং শক্তি যেন তাঁহারা তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। সূর্য্য কিরণের বিশ্লেষণ হইতে সূর্য্যমণ্ডলের গতির ক্ষিপ্রতা পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের সত্য উদ্ধার করিতেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাঁহারা একবার সূর্য্যকে জড়পিণ্ড দেখিয়াছেন আবার তাঁহারাই চৈতন্যরূপী দেবতাস্বরূপ দেখিয়া সূর্য্যকে বারম্বার নমস্কার করিয়াছেন। সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে যদিও ইহা নিতান্ত পরস্পর-বিরোধী ব্যবহার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাই আর্য্যঋষিগণের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত ছিল। আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যমণ্ডল এত তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সূর্য্যকে দেবতা দেখিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণই প্রকৃত কবি এবং চক্ষুষ্মান দার্শনিক ছিলেন—কাজেই তাঁহারা বিশ্বকাব্যের আদ্যক্ষর সূর্য্যের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা পারিবেন বিচিত্র কি ?—এই সে দিবসের এক জন ইংরেজ কবি ইংলণ্ডের মেঘাবৃত আকাশের মধ্যে তমসাচ্ছন্ন সূর্য্যের হয়ত ছায়া মাত্র দেখিয়াই কি গাহিয়াছেন পাঠক শুনুন—

" I marvel O sun ! that unto thee
In admiration man should bow the knee,
And pour the prayer of mingled awe and love,
For, like a god thou art and on thy way
Of glory sheddest with benignant ray
Beauty and life and joy from above "

বিলাতি কবি সাউদি যে কেবল সূর্য্যের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এরূপ নহে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টন অন্ধতা প্রযুক্ত দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও জ্ঞাননেত্রে সূর্য্য দেখিয়াছিলেন ; এবং জ্ঞাননেত্রে সূর্য্য দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ কবিতা—

" Hail holy light ! offspring off heaven first born,
Or of the eternal Co-eternal beam
May I express thee unblamed ? since God is light
And never but in unapproached light
Dwelt from eternity dwelt then in thee,
Bright effluence of bright essence increate "

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন আর্য্যঋষি যে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যের একবিন্দু তেজ অবলম্বন করিয়া মিল্টন্ বা সাউদি যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন

* বরাহ পুরাণ
§ বিষ্ণু পুরাণ।

আমেরিকার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দিবারাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু দিয়া তাহার কণিকা মাত্রও দেখিতে সক্ষম হইতেছেন না। ইহা বিজ্ঞান বা তাঁহার দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের অপরাধ নহে—দর্শকের দৃষ্টি শক্তিরও অপরাধ নহে। এক্ষণকার দর্শকগণের বস্তুর বহির্ভাগের প্রতি অধিক আসক্তি এবং আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে ঔদাসিন্যই হয়ত এরূপ ঘটিবার কারণ।

সূর্য্যের প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণেরই যে কেবল অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল ইহা নহে। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে সূর্য্যকে প্রাচীন কালের প্রায় সকল জাতিই দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। মিসরবাসিদের একটী প্রধান দেবতা ওসিরিস—মিসরি ভাষায় ওসিরিস শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়। প্রাচীন সিরিয়ানেরা এডোনিসের যে মূর্ত্তি পূজা করিতেন তাহা সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। রোমের এপোলোদেব যদ্যপি সূর্য্য হয়েন * তবে সূর্য্য অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট আর কেহই অধিক আদরণীয় ছিলেন না। প্রাচীন পারস্য দেশবাসীদের সর্ব্ব প্রধান দেবতা মিত্রাজ। মিত্রাজ সূর্য্য। এক্ষণকার পারসিদেরও প্রধান দেবতা সূর্য্য। বোম্বাই প্রদেশে আজিও কেবল সূর্য্যোপাসক অসংখ্য পারসি দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার অসভ্য আদিমবাসিদিগের মধ্যেও অনেক সূর্য্যোপাসক দেখিতে পাওয়া যায় ফলতঃ কি অতি সুসভ্য জাতি, কি অত্যন্ত বর্ব্বর অসভ্য, সকলকেই কোন না কোন রূপে সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে দেখা যায়। কিন্তু কেন?—

"কেন?" ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দিতে আমাদের শক্তি নাই। আমাদের অপেক্ষা কোন অধিক উপযুক্ত ব্যক্তির লেখনী এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে চেষ্টা করিলে, হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। হয়ত এ "কেন?"র উত্তর বৃদ্ধ ইংরাজ কবি গাবিন ডগলস একদিন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যখন তিনি এদেশের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গণের ন্যায় যোড় করে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—

'Welcome, the lord of light and lamp of day;
Welcome, fosterer of tender herbis green;
Welcome, quickner of flourished flowers sheen;
Welcome, support of every root and vane;
Welcome, comfort of all kind fruits and grain;
Welcome, the birds green beild upon the briar;
Welcome, master and ruler of the year.
Welcome, welfare of husbands at the ploughs;
Welcome, repairer of woods, trees and boughs;
Welcome, depainter of the bloomit meads;
Welcome, the life of every thing that spreads."

হয়ত আধুনিক কবি বায়রণও এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন যখন তিনি বলিয়াছিলেন।

"Thou earliest minister of The Almighty
* * * Thou material God
And representative of the unknown
Who chose thee for His shadow; thou chief star!
Centre of many stars!—Which makest our earth
Endurable and temperest the hues
And hearts of all who walk within thy rays!"

মানুষ যাহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয় তাহার নিকটই কৃতজ্ঞ হয়। কৃতজ্ঞতার সহচরী ভক্তি। যে স্থানে কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয় সেই স্থানেই ভক্তি আসিয়া দেখা দেয়। ভক্তির দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে। সমশ্রেণী এমন কি নিম্ন বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলেও ভক্তি তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া দেখে। উপকার প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা জন্মে এবং কৃতজ্ঞতায় ভক্তি এবং ভক্তিতে লক্ষ্য বস্তুকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয় বলিয়াই আর্য্যগণ পিতা মাতাকে দেবতা দেখেন এবং গাভীকে জননী স্বরূপ দেখেন। হিন্দুগণ—যে ভক্তি—

* এপোলো এবং ছোল এক কিনা এবিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকেই বলেন এপোলো এবং ছোল বা সূর্য্য এক।

কৃতজ্ঞতা—মিশ্রিত চক্ষে পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ দেখেন এবং গাভীকে জননী এবং দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে, বিশ্বের, "সৃষ্টি স্থিতি, লয়ের একমাত্র হেতু" এবং মানবজীবনের এ সমস্ত সুখ সম্পদেরই মূলীভূত কারণ সূর্য্যকে যে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিবেন ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

সূর্য্য হইতে আমরা যে প্রকৃতই কত উপকার প্রাপ্ত হই, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। দুই জন ইংরেজ কবি বা দশজন আর্য্য দার্শনিক যে কেবল সূর্য্যের নিকট বারম্বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এমন নহে—উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানও সূর্য্যের নিকট হইতে নানা উপকার প্রাপ্তির কথা শতমুখে স্বীকার করিয়া থাকেন এক জন ইউরোপীয় চিকিৎসা তত্ত্ববিৎ বলেন—

"শরীর বৃদ্ধি ও রক্ষার্থে সূর্য্যকিরণ যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা অনেকেই জানেন না। সুস্থ ও বলবান হইতে হইলে স্ত্রী পুরুষ ও বালক, সকলেরই প্রত্যেক দিন কিছুকাল সূর্য্য কিরণ শরীরে লাগান উচিত। গোল আলুর অঙ্কুর যেমন মাটির মধ্যে অন্ধকারে সূর্য্য কিরণ না পাইয়া বিবর্ণ থাকে, যে স্থানে উত্তমরূপ সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে না পারে, সেস্থানের উদ্ভিদ্ সকল যেমন অসম্পূর্ণাবস্থায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ যে সকল বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ অন্ধকার পাকের ঘরে ও নানা কারখানায় এবং আলোকহীন সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করে তাহাদের শরীর দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নবপ্রসূত সন্তানকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখা যে প্রথা প্রচলিত আছে—তাহার উদ্দেশ্য এই বৈ আর কিছু নহে। যে ঘর দিনমানে সূর্য্য কিরণে পরিষ্কৃত না হয় সে ঘরে রাত্রিতে বাস করিতে নাই।

প্রাণী শরীর বৃদ্ধির জন্য সূর্য্যকিরণের যে কত মূল্য তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উদ্ভিদ পচা জলে আলো না পাইলে কীটাণু দেখা যায় না কিন্তু কিরণ প্রবেশ মাত্রেই তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। বেঙাচি অন্ধকারে থাকিলে কখনই বড় বেঙ হয় না এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারেনা, বেঙাচি অবস্থায় থাকিয়াই মরিয়া যায়। এল্‌পাস্ পর্ব্বতের গভীর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় অতি সামান্য মাত্র সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে, এজন্য সেখানকার অধিবাসিদিগের মধ্যে জড়তা বা বুদ্ধির অসম্পূর্ণ বিকাশ এবং পুরুষানুক্রমে গলগণ্ড রোগ দেখিতে পাওয়া যায়! হাড়ের কোমলতা, অঙ্গের বিকৃতি, হাড়ের বৃদ্ধি ও বক্রতা প্রভৃতি পীড়া অন্ধকার কুটীর গহ্বর ও খণিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যালোক অভাবে আরও যে কত পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাদের বাহুল্য বর্ণনা এস্থলে অনাবশ্যক।"

ফলতঃ সূর্য্য কিরণে কত প্রকারেই যে আমরা উপকার প্রাপ্ত হই তাহা বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে কেবল ইহাতেই এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। বিজ্ঞানে সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধে যত বলে, কবিতেও তাদৃশ কল্পনা করিতে পারেননা। বরং কবি, কল্পনার চক্ষে সূর্য্যকে যত মহৎ ও বৃহৎ দেখিয়াছেন বিজ্ঞানে প্রকৃত চক্ষেই কবি কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়াও বহু সহস্র গুণে তাহাপেক্ষা সূর্য্যকে অধিক মহৎ দেখিয়াছেন! কবির চক্ষে সূর্য্য কেবল—

"Glory of air and lord of light
Great wonder-worker, seer of all skies."

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চক্ষে সূর্য্য কেবল বায়ুমণ্ডলের গৌরব বস্তু নহেন এবং বায়ুর সৃষ্টি কারণ নহেন; বায়ু প্রবাহ কার্য্যের হেতু, সূর্য্য কেবল আলোকের অধিপতি নহেন, জগতে আলোর মূল প্রস্রবণ; সূর্য্য কেবল জগতের অদ্ভুত কার্য্যের স্রষ্টা নহেন, স্বয়ং মহান্ অদ্ভুত!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সূর্য্যের আকার প্রকার এপর্য্যন্ত যতদূর অবধারণ করিতে পারিয়াছে তাহাতে জানা যায়, যে সূর্য্যকে আমরা এক খানি ক্ষুদ্রস্বর্ণ থালার ন্যায় দেখি তাহার ব্যাস ৮৫১৫৮৪ মাইল। আমরা যে পৃথিবীতে বাস

করি তাহার ব্যাস ৭৯১২ মাইল। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র যাহা আমরা সাধারণ চক্ষে সময় সময় সূর্য্য অপেক্ষা বড় দেখিতে পাই, সেই চন্দ্রের ব্যাস ২২৫৩ মাইল। পৃথিবীর সঙ্গে এবং চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া সূর্য্যকে দেখিতে উপস্থিত হইলে সূর্য্যকে কি ভয়ঙ্কর বৃহৎবস্তুই দেখা যাইবে! ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা গণনা করিয়া অবধারণ করিয়াছেন,সূর্য্য যত বড় বৃহৎ তাহাতে সূর্য্য দ্বারা ২৪৮৯০৭৪৪ গুলি চন্দ্র অথবা ৩১৪৭৬০ টি পৃথিবী প্রস্তুত হইতে পারিত। অর্থাৎ এতগুলি পৃথিবী বা এতগুলি চন্দ্র যতস্থান অধিকার করিতে পারে সূর্য্য একাই সেই পরিমাণ স্থান নিজের শরীর দ্বারা পূর্ণ করিয়া শূন্যমার্গে রহিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু ক্রোশ দূরে আছেন বলিয়াই সাধারণ চক্ষে সূর্য্যকে আমরা এত ক্ষুদ্র দেখি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯,২৫০০০০০ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের এই দূরত্ব অবধারণ করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণকে অল্প পরিশ্রম করিতে হয় নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতিষী মিঃ কেপলার, হেলে, অথবা জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ এনকে ইত্যাদির গণনায় পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ১৩৮০০০০০, মাইলের কিছু অধিক অবধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অল্প দিবস হইল ভিনাস্ নক্ষত্রের গ্রহণ সময় ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণ একটি সহজ কৌশল অবলম্বন করিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। ইহাতেই এক্ষণে স্থির হইয়াছে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৯২৫০০০০০ মাইল। স্থানাভাব হেতু এ কৌশলটি পাঠকগণকে আমরা অবগত করাইতে পারিলামনা, প্রস্তাবান্তরে জানাইতে চেষ্টা করিব। আবার ভিনাসের গ্রহণ না হইলে দূরত্ব সম্বন্ধে এক্ষণকার গণনা নির্ভুল কিনা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না! কিন্তু ভিনাসের গ্রহণ আর আমাদের এজীবনে দেখিতে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। গত ১৮৮২ অব্দে এই গ্রহণ হইয়াছে, আবার ২০০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হইবে।

ফল, এককোটি দেড় কোটী হউক কিম্বা দশ কোটি পনের কোটি মাইল হউক, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যে বহুদূরে অবস্থিত, এবিষয়ে আর সংশয় নাই! এতদূরে থাকিয়াও আমরা সূর্য্যের যেরূপ তাপ অনুভব করি, ইহাতে সূর্য্য স্বয়ং যে কত ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত বস্তু তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। মিঃ ফেরাডে নামক একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন—লণ্ডন নগরের এক বিঘা জমির উপর একদিন যতখানি সূর্য্য কিরণ পড়ে, তাহা যদি একত্র করিয়া তাপ সংগ্রহ করিবার কোন উপায় হইতে পারিত, তবে সে তাপ এত পরিমাণ হইত যে পঞ্চাশ মণ কয়লা এক স্থানে একবারে জ্বালাইয়া দিলেও সে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না! সমস্ত পৃথিবীতে কত কোটি কোটি বিঘা পরিমাণ স্থান আছে—আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বহু যোজন স্থান ব্যাপিয়া পৃথিবীর ন্যায় কত শত সহস্র গ্রহ উপগ্রহ আছে—এই সকল স্থানে এবং অনন্ত শূন্য মার্গে সূর্য্য কত কাল হইতে কত উত্তাপ অকাতরে ঢালিয়া দিতেছেন, কিন্তু এ অনন্ত তাপ ভাণ্ডারের আর ক্ষয় নাই! ব্যয় হইতেছে অথচ ক্ষয় নাই; তবে কি সূর্য্য অন্য কোন স্থান হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? অথবা সূর্য্যে নিত্যই উত্তাপ উদ্ভব হইতেছে? এপ্রশ্নে গর্ব্বিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নির্ব্বাক নিরুত্তর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজিও এপ্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে পারে নাই *। মানব জ্ঞানের গরিমা এই স্থানেই চূর্ণ।

---

* "The most intense of all sources of heat is the sun. The cause of its heat is unknown ; some have considered it to be an ignited mass experiencing immense eruptions, while others have regarded it as composed of layers acting chemically on each other like the couples of a voltaic battery, and giving rise to electrical currents, which produce light and solar heat. On both hypotheses the incandescence of the sun would have a limit."

(Ganot's physics)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদিকে যদিও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেনাই, কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সূর্য্যের আকার আয়তন এবং কি কি পদার্থে সূর্য্য গঠিত ইত্যাদি বিষয় সকল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকার এবং আয়তন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সংক্ষেপে দুই এক কথা আমরা বলিয়াছি; কি পদার্থে সূর্য্য গঠিত তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হেনেরি ড্ পার বহুবর্ষের পরিশ্রমে ১৮৭৭ অব্দে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়াছেন যে সূর্য্যে আর কিছু থাকুক না থাকুক অম্লযান পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কারচোপ বলেন সূর্য্যে লৌহধাতু যথেষ্ট আছে।

সূর্য্যে কি আছে কি না আছে? ইহা স্থির করা অতি কঠিন। সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে উপস্থিত হইলেও সূর্য্যকে জ্যোতিঃপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। বরং দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্র মণ্ডলে পর্ব্বত গহ্বরাদির অনুরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যে তেজ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের গাত্রে যেমন আচিল থাকে বা ওলের গাত্রে যেমন অর্ব্বুদাকার অংশগুলি লাগিয়া থাকে, তেমনি সূর্য্যের গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ এক একটি আচিল আছে। ইহা ভিন্ন কাল কাল চিহ্ন সূর্য্য গাত্রের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিহ্ন সকল কখন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কখন কিছু অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি কি এখনও নিঃসংশয় রূপে তাহা স্থির হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জেনেরেল স্যাকাইন চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কালের গবেষণায় এই সকল কাল চিহ্নের সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটি আশ্চর্য্য সংস্রব থাকা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে বৎসর সূর্য্যের গাত্রে এই সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বৎসরেই আমাদের পৃথিবীতে দৈব বিপদ অধিক ঘটে। অধিক ঝড় বৃষ্টি দুর্ভিক্ষ হয়—এমনকি সেই বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজনৈতিক গোলযোগ পর্য্যন্তও অধিক ঘটিতে দেখা যায়! গ্রহনক্ষত্রের সহিত পৃথিবীর এবং পৃথিবীবাসি-জীব জন্তুর কি গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা বিজ্ঞান গর্ব্বিত মানব বুদ্ধির অবোধ্য।

সূর্য্যে কিকি পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে তাহা অবধারণ করিবার জন্য ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম Spectroscope। এক খণ্ড পরিষ্কার ত্রিকোণ আকার বিশিষ্ট কাচ মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ দেখিতে উপস্থিত হইলে—অর্থাৎ সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, দেখা যাইবে উহাতে কতগুলি রং মিশ্রিত রহিয়াছে। সূর্য্য কিরণের মধ্যে কেন যে এই সকল রং দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন লৌহ ইত্যাদি ধাতু অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ঐরূপ যন্ত্র দ্বারা তাহার জ্যোতিঃ বিশ্লেষণ করিতে উপস্থিত হইলেও তাহাতে এক এক রং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্যেও নানাবিধ ধাতব পদার্থ আছে। সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় সাতটি স্বতন্ত্র রং দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাতটি রং সমান পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না—কোনটি বা অধিক, কোনটি বা অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডলে কোন ধাতুর আধিক্য এবং কোন অল্পতা অনুমান করা হয়। এক একটি গ্রহে যে এক এক ধাতুর আধিক্য আছে তাহা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি দৃষ্টেও কতক বোধ হয়। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে গ্রহগণের নানা প্রকারে অর্চ্চনের বিধান আছে। এক এক গ্রহকে এক এক প্রকার ধাতু দ্বারা অর্চ্চনার ফলাধিক্য লিখিত হইয়াছে যথা:-

"সীসকং সূর্য্য সূনৌ বাহৌ লৌহ" ইত্যাদি বচন।
(জ্যোতিস্তত্ত্বং)

* * * রবজতাদয়সং সীসাং কাংস্যাং বর্ণান্ নিবোধত।

রক্তঃ শুক্লস্তথা রক্তঃ পীতঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রমাদ্বর্ণাস্ত্রয্যাপি মুনয়স্তথঃ ॥
স্থাপয়েদ্ গ্রহবর্ণানি হোমার্থং প্রালখেৎ পটে।
সবর্ণানি প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥ ”

(গরুড় পুরাণ)

পাঠক! আর একটি বিষয় দেখিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু বর্ষের চেষ্টায় অতি অল্প দিন হইল সূর্য্য কিরণের মধ্য হইতে সাতটি বর্ণ আবিষ্কার করিতে পারিয়া আনন্দে মোহিত হইয়াছেন; প্রাচীন আর্য্য দার্শনিক কবি সূর্য্য কিরণের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই সাতটি অশ্ব দেখিতে পাইয়াছেন,—এবং সূর্য্যকে সপ্ত অশ্বযুক্ত রথে অধিষ্ঠিত করাইয়াছেন যথা—

“ হয়াশ্চসপ্তছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা ॥ ”
“ সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্য মণ্ডলে মুনি সত্তম!
হিমোষ্ণ বারি বৃষ্টিনাং হেতুত্বং সমুপাগতঃ। ” ইত্যাদি

(বিষ্ণু পুরাণ)

“ পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজো ভাস্করঃসদা ॥
বর্ত্তুলং মণ্ডলং চাস্য অষ্টপত্র সমন্বিতং ॥ ” ইত্যাদি

(কালিকাপুরাণ)

সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা সাতটি বর্ণ আমরা দেখিতে পাই বলিয়াই যে কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন সূর্য্য মণ্ডলে সাতটি মাত্র পদার্থ আছে, ইহা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীর বায়ু বেষ্টন ভেদ করিয়া সূর্য্য কিরণ আমাদের নিকট আসিতে পার্থিব পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগ বর্ণের ব্যতিক্রম যে ঘটে না, একথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন?

কিছু দিন হইল, কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক সম্ভ্রান্ত উকীল মহাশয়ের সহিত কুমার-পরিব্রাজক মহাশয়ের কিছু ক্ষণ সদ্বার্ত্তালাপ হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজ কল্যাণার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া অবকাশ কাল বৃথা আমোদ প্রমোদে কাটান কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এখন যৌবন কাল অতীত হইল, এইবার ধর্ম্মের দিকে মতি গতি ধাবিত হইবে বোধ হইতেছে। কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিব তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই; খৃষ্টিয়ান হইব না, কেন না লোকে চঞ্চলপ্রকৃতি ও নির্ব্বোধ বলিবে; ব্রাহ্ম হইতেও ইচ্ছা নাই, কেন না উহাতে স্বাধীন চিন্তার নামে স্বেচ্ছাচার প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ নিজ অভিরুচি অনুসারে পিতৃমাতৃ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না। হিন্দুদিগেরও বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া এ রূপ হিন্দুশ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা হয় না; তবে আপনাদিগের মুখে যে রূপ হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতেছি তাহাতে বোধ হয় মন পরিণামে হিন্দুধর্ম্মেরই বশ্যতা স্বীকার করিবে। বিশেষতঃ, প্রাচীন আর্য্যদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের গতি স্মরণ করিলে হিন্দু না হইয়া থাকিতে পারা যাইবে না। অতঃপর পরিব্রাজক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনার এত টান হইল? তাহাতে তিনি বলিলেন হিন্দুদিগের সূর্য্যোপাসনা দেখিয়া। যাহার দ্বারা সমস্ত জাতি রক্ষিত হয় তাহা পরম ধর্ম্ম। দেখুন, প্রাচীন আমেরিকাবাসীগণ একটা সুসভ্য প্রবল জাতির সমাগমে ও সংঘর্ষণে একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। আমরাও দুর্ব্বল হিন্দুজাতি; যে প্রবল সুসভ্য ইউরোপীয়গণের সংঘর্ষণে পড়িয়াছি, তাহাতে ভারতবর্ষ আমেরিকার ন্যায় স্থান হইলে এতদিন আমাদিগকেও বনে জঙ্গলে লুকায়িত অথবা বিলুপ্ত হইতে হইত। ভারতবর্ষ চিরদিন ইংরেজাধিকৃত রাখিবার জন্য ইংলণ্ডবাসীগণ মধ্যে ২ ভারতে উপনিবাস স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া থাকেন কিন্তু হিন্দুগণ প্রত্যহ প্রাতঃস্নানাদি করিয়া করযোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টিতে যে ‘জবা কুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং’ প্রত্যক্ষ দেবতার স্তব করিয়া থাকেন, তাঁহারই প্রচণ্ড তাপানলতেজে ভীত হইয়া সুশীতল দেশবাসীসগণ এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। আজ ঐ প্রচণ্ড দেবতার কৃপাবলেই সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ এখানে আসিয়া অধিক দিন থাকিতে পারেন না। যে দুই দশ জনও কার্য্যানুরোধে এখানে আসেন, তাঁহারাও সূর্য্যদেবের সুতীব্র করাঘাতে ভীত হইয়া কখন দার্জ্জিলিং কখন শিমলা কখন নৈনিতাল ইত্যাদি স্থানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান, আজ সূর্য্যদেবের কৃপা না থাকিলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত বলিতে পারি না। আমাদের অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই বুদ্ধি নাই বল নাই বিক্রম নাই, আছেন কেবল আমাদের দেবতা। তিনিই হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতেছেন। আমি এই জন্য প্রত্যক্ষ দেবতাকে বড় ভক্তি করি। পরিব্রাজক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, এই তমোরাশি বিনাশী দেবতাই আপনার অন্তঃকরণে পবিত্রালোক দান করুন।

ধ০ প্র০ স০।

প্রচার কার্য্য।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব কাশী হইতে বঙ্গাভিমুখে যাইবার সময় বৈদ্যনাথে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় উপর্য্যুপরি কয়েক দিন সনাতন ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়া লোক সকলকে পরমানন্দে মাতাইয়াছিলেন।

কাশী সভার মহা মহোৎসব শেষ হইয়া গেলে কুমারপরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় সৈয়দাবাদ হরি ভক্তি সংরক্ষণী সভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিতান্ত অনুরুদ্ধ ও আহুত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সভাটি তথাকার মণ্যবর শ্রীযুক্ত মানিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে সভার নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভক্তিমান চক্রবর্ত্তী মহাশয় উৎসব উপলক্ষে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজন ও বৈষ্ণব ভোজন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও নগর সংকীর্ত্তন আদি হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয় দুই দিন দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র মধ্যে নানাবিধ উপাসনা সত্ত্বেও এবং লোক সকল ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের হইয়াও কিরূপে একতানে, এক সুরে নির্ব্বিরোধে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে দুই দিনের বক্তৃতায় তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে সকল সম্প্রদায়েরই লোক ব্যাখ্যানের সারবত্তা গুরু গাম্ভীর্য্য, শাস্ত্রীয়তা ও ভক্তি ভাবের গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিল॥

তথা হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক বালুচর গমন করেন। সেখানে একদিন জনৈক সম্ভ্রান্ত মহাত্মার পুষ্পোদ্যানে একটি বিশেষ সভা আহুত হয়; সেই সভায় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা আর্য্য ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য রাশি ভেদ করিয়া কুমার একটি বক্তৃতা করেন এই বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ এত উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে আরও ২।৩ দিন থাকিয়া উপদেশ দিবার জন্য বারম্বার অতিশয় অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশাভাব বশতঃ কুমার তখন আর থাকিতে না পারিয়া আবার সময়ান্তরে যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

তথা হইতে কুমার মুরশিদাবাদ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসবে আসিয়া সম্মিলিত হয়েন এই উৎসবে নারায়ণ পূজা ব্রাহ্মণভোজন, নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবী প্রসন্ন স্মৃতি ভূষণ মহাশয় ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা এবং পাপের কারণ ও পাপ নিবারণের সহজ উপায় কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্মৃতি ভূষণের ভাষা ও বাগ্মাধুরী প্রশংসনীয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মধুর ও সুরসাল ভাবের সহিত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে অল্প লোকই দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সার ধর্ম্ম" বিষয়ক একটি হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় উৎসবের প্রথম দিনে "সমাজ ও ধর্ম্ম" দ্বিতীয় দিনে "আশ্রম ধর্ম্ম" তৃতীয় দিনে "আনন্দোৎসব বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সভার তিন দিনের উৎসব তরঙ্গে যবনপ্রধান মুরশিদাবাদ সহর হিন্দু ভাবে ধর্ম্মের মধুর ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সাধু গৃহস্থ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের বহিবাটিতে উৎসব হওয়ায় অনেক ভদ্রকুলললনার ও বক্তৃতাদি শুনিবার যথেষ্ঠ সুবিধা হইয়াছিল। সভার সম্বন্ধে উক্ত রায় মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন, শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন রায় মহাশয়গণের উদ্যম ও উৎসাহ প্রশংসনীয়।

মুরশিদাবাদ হইতে পরিব্রাজক যাত্রা করিয়া সাহেব গঞ্জের ধর্ম্ম সভার উৎসবে উপস্থিত হয়েন। তথায় দুই দিন বাঙ্গালায় এবং এক দিন হিন্দিতে বক্তৃতা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পূজা, গীতা পাঠ, কাঙ্গালি ভোজন ও নগর সংকীর্ত্তন মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এসভার এই প্রথম বার্ষিক উৎসব। সাহেব গঞ্জে অনেক গুলি হিন্দু বাঙ্গালি বিষয় কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন। তাঁহাদের অধিকাংশই সচ্চরিত্র ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান শীল।

পরিব্রাজক মহাশয় শীঘ্রই বরিশাল আদি স্থানে যাত্রা করিবেন।

নিবেদন।

যাঁহারা পৌষ সংক্রান্তির মধ্যে ১ম ভাগ "ধর্ম্ম প্রচারকে"র মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহাদের ডাক মাশুল ।৵৹ করিয়া দিতে হইবেনা, অর্থাৎ গ্রাহকের পর্য্যায় অনুসারে ৩৲, ২৲, এবং ১৲, টাকা দিলেই হইবে।

শ্রীপূর্ণানন্দ সেন
ধঃ প্রঃ প্রকাশক।

ভক্তি ও ভক্ত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

(পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।)

এই পুস্তকে "নারদকৃত ভক্তি সূত্র" ও শাণ্ডিল্য ঋষি কৃত ভক্তি সূত্রের মূল এবং পরিব্রাজক মহোদয় কৃত ভক্তাবতের অতি উপাদেয় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত অনুবাদ এবং পরিব্রাজকের "ভক্তি" বিষয়িণী বক্তৃতার সারাংশ ও কতক গুলি সাধু ভক্তের চরিতাবলী মুদ্রিত হইয়াছে। "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়, ভক্ত হৃদয় নাচিয়া উঠে, সাধকের হৃদয় আনন্দে মাতিয়া যায়, প্রাণ প্রফুল্ল কমলের ন্যায় হাসিতে থাকে ও নয়নে প্রেম ধারা বহিয়া জীবের তাপত্রয়ের তেজ নির্ব্বাণ করে। ভক্তি ও ভক্তের গুণে গৃহ পবিত্র, কুল পবিত্র, দেশ পবিত্র, জীবন পবিত্র এবং পিতৃলোক ও দেবলোক পবিত্র হয়।

"ভক্তি ও ভক্তের" মূল্য ।৷৹ নয় আনা মাত্র। যিনি একত্রে ১০ খানির মূল্য পাঠাইবেন, তিনি একখানি "ভক্তি ও ভক্ত" বিনা মূল্যে উপহার পাইবেন। মূল্য অৰ্দ্ধ আনা ডাক টিকিটে বা মনি অর্ডারে আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীভূদেব কবিরত্ন
প্রকাশক।
বারাণসী, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসী দত্ত।

হাঁপানি কাশী, যক্ষাকাশ, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, গেঁটেবাত, মেহ ও তৎসংক্রান্ত জ্বর, মূত্রকৃচ্ছ, পারাদোষ, সর্ব্ব প্রকার ক্ষত, অর্শ, কোন প্রকার শরীরের দুর্ব্বলতা, প্রদর, ধাতু দৌর্বল্য, কোষ্টাশ্রিত বায়ু, ধাতু ক্ষয়জনিত পীড়া, বিষম জ্বর, সুতিকা জ্বর, অজীর্ণ দোষ, প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের ঔষধ আমার নিকট আছে। উপকার প্রাপ্ত না হইলে যিনি যত ঔষধের মূল্য দিবেন তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নাই, ইহা কডলিভর বা সালসা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর ও উপকারক।

শ্রীতারিণী চরণ রায়
বড় বাজার
মুঙ্গের।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮০৯
৩য় সংখ্যা	শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"	আষাঢ়—পূর্ণিমা

যম সংহিতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দণ্ডাদূর্দ্ধং প্রকারেণ যস্তুগাং বিনিপাতয়েৎ।
দ্বিগুণং গোব্রতং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ।

যে ব্যক্তি দণ্ড ব্যতীত অন্য রূপ প্রহরণ দ্বারা গোরুকে আঘাত বা ভূপাতিত করে, তাহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থূলস্তু বাহু মাত্র প্রমাণকঃ।
সার্দ্রশ্চ স পলাশশ্চ গোদণ্ডং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থূল এবং এক বাহু পরিমাণ দীর্ঘ আর্দ্র পত্র যুক্ত দণ্ডকে গোদণ্ড কহা যায়।

গবাং নিপাতনেচৈব গর্ভোপি সংপতেদ্ যদি।
একৈকশশ্চরেৎ কৃচ্ছ্র যথা পূর্ব্বং তথাপুনঃ॥

গাভীকে দণ্ডাঘাত কালে যদি তাহার গর্ভ স্রাব হইয়া যায় তবে পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার এক ২ কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

পাদমুৎপন্ন মাত্রেতু দ্বৌপাদৌগাত্র সম্ভবে।
পাদোনংকৃচ্ছ্র মাচষ্টে হত্বা গর্ভমচেতনং॥

গর্ভের প্রথম অবস্থায় পাদ কৃচ্ছ্র বা দ্বিপাদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্ভব কালে পৌন কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণে গর্ভে রেতঃ সমন্বিতে।
একৈকশশ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমেষা গোঘ্নস্য নিষ্কৃতিঃ।

যখন গর্ভ অঙ্গ (হস্তপদাদি অবয়ব) প্রত্যঙ্গ (নখরোমাদি) দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তখন কেহ সেই গাভীকে বধ করিলে এক এক কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে নিষ্কৃতি পাইবে।

বন্ধনে রোধনে চৈব পোষণে বা গবাং রুজা।
সম্পাদ্যতে চেন্মরণং নিমিত্তীনৈব লিপ্যতে॥

যদি গোরু বন্ধন, অবরোধ বা পোষণ কালে পীড়িত হইয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধন কর্ত্তা, অবরোধকর্ত্তা ও পোষণকর্ত্তা পাপভাগী হয় না।

মূর্চ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতস্তথা।
উত্থায় ষট্পদং গচ্ছেৎ সপ্ত পঞ্চদশাপি বা॥
গ্রাসং বা যদি গৃহ্ণীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্যদি।
পূর্ব্বব্যাধি প্রণষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

মূর্চ্ছিত, নিপতিত বা দণ্ড তাড়িত গো যদি একবার উঠিয়া ছয়, সাত বা পনের পদ চলিয়া বেড়ায়, অথবা কিয়ৎ গ্রাস ভোজন বা জল পান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব পীড়নকারী ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়না।

ক্রমশঃ।

গুরু শিষ্য

শিক্ষা গুরু ও দীক্ষা গুরু ভেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুর উপদেশ ব্যতীত একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তৃণেরও ভালরূপ পরিচয় সহজে জানিতে পারাযায়না। মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি কেহই আর একটি প্রবল শক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত, আকৃষ্ট বা পরিচালিত না হইলে কোন কার্য্যই করিতে পারেনা। যে শক্তির দ্বারা আমরা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হই, সেই শক্তি আমাদের গুরু। দুই শক্তির একত্র সংঘর্ষণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয়না; এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল তাহাই অপরের গুরু। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যাঁহার শক্তির ইঙ্গিতে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, তিনিই জগৎ-গুরু। এই জগৎগুরুকে জানিবার জন্য জীবের মন প্রাণ ব্যাকুল হইলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা জীবের কল্যাণ পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া দেন তিনিই দীক্ষা গুরু। আর জগৎ গুরুর মায়া বিজৃম্ভণ স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড জড়ের পরমাণু হইতে বিরাট বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাহ্যাভ্যন্তর তত্ত্ব যিনি বুঝাইয়া দেন তিনি শিক্ষাগুরু। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী আদি সকলেই কত সময়ে কত শিক্ষা দেয় তাহা গুণগ্রাহী শিক্ষিত গণের অবিদিত নাই। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা ব্যভিচারিণী বারাঙ্গনাও কত সময়ে কত লোকের শিক্ষা গুরু হইয়া থাকে। শিখিব বলিয়া যেখানেই গমন কর, সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে। যে শিক্ষার দ্বারা জীবের পরমাত্মদৃষ্টি পথে যাইবার আনুকূল্য হয় তাহাই সুশিক্ষা। আজ কাল সুশিক্ষার অভাবে অশিক্ষার সদ্ভাবে ও কুশিক্ষার প্রভাবে শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র কিছু মলিন হইয়া গিয়াছে, শিক্ষা গুরু গণ জীবের অবশ্য গন্তব্য পথের কথা বিস্মৃত হইয়া যথেচ্ছা গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন। পরমাণু তত্ত্ব লাভ করিবার জন্য শিক্ষা প্রথম সোপান, ও দীক্ষা দ্বিতীয় বা চরম সোপান। শিক্ষা দীক্ষার অনুকূল হওয়া চাই। শিক্ষা বিধি পূর্ব্বক না হইলে দীক্ষা সহজে ফলবতী হয়না। এইজন্য শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্গুরুর আবশ্যক, যিনি শিক্ষা তত্ত্ব ও দীক্ষা তত্ত্বকে পৃথক করিয়া বিবেচনা করেন, তিনি শিষ্যকে বিশেষ রূপে সুশিক্ষিত করিতে পারেননা। শিক্ষা যদি দীক্ষার অনুগামী না হয়, তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ও জীবের অকল্যাণ কারিণী। আমাদের ভাগ্যদোষে বর্ত্তমান ভারতে এই শিক্ষারই বিস্তার অধিক। যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বাবস্থা, সেই রূপ শিক্ষা দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থা। যিনি শৈশবে সুপথে চলেন যৌবনে তিনি সুখী হয়েন ও যিনি যৌবনে সুপথে চলেন, তিনি বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগ করেন। সেইরূপ শিক্ষা-কালে যিনি সুপরিচালিত হয়েন, দীক্ষাকালে তাঁহার স্বাত্মানুভূতি পরিমার্জ্জিত হয়। শিক্ষার দ্বারা মন সংশয় বর্জ্জিত, পরিষ্কৃত ও দিব্য দৃষ্টি যুক্ত হয়, ও দীক্ষার দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়. উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই নহে। যিনি সদ্গুরু প্রসাদাৎ শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত হয়েন; তিনিই ধন্যজন্মা ও তাঁহারই জীবন সার্থক।

আমরা এ স্থানে শিক্ষাগুরুকে লইয়া অধিক কালক্ষেপ করিতে পারিতেছিনা। দীক্ষা-গুরুই এ প্রস্তাবের লক্ষ্য। গুরু বলিলেই প্রায় লোকে দীক্ষা গুরু বুঝিয়া থাকে। গুরুকে মনে করিলেই তাঁহাকে যেন জগৎ ছাড়া কোন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়—তাঁহাকে আমাদিগের ন্যায় মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে ভয় হয়—তাঁহার সহিত একাসনে বসিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তাঁহার বাক্য বেদ বাণী, তাঁহার আজ্ঞা অমুল্লঙ্ঘনীয়, তাঁহার পাদধৌত জল অমৃত, তাঁহার দর্শনে জীবন সফল হয়। তিনি অপার সংসার সমুদ্রে বিচক্ষণ নাবিক। গুরু শ্রদ্ধা ও চিরসম্মানের সামগ্রী।

কিন্তু এ পবিত্র দীক্ষা গুরুর পদে বরণ করি

কাহাকে? আমাদিগের দেশে যাঁহারা আজ কাল গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন, দীক্ষা-দান যাঁহাদের পণ্য, শিষ্যগণ যাঁহাদের গ্রাহক, গুরু দক্ষিণা লাভ যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদিগকে তো সদ্‌গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করা যায় না, ইচ্ছাও হয়না। কুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই এই সংস্কারই আমাদের দেশের গুরুগণ-কে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। আমরা এই খানে অবশ্যই স্বীকার করি যে অনেক কুলগুরু সুশিক্ষিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ আছেন, তাঁহারা অবশ্যই সদ্‌গুরু বলিয়া পরিগণিত, আমরা সেই কুলগুরু গণকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। কিন্তু যাহারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অসচ্চরিত্র, সাধনাবর্জ্জিত, তাহাদের দীক্ষা দিবার কি অধিকার আছে? শিষ্য যখন বলিবেন—

" অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

তখন এ কথার সার্থকতা হইবে কিরূপে? তিনি তো নিজেই অবিদ্যা মায়ান্ধকারে অন্ধী-ভূত, জ্ঞানাঞ্জনে তাঁহারই চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই তিনি অন্যের চক্ষু "উন্মীলিত" করিতে গিয়া হয় তো শলাকাতে শিষ্যেরচক্ষু "উৎপাটিত" করিয়া বসেন। যখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিবার সময় বলিবেন—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

হে গুরু গিরিধারিন্! তুমি তো শিষ্যকে চরাচরব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার পুরুষকে দেখাইতে পার নাই, (তুমি নিজেই দেখ নাই তো অন্যকে কোথা হইতে দেখাইবে!) তবে সদ্‌গুরুর প্রাপ্য প্রণামটা তুমি চুপি চুপি চুরি করিতেছ কেন?

গুরু ঠাকুর! তোমাদের ন্যায় গুরু গিরিধারী-গণকে স্মরণ করিয়াই সর্ব্বলোকবন্দনীয় দেবাধি-দেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বড় দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—

" গুরবো বহবো সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভো সদ্‌গুরুর্দ্দেবি শিষ্য সন্তাপ হারকঃ॥"

শিষ্যের মাথায় পা দিয়া পয়সা লইবার গুরু অনেক, কিন্তু শিষ্যের ত্রিতাপহারী শান্তি-বিধাতা সদ্‌গুরু বড়ই দুর্লভ।

পৈতৃক বাগ বাগিচা গৃহ সম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্য ঘরটা অধিকার করিয়া বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাবনা, যে মন্ত্র দীক্ষা তামা-শা নহে, ক্রীড়া নহে, শিষ্যকে সংসার সিন্ধু পার করিবার গুরু ভার তোমার উপর ন্যস্ত, ভগবা-নের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্য দায়ী। কিছু না জানিয়া শুনিয়া কোন্ সাহসে এই জ্বলন্ত অগ্নি শিখায় হাত দাও, তাহা জানিনা। হিন্দু হইয়া শাস্ত্র মানিয়া কেমন করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য কর তাহা বলিতে পারি না। "গু রোধয়তীতি গুরুঃ" যিনি অবিদ্যান্ধকার নিবারণে সক্ষম তিনিই তো গুরু। পুনর্ব্বার বলি, ঠাকুর মহাশয়! একবার গুরুর লক্ষণটা পড়িয়া দেখুন।

" সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভ দর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্ম পরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশ বাসী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥"

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, কার্য্যদক্ষ, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থবেত্তা, সুভাষী, সুরূপ, অবিকলাঙ্গ, কুলীন, যাঁহাকে দর্শনে লোকের কল্যাণ হয় এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ব্রহ্মণ্যশীল ব্রাহ্মণ, শান্ত-চিত্ত, পিতৃমাতৃহিত নিরত, সর্ব্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠান-শীল, আশ্রমী ও দেশবাসী, তাঁহাকেই গুরু পদে বরণ করিবে। এইরূপ গুণ যুক্ত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষা দান করিলে উভয়েরই কল্যাণ। এক্ষণে গুরু গিরি, চাকরি, বাণিজ্য আদির ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। কর্ম্মদোষে লোক গুরু পদকে লঘু করিয়া ফেলিয়াছে।

মন্ত্র দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু শিষ্যে অন্ততঃ ৬ মাস বা বর্ষকাল একত্রে বাস করিবেন। পরস্পর প্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিয়া শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিবেন ও গুরু কৃপা

পূর্ব্বক শিষ্যের ভব যন্ত্রণা নিস্তারের উপায় স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দীক্ষা দান করিবেন। অনেক সময়ে শিষ্যের অনভিমতে গুরুগণ দীক্ষা দেন শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হই। বল বা ছল পূর্ব্বক মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া মহাপাপ। গুরু স্বয়ং উপযাচক হইয়া মন্ত্র দিতে যান কেন? বোধ হয় পয়সার প্রত্যাশায়। শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোন সদ্গুরু মন্ত্র দীক্ষা দিবেন না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তুমি মন্ত্র জপ কর কিনা, তুমি ধর্ম্ম সাধন করিতেছ কিনা, সাধনে কোন বিঘ্ন হইতেছে কিনা, গুরু ঠাকুরের এ সকল তত্ত্ব লইবার অবকাশ নাই, কিন্তু তুমি কত টাকা বেতন পাও, আর মাসে২ কিছু উপরি পাওনা আছে কিনা, এ সংবাদটী গুরু প্রথমেই লইয়া থাকেন। ধনলুব্ধ গুরুর দ্বারা শিষ্যের পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি হওয়া কঠিন। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" অন্ধে যেমন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারেনা; সেই রূপ কাম ক্রোধ লোভাদিতে অন্ধীভূত গুরু শিষ্যকে সংসার সিন্ধুপার করিতে পারে না। মহর্ষিগণ! আচার্য্য গণ! একবার ভারতের দিকে তাকাইয়া দেখ, তোমরা যে সিদ্ধ গুরুর আসনে বসিয়া শিষ্য গণকে পরমানন্দ ধামের অধিকার দান করিতে, আজ সেই স্থানে বসিয়া গুরুগিরিধারী ব্যাপারী গণ বণিকবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে!!

অনেক লোক আজ কাল কুলগুরু গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া দীক্ষা লইতেও পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারা যোগ্য গুরু পাইলে মন্ত্র লইতে সম্মত আছেন। গুরু অন্বেষণ করিলে হাটে, বাজারে পথে ঘাটে গুরু পাওয়া যায়না। ভগবানের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিলে ভগবৎ কৃপাতেই সদ্গুরুর দর্শন পাওয়া যায়। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে পাইবার জন্য একান্ত মনে কাঁদিতে লাগিলেন, ভগবান্ অমনি দয়া করিয়া দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মশাপদগ্ধ মহারাজ পরীক্ষিত আসন্ন মৃত্যু জানিয়া ভগবদ্দর্শন বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন, ভগবান্ অমনি কুরু জাঙ্গল হইতে শুকদেবকে প্রেরণ করিলেন। তুমি ভগবদ্বিরহে কাতর হও সদ্গুরুর দর্শন পাইবেই পাইবে। সদ্গুরু যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ সৎশিষ্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তুমিও যেমন শিষ্য, তোমার গুরুও তেমনি জুটিবে। শিষ্যের লক্ষণ যথা—

অলুব্ধ স্থিরগাত্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্তিকো দৃঢ় ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রেচ দৈবতে।
এবম্বিধোভবেৎ শিষ্য ইতরো দুঃখ কৃদ্গুরোঃ॥

নির্লোভ, স্থির দেহ, গুরুর আজ্ঞাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, এবং গুরু, মন্ত্র ও দেবতাদিতে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত যিনি, তিনিই সদ্গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, নতুবা শিষ্য কেবল গুরুর দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বয়ং উত্তমাধিকারী না হইলে সদ্গুরু পাওয়াও দুর্লভ।

উপসংহার কালে ইহাও বলা আবশ্যক, যে শিষ্য যদি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হন, দীক্ষামন্ত্রে ও ভগবানে যদি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে গুরু যেমনই কেন হউন না, শিষ্য পরম ধামের অধিকারী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি কে?

(গুরু শিষ্য।)

পবিত্র চিত্রকূটের দেশে তাপস তরুমূলে কৃষ্ণাজিনাসনে পরমহংস জ্ঞানানন্দস্বামী উপবিষ্ট। স্বামীজির পরিধান গৈরিক বসন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকে জটাকলাপ বিরাজিত। মূর্ত্তি দেখিলেই মানবের মনে যুগপৎ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং বোধহয় যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম কলির অত্যাচারে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড়ারণ্যে শান্তি নিকেতন সংস্থাপন করিয়াছেন। এহেন জ্ঞানানন্দস্বামী স্থিরচিত্তে আশ্রমতরুতলে সমুপবিষ্ট। শিষ্য জ্ঞানদাস বামপার্শ্বে কুশাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। জ্ঞানদাস গুরুচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণামানন্তর কিয়ৎ কাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া

বিনীত ভাবে বলিলেন—"গুরুদেব ! আপনাকে জীর্ণ শীর্ণ দেখিতেছি ; বোধহয় ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও তপঃ কষ্টে এরূপ ঘটিয়াছে।"

গুরু। (সহাস্যবদনে) বৎস জ্ঞানদাস ! এতদিন আমার উপদেশ শ্রবণ করিয়াও কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেনা। তাই, আজ বালিকের ন্যায় বলিতেছ যে আপনাকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তপঃ কষ্টে জীর্ণ শীর্ণ দেখিতেছি।

আমি কি একটা মূর্ত্তিমান্ পদার্থ যে আমাকে জীর্ণ শীর্ণ দেখিলে? আমার কি স্থূলত্ব কৃশত্ব আছে, না ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে যে ওরূপ কথা বলিলে ? তুমি কি আমার এই নশ্বর দেহটাকেই "আমি" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ। কি ঘোরতর মূর্খতা ! আমি ত কতবার বলিয়াছি যে, আমার কি তোমার ক্ষুধানাই, তৃষ্ণানাই ; সুখ নাই, দুঃখ নাই ; রাগনাই দ্বেষনাই ; শোক নাই, ভয়নাই ; হর্ষ নাই, বিষাদ নাই ; বিকার নাই, জন্ম জরা-মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই। এসকল কথা কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ ?

শিষ্য। (অপ্রতিভ হইয়া সবিনয়ে) গুরুদেব ! এসকল কথা অনেকবার বলিয়াছেন বটে। কিন্তু গুরুতর বিষয় বলিয়া কিছুই ধারণাকরিতে পারিনাই। তাই ক্ষমা করিয়া আর একবার বুঝাইয়া বলুন। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানবের যত গুলি বৃত্তি আছে, আপনি নাই নাই বলিয়া তাহার সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। কেবল আপনার নাই বলিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম ; কারণ ভবাদৃশতত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সকলই সম্ভবপর বটে। কিন্তু, আপনি বলিতেছেন আমারও ঐ সমস্তবৃত্তি নাই। আমারও ক্ষুধানাই তৃষ্ণানাই, কাম নাই ক্রোধ নাই, দ্বেষ নাই হর্ষ নাই, সুখনাই দুঃখ নাই, নাই, বলিতে কিছুই নাই। যাহা যাহা লইয়া আমার আমিত্ব তাহার সমস্তই যদি চলিয়াগেল তবে আর থাকিল কি ? যদিও বা কিছু থাকে তবে

আমি কে ?

গুরু। "আমিকে ?" ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। মানুষে যদি ইহা জানিত, তবে আর তাহার সংসার যাতনা উপভোগ করিতে হইতনা। অনন্ত যুগব্যাপিয়া জীব যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু "আমিকে ?" তাহাপ্রায় কেহই অনুভব করিতে পারিতেছেনা। "আমিকে ?" ইহা জানিতে পারিলে জীব শিব হইয়া যায়। তাই এ প্রশ্ন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এপ্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত কত মানব সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অনশনে—বাতাশনে, বনে বনে, যোগাসনে, কঠোর তপস্যা করিয়াও মীমাংসা করিয়া যাইতে পারেন নাই। ২।৪ জন তত্ত্বদর্শী আত্মদর্শনবলে যাহা নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহাই এখন তোমার নিকট বলিতেছি। বৎস জ্ঞানদাস ! যিনি নিজে আস্বাদন করিয়াছেন কেবলমাত্র তিনিই অনুভব করিতে সক্ষম যে চিনি কিরূপ মিষ্ট। যে কোনও দিন চিনি খায় নাই চিনি কিরূপ মিষ্ট একথা তাহার হৃদয়ঙ্গম করান বড়ই কষ্ট কর ব্যাপার। তবে চিনি কাঁঠালের মত কি মধুর মত মিষ্ট ইত্যাদি বাহিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা অগত্যা বুঝাইয়া দিতে হইলে প্রকৃত রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইলনা। শ্রোতাও প্রকৃত কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলনা। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়াও ঠিক এইরূপ। যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন, "আমিকে ?" তাহা জানিয়াছেন, তিনিই মাত্র ইহার রহস্য বুঝিতে সক্ষম। আর যিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ, তাঁহাকে বাহিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইলে চিনির মিষ্টত্ব বুঝানের ন্যায় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। সুতরাং "আমিকে ?" ইহা তোমাকে উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিবনা। তবে আমি যাহা নয় সেকথা তোমাকে ভাল রূপে বুঝাইয়া দিতেছি

শিষ্য। তাহাই অগ্রে বলুন।

গুরু। চক্ষু যেরূপ সমস্ত পদার্থ দেখায়, কিন্তু নিজে দেখা দেয়না, যাহাকে "আমি" বলিব তিনিও ঠিক সেইরূপ বাহিরের সমস্ত পদার্থ দেখাইয়া নিজে লুকাইয়ারহিয়াছেন।

অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ প্রায় কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেনা। এদিকে দেখিবার ইচ্ছাও আছে। সুতরাং সাতকাণার হাতী দেখার ন্যায় হাতড়াইতেং দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধি প্রভৃতির যাহাকে নিকটে পায়, তাহাকেই তখন আমি বলিয়াধরে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা —

পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইবস্থিতঃ
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা ॥

আত্মার পাঁচটী আবরক পদার্থ আছে। কোষ যেরূপ তরবারি প্রভৃতিকে আবরণ করিয়া রাখে, ইহারাও সেইরূপ আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া জ্ঞানিগণ এই পঞ্চ পদার্থকে পঞ্চকোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। শুদ্ধস্ফটিকের নিকট নীলবস্ত্র থাকিলে তাহার আভা নিপতিত হইয়া স্ফটিককেও যেরূপ নীলবর্ণ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্ম-সন্নিধ্যবশতঃ আত্মাকেও দেহাদি পঞ্চকোষের গুণবিশিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইয়াথাকে।

আত্মার প্রথমাবরণ বা বাহিরের আবরণ এই স্থূলদেহ। ইহা পিতামাতার অন্নরস হইতে উৎপন্ন এবং অন্নরস দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বলিয়া অন্নময়কোষ নামে অভিহিত। এই স্থূলদেহে আত্মভ্রম হইয়া অনেকেই "আমিস্থূল" "আমি কৃশ" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। "আমি" বলিতে আত্মা। আত্মা, নিত্য, চেতন ও অবিকৃত পদার্থ, স্থূলদেহ জড়, ক্ষণভঙ্গুর ও বিকার শালী। সুতরাং এই স্থূলদেহ "আমি" হইতে পারিনা।

তার পরে একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই, আত্মার দ্বিতীয় আবরণ দেখিবে। এই দ্বিতীয় আবরণ প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত। প্রাণময়কোষ হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রাণময় কোষে আত্মভ্রম হইলে অনেকেই "আমি ক্ষুধিত" আমি তৃষিত, ইত্যাদি রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণাদি কিছুই সম্ভবেনা। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রাণাদি বায়ুর ধর্ম্ম। প্রাণাদিবায়ু জড় পদার্থ, আর আমি জড়াতীত। সুতরাং এই প্রাণময় কোষও আমি পদের বাচ্য হইতে পারেনা।

তার পরে আত্মার তৃতীয় আবরণ। ইহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এই ষড়িন্দ্রিয়দ্বারা নির্ম্মিত ও মনোময় কোষ নামে অভিহিত। এই মনোময় কোষে আত্মভ্রম হইয়া "আমি কাণ, আমি বধির" ইত্যাদি রূপে ইন্দ্রিয়কে ও সময় সময় মনকে আত্মাবলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই মনোময় কোষও বস্তুতঃ "আমি" (আত্মা) নহে। কারণ "আমি" সত্য ও অবিকৃত। কাম ক্রোধ লোভ হর্ষাদি বৃত্তিদ্বারা মনের বিকার উপস্থিত হয় এবং সময়ে সময়ে মনের ভ্রান্তিও হইয়া থাকে। সুতরাং বিকৃত ও ভ্রান্ত পদার্থ "আমি" পদের বাচ্য হইতে পারেনা।

ইহার পর আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আত্মার চতুর্থ আবরণ বিজ্ঞানময় কোষ দেখিতে পাইবে। এই বিজ্ঞানময় কোষ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই ছয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। এই বিজ্ঞানময় কোষে আত্মভ্রম হইয়া "আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি রূপে বুদ্ধিধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাও আত্মা পদার্থ নহে। যেহেতুক সকলেই জানে যে সুষুপ্তি কালে (গাঢ় নিদ্রার সময়ে) মানবের কিছু মাত্রই বোধ শক্তি থাকেনা। জাগিলে পরে আবার বুদ্ধির উদয় হয়। যে বুদ্ধির লয়োৎপত্তি আছে সেই অনিত্য পদার্থ আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা।

ইহার পর আত্মার পঞ্চমাবরণ আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত। ইহা আত্মার কারণ শরীর। বুদ্ধি বৃত্তি অন্তর্ম্মুখীন হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদি-জন্য সুখকে আত্মানন্দ রূপে ভোগকরায় বলিয়া ইহার আনন্দময় কোষ নাম হইয়াছে। তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা ইহার বিনাশ হয় বলিয়া, ইহাও "আমি" পদের বাচ্য হইতে পারেনা।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার এই কথাগুলির তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝিতে পারিলামনা। আপনি বলিতেছেন দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়,

প্রকৃতি ইহার কিছুই "আমি" পদবাচ্য নহে। স্থূলত্ব কৃশত্বাদি দেহের ধর্ম্ম, ক্ষুৎপিপাসাদি বায়ুর ধর্ম্ম, কাণত্ব খঞ্জত্বাদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ লোভ, হিংসা দ্বেষ হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি আমার অস্তিত্ব সম্পাদন করিতেছে তাহা সমস্তই আমার অন্তরিন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম; আমি তাহার কিছুর মধ্যেই নহে। এমনকি আমি দেহের রাজা, অথচ আমার কর্ত্তৃত্ব নাই,—কর্ত্তৃত্ব আমার বুদ্ধির এসকল কথার কিছুই রহস্য বুঝিতে পারিনা। সরল বুদ্ধিতে আমি এই মাত্র বুঝি—যাহার কাম ক্রোধ লোভ হর্ষ দয়া ভয় শোক প্রভৃতি আছে এবং যাহার কার্য্যক্ষমতা আছে, তাহাকেই লোকে চেতন পদার্থ বলিয়া ভাবে। আপনি তাহাকে মনই বলুন কিংবা বুদ্ধিই বলুন, জগৎ শুদ্ধলোক তাহাকেই আত্মা কিম্বা আমি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

গুরু। তুমি ঘোরতর অজ্ঞান, নহিলে এমন কথা বলিবে কেন? ইহাত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কাম ক্রোধাদির দ্বারা মনের বিকার উপস্থিত হয়, আর বুদ্ধিরও লয়োৎপত্তি আছে। আমি কিন্তু নিত্য ও অবিকৃত। সুতরাং অনিত্য ও বিকৃত পদার্থ "আমি" পদবাচ্য হয়না।

শিষ্য। গুরুদেব। এই স্থূল দেহে যত গুলি পদার্থ আছে আপনি তন্ন তন্ন রূপে তাহার সমস্ত গুলিই পরিত্যাগ করিলেন। ইহা আত্মা নয়—ইহা আত্মা নয় বলিয়া কিছুই আর অবশিষ্ট রাখিলেন না। এই সমস্ত গুলি পরিত্যাগ করিলে দেহে আর থাকিল কি? আমিত আর কিছুই অবশিষ্ট দেখিনা। আপনি বলেন আছে। যদি থাকে তবে কি কার্য্য বা কি লক্ষণ দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব?

গুরু। জ্ঞানদাস! এযে ক্রমে ক্রমে নাস্তিকতায় আসিয়া পড়িলে?

শিষ্য। প্রভো! ক্ষমা করিবেন। বুঝিতে না পারিয়াই এরূপ কুতর্ক করিতেছি।

গুরু। তিনি আছেন, তিনি না থাকিলে তোমার আমার কিংবা জগৎশুদ্ধ সমস্ত লোকের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কার্য্য করিতে কোনমতেই সক্ষম হইত না। জ্ঞানীরা বলেন—

আত্ম চৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয় মনোধিয়ঃ
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথাজনাঃ।

মানবগণ যেমন সূর্য্যের আলোক আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে, দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিও সেইরূপ চৈতন্যাংশ আশ্রয় করিয়া স্বস্বকার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে। সূর্য্য যেরূপ কিছুই করেন না, আলোক ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, দেহের মধ্যে আত্মাও ঠিক সেইরূপ। তিনি কিছুই করেননা, অথচ তাঁহার সত্তা আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত কার্য্য করিতেছে।

এই নিমিত্তই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—

তৎশ্রোত্রস্যশ্রোত্রং মনসোমনঃ যদ্বাচোহ
বাচং সউপ্রাণস্যপ্রাণঃ চক্ষুষ শ্চক্ষুঃ॥

আত্মার চৈতন্যাধিষ্ঠান ব্যতীত কর্ণ শ্রবণ করিতে পারেনা, মন মনন করিতে পারেনা, প্রাণ ও চক্ষু স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারেনা। সুতরাং তিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু রূপে অধিষ্ঠিত।

তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার প্রকাশেই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রকাশিত।

শিষ্য। আপনি বলেন স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমিত দেখি অপ্রকাশ।

গুরু। অজ্ঞানের নিকট তিনি ঐরূপই বটেন।

শিষ্য। স্বপ্রকাশ হইলে তাঁহার অনুভব হয়না কেন?

গুরু। অনুভব হইবে কিসে? অন্তঃকরণেত। তোমার সেরূপ অন্তঃকরণ কোথায়?

শিষ্য। কিরূপ অন্তঃকরণ?

গুরু। স্বচ্ছ।

শিষ্য। যিনি আপনা আপনি প্রকাশ পান, যাঁহার প্রকাশে অন্যকোন সাহায্যের আবশ্যক করেনা, তাহাকেই আমরা স্বপ্রকাশ বলিয়া জানি। আত্মা যদি স্বপ্রকাশ হন, তবে আমার মলিন অন্তঃকরণে প্রকাশ পাইতে বাধা কি?

গুরু। বাধা আছে। একথা তোমাকে বাহিরের দৃষ্টান্তদ্বারাই বুঝাইয়াদিতে পারিব।

মনেকর—প্রজ্জ্বলিতদীপ একটী স্বপ্রকাশ পদার্থ। দীপ না থাকিলে অন্ধকার গৃহের কোথায় কি আছে কিছুই প্রকাশিত হইতনা। দীপ তাহা সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দীপকে প্রকাশ করিতে অন্য কোনও আলোকাদির আবশ্যক করেনা। দীপ আপন আলোতেই আপনি প্রকাশিত। দীপ এরূপ স্বপ্রকাশ পদার্থ হইলেও উহা কুম্ভাদি অস্বচ্ছ পদার্থদ্বারা আবৃত থাকিলে কখনও প্রকাশ পাইতে পারেনা, আবার কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে। মানবাত্মাও ঠিক সেইরূপ। উহা মলিনান্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইলে কিছুই প্রকাশ পাইতে পারেনা। আর স্বচ্ছ অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইলে আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যত কিছু জপ, তপ, যজ্ঞ, দান, ব্রত, ধ্যান, ধারণা সমস্তই কেবল অন্তঃকরণ স্বচ্ছ করিবার নিমিত্ত। জ্ঞানীরা বলেন—

বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্ত মনন্যধীঃ।

আত্মদর্শনে ইচ্ছুক হইলে সংসারানুরাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করতঃ অনন্যমনে দীর্ঘকাল আত্ম-চিন্তাকরিবে। এইরূপে অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইবার সম্ভাবনা। আবার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলেই আত্মসাক্ষাৎকারের সম্ভব।

এইরূপে যাঁহাদের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে তাঁহারাই মাত্র বুঝিতে পারেন যে আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিষ্ক্রিয়। আমার কামক্রোধাদি রূপ বিকার নাই, ভোগনাই, বন্ধন নাই। আর যাহাদের অন্তঃকরণ আবিল তাহারাই কেবল মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপন করিয়া মহান্ অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শিষ্য। গুরু এতক্ষণে বুঝিলাম যে যাহাদের তপোবলে মনোমালিন্য দূর হইয়াছে, তাহারাই কেবল আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র। আর যাহারা আমাদের ন্যায় অনধিকারী, তাহাদের কেবল গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই আত্মদর্শনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

গুরু। তাইবটে।

শিষ্য। গুরুদেব! আত্মাই দেহের রাজা এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা। অথচ আপনি বলেন উহা ক্রিয়া-হীন ও উদাসীন। একথার আমি কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিনাই।

গুরু। যেরূপ মেঘ সকল ধাবিত হইলে চন্দ্রকেও ধাবিত বলিয়া বোধ হয়, জলের কম্পনে জলমধ্যস্থ চন্দ্র বিম্বকেও কম্পিত বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে অজ্ঞলোকেরা আত্মাকেই কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়। তিনি কিছুইকরেন না—কেবল সাক্ষী স্বরূপ বিরাজিত।

শিষ্য। আত্মা যদি নিষ্ক্রিয় হন, তবে উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে কেন?

গুরু। সেকি?

শিষ্য। লোকে সাধারণ কথায় বলে "দশে-ন্দ্রিয় করে কায জীবের গলায় দড়ি"। আত্মা-ক্রিয়াহীন; কাম করে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, আর তাহার ফলভোগকরেন আত্মা, দুধখায় রাম, পুষ্টি লাভকরে শ্যামা। একেমন কথা, কিছুই বুঝিনা। আত্মানিষ্ক্রিয় হইলে তাঁহাকে পরের কার্য্যের ফলভোগকরিতে হয়কেন? সংসারে ভয়ের সঞ্চারইবা হয়কেন?

গুরু। আমিজীব ও কর্ম্মকর্ত্তা, আমিই স্বকর্ম্মের ফল স্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকি ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞানই সংসার বন্ধন ও সংসার ভীতির কারণ।

রজ্জু সর্পবদাত্মানং জীবোজ্ঞাত্বাভয়ং বহেৎ।

যেরূপ ঈষৎ অন্ধকারে ভূপতিত রজ্জুখণ্ডকে দেখিয়া যদি কাহারও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার সেই ভ্রান্তি দূর নাহয় সে পর্য্যন্ত সে নির্ভয় রজ্জু দেখিয়াও ভয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ যে পর্য্যন্ত আমি জীব, আমি

কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ ভ্রম দূর না হয় সে পর্য্যন্ত নির্ভয় আত্মাও ভীত হইয়া থাকেন।

ইনি আমার শত্রু, ইনি আমার মিত্র, ইনি আমার পুত্র, এই আমার স্ত্রী, এই আমার ধন; আবার—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ক্রোধী, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি রূপ মনের কল্পনা নিশার স্বপনের ন্যায় অলীক। আত্মা অবিদ্যা-ময়ী মায়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন।

নিদ্রিত ব্যক্তির কিছুতেই বোধহয়না যে আমি যাহা দেখিতেছি, আমি যাহা উপভোগ করিতেছি তাহা সমস্তই স্বপ্নদর্শন, সমস্তই অলীক। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে সে অনায়াসে বুঝিতে পারে যে যাহা দেখিয়াছি তাহার বিন্দু, বিসর্গও সত্য নহে—ঘটনা নহে। এইরূপ যতদিন মায়ানিদ্রা না ভাঙ্গিবে, ততদিন মানব আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি বিজ্ঞ, আমি মুর্খ ইত্যাদিরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া কাটাইবে। এই ঘুমের ঘোরে জীব কিছুতেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেনা। কিন্তু যেদিন তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, সেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে—আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও অবিকৃত। আমার আবার জন্ম মৃত্যু, ভোগ, ক্রিয়া কোথায়?

শ্রী গিরীশচন্দ্র কবিরত্ন

উদাসীনের প্রলাপ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বিরহ।

বহু দিনের কথা। কত দিনের কথা মনুষ্য জগতে তাহার ইতিহাস নাই। কত যুগ যুগান্তর হইল। কত সৃষ্টি স্থিতি লয় হইল। কত মহা প্রলয়ের তুফানে পড়িয়া জগৎ সংসার ছার খার হইল। কত জন্ম মরণ হইল। কত সুখের সংসার শোক দুঃখের অসহনীয় বেগে বিষাদ সাগরের অতল গভীর জলে ডুবিয়া গেল। কত পথের কাঙ্গাল রাজ রাজেশ্বর হইল। কত রাজাধিরাজ পথের ভিখারী হইল। কত ভাগি কান্নার স্রোতে সংসার আপ্লাবিত হইল। কত দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিতে গিয়া প্রকাশ করা হইল না, অপ্রকাশ রহিয়াগেল। কত অশ্রুধারা নির্জ্জনে নীরবে গণ্ড বহিয়া পড়িল, কেহ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। অথবা দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। কত সন্তাপের গীত সুদূর প্রান্ত বাহিনী বংশী ধ্বনির ন্যায় অলক্ষিত ভাবে অনন্ত আকাশে মিশাইল। কেহ তাহা ভাল করিয়া শুনিয়াও শুনিল না। অথবা শুনিয়া অতীতের মর্ম্মবেদনা স্মরণ করিয়া দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল। এসংসারে এইরূপ কত কি হইল। কিন্তু হায়! সেই কথা-যে কথা বলিতেছি এক দিনের তরেও মনে পড়িল না। সে অজানিত বিরহের কথা মুহূর্ত্ত জন্যও স্মৃতি পথে উদয় হইল না। এবিচ্ছেদ কত কাল ঘটিয়াছে তা কে বলিবে?

আমি পার্থিব বিরহের কথা উত্থাপন করিয়া ভগবদ্বিরহ উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইব। এসংসারে মানব যাহা জন্মের মত একেবারে হারাইয়াছে তাহা আর পাইবে না। সংসারের সকল সুখ যায় যায় না কেবল স্মৃতি। মানব পার্থিব প্রেমে জড়িত হইয়া যে সুখ উপভোগ করে তাহার বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলেই দারুণ বিরহ বেদনা সহ্য করিয়া থাকে। অপূর্ব্ব মিলন সুখের স্মৃতিই এই উৎকট যাতনা ঘটায়। পূর্ব্ব সুখ মনে করিয়া যত কাল বাঁচিতে হইবে এ স্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নয়। এ স্মৃতিতে সুখ নাই কেবল আবেগময়ী বেদনা আছে। কারণ যাহা হারাইয়াছি এসংসারে আর তাহা পাই কৈ? সর্ব্বস্ব পণ করিলেও আর তাহা মিলে কৈ! স্মৃতি সুখের জলন্ত চিত্র হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া মনকে মাতাইয়া তুলে, কিন্তু হারান বস্তুকে মিলাইয়া দিতে পারেনা। তাই পার্থিব বিরহে এত যাতনা। কিন্তু ঐ বিরহবৃশ্চিক দংশনের জ্বালা কি ভুলিতে পারা যায়না? এসংসারের বিচিত্র মায়া কি কাটাইতে পারা যায় না? ঐ দিনমণি বিরহ-কাতর পরিম্লান মুখী কমলবৎ-প্রিয়জন বিরহবিধুর হৃদয় সরোজকে কি প্রফুল্ল

করিতে পারা যায়না ? যায়। দেবভক্তি লাভ করিতে পারিলে সকল জ্বালা ফুরায়। পার্থিব প্রেম আর দেবভক্তি দুটী স্বতন্ত্র জিনিষ। আমি পার্থিব প্রেমে বিমুগ্ধ, দেবভক্তি যে কি বস্তু তা কিরূপে বুঝিব। এই অমৃত নিঃস্যন্দিনী দেব ভক্তি আপন ভাগ্য দোষে হারাইয়াছি, তাই এ জীবনে সুখ নাই।

এসংসারে যাহাকে লইয়া সুখ, যাহার রূপ মাধুরী অবলোকন করিয়া অবাক হইয়া থাকি, যাহার প্রীতি প্রফুল্ল মুখের উপর দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র হৃদয়ে তাড়িত প্রবাহ ছুটীতে থাকে, যাহার জন্য মানব প্রাণ সদাই উন্মত্ত, তাহার বিরহ অসহনীয়। এই কুহকময়ী পার্থিব প্রেমের মোহিনী শক্তি এত প্রবল যে তাহার অভাবে জীবনান্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মানব হৃদয়ে পার্থিব বিরহ উপস্থিত হইলে সে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থির হইতে পারেনা। দিবানিশি দুর্বিষহ অন্তঃদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। সংসারে যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসি সেই ভাল বাসার অভাব হইলেই বিরহ আসিয়া প্রাণকে জ্বালাতন করে। এ বিরহ জ্বালা কেহ সহিতে পারে, কেহ পারেনা। মানব সংসারে পার্থিব বিরহ নিয়তই ঘটিয়া থাকে। এবং তাহার পরিণামও নিতান্ত দুঃখ দায়ক। সাধের জিনিষ হারাইয়া জীবনাবধি কাঁদিয়া মর, এ কান্না কিছুতেই ফুরাইবেনা। দেহের পতন হইবে এই মাত্র, অন্য কোন লাভ নাই। কিন্তু তা বলিয়া কয়জনে এ বিরহ বেগ নিবারণ করিতে পারে। এবেগ সহ্য করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্য নয়।

প্রথমে বলিয়াছি আমরা পার্থিব প্রেমের সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়া কাঁদিয়া থাকি। পূর্ব্ব মিলন সুখের স্মৃতিই ইহার এক মাত্র কারণ। এই মিলন সুখের স্মৃতি আমাদিগকে দুই পথে লইয়া যায়। একদিকে পার্থিব প্রেমের মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া দেবভক্তি ভুলিয়া যাই। অন্য দিকে দেবভক্তির উপাদেয়তা অনুভব করিয়া পার্থিব প্রেমের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া পার্থিব প্রেমকে আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। পার্থিব প্রেমের সাহায্যেই দেব ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই দেব ভক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য বিরহের সৃষ্টি হইয়াছে। বিরহ হইতেই আমরা মিলন সুখের রসাস্বাদন করিয়া থাকি। বিরহই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও তন্ময়তার প্রসার পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। দেবভক্তি লাভ করিবার জন্য পার্থিব বিরহ লইয়া যে সময়টুকু অতিবাহন করিলাম কার্য্য যে মন্দ করিলাম এমন বোধ হয় না। কারণ দেবভক্তি যে কি বস্তু তাহা পার্থিব বিরহই দেখাইয়া দেয়। কিন্তু পার্থিব বিরহ দিন দিন মহা শোষণে হৃদয়ের শোভা ও সামর্থ্য বর্দ্ধক বৃত্তি গুলিকে বিশুষ্ক করে, আর দেব ভক্তি হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া উত্তরোত্তর হৃদয়ের কমনীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। ঈশ্বর বিরহ পরিপ্লুত হৃদয় পৃথিবীর সমগ্র সংসারাবর্ত্তেও অটল, বাহিরের ভৌতিক জ্বালা সে হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারেনা। যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরবিরহ জনিত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন ; অন্যের সাধ্য নাই। বুঝিয়াছিলেন গৌরাঙ্গ দেব, তাই তিনি " মহাপ্রভু "।

বিরহ! তোমায় নমস্কার করি। আসিয়া এহৃদয়ে বিরাজ কর। কাঙ্গালকে পথ চিনাইয়া দাও। সেই পথ, বিরহ! যে পথে ব্রজ-বধূ-হৃদয় বল্লভ প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য গোপী সকল কুল, শীল, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয় নিধির অনুসরণ করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৃন্দাবনে যে বিরহ দেখিয়াছি তাহার তুলনা কোথায়! সে সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে! তেমন বিরহ কি সাধারণ মনুষ্যের হয়। মাধবের তুলনা বিরহিত মিলন সুখের স্মৃতিই ব্রজবধূদিগকে পাগলিনী করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মনমোহন মূর্ত্তি ব্রজাঙ্গনাগণ নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছিল। সে মোহিনী মূর্ত্তি ত ভুলিবার নয়। তাই তাঁহারা কেহ কেহ মাধব বিরহে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। দিবারই তো কথা। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ কি

সহ্য করা যায়! এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতিই আত্মবলি, আত্মহারা না হইলে এ পথে অগ্রসর হওয়া যায়না। সেরূপ যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কি আর না দেখিয়া থাকিতে পারেন। প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। দিয়া তাঁহাকে একবার দেখিব। গোপিকার এ কাহিনী অভুলনীয়। এরূপ ভগবদ্বিরহ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্রে সম্ভবেনা। উৎতুঙ্গ বীচি-বিক্ষোভিত সাগরের নীল জল দেখিয়া প্রেমাকুলিত চিত্তে কাল জলে কাল নিধিকে আলিঙ্গন করা মহা প্রভুরই মহাপ্রাণতায় দৃষ্ট হয়। গোপী হৃদয়ে ভগবদনুরাগ দৃঢ় করিবার জন্যই বৃন্দাবনে বিরহের সৃষ্টি। কোন্ সৌভাগ্যবলে মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বর বিরহ উপস্থিত হয়, তাহা জানি না।

হায়! এখন সে বিরহ কোথায়! কত যুগ যুগান্তর হইল ভুলিয়া গিয়াছি। এখন আর যত্ন করিয়া মনে করিতে গেলেও মনে পড়েনা। কেন সে আশ্চর্য্য সুখের স্মৃতি হারাইলাম! ভগবদ্বিরহ হইয়াছে সত্য; কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিনা কেন্। সে আকুলতা হারাইলাম কেন? আমি পাপী। পাপীর ঈশ্বর দর্শন হয় না। প্রভো! পাপীকে তুমি দেখা দাওনা জানি। কিন্তু যাহা দিয়াছ তাঁহা দাওনা কেন প্রভু! কতদিন হইল তোমাকে হারাইয়াছি। বিরহ হইয়াছে। তোমার মিলন সুখের স্মৃতি নাই বলিয়া তোমার বিরহ যে কি বস্তু তাহা চিনিতে পারিনা প্রভো! তোমাকে হারাইয়াছি সেজন্য, আমি দুঃখিত নহি, কিন্তু প্রভু তোমাকে দেখিবার লালসা আমার হৃদয়ে যদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে আর কিছুই চাই না। জানি না কোন্ অপরাধে তোমার বিরহ বিরহিত হইয়া সকল ভুলিয়া গিয়াছি। এসকল মায়া। আমি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র হইয়া তোমার মায়া কি বুঝিব! বুঝিতে পারেন নাই তাই কবি বলিয়াছিলেন —

"তব বিচিত্র মায়ার কি রস,
বিস কি পীযুষ,
না হয় অনুভব দুর্গে,
যদি হয় না সুখ, মিলিত তায় দুঃখ,
হয়ে কৃপামুখ নিস্তার এ উপসর্গে।"

শ্রীবিঃ।

ভগবানের অদ্ভূত লীলা।

কলিকাতা হাইকোর্টের ট্র্যানস্লেটর শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারি সেন মহাশয়ের সোমড়া গ্রামস্থ নিজ বাস বাটিতে বহু দিন হইতে একটী শালগ্রাম বিগ্রহের সেবা হইয়া থাকে। সময়ে২ তাঁহার আদেশও কৃপায় কাহার ২ বিষম ব্যাধির শান্তি হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি ঘটনা—দৈব লীলা আমরা অবগত হইয়াছি। সমাচারটি পাঠকগণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাত্রি কালে ঠাকুরকে সিংহাসনে মুক্ত স্থানে না রাখিয়া একটি বাক্সের মধ্যে সুকোমল শয্যায় ঠাকুরকে শয়ান রাখিবেন, ভক্তিমান্ বিপিন বাবুর মনে মনে এরূপ ইচ্ছা হইল, এবং তদনুসারে একটী সুগঠিত টিনের বাক্স নির্ম্মাণ করাইয়া কলিকাতা হইতে বিপিন বাবু বাটী লইয়াগেলেন। বাটী গিয়া বিপিন বাবু তাঁহার হৃদয়ের প্রেমনিধিকে পুরোহিতের দ্বারা সাধের শয্যায় শোয়াইয়া সিংহাসনের উপরি স্তরের একটি খাঁজের মধ্যে রাখিয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু বাক্সটি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলনা। বাক্সটি বিপিন বাবুর আন্দাজী গঠন হৈ. নয়, পরিমাণে দেখা গেল উহা আধার স্থান হইতে এক বা দেড় অঙ্গুলি বড় হইয়াছে। কোন ক্রমেই বাক্সটি সেখানে রাখা গেল না, বিপিন বাবুর বড় মনস্তাপ জন্মিল। সুতরাং বাক্সটী স্থানান্তরে রক্ষিত হইতে লাগিল। এক দিন পুরোহিতের অল্প বয়স্ক পুত্রটি পিতার শরীর অসুস্থ থাকায় ঠাকুরের আরতি করিতে আসিয়াছিল। আরতির পর বালক ঠাকুরকে বাক্স মধ্যে শোয়াইয়া সিংহাসনের

উপরি স্তরে রাখিতে গেল, বাক্সটিও অনায়াসে তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। তৎপর দিন বিপিন বাবু ও অন্য ২ সকলে বাক্সটিকে সেই স্থানে প্রবিষ্ট দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

বাক্সটি কাটিয়াও ছোট করা হয় নাই, সিংহাসন কাটিয়াও ছোট করা হয় নাই। আর বৃহৎ বাক্সটি কেমন করিয়া ক্ষুদ্রায়তন স্থানে থাকিল তাহা তদন্তঃশায়ী নারায়ণই বলিতে পারেন, ক্ষুদ্র স্থালী মধ্যে হস্তী প্রবেশ করান যাঁহার অপার মহিমার লীলা তাঁহার এইরূপ মায়া বিচিত্র নহে। ঘটনাটি সত্য বলিয়াই প্রকাশিত হইল।

প্রচার কার্য্য।

বিগত গঙ্গা পূজার সময় হরিদ্বারে "ধর্ম্ম মহামণ্ডলের" মহাধিবেশন হইয়াছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, দক্ষিণাবর্ত্ত প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন সভা হইতে নির্ব্বাচিত ও সভাসজ্জন প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত উপস্থিত হইয়াছিলেন অনিমন্ত্রিত শ্রোতা বহু সহস্র হইয়াছিল। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াও অনবকাশ বশতঃ তথায় উপস্থিত হইতে পারি নাই। ভা, আ, ধ, প্র, সভার অন্যতর ধর্ম্মাচার্য্য মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় সভাস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ৪দিনকার চারিটী ব্যাখ্যানে সভার যথেষ্ট ধর্ম্মোত্তেজনা হইয়াছিল। বেদ হইতে পুরাণান্ত পর্য্যন্ত আর্য্য শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্মকে পুনরুজ্জ্বল করাই এই "ধর্ম্ম মহামণ্ডলের" উদ্দেশ্য। যাহাতে অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার আদির বিনিবৃত্তি হয়, তাহার দিকে সভার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ব্যাসজী মহাশয় মিরাটেও মহা ধর্ম্মান্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় তিনি দয়ানন্দমতের যথেষ্ট খণ্ডন করিয়া সনাতন ধর্ম্মমত প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। বারম্বার উত্তেজনা করিলেও কোন দয়ানন্দীই তাঁহার সহিত সম্মুখ শাস্ত্রার্থ বিচারে উপস্থিত হয় নাই। বরং তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে অনেকে দয়ানন্দী দল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বিগত ৩০এ জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিন শুঁটীয়া সুনীতি সঞ্চারিণী সভার প্রথম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মার্থপূর্ণ কয়েকটী বক্তৃতায় গ্রামবাসীগণ নিতান্ত বিমোহিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে দীন দরিদ্রদিগকে দান, গ্রামসংকীর্ত্তন, মুদ্রিত স্তোত্রাদি বিতরিত হইয়াছিল। ছোট বড় সকল ব্যক্তিই এ উৎসবে সম্মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

৮ই আষাঢ় হইতে তিন দিবস জেলা বীরভূম—মহম্মদবাজার হরিসভার প্রথম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমারপরিব্রাজক মহোদয় এই উৎসবে উপস্থিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ পর্য্যন্ত পরমোৎসাহে সভাস্থ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। সভায় সংকীর্ত্তন বড় উৎসাহ পূর্ব্বক হইয়াছিল। দীন দরিদ্র দিগকে অন্ন বস্ত্র দানও যথেষ্ট হইয়াছিল। গ্রামস্থ ভদ্র মহিলাগণের আগ্রহে পরিব্রাজক একদিন আশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। এই উপদেশে অনেক নরনারীর চৈতন্য হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার মহাশয় ও তদাত্মজ শ্রীমান্ কৃষ্ণরঞ্জন সরকার মহাশয়ের যত্নে এই সভাটীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সভা গৃহ শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮০৯ শ্রাবণ— পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাষ্ঠলোষ্ট্রাশ্মাভির্গাবঃ শস্ত্রৈর্ব্বা নিহতা যদি।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তত্র শাস্ত্রে শাস্ত্রে নিগদ্যতে।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও অস্ত্র দ্বারা গোবধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই লিখিত হইয়াছে।

কাষ্ঠে সান্তপনং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যন্তু লোষ্ট্রকে।
তপ্তকৃচ্ছ্রন্তু পাষাণে শস্ত্রে চাপ্যতিকৃচ্ছ্রকং॥

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পাষাণ ও শস্ত্র দ্বারা গোবধ করিলে ক্রমান্বয়ে সান্তপন, প্রাজাপত্য, তপ্তকৃচ্ছ্র এবং অতি কৃচ্ছ্র ব্রত রূপ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

ঔষধং স্নেহমাহারং দদদ্গোব্রাহ্মণেষু চ।
দীয়মানে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

গো এবং ব্রাহ্মণকে ঔষধ ও আহার প্রদান এবং আদর করিবার সময় যদি তাহাদের কোন বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে তাহার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

তৈল ভেষজ পানেচ ভেষজানাঞ্চ ভক্ষণে।
নিঃশল্য-করণে চৈব প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

ধেনুকে তৈল রূপ ঔষধ পান এবং অন্য কোন ঔষধ ভোজন করাইতে কিম্বা তাহার গাত্র হইতে কণ্টক বাহির করিবার সময় যদি তাহার কোন কষ্ট হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না।

বৎসানাং কণ্ঠ বন্ধে চ ক্রিয়ায়াং ভেষজেন তু।
সায়ং সংগোপনার্থঞ্চ ন দোষো রোধবন্ধয়োঃ।

বৎসদিগের কণ্ঠ বন্ধন, ঔষধভক্ষণ এবং সন্ধ্যাকালে রক্ষণার্থ প্রতিরোধ এই সমস্ত কার্য্যে তাহাদের কোন কষ্ট হইলে তাহাতে দোষ হয় না।

পাদে চৈবাস্য রোমাণি দ্বিপাদে শ্মশ্রু কেবলং।
ত্রিপাদে তু শিখাবর্জ্জং মূলে সর্ব্বং সমাচরেৎ।

পূর্ব্বে যে পাদকৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপে বুঝিতে হইবে। পাদকৃচ্ছ্রে কেবল রোমচ্ছেদ রূপ ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। দ্বিপাদকৃচ্ছ্রে কেবল শ্মশ্রুচ্ছেদন প্রয়োজনীয়। ত্রিপাদে শিখা বর্জ্জন পূর্ব্বক রোম শ্মশ্রু আদি সমস্তই মুড়াইয়া ফেলিবে।

সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ং।
এবমেবতু নারীনাং মুণ্ড মুণ্ডাপনং স্মৃতম্।

স্ত্রীলোকদিগের সমস্ত কেশই দুই অঙ্গুলি

পরিমাণ ছাটিয়া ফেলিবে। ইহাই তাহাদের মুণ্ডনবিধি।

ন স্ত্রিয়া বপনং কার্য্যং ন চ বীরাসনং স্মৃতং।
ন চ গোষ্ঠে নিবাসোহস্তি ন গচ্ছন্তীমনুব্রজৎ।

সম্পূর্ণরূপে মস্তক মুণ্ডন, বীরাসন, গোষ্ঠে নিবাস এবং ধেনুর অনুগমন এ সমস্ত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

রাজা বা রাজপুত্রোবা ব্রাহ্মণোবা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥

রাজা, রাজপুত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি মস্তক মুণ্ডন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

কেশানাং রক্ষণার্থঞ্চ দ্বিগুণং ব্রতমাদিশেৎ।
দ্বিগুণেতু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণৈবতু দক্ষিণা॥

যাঁহারা কেশ রক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। দ্বিগুণ ব্রতের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।

দ্বিগুণং চেন্ন দত্তংহি কেশাংশ্চ পরিরক্ষয়েৎ।
পাপং ন ক্ষীয়তে হন্তু দাতাচ নরকং ব্রজেৎ॥

যদি তাঁহারা দ্বিগুণ দক্ষিণা না দিয়া কেশ ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পাপ নষ্ট হইবে না এবং এবম্ভূত পুরুষকে যিনি দান করিবেন, তাঁহার নরকে গতি হইবে।

ক্রমশঃ।

এ মেয়েটি কে !

(এ আবার কি!!)

আহা কি ছেরি, এমন রূপের মাধুরী ত সংসারে আর কখন দেখি নাই!! আজ একে মেয়ে বলি কি মা বলি, ভেবে যে ঠাঠিক পাই না। একবার ইচ্ছা করে বুক চেপে গিয়ে জড়িয়ে ধরি, কোলে তুলে বুকে করি; আবার ভাবি ঐ চরণতলে মাথা লুঠিয়ে প্রণাম যদি না করিলাম, তবে আর এ পাপের ভার মাথায় বোঝা বই কেন? বিশ্ব সংসার, একবার তাকিয়ে দেখ, হও তুমি বড় পণ্ডিত, হও তুমি বড় বৈজ্ঞানিক, হও তুমি বড় তার্কিক; কিন্তু ঐ চরণতলে যদি আপনা হতে তোমার মাথা গড়িয়ে না পড়ে, তবে আমি বলিব, ওটা ত মাথা নয়, পাপের ভার প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। ও মূর্ত্তি একবার দেখে মা ব'লে যে কেঁদে না উঠে তার মত পাষাণ প্রাণ যে সংসারে আর আছে একথাত আমি বিশ্বাস করিনা। রূপ দেখ্‌লে যে, একেবারে মনের কপাট খুলে গিয়ে প্রাণের তরঙ্গ উথলে উঠে, চোক যে আর ফেরেনা, আমাতেও যে আমি আর থাকি না, প্রণাম করতে না পেলে মাথা যে আমার ভেঙ্গে পড়ে, মা বল্‌তে না পারলে হৃদয় যেন ফেটে যায়! এ প্রাণের পিপাসা আর কোথায় গিয়া মিটাব, আমি আর মা না বলে কেমন করে থাকিব! অন্তরের অন্তস্তর ভেদ ক'রে মা মা ধ্বনি বাহিরে আসে; কার সাধ্য আজ আমার সে প্রাণের আবেগ রুদ্ধ করে! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার দুবার শতবার সহস্রবার "মা মা" বলে ডাক্‌লেও যে, আর আশা মিটে না। আচ্ছা, এ সুন্দর মূর্ত্তি দেখে লোকে না জানি কতই সুখী হয়, তবে একে দেখলে আমার কেন প্রাণের মধ্যে এমন করে হুহু করে জ্বলে যায়! ইচ্ছা করে,"মা আমায় কোলে কর" বলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে বালিকাটীর কোলে চড়ি, গলাটি জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ খানি রেখে বুক ফুলিয়ে কেঁদে আদরে আহ্লাদে সোহাগের ভরে অভিমানের যত কথা একে২ খুলে বলি, এমন দিন আর পাবনা, এমন মা আর হবেনা!! আহা মেয়েটি নয়, বালিকাটি, মাটি আজ আমার কিশোরী! আচ্ছা মা আমার কেবল যমুনা কুঞ্জ বাসিনী শ্যাম সোহাগিনী কিশোরী নয়; এ আবার ভাবের তরঙ্গিনী রণরঙ্গিনী কিশোরী! আহা এ লাবণ্য লহরী যেন রক্তের স্রোতে রঞ্জিত, প্রেমামৃতে সিঞ্চিত, সাধকের হৃদয় কুম্ভে সে অমৃত সঞ্চিত! হতভাগ্য নরাধম আমরাই কেবল বঞ্চিত!! চঞ্চলা বালিকার ভয়ে আজ পাহাড় পর্ব্বত কাঁপিতেছে, অচেতনে সচেতনে সমান প্রেমে জাগিতেছে! মরি কি চৈতন্যময়ী আনন্দময়ী বালিকা; এ বালিকা দেখ্‌লে যে আর বালিকা নাম মনে থাকেনা! পতির সঙ্গে

প্রেমপ্রসঙ্গে ভাবের তরঙ্গে ঢল ঢল, রঙ্গিণী সঙ্গিনী দলের সোহাগ ভরে টলমল, খঞ্জন গঞ্জিত লোল লোচনা, মদভার গর্ব্বিত চঞ্চলচরণা এ মৃদুহাসিনী বিধুবদনী ভুবনমোহিনী কে ? নবনীরদনিন্দিত ইন্দীবরকান্তি, কুটিল কুঞ্চিত অলকাকুলে নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রান্তি, চতুর চঞ্চল স্খলিত কবরী চারুচিকুরে চরণচুম্বন, সলীল ভ্রূভঙ্গ মরি কি আতঙ্ক কাঁপে কলেবর নিরবলম্বন। তাই বলি এ মদভরে মাতোয়ারা, কপালে তোলা নয়ন তারা কালো কালো তারাগুলি যেন আকাশ হতে খসে পড়েছে, তার মাঝে নীলশশীসাজে ও মেয়েটি কে ? ও কি কুলবালিকা এতই বিভোর, লজ্জা কি আর নাই ওর, ওকে দেখে, লজ্জাও যে লজ্জা পায়, মন যে আমার মন হারায়, আমি যখন আমি থাকি না, মেয়েকে আর মেয়ে দেখিনা, ও যেন আজ মা আমার, জগৎ যেন আমি আমার, মেয়ে ! তোর পায়ে ধরি, বল দেখি আজ কি করি, কোলে উঠি কি কোলে তুলি, মা বলি কি মেয়ে বলি—। বলি এ সর্ব্বনেশে কাণ্ড কেন ? খেলা কি তোমার এরই নাম ? ধূলো নিয়ে খেলা করতে সেই ত ছিল ভাল, (আবার) ধূলো গুলো জাগিয়ে কেন করলে এলো মেলো ? না—এ সব, বড়ই আমোদ তোমার হিসাবে ধূলা খেলা, আমাদের প্রাণ ঝালা পালা, যাই বল, আর তাই বল, এ সব দেখে শুনে অনেক সময়েই মনে হয়, তোমার মত শত্রুর পর হওয়াই মঙ্গল, আপন হওয়াই বিপদ্—ও মা ! আমি দেখ্‌ছি আপন পর, শত্রু মিত্র, এর মধ্যে এ আবার কি ? এত সখী, এত সঙ্গিনী, এরা সব কোথা গেল, জগৎ যেন অন্ধকারে ঢেকে এলো, ব্রহ্মাণ্ডময় আলো করে চন্দ্র সূর্য্য বসে ছিল, এমন আলো কোথায় লুকাল, বিদ্যুতের আঘাত ঘোরে প্রদীপ কি নিভে গেল ! নাই মেঘ, নাই বিদ্যুৎ, আকাশ যেন যমের দূত। আর যে কিছু দেখিনা, আঁধারে কি সব ডুবে গিয়েছে—না কিছুই যদি না দেখি তবে "কিছু দেখি না" দেখে কে ? অন্ততঃ "দেখিনা" যে দেখি, এটুকু ত দেখি, নইলে আমি যদি না থাকি, তবে দেখিই বা কি, আর দেখিনাই বা কি ? এ কথা স্থির যে আমাকে আমি দেখি। কিন্তু আঁধারে যদি ঢেকে গিয়াছে তবে আমাকে আমি দেখি কি ক'রে ? চন্দ্র সূর্য্য ডুবে গেল, আঁধারে জগৎ গ্রাস করিল, তাই বলে কি আমার আলোও ডুবে গেল—না-তাও কি কখন সম্ভবে ? তা হলে মায়ের পেটে যখন ছিলাম, তখন আমি আমায় দেখ্‌তাম কি করে, তখন ত আমি ঢাকা ছিলাম আঁধারে ছিলাম, সে ঢাকায় যদি আমি ঢাকিতাম, তবেত আর আমি আমি হতেম না, তখন যদি সেই তত্টুকু মায়ের পেটে মা ঢাকা পড়েছি তবে এখন কি এই বিশ্বোদরী বিশ্বম্ভরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়ের পেটে ঢাকা পড়্‌বো ! আমি তো আঁধারে নাই, আমায় সে কথা যে বলে, সেই আঁধারে ডুবেছে, মায়ের পেটে আছি বলেই, যে আঁধারে জগৎ নাই, সে আঁধারেও আমি আছি, আমারে আজ যে আঁধারে ঢেকেছে, এ আঁধার যদি আঁধার হয়, তবে এ সংসার আলো বলে কাহাকে, তাহা ত আমি জানি না। কালো রঙ্গের চন্দ্র সূর্য্য কেউ কি কখন দেখেছ? সাদা আলো উড়িয়ে দিয়ে জগন্ময় কালো আলোর আভা ছুটল। চন্দ্র কালো, সূর্য্য কালো, আকাশময় নক্ষত্র কালো, স্বর্ণ বর্ণ অগ্নি যত, তাও আজ নিবিড় কালো। কালোর সাগরে, কালো তরঙ্গ, কালো আলোতে কত রঙ্গ, কালবলিকে, কাল বালিকা, ঐ না কি জগৎ পরিপালিকা, ছুঁড়ী গুলো সব কালো দেখে ওকেই বলত কালিকা। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলে চন্দ্র সূর্য্যের যত আলো, সব কালো, আমারও ঊন পঞ্চাশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলে, চন্দ্র সূর্য্য সব কালো, চন্দ্র সূর্য্য কালো হ'ল, এত বাজীকরের ভেলকী নয় আর তাই যদি হয়, তবে পাগলি ! তোর পায়ে ধরেছি বল বল, এ যাদুকরী বিদ্যা তুই কোথায় শিখিলি, এ ইন্দ্রজালের মহামন্ত্র তুই কোথায় পাইলি ! বিকারে সব আলো ছিলে, স্বরূপে সব কালো হলো, আবার সে স্বরূপের রূপভেদ করে, যে কালো আলো

জ্বেলে দিলি, এর যে না আছে আদি, না আছে মধ্য, না আছে অন্ত, অনাদি অনন্ত আলোকময়ী কালোরূপিনী মা তুই কে? দোহাই মা তোর পায়ে পড়ছি তুই বলমা, তুই কে? দিগদিগন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে, বেদ বেদান্ত ভুলিয়ে দিয়ে প্রাণের মন্ত্র জাগিয়ে দিয়ে এলো মেলো তালে ২ পাগলি! তুই নেচে বেড়াস, তোরে না পারি চিনিতে, না পারি ধরিতে, না পারি বাঁধিতে; না পারি কাঁদিতে, আবার এ আনন্দের যন্ত্রণা যে না পারি প্রাণে সহিতে তাই জিজ্ঞাসি মা! আনন্দময়ি! বল তুমি কে? আর তাও যদি একান্ত না বল, তবে দয়াকরে এই টুকু বল, তুমি "আমার কে"। তা ও যদি মা! না বলিস্ আপনা হ'তে আপন পরিচয় দিতে ও যদি না পারিস, আমাকেই যদি চিনিয়া লইতে হয়, তবে সেই উপায়ই করনা কেন, যিনি তোমায় চিনিতে গিয়াছেন, তিনি ত নয়ন তারা কপালে তুলে ঐ চরণ তলে হৃদয় ঢেলে জন্মের মত মাতিয়াছেন, তেমনি করে শ্মশান মাঝে শবের সাজে সাজিয়ে দিয়ে, (একবার হৃদয় পরে চরণ দিয়ে দাঁড়াও ও নৃত্যময়ী হয়ে, (আমি) সংসার ভুলে, আমায় ভুলে, হৃৎকমলে তোমায় দেখি, (মা!) আর যেন কেহ নাহি দেখে, তুমি দেখ আর আমি দেখি'।—।

মন্ত্রদীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহারা তান্ত্রিক দীক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেই মতের পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রথমে তাঁহারা বৈদিক দীক্ষা কাহাকে বলেন, তাহারই বিচার করিব।

যদি উপনয়ন সংস্কারকে বৈদিক দীক্ষা শব্দে অভিহিত করা যায় তো তাহাতে বাধা আছে। শ্রুতি স্মৃতিতে কোথাও উপনয়ন সংস্কারকে দীক্ষা শব্দে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে স্থলে ২ মৌঞ্জীবন্ধন ব্রত ইত্যাদি শব্দেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। যজ্ঞ দীক্ষাকেই বৈদিক দীক্ষা বলিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতি নিরূপণ করিয়াছেন। যথা মনু ঃ—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।

"মাতৃগর্ভ হইতে দ্বিজাতির প্রথম জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের তৃতীয় জন্ম।" এই প্রকার শ্রুতি ও বলিতেছেন, "পুনর্ব্বা ঋত্বিজঃ যজ্ঞীয়ং কুর্ব্বন্তি যদ্দীক্ষয়ন্তীতি" ঋত্বিক্ গণ উপনয়ন সংস্কারানন্তর দ্বিজাতিকে পুনর্ব্বার যজ্ঞে দীক্ষিত করিবেন। এই প্রকার অন্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যথাঃ—

"অহরহ র্দ্দদ্যাদ্দীক্ষিতো ন দদাতি" দান প্রত্যহ কর্ত্তব্য, কিন্তু দীক্ষিত ব্যক্তি দানে অনধিকারী কেননা যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞাঙ্গ দান ভিন্ন অন্য দান অবৈধ। এখানে "দীক্ষিত" এই শব্দটির যদি যজ্ঞদীক্ষিত রূপ অর্থ না করিয়া "উপনয়ন সংস্কার যুক্ত" এই প্রকার অর্থকর, তাহা হইলে মহান্ অনিষ্ট হয়। "উপনয়নানন্তর দান নিষিদ্ধ," এই প্রকার অর্থ ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

বিদ্যারম্ভং কর্ণবেধৌ চূড়োপনয়নোদ্বহান্।
তীর্থস্নান মনারম্ভং তথানাদি সুরেক্ষণং।
পরীক্ষা রাম কূপাংশ্চ পুরশ্চরণ দক্ষিণে।

অশুদ্ধিকালে এতদ্বচনোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্মের মধ্যে দীক্ষা ও উপনয়নকে পৃথগ্ ভাবে ধরা হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা, দীক্ষা ও উপনয়ন যে বিভিন্ন পদার্থ, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

পিতুর্দ্দীক্ষা যতের্দীক্ষা দীক্ষাচ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তা শ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণ দায়িকা।

"পিতা, দণ্ডী ও বানপ্রস্থের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে অকল্যাণ হয়।" এই বচনে দীক্ষা শব্দের উপনয়ন সংস্কার রূপ অর্থ কখনই হইতে পারে না। কেননা, অষ্টৌ সংস্কার কর্ম্মাণি গর্ভাধানমিব স্বয়ং পিতা কুর্য্যাৎ, এই বচন দ্বারা পিতার নিকট উপনয়ন সংস্কারই প্রশস্ত ইহাই বুঝা যাইতেছে।

স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণাধিকা

" সাধ্বী সদাচারিণী স্ত্রীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ শুভদায়ক, কিন্তু মাতার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে অষ্ট গুণ পুণ্য হয়। " এই বচনেও গায়ত্রী দীক্ষাতিরিক্ত দীক্ষাই গৃহীত হইয়াছে। অতএব দীক্ষা ও উপনয়ন যে বিভিন্ন পদার্থ, বৈদিক দীক্ষার অর্থ যে গায়ত্রী দীক্ষা নহে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিল না। এতদ্বচনে মাতা ও সাধ্বী স্ত্রীর নিকট হইতে যে দীক্ষা গ্রহণ করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয়াদি জাতির পক্ষে মাতা ও সাধ্বী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয়াদি জাতির ব্রাহ্মণই কেবল মাত্র দীক্ষাগুরু। যথা ক্রিয়াসারে।—

যথার্থবিদ্বেদ বিদঙ্গ পারগ

শান্তঃ কুলীনো গুরুরীরিতো দ্বিজঃ।

"যথার্থ বাদী বেদবেত্তা এবং বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকেই গুরু করা কর্ত্তব্য।"

"কলত্র পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।"

ভার্য্যা পুত্রাদি যুক্ত দয়ালু ব্রাহ্মণই গুরু হইবেন।

সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণো দেশিকোভবেৎ।

গৌতমীয়ে।

" সর্ব্বদেশে ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের মন্ত্রদাতা।"

শূদ্রঃ শূদ্র মুখাচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণোর্ম্মন্ত্রমেববা।

গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখমাপ্নোতি নিত্যশঃ।

শূদ্র যদি শূদ্রের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করে, " তাহা হইলে সে নরক গামী ও চির দুঃখী হইবে।" এই সমস্ত বচন দ্বারা ইহাই বুঝা গেল, যে ব্রাহ্মণই কেবল মাত্র ক্ষত্রিয়াদি জাতির গুরু পদে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, আর কাহারও দীক্ষা গুরু হইবার অধিকার নাই।

এক্ষণে দীক্ষা ও উপনয়নের স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যাইতেছে। দীক্ষার স্বরূপ সারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

আচম্য বিধিবত্তত্র সামান্যার্ঘং বিধায়চ।

ইত্যাদি।

দত্ত্বাদিষ্ঠাং পুনস্তস্মৈ বিনীতায়াম্বপূর্ব্বকং।

ইত্যন্তম্।

" গুরু সামান্যার্ঘ স্থাপনাদি ক্রিয়াপূর্ব্বক বিনীত শিষ্যকে মন্ত্র দান করিবেন" ইত্যাদি।

উপনয়নের স্বরূপ যথা। আচার্য্য "সমুদ্ভব" নামে অগ্নি স্থাপন করিয়া পঞ্চাহুতি দানানন্তর শিষ্যের ভিক্ষা প্রার্থনা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া করেন, তাহারি নাম উপনয়ন।

"পাচ্ছঃ অর্দ্ধর্চশঃ ঋকৃশঃ মহাব্যাহৃতয়শ্চ বিকৃতাঃ"

উপনয়ন সংস্কারে মানবককে গায়ত্রী অধ্যয়ন করাইবে। প্রথমে পাদ ২ পরে অর্দ্ধ ২ তৎপরে সম্পূর্ণ রূপে পৃথগ্‌ভাবে মহাব্যাহৃতি তদনন্তর মহাব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী অধ্যয়ন করাইবে, ইহাই গায়ত্রী অধ্যয়নের নিয়ম। কিন্তু দীক্ষাতে এক উচ্চারণে সমুদায় মন্ত্র উপদেশ করিবে। খণ্ড ২ মন্ত্র উপদেশ করিলে দীক্ষা সিদ্ধ হইবেনা। দীক্ষাতে মন্ত্রের শ্রবণ মাত্র বিহিত। শিষ্যকে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় না। কিন্তু উপনয়নে শিষ্যকে গায়ত্রী অধ্যয়ন করিতে হইবে। অতএব দীক্ষা ও উপনয়নে ক্রিয়াভেদ বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে।

ক্রমশঃ।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈদিক পৌরাণিক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলই আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হইল। শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণ ভগবানের ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া গেল। সকলের নয়ন হইতে প্রেমধারা নির্গত হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইল, সকলে স্বামীজিকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। পরে সকলে বসিয়া সদালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে যে কৃষক স্বামীজির লোকটীকে প্রহার করিয়া ছিল সে আগমন করিয়াছে। রাজার আজ্ঞায় কৃষকের হস্ত রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করা হইল। রামদাস স্বামীর ইহা প্রীতি জনক হইলনা। তিনি বন্ধন মোচন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

শিবজীকে অগত্যা স্বামীজির আদেশ রক্ষা করিতে হইল। কেবল ইহা নহে, স্বামীজি রাজার নিকট হইতে কিছু ভূমি গুরু দক্ষিণার স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। ইহার সবিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে, স্বামীজি রাজাকে বলিলেন যে কৃষক যে ভুমি টুকু আবাদ করিয়া থাকে তাহা তাহাকে একেবারে দান করা হয়। রাজা ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজার ইচ্ছা নয় যে এ ভুমি টুকু কৃষককে দেন। কেবল তাঁহার অনুরোধে ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। তখন স্বামীজি রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ক্ষেত্রস্বামীর কোন অপরাধ নাই। দত্ত যেমন অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল সেই মত প্রতিফল পাইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, রাজার সদ্বিচার করাই উচিত। পক্ষপাতিতা তাঁহার পক্ষে বড় দূষণীয়। রাজগুরুর লোক বলিয়া যে দত্তের সকল দোষ মার্জ্জনীয়, ইহা বিচার সঙ্গত নহে। যে কেহ অন্যায় করিবে সেই তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। রাজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া স্বামীজির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি তিন দিন ধরিয়া কীর্ত্তনাদি করিয়া সেতারা পরিত্যাগ করিলেন। এই কএক দিন যে সকল উত্তম দ্রব্য পাইয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভিক্ষার ঝুলিটী লইয়া রাজার অজ্ঞাত সারে প্রস্থান করিলেন। রাজা স্বামীজিকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। তিনি তাঁহার অনুসন্ধান জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। এক ক্রোশ দূরে গিয়া রামদাস স্বামীর দর্শন পাইলেন। স্বামীজির সহিত রাজার কথোপকথন হইতে লাগিল। পরে, স্বামীজি ত্র্যম্বকেশ্বর তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে তীর্থের ব্যয় স্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলেন। স্বামীজি বলিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার অর্থে প্রয়োজন কি? শিবজী বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি রাজগুরু বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তীর্থে ব্যয় না করিলে তাঁহার অপযশ হইবে। স্বামীজি রাজার বিশেষ অনুরোধে টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। রাজা রামদাস স্বামীর তীর্থ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। হাতী, ঘোড়া এবং কয়েক জন লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাদের সহিত নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করিলেন। এক জন কারকুণকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং তীর্থে ব্যয়ের জন্য তাঁহার হাতে চারি লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। রাজা স্বামীজির সহিত অনেক দূর গমন করিলেন। পরে রামদাস স্বামীর অনুরোধে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামীজি যে ২ স্থানে বিশ্রাম করেন, সেই সেই স্থানে রাজ প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করিয়া লোক জনকে ভোজন করান ও দীন ব্যক্তিগণকে বিতরণ করেন। কিন্তু নিজে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করেন, রাত্রিতে রাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া লোককে ভক্তি রসে আর্দ্র করেন। যাইতে যাইতে অবশেষে ত্র্যম্বকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাসিক হইতে ত্র্যম্বক প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। এই স্থানের একটী পর্ব্বত হইতে গোদাবরী নদী নির্গত হইয়াছে। ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব এইখানে স্থাপিত। রামদাস স্বামী দেব দর্শন আদি করিলেন এবং রাজ প্রদত্ত সমুদায় দ্রব্য ও অর্থ বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। ত্র্যম্বক হইতে স্বামীজি পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন। তথায় কীর্ত্তনাদি করিয়া লোককে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটী দর্শনে তাঁহার মনে শ্রীরাম চন্দ্রের ভাব উদয় হইল। তিনি রাম প্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীর পবিত্র ভাব তাঁহাকে এরূপ মোহিত করিল যে তিনি তথায় কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইলেন এবং রাম গুণ গাইয়া সদুপদেশ প্রদান করিয়া আপামর সাধারণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। এখানে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—ব্রত অনুষ্ঠান আদি প্রয়োজন করেনা। ভক্তি ভাবে রাম নাম লইলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। রাম নামের যে কি রূপ প্রভাব তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়না। দেখ মহাদেব

বিষ পান করিয়া স্নিগ্ধ হইবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। মস্তকে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিলেন, গঙ্গার জল তাঁহাকে শীতল করিতে পারিলনা ; কপালে চন্দ্রকে স্থাপন করিলেন, শশীর শীতল করও তাঁহাকে স্নিগ্ধ করিতে পারিলনা। পরে, যখন হরিনাম লইলেন, একেবারে স্নিগ্ধ হইলেন—জ্বালাযন্ত্রণা সকলই দূর হইল।

পঞ্চবটী হইতে স্বামীজি টাকড়ি নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। দিবসে ভিক্ষা লব্ধ অন্ন ভোজন করিতেন। রাত্রিতে রামগুণ কীর্ত্তন করিয়া পরম আনন্দে সময় ক্ষেপণ করিতেন। টাকড়ি হইতে তাঁহার জন্ম ভুমি জাম্ব নামক গ্রামে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। এ স্থানে কএক দিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া সেতারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। ক্রমে সেতারায় উপনীত হইলেন। রাজার ইহা কর্ণগোচর হইল। তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি স্বামীজি ও তাঁহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতাকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে রাজবাটীতে আনয়ন করিলেন। রামদাস এক মাস রাজ বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক মাসের পর স্বামীজির পিতা, মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাদের বাস ভূমিতে পুনর্যাত্রা করিলেন। রাজা যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ও উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। রামদাস কৃষ্ণা-নদীর তীরে মাহুলীতে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদা মাহুলী হইয়া অনেক যাত্রী পাণ্ডার পুরে গমন করিতেছিল। রামদাস তাহাদিগকে পাণ্ডারপুর সম্বন্ধে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা পাণ্ডার পুরের অনেক বৃত্তান্ত বলিল এবং তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিল। পরে, স্বামীজিকে তথায় যাইতে অনুরোধ করিল। স্বামীজি বলিলেন যে শ্রীরাম চন্দ্র তাঁহার দেবতা, তিনি আর কোথাও গমন করিবেন না। কিছু দিন পরে পাণ্ডরি নাথ বিঠোবা ব্রাহ্মণ বেশে রামদাস স্বামীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তাঁহার নাম বিঠল ভট্ট। তিনি পুরোহিত। দেহু গ্রামে তাঁহার যজমান তুকারাম বাবার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিতেছেন। অনেক কথোপকথনের পর, ব্রাহ্মণ ঠাকুর স্বামীজিকে পাণ্ডরপুর যাইতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি বলিলেন যে শ্রীরাম চন্দ্র বিনা তিনি কাহাকেও জানেন না। বিঠোবা বলিলেন যে পাণ্ডরপুরে রামচন্দ্র ও মারুতি আছেন। তথায় গিয়া তাঁহা-দিগকে দর্শন করুন। স্বামীজি এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কথায় সম্মত হইলেন। পরে উভয়ে পাণ্ডর পুরে যাত্রা করিলেন। দত্ত তাঁহা-দের সঙ্গ অবলম্বন করিল। কথিত আছে যে ব্রাহ্মণ রূপ ধারী বিঠোবা দেব পথিমধ্যে রাম-দাস স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। না করিবেন কেন? ব্রাহ্মণ ঠাকুর ভক্তের গুণে অভিভূত ও সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার অধীন। পাণ্ডর পুরে উপস্থিত হইলে পর, ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার কোন যজমা-নের বাটী যাইবেন বলিয়া স্বামীজির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে রামদাস স্বামী ও দত্ত বিঠল ভট্টের অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিঠল ভট্ট বলিয়াছিলেন যে তিনি সর্ব্বদাই বিঠোবার মন্দিরে অবস্থিতি করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে এই ভাবের উদয় হইল যে বিঠল ভট্ট আর কেহ নহেন স্বয়ং বিঠোবা দেব কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। তখন রামদাস স্বামী পরম আনন্দে নিম্ন লিখিত দুইটি অভঙ্গ রচনা করত গাইতে লাগিলেনঃ—

(১)

লোয়ে করতাল, কর ওরে মন,
রাম নাম সংকীর্ত্তন।
রাম গুণ ধাম প্রেমেতে তোমার,
হইয়াছি নিমগন।
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন।
আসিয়া আমার কাছে দেহ দরশন।

(২)

হাতে বাজে করতাল, মুখ বলে হরি নাম।
করতাল যদি থামে, মুখ ডাকে অবিরাম।
হরি নাম বিঘোষণ করিয়া শ্রবণ,
হরিদাস মহানন্দে করিল কীর্ত্তন।
দেখি অপরূপ দৃশ্য রাম দাস স্বামী,
ভূমিতে লোটায়ে বলে মুগ্ধ মতি আমি।

কথিত আছে যে, এই সময়ে পরম ভক্ত হনুমান রামদাস স্বামীকে দেখা দিয়া রাম ও কৃষ্ণ অবতার সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক কথা বলিলেন। উভয়ই যে এক তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর রাম দাস স্বামী বিঠোবা দেবের মূর্ত্তিটী দর্শন করিয়া এই অভঙ্গটি গাইলেনঃ—

বল দেব ধনুর্ব্বাণ কোথায় রাখিলে,
কোমরেতে দিয়ে হাত কেন দাঁড়াইলে ?
বিভিন্ন আকৃতি কেন করি দরশন,
নির্ব্বাক হইলে কেন, কহনা বচন ?
ছাড়িলে অযোধ্যা পুরি কিসের কারণ,
পাণ্ডরপুরেতে কেন দিলে দরশন ?
কেনই সরযু গঙ্গা করিলে বর্জ্জন,
চন্দ্রভাগা তীরে কেন হ'লো আগমন ?
কেন না দেখিতে পাই বানর সকল,
নয়ন গোচর হয় মারুতি কেবল।
এ মন্দিরে নানা দেবী দেখিবারে পাই,
কি কারণ সীতা সতী এখানেতে নাই ?
রাম দাস হেন ভাব করেছে ধারণ,
রাম চন্দ্র হয়েছেন পাণ্ডরি ভূষণ।

কথিত আছে যে, এই অভঙ্গটী গাইবার পর, রামদাস স্বামী দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষণ কালের নিমিত্ত অযোধ্যার সমুদায় ব্যাপার তাহার নয়ন গোচর হইল। চন্দ্রভাগার পরিবর্ত্তে সরযু নদী দর্শন করিলেন। দেখিলেন, বিঠোবা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছেন এবং রুক্মিণী দেবী সীতার রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অসংখ্য বানরও তিনি দেখিতে পাইলেন। এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া রামদাস স্বামী বিঠোবা দেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কএক দিবস পাণ্ডরপুরে অবস্থিতি করিয়া ইহার সন্নিহিত গরুড় পার স্থানে গমন করিলেন। তথায় কএক দিবস ধরিয়া কীর্ত্তনাদি হইল। লোকে হরি গুণ গান শ্রবণ করিয়া মোহিত হইল। তুকারাম বাবা, জয়রাম গোস্বামী প্রভৃতি সাধুগণ কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। গরুড় পার স্বর্গ রূপে পরিণত হইল। রামদাস স্বামী প্রথমে এই দুইটী অভঙ্গ গাইলেনঃ—

(১) মনোযোগ সহ কর নাম সংকীর্ত্তন।
দুই হাতে থাকে দুই করতাল,
বাজিবার কালে ধরে একতাল।
থাকে যদি তব মনে দ্বৈত ভাব,
বিদূরিত করি ধর প্রেম ভাব
বোধের মৃদঙ্গ রয়েছে অন্তরে,
মনের আনন্দে বাজাওরে তারে।
দাস বলে হবে তবে রাম দরশন।

---

(২) সকল তীর্থের সার হরি গুণ গান,
তাহাতেই মূঢ় মন সোঁপো মন প্রাণ।
সেতুবন্ধ বারাণসী তীর্থ আছে যত,
অকারণ সে দিকেতে ভ্রম অবিরত।
ঘরে বসে রাম নাম কর সংকীর্ত্তন,
তা হইলে পাবে তুমি দেব দরশন।

এই দুইটী অভঙ্গ গাইয়া রামদাস স্বামী শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন যে তাঁহার তাল ও সুর বোধ নাই। কিন্তু তিনি অন্তরের সহিত রাম নাম লইয়া থাকেন, এবং ইহাতেই তিনি প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শুনিয়া শ্রোতাদিগের মধ্যে এক জন শাস্ত্র বলিলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ ব্যতিত কিছুই হইতে পারে না। তাঁহার বলেই লোকে বলীয়ান্। তাঁহার দয়া না থাকিলে,

মনুষ্য অজার গললগ্ন স্তনের ন্যায় কোন কার্য্যেই আসিতে পারে না। পরে রামদাস স্বামী এই দুইটী অভঙ্গ গাইলেনঃ—

(১) দাঁড়ায়ে বিঠোবা দেব সবার গোচর।
ভক্তগণে লইবারে কাঁদের উপর।
এই দেখ করেছেন কর প্রসারণ,
করিবারে ভক্তগণে প্রেম আলিঙ্গন।
এই দেখ মেলেছেন যুগল নয়ন,
মনোসাধে ভক্তগণে করিতে দর্শন।
জননীর প্রায় দেখ বিঠোবা ঠাকুর।
করিছেন মানবের সব দুঃখ দূর।

(২) বিঠোবারে মন প্রাণ করেছি অর্পণ,
তাঁহা বিনা গতি আর না করি লোকন।
যে জন পণ্ডারি তীর্থ করে দরশন
তপন তনয়ে জয় করে সেই জন।
রাম বলে কোন রূপে ওরে মূঢ় মন।
একবার এই তীর্থ কর দরশন।

ইহার পর, রামদাস স্বামী, রামায়ণ হইতে বাল্মীকি মুনির এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা এক সময়ে অতিশয় কদাচারী থাকিয়া শেষে রাম নাম লইয়া যে প্রকারে উদ্ধার হইয়াছিলেন তাহা শ্রোতাগণকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন, এই রূপে কীর্ত্তন করিয়া ও উপদেশ দিয়া রামদাস পণ্ডরপুর হইয়া মাহুলি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন হইতে আমাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধু লিখিয়াছেন, যে তথায় যে প্রধান ২ দেবালয়ের কামদার বা কার্য্যাধ্যক্ষ গণ নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই চরিত্র ও ব্যবহার নিতান্ত জুগুপ্সিত। ইহাঁদের দোষে পবিত্র ধামে যেন একটী মলিন ছায়া পড়িয়াছে প. গুরুভার প্রাপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ গণ একটু সাবধান হইয়া নিজ ও তীর্থাগত ললনা কুলের ইহ পর কাল রক্ষা করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ধর্ম্ম প্রচার।

ময়মনসিংহ।

বিগত ৬ই আষাঢ় ময়মনসিংহ হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ মহাশয় ও ১১ই তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যথাক্রমে আর্য্য ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও অনুষ্ঠান বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীকাঃ

কুমারখালি।

গত ৫ই শ্রাবণ তারিখ হইতে কুমারখালী ধর্ম্ম সভার অধিবেশনে ক্রমাগত ৩ দিবস পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় ভগবানের নিত্যদেহ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। এ দেশীয় আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ভগবৎ প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্তৃতার সুফল ব্যক্ত করিয়াছে।

শ্রীদানবারি লাল গঙ্গোপাধ্যায়।

খুলনা।

কুমার পরিব্রাজক মহোদয় মহম্মদ বাজার হইতে খুলনা যাত্রা করেন। খুলনা আর্য্য ধর্ম্ম সভাটী মান্যবর শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ দত্ত এম্ এ-বি এল মহোদয়ের সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। সুযোগ্য সম্পাদকের যত্ন, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মানুরাগে পরিব্রাজক মহাশয় নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। খুলনা সভার পরিব্রাজক কয়েক দিন আর্য্য শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত শ্রেণীর লোক ছিলেন। এত আগ্রহ ও যত্ন পূর্ব্বক আকৃষ্ট চিত্তে ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে খুলনার অন্য কোন ব্যাখ্যান-সভায় এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। চারি দিনের বক্তৃতায় জনসাধারণের ধর্ম্ম বুদ্ধি ও সংস্কার যথোচিত মার্জ্জিত ও সাময়িক সংশয় রাশি বিদূরিত হইয়াছে। এই উদ্যোগে ধর্ম্ম সভার জন্য একটী পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হইয়াছে। কয়েক দিন প্রত্যহ নগর সংকীর্ত্তন হইত।

মূলঘর।

১৭ ই আষাঢ় পরিব্রাজক মহোদয় খুলনা হইতে মূলঘরবাসী মান্যবর উকিল শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ সেন ও তথাকার হরি সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ কবিকর্ণপুর মহাশয়ের অনুরোধে খুলনা সভার সম্পাদক মহোদয়ের সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে মূলঘরে যাত্রা করিলেন। মূলঘরবাসী গণ বড় ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মোৎসাহী। তাঁহারা পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার্থ ঘাট, পল্লব পত্র সমা-

কীর্ণ তোরণদ্বার, পূর্ণ কলস, কদলী বৃক্ষাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং বহু লোক সহ সংকীর্ত্তন করিতে ২ গ্রামের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। মূলঘরে সৎসঙ্গ বিষয়িণী একটী মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণার্থ ভদ্রকুলাঙ্গনা গণের জন্য ও পুরুষ দিগের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান নিরূপিত ছিল। সরস ও লালিত্য পূর্ণ বক্তৃতাটী গ্রামবাসী বর্গের হৃদয়ে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। তথায় এই উদ্যোগে একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল। বক্তৃতাবসানে ভবানী বাবু ও তারিণী বাবুর নীতি পূর্ণ কথা গুলি বড় রসাল হইয়াছিল। ১৯ এ আষাঢ় পরিব্রাজক বরিশাল যাত্রা করেন।

বরিশাল।

গত ২০ শে আষাঢ় রবিবার হইতে ২৭ এ আষাঢ় রবিবার পর্য্যন্ত ৮ দিবস "বরিশাল, ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" অন্তর্গত "বাল্যাশ্রমের" ১ম বার্ষিকোৎসব সমসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারত বিখ্যাত বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহোদয়ের শুভাগমনেই এই উৎসব পরম গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এই ৮ দিবস ক্রমাগত প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে বক্তৃতা, ধর্ম্মালাপ, প্রশ্ন মীমাংসা, সংগীত, সংকীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন, প্রভাতী (টল) স্তোত্র ও রচনাদি পাঠ, কাঙ্গালী বিদায় রাজপথে ধর্ম্মালোলোচনা, হরির লুট, মিলন, সম্ভাষণ প্রভৃতি কার্য্য অতুল আনন্দোৎসাহ সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে।

পরিব্রাজক মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে "আর্য্যশাস্ত্র ও ধর্ম্ম", "হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান তত্ত্ব", মূর্ত্তিপূজা "আশ্রম ধর্ম্ম", "বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ, ও "সাধনের সুগমপথ" বিষয়ে বক্তৃতা ও উৎসবের শেষ দিন ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তৎপর অতিরিক্ত আর একদিন "ভক্তি" বিষয়িণী প্রেমাশ্রু প্লাবিনী আর একটি বক্তৃতা দ্বারা "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়াছে। প্রত্যেক বক্তৃতাই যেরূপ মনোহারিণী মর্ম্মস্পর্শিনী ও ভাবোচ্ছ্বাসময়ী হইয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এক এক দিন সভাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমবেত হইত। বিমুগ্ধ স্তম্ভিত শ্রোতৃবর্গের পর্য্যায়ক্রমে হাস্যোচ্ছ্বাস, অশ্রুপাত করতালি ও হরি হরি ধ্বনির প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে সভা যেন একবারে ভাব বৈচিত্র্য রঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। বলিতে কি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শ্রোতৃগণ পূর্ণ সভায় এরূপ সার্ব্বজনিক "ধন্য ধন্য" ধ্বনি আর আমরা কখনও শুনি নাই।

এবার পরিব্রাজক মহোদয়ের বাক্যামৃত ধারায় অত্রত্য হিন্দু মণ্ডলীর স্বধর্ম্ম জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত অথচ উদ্দীপিত ও বিস্তর অহিন্দুর সংশয় মনোমালিন্য প্রক্ষালিত হইয়াছে। বিধর্ম্ম বিকারাচ্ছন্ন বরিশালের অসাড় হিমাঙ্গ যেন তাঁহার বাগ্বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রয়োগে উষ্ণীভূত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে! যেন পাষাণে উৎস উঠিয়াছে--মরুভূমে প্রবাহ ছুটিয়াছে—শ্মশানে ফুল ফুটিয়াছে!

গত ২৯শে আষাঢ় এখানে বিষাদ ছায়াময় বিজয়া দশমীর অভিনয় হইয়া গিয়াছে! পরিব্রাজক মহোদয় বরিশাল আঁধার করিয়া খুলনা-যাত্রা করিয়াছেন। স্মৃতি আসিয়া সেই প্রথম দিনের আনন্দ-সংগীতটী সম্মুখে ধরিতেছে!—

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

আজি কিবা সুপ্রভাত শুভদিনে শুভক্ষণে।
(হ'ল) আন্দোলিত পূর্ব্ববঙ্গ সুখ-তরঙ্গ তুফানে॥
১। (কিবা) প্রতি ঘরে ঘরে শুনি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ধ্বনি, কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আগমনে॥
২। বিধর্ম্ম-বিপদাপন্ন, পূর্ব্ববঙ্গ অবসন্ন,
(বুঝি) এসেছেন কৃষ্ণপ্রসন্ন, আসন্ন সময় জেনে॥
৩। (আহা) নাশিতে মনের দ্বিধা,
তুষিতে জ্ঞানের ক্ষুধা,
বরষিতে বাক্ সুধা, সরসিতে মরুভূমে—
(বুঝি) শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দিয়ে
জুড়ালেন বিষন্ন হিয়ে, প্রসন্নতা বারিদানে॥
৪। (ছিল) আশা কৃষ্ণপ্রাণা হয়ে, কৃষ্ণপথ পানে চেয়ে, নিরাশা নিগ্রহ সয়ে, এ বিরহ বেদনে—
(আহা) আজি সে শ্রীকৃষ্ণে হেরে,
হিমানী গিয়াছে দূরে,
বসন্ত এসেছে ফিরে হিন্দু হৃদি বৃন্দাবনে॥
৫। (যারে) পেয়ে আজ প্রাণ উথলিল,
মরুতে বারি বহিল
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলিগণে—
(ধন্য) ধন্য সে শ্রীকৃষ্ণ ধীর, যোগভক্তি জ্ঞানবীর

শ্রীহরি-প্রেম-পঙ্কজ মধুকর বঙ্গভূমে
ঢাকা প্রকাশ

খুলনা।

বরিশালে অবস্থিতি কালে নওয়াখালি, ফরিদপুর, নলচিটি, ঝালোকাটী, বাঘের হাট প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে পরিব্রাজক মহাশয়কে লইয়া যাইবার জন্য লোক ও অনুরোধ পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু অনবকাশ বশতঃ স্থানীয় ভদ্র গণের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় পরিব্রাজক বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। ২৯ এ আষাঢ় পরিব্রাজক অপরাহ্ণ বেলা ৫॥০ সময় ষ্টীমারযোগে খুলনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে খুলনা সভার সভ্য ভদ্র মহোদয় গণ ছত্র ধ্বজাদি শোভিত দল বল সহ সংকীর্ত্তন করিতে২ তাঁহাকে ষ্টীমারঘাট হইতে সম্ভ্রমের সহিত বাসা বাটীতে আনয়ন করেন। তৎপর দিন পরিব্রাজক তথায় "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়িণী একটি বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বালক ও যুবক বৃন্দের নীতি শিক্ষার্থ তথায় একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করা স্থির হইল।

গোবরডাঙ্গা।

৩১ এ আষাঢ়—পরিব্রাজক মহাশয় খুলনা হইতে গোবরডাঙ্গায় যাত্রা করেন। সেই দিনই সায়াহ্নে তথাকার সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় সুশিক্ষা পূর্ণ ও ভক্তিরস মাখা একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা হয়। স্থানীয় জমীদার ও ভদ্র মহোদয় গণ সকলেই সভাস্থ থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

বারাশত।

৩২ এ আষাঢ়—পরিব্রাজক গোবরডাঙ্গা হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন। কিন্তু ট্রেন বারাশত পৌছিবা মাত্র, তথাকার অনেক গুলি, শিক্ষিত ভদ্র মহাত্মা তাঁহাকে নিতান্ত অনুরোধ করায় তিনি তথায় নামিতে বাধ্য হইলেন। শরীর নিতান্ত ক্লান্ত থাকায় বক্তৃতা করিতে পারিলেন না কিন্তু ধর্ম্মানুরাগী মণ্ডলীর মধ্যে রাত্রিতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া সাধন তত্ত্বের অনেক গুহ্য কথা আলোচিত হইল। তৎপরদিন প্রাতে পরিব্রাজক কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা।

গত শনিবার বেলা ৫ টার সময়, কলিকাতা এলবার্ট হলে, কলিকাতা বৈদ্য সমাজ সংরক্ষণী সভার অনুরোধে কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, "আশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এলবার্ট হলে সে দিন "তিল ধারণের" স্থান ছিল না। হলের চারি ধারের প্রাচীর ও জানালার গায়ে এবং সিঁড়ি পর্য্যন্ত এত লোকের জনতা হইয়াছিল যে বায়ু প্রবেশের পথ রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন আবার ভয়ঙ্কর গরম, তথাচ শ্রোতৃমণ্ডলী নির্নিমেষে কুমারের মুখপানে চাহিয়া দেড় ঘণ্টা কাল নিস্তব্ধে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মকথামৃত পান করিয়াছিলেন। শ্রোতা দিগের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল কলেজের বালক। ইংরেজী পাঠী ছাত্রেরা যে আজ কাল, আপনাদের সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে এত ব্যাকুল হইয়াছে এ দৃশ্যে আমরা বড়ই প্রীত ও আশ্বস্ত হইয়াছি। আমরা আরও বুঝিতেছি যে ছাত্রেরা কেবল বাল্যস্বভাব সুলভ বক্তৃতা শ্রবণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতে যায় না। স্বধর্ম্মে তাহাদের একটু অনুরাগের লক্ষণ আজ কাল যেন স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। ঐ এলবার্ট হলেই ইতি পূর্ব্বে সুরেন্দ্র, শিবনাথ, কালীচরণ প্রভৃতি বক্তাগণ সমবেত হইয়া হিন্দুমতের বিরুদ্ধে বাল্য বিবাহ প্রথার দোষ কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন; বালক শ্রোতারা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলিতে হইয়াছিল যে, "বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য থাকিলেও ছাত্রসভার সমক্ষে আমি আজ তাহা বলিতে সাহস করিনা। খৃষ্টান কালী বাবুও পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও, ছাত্র সভায় আপনার খৃষ্টানীমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ছাত্রসভার সভাপতি স্বয়ং সুরেন্দ্র বাবুও সে দিন বাল্য বিবাহ বিষয়ে পুরা বক্তৃতা করেন নাই, সশঙ্কে, সাবধানে দুদিক বাজাইয়া দু চারি কথা বলিয়া সারিয়া দিয়াছিলেন। কেবল খৃষ্টান শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ সোম, বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী বলিয়া, ছাত্রগণ সে দিন তাঁহারই কথা সাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছিল।

কিন্তু কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন এ দিন, আপনার বক্তব্যমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বাল্য বিবাহের সারবত্তা ও বিধবা বিবাহের অযৌক্তিকতার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে, সেই ছাত্র শ্রোতাগণ উর্দ্ধকণ্ঠে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহা শ্রবণ করিল এবং শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে পরম সন্তুষ্ট বলিয়া বোধ হইল, সভাস্থলেও সেই সন্তোষের চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশিত হইল। তাই বলিতেছি, স্বধর্ম্মে ছাত্রবৃন্দের এই অনুরাগ একটা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে বৈ কি? কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সে দিন, সার অথচ সরল কথায় আশ্রম ধর্ম্মের অনেক কথাই সভাস্থগণকে বুঝাইয়া দিলেন। জীবের প্রকৃতি শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, ধর্ম্ম বিষয়ের অধিকার ভেদ হয় কেন, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা কেন, এক শ্রেণীর পক্ষে যা ধর্ম্ম, অন্য শ্রেণীর পক্ষে হয় ত তাহা অধর্ম্ম কেন, এই সকল তত্ত্ব প্রমাণ, ব্যাখ্যা, উপমা ও দৃষ্টান্ত ও সময়োপযোগী সুন্দর গল্পের দ্বারা অতি পরিপাটী রূপে বক্তা শ্রোতাগণের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। তাঁহার সে দিনকার কথায় ছেলেভুলান বৃথা বাগাড়ম্বর ছিল না, সকলই সারময়, রসময়, জ্ঞানময়, শাস্ত্রার্থানুগত। কুমারকে আমরা সাধু ও মহাভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করি। যৌবনে তিনি ব্রহ্মচারী, লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এমন ভাগ্য কয় জনের অদৃষ্টে আছে! সেদিন কিন্তু এলবার্ট হলে ইঁহার বক্তৃতার স্থান নির্দ্দেশ করা বৈদ্য সমাজের পক্ষে সুবোধের কাজ হয় নাই। এলবার্ট হলে স্থান সংকীর্ণ; স্থানাভাবে সে দিন অনেককেই হতাশচিত্তে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

"দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা"-৫ই শ্রাবণ।

জেলা রাজসাহী

রাজসাহি জেলার অন্তর্গত বিলমাড়ীয়া কুটীতে মেঃ রবার্ট ওয়াট্‌সন্ কোম্পানীর সদরকাছারিতে প্রতি বৎসরই পুণ্যাহ উপলক্ষে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইয়া থাকে কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে এই উৎসবে প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বরদাগোবিন্দ সান্যাল, কেদারনাথ বাগচী এবং অন্যান্য কর্ম্মকারক মহাশয় দিগের বিশেষ উৎসাহে নারায়ণ পুজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, হরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩ শ্রাবণ, প্রথম দিবসে বিল্বগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা ও সরল ভাষায় হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উক্ত মহাশয়ের বাঙ্মাধুরী প্রশংসনীয়। পরে সুবিখ্যাত বক্তা কুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহোদয় একটি ধর্ম্ম বিষয়িণী সুমধুর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে উক্ত কবিভূষণ মহাশয় ভাগবতের শ্লোক পাঠ, তাহা সরল ভাষায় ব্যাখ্যা এবং বৈরাগ্য বিষয়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং পরিব্রাজক মহাশয় পঞ্চ মত উপাসক দিগের উপাস্যবস্তুর অভিন্নতা প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক সকলের প্রচণ্ড কুসংস্কার কণ্টক নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত মহাশয় উপনিষদ পাঠ করতঃ তাহার মর্ম্মার্থ সহজ ভাষায় সভাস্থ সকলকে অবগত করাইয়া বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, তৎপর কুমার পরিব্রাজক মহাশয় ভগবানের বস্ত্র হরণ, ও রাসলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য ভাব সমর্থন দ্বারা উপাসক দিগের ভ্রম বিনাশকরতঃ সাধারণের নিকট অসীম যশঃ লাভ করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় কোন উৎসব উপলক্ষে তামসিক নাচ গাহনার অনুষ্ঠান না করিয়া এইরূপ সদ্বিষয়ের আলোচনা করা হিন্দু মাত্রেরই সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহা হইলে হিন্দু দিগের শোচনীয় অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে। নিবেদন ইতি।

শ্রীকালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিলমাড়িয়া হইতে পরিব্রাজক রামপুর হাটে সমাগত হয়েন, তথায় ১৫ দণ্ড অবস্থিতি পূর্ব্বক তথাকার সু, সং, সভা ও হরি সভার সভাগণের সহিত সৎপ্রসঙ্গাধীন বার্ত্তালাপ করিয়া সভার অনেক গুলি সভ্য সমভিব্যাহারে নলহাটী যাত্রা করেন। নলহাটী ষ্টেশন হইতে সকলে একত্র হইয়া "ললাটেশ্বরী" পীঠ দর্শনে গমন করিলেন; দেবী মন্দিরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, ভজনানন্দের লহরী ছুটিল, ভক্তি সঙ্গীতের রোলে গগন ছাইয়া গেল, আবার সেই সময় কতক গুলি বৈষ্ণব সাধক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত ভক্তি সাধন তত্ত্বের সদালাপ হইল। রাত্রিতে নলহাটী হইতে পরিব্রাজক জামালপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় একদিন থাকিয়া তত্রস্থ সাধুহৃদয় সজ্জনগণের অনুরোধে তথাকার হরি সভায় "কয়েকটী কাজের কথা" বক্তৃতার আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যান পূর্ব্বক পরিব্রাজক গত সপ্তাহে ৺বারাণসী ধামে সুস্থ শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ
৫ম সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৯
ভাদ্র — পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অশ্রৌতস্মার্ত্ত বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
তান্ ধর্ম্মবিঘ্নকর্ত্তৄংশ্চ রাজা দণ্ডেন পীড়য়েৎ॥

যে সকল ব্যক্তি শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, অর্থাৎ যে দোষে বা যে অবস্থায় শাস্ত্র যে প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া অথবা বুঝিয়াও কুটার্ক দ্বারা তাহা গোপন পূর্ব্বক নিজে কল্পনা করিয়া বা লোভ মোহিত হইয়া যে সকল পণ্ডিত অযথা ব্যবস্থা দান করেন, রাজা সেই ধর্ম্মবিঘ্ন কারী গণকে দণ্ড দ্বারা নিগৃহীত করিবেন।

ন চৈতান্ পীড়য়েদ্রাজা কথঞ্চিৎ কাম মোহিতঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তমেব পরিসর্পতি॥

যদি রাজা কোন প্রকার কামমোহিত হইয়া বা লোক মর্য্যাদার দিকে তাকাইয়া ইহাদিগকে দণ্ড না দেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই আক্রমণ করিয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণ ভোজনং।
বিংশতিং গাং বৃষঞ্চৈকং দদ্যাত্তেষাঞ্চ দক্ষিণাং॥

প্রায়শ্চিত্তের পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বিংশতি গাভী ও একটি বৃষ দক্ষিণা স্বরূপ দান করিবে।

কৃমিভির্ব্রণ সম্ভূতৈ র্মক্ষিকাভিশ্চ পাতিতৈঃ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধং সংপ্রকুর্ব্বীত শক্ত্যা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং॥

শরীরের কোন ক্ষত স্থানে যদি মক্ষিকা বসিয়া কৃমি উৎপাদন করে, তবে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ও যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিবে।

প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কৃত্বা বৈ ভোজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্
সুবর্ণ মাষকং দদ্যাত্ততঃ শুদ্ধির্বিধীয়তে॥

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন করাইবে ও এক মাসা স্বর্ণ দান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

চণ্ডালশ্বপচৈঃ স্পৃষ্টে নিশিস্নানং বিধীয়তে।
নবসেত্তত্র রাত্রৌতু সদ্য স্নানেন শুধ্যতি।

যদি চণ্ডাল বা শ্বপচে রাত্রিতে স্পর্শ করে, তবে সেই রাত্রিতেই স্নান করিবে ও রাত্রিতে সেখানে থাকিবেনা; স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে।

অথ বসেদ্ যদা রাত্রৌ অজ্ঞানাদবিচক্ষণঃ।
তদা তস্যতু তৎ পাপং শতধা পরিবর্ত্ততে।

যদি কোন অবিচক্ষণ ব্যক্তি সেই রাত্রিতে সেখানে থাকে, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া লয়।

উদ্গচ্ছন্তি হি নক্ষত্রাণুপরিষ্টাচ্চ যে গ্রহাঃ।
সংস্পৃষ্টে রশ্মিভিস্তেষা মুদকে স্নান মাচরেৎ॥
উল্‌কাপাতের সময় তাহার কিরণ যদি গাত্রে পতিত হয় তবে জলে স্নান করিয়া ফেলিবে।

কুণ্ড্যান্তর্জল বল্মীক মুষিকোৎকর.বর্ত্মসু।
শ্মশানে শৌচশেষেচ ন গ্রাহ্যাঃ সপ্ত মৃত্তিকাঃ॥
কুঞ্জ ও জলের ভিতরকার মাটি, বল্মিক ও মূষিকোৎখাতের মৃত্তিকা, পথের, শ্মশানের ও শৌচান্ত স্থানের মাটি এই সপ্ত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেনা॥

ক্রমশঃ।

সৎকার্য্য বাদ।

ভূমিকা।

আজ বঙ্গে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কেবলই কবিতা ও উপন্যাসের চর্চ্চা করিতে২ বঙ্গ দেশ আজ অরুচিগ্রস্ত। তাই ধীরে২ দর্শন বিজ্ঞানের গভীর গর্ভে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেছে। তাই আজ সাময়িক পত্রাদিতে কবিত্বের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান, উপন্যাসের পরিবর্ত্তে দর্শন শাস্ত্র অধিকতর রূপে আলোচিত হইতেছে। এখন ললিত লবঙ্গ লতার হাবভাবময়ী দোলনী, নয়নের বঙ্কিম চাহনি, আর ভ্রমরের গুণগুণ ধ্বনি, এ সমস্ত প্রৌঢ় পাঠকের আকাঙ্ক্ষা আর যেন মিটাইতে পারেনা। আপনাকে হারাইয়া দিয়া অনন্তের অকূল পাথারে বিবেক বুদ্ধিকে যাহা ভাসাইয়া দেয়, সেই অগাধ গম্ভীরের অতলতলে বঙ্গীয় পাঠকের আকাঙ্ক্ষা যেন তীব্র বেগে ছুটিতেছে। সে আকাঙ্ক্ষার স্রোত সাহিত্যের ক্ষুদ্র নদ নদী প্লাবিত করিয়া দর্শন বিজ্ঞানের অমৃত সাগরে গিয়া যেন মিশিতে চাহে; এ দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা এই, আকাঙ্ক্ষা যেমন বাড়িতেছে, আপূর্ত্তি যেন তেমন হইতেছে না। আধেয়ের বিশালতা যেন আধারকে অতিক্রম করিতেছে। বিস্তীর্ণতা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছে। কথাটা বুঝান চাই। আর্য্য জাতির দর্শন শাস্ত্র জগতে অতুলনীয়, ইহা শিক্ষিত বাঙ্গালি বুঝিয়াছেন; তাই তিনি তাহার গুহ্য নিকেতনে প্রবেশ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না। জানাইবার লোকও নাই। তাই তিনি আনকোরা বিলাতী মস্তিষ্কে কতক ইংরাজি অনুবাদের সাহায্য লইয়া কতক বা স্বাধীন চিন্তার আবর্ত্তে ঘুরিয়া শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ইংরাজি ধরণে বুঝিতেছেন ও অপরকে বুঝাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে, স্বাধীন চিন্তার বাহাদুরী জন্মিতে পারে, কিন্তু চিন্তিত বিষয়ের বিশুদ্ধতা থাকিতে পারে না। নিজের অপরিপুষ্ট চিন্তা শাস্ত্রীয় পুষ্ট চিন্তার সহিত মিলিতে পারে না। বিজাতীয়ের সহিত বিজাতীয়ের মিলন অসম্ভব। অপিচ বিজাতীয় অপরিপুষ্ট চিন্তা শাস্ত্রীয় চিন্তাকে অভিভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করে। এই অপরিপুষ্ট চিন্তার ফল যে অনিষ্টকর তাহা আর বুঝাইতে হইবেনা। এই জন্য গুরু মুখী হওয়া আবশ্যক। গুরুর উপদেশে শিষ্যের শাস্ত্রীয় চিন্তাই সতেজ হয়। এ চিন্তার ফল মধুময়। এ চিন্তায় স্বাধীন চিন্তার মত কোন বাহাদুরী না থাকিতে পারে; কিন্তু এ চিন্তায় সত্যের প্রচার হয়, পরের উপকার হয়। যাহার ফল সত্য ও পরোপকারী, তাহাই চাই। যাহার ফল মিথ্যা, তাহাতে নিজের উপকার হইলেও তাহা পরিবর্জনীয়। পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া আমোদ করা হিন্দুর রুচি বহির্ভূত। আর একটা কথা, ইংরাজি ধরণেই শাস্ত্রীয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা আজ কাল অনেকেই করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রের খাঁটি কথা, স্বরূপ তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে না। যে জিনিষটার স্বরূপ যেমন, তাহাকে তেমনি ভাবে দেখানই পাণ্ডিত্য। স্বরূপের উপর রঙ্গ বেরং করিয়া ছাঁদ বাঁধ কাটিয়া লতা পাতা ডাল পালা সাজাইয়া এক অদ্ভুত ভাবে কোন বস্তু প্রকাশ করাতে দর্শন রাজ্যে কিছুই লাভ নাই। সাহিত্য রাজ্যে এ

পাদ্ধতির যত খানি গরিমা, দর্শন ও বিজ্ঞানের রাজ্যে এ পাদ্ধতির তত খানি লঘিমা; শুধু লঘিমা নহে, অনিষ্টকারিতাও বিলক্ষণ। তাই এই ইংরাজি ভাবের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত দার্শনিক ব্যাখ্যায় পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। তিনি শাস্ত্রের অনবগুণ্ঠিত অনাবিল মুর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাহেন। তাঁহার বিশ্বাস, সে মুর্ত্তি বড় সুঠাম, বড় সুন্দর, বড় স্বচ্ছ ও পবিত্র। এ পবিত্র মুর্ত্তির সহিত অপবিত্র ইংরাজি ভাবের সমাবেশ, তিনি চাহেন না। গঙ্গাজলের সহিত কুপজলের মিশ্রণ তিনি দেখিতে চাহেন না। ক্ষীরের সহিত অম্ল রসের আস্বাদ লইতে তিনি ভাল বাসেন না। নির্জ্জলা দুধের মত তিনি খাটি শাস্ত্রীয় তত্ত্ব টুকু প্রাপ্ত হইতে চাহেন। যিনি তাঁহাদের এ মর্ম্ম বাসনা, মিটাইতে পারিবেন, তিনিই যথার্থ কৃতী। আমরা ইহা আশা করি না যে, আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াও এ বাসনার এক বিন্দুও আমরা পুরাইতে পারিব। তথাপি আমরা মনে করিয়াছি, মধ্যে ২ ধর্ম্ম প্রচারকে এই প্রকার দার্শনিক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইব। আজ সাংখ্য দর্শনের "সৎকার্য্য বাদই" আমাদের আলোচনার বিষয় হইবে।

সৎকার্য্য বাদ কি ?

সাংখ্য মতে এই দৃশ্যমান পঞ্চভূতাত্মক জগৎ রূপ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে মুল উপাদান কারণে সর্ব্বথা বিদ্যমান ছিল। যেমন কচ্ছপের হস্তপদাদি কচ্ছপ শরীরেই লুক্কায়িত থাকিয়া পুনরাবির্ভূত হয়, যেমন তিলে তৈল অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া ব্যক্তাবস্থা লাভ করে, যেমন শিলাময়ী মুর্ত্তির চক্র পদ্মাদি রেখা শিলাতে অস্ফুট থাকিয়া খোদিতাবস্থায় প্রস্ফুটিত হয়, তেমনই এই অসমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সুক্ষ্মাকারা অনন্ত শক্তির বক্ষস্থলে প্রসুপ্ত থাকিয়া তাহাতেই আবার সৃষ্টি কালে জাগ্রত হইয়াছে। জগতের এই নিদ্রা ও জাগ্রদবস্থারই নাম প্রলয় ও সৃষ্টি অথবা বিনাশ ও উৎপত্তি। একেবারে কোন বস্তুর বিনাশ কিম্বা একেবারে কোন কালে অস্তিত্ব বিহীন পদার্থের উৎপত্তি কখনও হইতে পারে না। ইহাই সাংখ্যের সৎকার্য্য বাদ।

অসৎকার্য্য বাদীর যুক্তি।

যাঁহারা সৎকার্য্যবাদের বিরোধী, তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন—যে জগতে সমস্ত কার্য্যেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে অভাব (প্রাগভাব) দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা "কার্য্য" নহে, তাহারই কেবল পূর্ব্বাভাব নাই, যেমন আকাশের পূর্ব্বাভাব নাই, এই জন্য ইহা "নিত্য"। যাহা 'নিত্য' তাহা তো "কার্য্য" নহে। অতএব জগৎকে যদি কার্য্য বলিতে চাও, তবে উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদান কারণে জগতের অভাব মানিতেই হইবে। আর এক কথা, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে জগৎ যেমন অবস্থিত ছিল, এমনই ক্রিয়াশক্তিও তখন বর্ত্তমান ছিল একথাও বলিতে হইবে। যদি সে সময়ে ক্রিয়াশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির সময়ে ক্রিয়া শক্তির সহিত জগতের কৈমন করিয়া উৎপত্তি হইতে পারে? কেননা, যাহা ছিলনা, তাহার উৎপত্তি হয়না, ইহাই তোমার মত। অতএব কি প্রলয়, কি সৃষ্টি, উভয় সময়েই যদি ক্রিয়াশক্তিশালী জগৎ থাকিল, তাহা হইলে প্রলয় ও সৃষ্টিতে তো কিছুই বিভেদ থাকে না। যদি বল, প্রলয়কালে জাগতিক ক্রিয়াশক্তি বিলীনাবস্থায় থাকে, আর সৃষ্টিকালে সেই ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হয়, ইহা লইয়াই প্রলয় ও সৃষ্টির বিভিন্নতা, তাহা হইলে আমরা বলি, সৃষ্টি কালে এই যে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি, এ "অভিব্যক্তি" জিনিষটা প্রলয়কালে ছিল কিনা? যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রলয়কালে অস্তিত্ব বিহীন "অভিব্যক্তির" উৎপত্তি সৃষ্টিকালে হওয়ায় তোমার সৎকার্য্যবাদ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। অথবা এ অভিব্যক্তি যদি প্রলয় কালে থাকে, তাহা হইলে অভিব্যক্ত ক্রিয়াশক্তি সৃষ্টি ও প্রলয় এই উভয়কালে থাকায় প্রলয় ও সৃষ্টির অভিন্নতা অনিবার্য্য, একথার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিম্বা যদি বল, প্রলয় কালে "অভিব্যক্তি" অব্যক্ত থাকে এবং সৃষ্টিকালে এই অভিব্যক্তি

ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই প্রকার অভিব্যক্তিরও ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ ভেদ লইয়া সৃষ্টি ও প্রলয়ের ভেদ যদি বুঝাইতে চাও, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তির যে একটা দ্বিতীয় অভিব্যক্তি কল্পনা করিতেছ, এই দ্বিতীয় অভিব্যক্তি প্রলয়ে ছিল কিনা, যদি না থাকে, তাহা হইলে সৎকার্য্যবাদ টিঁকে না ; আর যদি থাকে, তাহা হইলে প্রলয় ও সৃষ্টির ভেদ রক্ষা করিবার জন্য প্রলয়কালে তাহার অনভিব্যক্তি এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তি, এই প্রকার কল্পনা করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা বারণের জন্য প্রথম অভিব্যক্তির যেমন দ্বিতীয় অভিব্যক্তি এবং দ্বিতীয়ের যেমন তৃতীয় অভিব্যক্তি কল্পনা করিতে হইল, ঐ প্রকার তৃতীয়েরও চতুর্থ অভিব্যক্তি কল্পনা করিতে হইবে। এই প্রকার অভিব্যক্তির কল্পনা করিতে ২ তুমি আর কূল কিনারা পাইবে না। অভিব্যক্তির একটি অনন্ত ধারা চলিয়া যাইবে। যখন অভিব্যক্তির একটা সীমা বাঁধিতে পারিলে না, তখন সকল অভিব্যক্তিই তোমার অসিদ্ধ হইল। ইহারই নাম অনবস্থা। এই অনবস্থা দোষের নিমিত্ত, কারণে অব্যক্তাবস্থায় স্থিত কার্য্যের অভিব্যক্তির নামই উৎপত্তি, এই প্রকার যে একটা সৎকার্য্যবাদের আড়ম্বরময় সেতু বাঁধিয়াছিলে, তাহা বালুকাস্তূপের ন্যায় ধসিয়া গেল। যদি বল অনবস্থা সর্ব্বত্র দোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। যেমন, বীজাঙ্কুরস্থলে, বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হওয়ায় বীজাঙ্কুরের এই অনাদিকাল প্রবাহিত কার্য্য কারণ ভাব পরম্পরার একটা শেষ সীমা না থাকিলেও এখানে অনবস্থা যেমন দোষ বলিয়া গৃহীত হয়না, এমনই অভিব্যক্তি স্থলেও অনবস্থায় কোন ক্ষতি হইবে না। এই প্রকার একটি দৃষ্টান্ত সাজাইয়া তোমরা কথঞ্চিৎ আমাদিগকে বুঝাইতে পার বটে, কিন্তু পরীক্ষার নিকষে কসিলে দৃষ্টান্তটি টিঁকে কৈ? যদি বাস্তবিকই দৃষ্টান্তে অনবস্থা থাকিত, তাহা হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইত। কিন্তু দৃষ্টান্তে অনবস্থাই নাই। তুমি বলিতেছ, বীজাঙ্কুরস্থলে কার্য্যকারণ ভাবের একটা সীমা না থাকায় অনবস্থা হইতেছে। কিন্তু এটা তোমার বড় ভুল। আমরা জানি, তথায় কার্য্যকারণ ভাবের সীমা আছে। আদি সৃষ্টিকালে অঙ্কুর না থাকিলেও হিরণ্যগর্ভের সঙ্কল্পানুসারে তাঁহার শরীর হইতেই বীজের উদ্ভব হইয়াছে। হিরণ্য গর্ভের শরীরেই বীজাঙ্কুরের কার্য্যকারণ ভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব এস্থলে অনবস্থাই নাই, তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল। সুতরাং এই ভগ্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুমি আর অভিব্যক্তিকে খাড়া করিতে পার না।

যাঁহারা অসৎকার্য্যবাদী। তাঁহাদের মত ও সৎকার্য্যবাদের বিরোধিনী যুক্তি সকল আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বর্ণন করিয়া আসিলাম, প্রসঙ্গ ক্রমে আরও বর্ণন করিব। এক্ষণে সৎকার্য্য বাদীর মতের অবতারণা করিতেছি। অগ্রে অনুকূল যুক্তিদ্বারা সৎকার্য্যবাদের মণ্ডন করিব, পরে তৎপ্রতিকূল যুক্তি সকলের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব। অগ্রে মণ্ডন, পরে খণ্ডন ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম।

সৎকার্য্য বাদীর যুক্তি।

অসৎ কখনও সৎ হইতে পারে না। শশশৃঙ্গাদি অসৎ, এই জন্য ইহার উৎপত্তি কখনও কোথাও দেখা যায় নাই। নীল কখনও পীত হইতে পারে না, কেননা নীলে পীতত্ব নাই। সুতরাং যে সৎ, সে চির কালই সৎ, যে অসৎ সে চিরকালই অসৎ। যে নীল, সে চিরকালই নীল, যে পীত সে চিরকালই পীত। কোথাও ২ যে শিল্পীরা নীল বস্তুতে পীত বর্ণের প্রলেপ দিয়া নীলকেও পীত করিয়া ফেলে, তাহাতে নীলের নীলত্ব নষ্ট হয় না, কিন্তু পীত কর্তৃক অভিভূত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। যাঁহারা "অভাবকে" একটি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই বিনাশ রূপ অভাব, প্রাগভাব এবং অত্যন্তাভাব এই প্রকার অভাবের তিনটি বিভাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা "অভাব" মানিনা,

তাই কোন পদার্থেরই আমাদের মতে বিনাশ রূপ অভাব হয় না। অভাবের অতিরিক্ত অস্তিত্ব কেন স্বীকার করি না, তাহা আমরা বুঝাইতেছি। প্রথমে অভাবের অত্যন্তাভাব রূপ বিভাগটিকে আমরা ধরিতেছি। সাংখ্যমতে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা ব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই মুহুর্মুহুঃ পরিণামী। এই পরিণামের স্বরূপ দ্বিবিধ, সজাতীয় এবং বিজাতীয়। যেমন সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে যে পরিণাম, তাহা বিজাতীয় পরিণাম এবং প্রলয় কালে প্রকৃতির যে স্বস্বরূপতঃ পরিণাম, তাহা সজাতীয় পরিণাম। এই সজাতীয় পরিণাম বা স্বরূপ পরিণামকেই আমরা "অভাব" বলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া তোমাদের মত অতিরিক্ত পদার্থস্বরূপে অভাবকে আমরা মানিমা। বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও পরিস্ফুট করিতেছি। মনে কর, এই ভূতলে একটি টেবিল আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূতলে এই টেবিলটি আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভূতলের টেবিল বিশিষ্টত্ব রূপে একটি মুহুর্মুহুঃ পরিণামের প্রবাহ চলিতেছে, ইহারই নাম বিজাতীয় পরিণাম। যখন এই টেবিলটি সরাইয়া লওয়া হইল, তখন তোমরা বলিবে টেবিলের অভাব হইতেছে, আমরা কিন্তু বলিব, ভূতলের বিজাতীয় টেবিলটি অপগত হওয়ায়, ও কেবল মাত্র ভূতলের স্বরূপটি প্রতিভাত হওয়ায় ভূতলের স্বরূপ পরিণাম হইতেছে। এই যে ভূতলের কেবলত্ব টুকু, এই টুকুকে তোমরা টেবিলের "অভাব" রূপ একটা নাম দিতে চাও, দাও, নামে আমাদের আপত্তি নাই, আপত্তি জিনিষ লইয়া। তোমাদের অভাবের স্বরূপ ভাবের স্বরূপ হইতে বিভিন্ন। এই জন্য টেবিলের অভাব তোমাদের মতে ভূতলের স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত। আমরা কেবল মাত্র ভূতলের স্বরূপকেই অভাবের স্থানীয় বলিতেছি। ভূতলের স্বরূপ পরিণাম হইতে অভাব অতিরিক্ত নহে, ইহা লইয়াই তোমাতে আমাতে কিন্তু মতভেদ। তুমি এখানে একটা আশঙ্কা তুলিতে পার এই যে, যদি অভাব ভূতলের স্বরূপই হয়, তাহা হইলে "ভূতলে ঘটের অভাব" এই প্রকার আধারাধেয় ভাব বিষয়িণী যে একটা সার্ব্বজনিক প্রতীতি, সে প্রতীতির একণে বিলোপাপত্তি হইয়া পড়ে। পরস্পর ভেদ না থাকিলে একটি আধার, অপরটি আধেয় এই প্রকার আধারাধেয় ভাব কখনও হইতে পারে না। পর্ব্বত ও বহ্নির মধ্যে ভেদ আছে, এই জন্য পর্ব্বত আধার, বহ্নি আধেয়। বহ্নি বা পর্ব্বত স্বয়ং কখনও আপনার আধার বা আধেয় হইতে পারেনা। কেননা বহ্নি ও পর্ব্বতের আত্মা বহ্নি ও পর্ব্বত হইতে অভিন্ন। অতএব ভেদই যদি আধারাধেয় ভাবের প্রয়োজক হয়, তাহা হইলে "ভূতলে ঘটাভাব"। এই স্থলে ভূতল আধার এবং ঘটাভাব যে আধেয় রূপে প্রতীত হইতেছে, এ প্রতীতি তোমার মতে না হওয়াই উচিত। কেননা তোমার মতে ভূতলের স্বরূপ ও ঘটাভাব একই জিনিষ। অতএব ভূতল আপনি আপনার আধার কেমন করিয়া হইতে পারে? সৎকার্য্যবাদের বিরোধীরা পূর্ব্বোক্ত রূপ একটা আপত্তি তুলিতে পারেন, কিন্তু সেটা কোন কাযের কথাই নয়। সকলেই জানেন আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। জল ও তুষারে যেমন কিছু মাত্র ভেদ নাই, এমনি আত্মা ও চৈতন্যে বস্তুতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই। তথাপি পণ্ডিত লোকেও "আত্মার চৈতন্য আছে" এই প্রকার ভেদবোধক বাক্য কেন প্রয়োগ করিয়া থাকেন? "আত্মার" এই ষষ্ঠ্যন্ত পদ দ্বারা স্পষ্টই ভেদ বুঝা যাইতেছে। আত্মা ও চৈতন্যে ভেদ না থাকিলেও যেমন "আত্মার চৈতন্য", এই প্রকার ভেদ বিষয়িণী বিকল্পাখ্য বৃত্তি জন্মিয়া থাকে, এমনই ভূতল ও ঘটাভাবের বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও আধারাধেয় ভাব বিষয়িণী বিকল্পাখ্য প্রতীতির উদয় হইতে ক্ষতি কি?

বিকল্প কাহাকে বলে, বারান্তরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীভূদেব কবিরত্ন-সাংখ্যতীর্থ

জ্যোতিষ।

আজি কাল হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন দেখিয়া অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হিন্দু ধর্ম্ম কি? তন্ত্রোক্ত নিয়মাদি পালনে হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা হয়, না উপনিষদ্

ও বেদান্তোক্ত ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিলে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়, না স্মৃতি জ্যোতিষ ও পুরাণাদিবিহিত আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু হওয়া যায়। আমাদিগের মতে, হিন্দু হইতে হইলে উপরোক্ত সকল শাস্ত্র গুলির অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উপরোক্ত শাস্ত্র গুলির সহিত হিন্দুধর্ম্মের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে দেখাইব। আমরা প্রথমে জ্যোতিষ ও তন্ত্র বিষয়ক দুই এক কথা বলিব। ফলিত জ্যোতিষ ও তন্ত্র এই দুইটী শাস্ত্র আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এই দুইটী শাস্ত্র অধুনা অতিশয় হতাদর হইয়াছে। জ্যোতিষের সহিত তন্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে; উক্ত সম্বন্ধ দেখাইতে জ্যোতিষের প্রবন্ধে তন্ত্র সম্বন্ধীয় দুই এক কথা বলিতে হইল, তাহাতে ধীর পাঠকবর্গ বিরক্ত হইবেন না।

জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর পরিমাণ কাল জানিতে পারা যায়, ও কোন্ ব্যক্তি কোন্ দেবতার উপাসক হইবেন তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অভীষ্ট দেবতা জানিতে পারিলে উপাসনার সুবিধা হয়। যাঁহাদিগের আয়ুঃপরিমাণ অতীব স্বল্প, তাঁহারা গুরুর উপদেশ মতে তন্ত্রোক্ত যোগমার্গাবলম্বন করতঃ আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা ইষ্ট দেবতা নির্ব্বাচন ও তন্ত্রোক্ত যোগমার্গাবলম্বন দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধিকরণ এই দুইটী বিষয়ই পাশ্চাত্যবিদ্যানুরাগী পাঠক বর্গের কর্ণে অতীব উপহাস জনক বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা কমন্ সেন্সের দোহাই দিয়া অধুনাতন বালক বালিকাদিগের তর্ক সমিতি (Debating club) রূপ নিশান বিস্তার করিয়া বেড়ান, এই সকল বিষয় তাঁহাদিগের বোধগম্য হওয়া কঠিন। ধার্ম্মিক পাঠক! কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত গল্পটী পাঠ করুন।

ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত এক ব্যক্তি উত্তর বঙ্গে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা স্বীয় কোষ্ঠীর উত্তম ব্যবহার করিতেন ও তাঁহার জীবনের ঘটনা সমূহের সহিত কোষ্ঠী লিখিত ফলাফল মিলাইয়া দেখিতেন। ৩৮ বৎসর বয়সের সময় তিনি দেখিলেন যে, ৪০ বৎসর বয়েসে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই সময় তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বাটীতে আসিলেন। তথায় আসিয়া তাঁহার গৃহচিকিৎসককে বলিলেন যে, দিন দিন তাঁহার শরীরে কি পরিবর্ত্তন হয়, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকুন। এই সময়ে ডেপুটী বাবুর শরীর নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইল। কিছু দিন পরে কলিকাতা নগরীতে একটী যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যোগী তাঁহার শরীরের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন, বাবা! ইতি পূর্ব্বে আমি তোমাকে যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট ছিলে, এই ক্ষণে তুমি একেবারে জরাগ্রস্ত হইয়াছ; ইহা বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। ডেপুটী বাবু বলিলেন, মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আপনি যখন আমাকে দেখিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স ১২ বৎসর, এইক্ষণে আমার বয়স ৩৮ বৎসর, তাহাতে আমার দাঁত পড়িবে ও চুল পাকিবে, ইহা আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় কি! বাবুর এই কথা শুনিয়া যোগী হাস্য করতঃ বলিলেন বাবা! আমি ১৫০ দেড় শত বৎসর বাঁচিয়া আছি ও আরও কত দিন বাঁচিব বলিতে পারি না; কিন্তু আমার এক গাছিও চুল পাকে নাই ও একটী মাত্রও দাঁত পড়ে নাই"। বাবু এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! কি প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন ও কি কারণে আপনার শরীর জরাগ্রস্ত হইতেছে না। সন্ন্যাসী বলিলেন বাবা! ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে ও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না"। বাবু কহিলেন, আমি ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিব, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ দিন। সন্ন্যাসী কহিলেন বাবা! তুমি গৃহী তোমার ব্রহ্মচর্য্য ও প্রাণায়াম অভ্যাস করার সময় এক্ষণে হয় নাই। এই বলিয়া

যোগী প্রস্থান করিলেন্। পাঠক মহাশয়! যোগীর শেষোক্ত বাক্যে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের যথার্থ অর্থ "শুক্রকে অচল ভাবে রাখা" ও গৃহী শব্দের অর্থ "যিনি স্ত্রী সহবাস করেন"। এক খানি ঘর থাকিলেই যে গৃহী হয় তাহা নহে; তাহা হইলে অনেক যোগী মঠাদিতে বাস করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে গৃহী বলা যায়। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" অর্থাৎ ঘরকে গৃহ বলেনা, গৃহিণীকেই গৃহ বলে। এই প্রবল কলিতে গৃহিণীকে পরিত্যাগ করতঃ যোগ অভ্যাস করেন এ প্রকার লোক অতি বিরল। এই জন্য করুণাময় বিশ্বনাথ কৈলাস শিখরে আসীন হইয়া বিশ্বজননী দুর্গার কথোপকথন ছলে তন্ত্র শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে সস্ত্রীক উপাসনাদি করিলে এমন কি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়।

যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করার পর ডেপুটী বাবু জ্যোতিষ ও তন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ও ঘেরণ্ড সংহিতোক্ত ধৌতি ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময় অপর একটী যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই যোগীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বাবু তাঁহার নিকট যোগ সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ গ্রহণ করেন। এই যোগীর ক্ষমতা বিষয় কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবু যে দিবস যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন সেই দিন রাত্রি কালে চন্দ্র মণ্ডল দর্শন করিয়া দেখিলেন, যে চন্দ্রের মধ্যে সেই যোগী বসিয়া আছেন। ডেপুটী বাবুর বয়স এই ক্ষণে ৪৮ বৎসর। আর কতদিন বাঁচিবেন বলা যায় না। বাবুকে যোগাভ্যাসের প্রথম অবস্থায় দেখিয়াছি, তখন তাঁহার শরীর অতীব ক্ষীণ এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল। অল্প কয়েকদিবস হইল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি, তাঁহার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও গৌরবর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিলে যে স্থির যৌবন ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায় তাহার উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। যৎকালে ভরতবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ঔর্ব্ব প্রভৃতি ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ভাগীরথী তীরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় ষোড়শ বর্ষীয় একটী বালক উন্মাদের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিমুখে আসিতেছিলেন। গ্রামবাসী বালক বালিকা বৃন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ গাত্রে ধুলি ও কর্দ্দমাদি নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছিল। বালক তাহাতে কিছু মাত্র বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় উপস্থিত হইল। বালক সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত ঋষিগণ অতীব ব্যগ্রতার সহিত গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঋষিদিগকে এই প্রকার অভ্যর্থনা করিতে দেখিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "বালকটী কে"। ঋষিগণ কহিলেন "মহারাজ ইনি ব্যাসতনয় শুকদেব।" শুকদেব অতি অল্প বয়সে পরমহংস হইয়াছেন, ইহাঁর ন্যায় জ্ঞানী যোগী আর নাই"। ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া পরীক্ষিৎ শুকদেবের চরণ ধারণ করতঃ কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! আমাকে রক্ষা করুন ব্রহ্মকোপানল আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে"। রাজাকে অতি ব্যাকুল দেখিয়া শুকদেব বলিলেন "হে ভরত বংশ ভূষণ! আপনি আর বিলাপ করিবেন না। আমি দ্বাপর যুগের আদিতে পিতার নিকট যে ভাগবত শাস্ত্র শুনিয়াছি তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। তচ্ছ্রবণে আপনি নিশ্চয়ই ভাগবতী গতি লাভ করিবেন"। পাঠক মহাশয়! মহারাজ পরীক্ষিৎ কলি যুগের প্রারম্ভে ভারতরাজ্য শাসন করেন। তাহা হইলে শুকদেবের বয়স তখন প্রায় ৮৭২০০০ বৎসর হইল, কিন্তু দেখিতে ষোড়শ বর্ষীয় বালক বলিয়া বোধ হইয়াছিল; অতএব যোগমার্গাবলম্বনে স্থিরযৌবন হওয়া যায়।

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সম্মিতং
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতু র্দ্বৈপায়নাদহম্।"
(ভাঃ ১ স্ক ১ম অধ্যায় ৮ শ্লোক)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (বি, এ,)।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাণ্ডারপুর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই অভঙ্গটী গাইলেনঃ—

আমার এ তীর্থ যাত্রা হলো সমাপন,
পাণ্ডারি দর্শন তৃষ্ণা হলো নিবারণ।
দেব ময় দেখি এই আকাশ এখন,
কোথায় না দেব মূর্ত্তি হয় দরশন?
ভক্তি যার সেই পারে দেখিতে তাঁহায়,
বিশ্বাস ব্যতিত বল কে দেখিতে পায়?
রাম বলে রাম ভক্ত হও ওরে মন।
ভক্তি ভাবে সদা তাঁরে কর দরশন।

পথে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মাহুলিতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শিবজী এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানা প্রকার কথোপকথনে উভয়ে পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মাহুলীতে কিছু দিন থাকিয়া রামদাস স্বামী বত্রিশ শিড়ালে গমন করিলেন। এখানে কীর্ত্তনাদি হইল। শ্রোতাগণকে সম্বোধন করিয়া যে উপদেশ দিলেন তাহার মর্ম্ম এই ঃ—দারা পুত্রের মোহে মোহিত হইওনা। পর উপকারে জীবন অতিবাহিত কর এবং ভক্তি ভাবে রাম নাম উচ্চারণ কর। এখান হইতে শাহাপুর এবং তথা হইতে শেরাপুরে গমন করিলেন। এই স্থানে আকাবাই নামক একটী বিধবা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আকা বাইয়ের আত্মীয় স্বজন কেহই ছিলনা। তিনি একাই বাটীতে থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন যাপন করিবার উপায় ছিল। স্বামীজি তাঁহার ধর্ম্ম ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করতঃ তাঁহার দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। ঘৃতের সহিত তৈল মিশাইয়া দিলেন, চাল, ডাল, ময়দা একত্র করিয়া দিলেন, হাঁড়ি কুঁড়ি ভাঙ্গিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আকা বাই হাসিলেন মাত্র। স্বামীজি বুঝিতে পারিলেন যে এ রমণীটির ভক্তি অটল। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, যদি ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিতে চাও তোমার যাহা কিছু আছে উপযুক্ত পাত্রে দান কর। আকাবাই তাহাই করিলেন। পরে স্বামীজি তাঁহাকে এক খানি ডালা প্রদান করিয়া ভিক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। আকা বাই মনের আনন্দে স্বামীজির আজ্ঞা পালন করিলেন। কিছু দিন পরে, রামদাস স্বামী, আকাবাই এবং অন্যান্য শিষ্য সহ নিকটস্থ একটী পর্ব্বতে গমন করিলেন। এই পর্ব্বতটি নানা প্রকার বৃক্ষেতে শোভিত। তথায় উপনীত হইয়া কেহ স্নানের আয়োজন করিতে লাগিলেন, কেহ ভিক্ষার্থে গমন করিলেন এবং নৈসর্গিক শোভা দর্শনে বিমোহিত হইয়া কেহ২ ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

এখানে একটী কূপ ছিল। নিকটস্থ বট বৃক্ষের একটী ডাল এই কূপটীর উপর পড়িয়াছিল। স্বামীজি তাঁহার শিষ্যগণকে এই ডালটী কাটিতে আদেশ করিলেন। আম্বাজি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ডালটী কাটিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ডাল শুদ্ধ কূপের মধ্যে পতিত হইল। আকা বাই এ বালকটীকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহার জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে যেমন নদীতে নানা প্রকার তৃণ ও কাষ্ট একত্রিত হয় কিন্তু তাহা পৃথক হইয়া কোথায় গমন করে তাহার কোন নির্ণয় হয় না, পৃথিবীতে মনুষ্য গণের মিলনও সেই প্রকার। সুতরাং কোন ব্যক্তির বিয়োগে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। বালকের জন্য রোদন করিওনা—শ্রীরামের প্রতি মন সমর্পন কর। আম্বাজির জলে মগ্ন হওয়ার সংবাদ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকে তথায় উপস্থিত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি তাহার উদ্ধার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইল এবং তজ্জন্য কেহ২ তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া রামদাস স্বামী বলিলেন।

আম্বাজি ধরায় ছিল দেবের কৃপায়।
দেবের নিকটে শিষ্য গেল পুনরায়।
যে দিল সে পুনরায় করিল গ্রহণ।
কেন খেদ কর, লহ রামের শরণ।
পূর্ব্ব জন্মে যে প্রকার কার্য্য করে সবে।
সেই মত ফল ভোগ করে লোকে ভবে।
দাস বলে ভাই সব শুনহ বচন,
কপালের ভোগাভোগ কে করে খণ্ডন?

সকলি নশ্বর যাহা করি দরশন,
তবে আর খেদ করা কিসের কারণ?
রাম বলে ভাই সব হয়ে সাবধান,
ভগবানে সমর্পণ কর মন প্রাণ।

ইহার পর স্বামীজি কূপের নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আম্বাজি! আম্বাজি! কল্যাণ তো? আম্বাজি কূপের ভিতর হইতে উত্তর দিল, কল্যাণ। তখন স্বামীজি তাহাকে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আম্বাজি তাহাই করিল। সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। রামদাস স্বামী, এখন হইতে আম্বাজিকে কল্যাণ স্বামী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর, রামদাস স্বামী সশিষ্য চাপড় নামক স্থানে গমন করিলেন। এই স্থানে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া সাধারণকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য, নানা স্থান হইতে লোক আসিল। একদা এক জন ব্রাহ্মণ স্বামীজির নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিয়া অতিশয় জ্বালাতন হইয়াছেন—তিনি অনেক দিন হইতে গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু নানা কারণে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার উদ্ধারের উপায় কি? স্বামীজি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে সংসারে থাকিয়া রাম নাম লইলে সকল দুঃখ দূর হয়, মন শান্তি লাভ করে। সংসার ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। শেষে এই অভঙ্গটী শুনাইলেনঃ—

সংসারেতে নানা ক্লেশ আছে বিদ্যমান।
তা বলিয়া ত্যাগ করা না হয় বিধান।
মুহ্যমান হয়োনাকো বিপদে পড়িলে।
সব দুঃখ দূর হবে রামেরে স্মরিলে।
ধন, জন গেল ব'লে হয়োনা কাতর।
ঈশ্বরের প্রতি সদা করহ নির্ভর।

স্বামীজির উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রবোধ পাইলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। শিবজী রাম দাস স্বামীকে দর্শন করিতে আসিলেন। পর্ব্বতে উঠিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। আকস্বাইয়ের কাছে একটি তুম্ব দেখিয়া জল পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তুম্বটীতে জল ছিলনা। স্বামীজির শিষ্যগণ জলের জন্য পর্ব্বতের চারিদিক ভ্রমণ করিলেন। কোন স্থানে জল পাইলেন না। নিকটস্থ গ্রাম হইতে জল আনিবার কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাম দাস স্বামী পর্ব্বতের এক স্থানে আঘাত করিলেন, আর সেই স্থান হইতে জল বাহির হইল। রাজা তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন। ইহার পর, রাজা তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামীজি কারাড নামক স্থানে গমন করিলেন। এই স্থানে কএকদিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রথম দিনে এই অভঙ্গটী গাইলেনঃ—

রাম নাম বিনা ভবে কিছু নাই আর।
জপ তপ অনুষ্ঠানে রাম নাম সার।
মন্ত্র তন্ত্র তমারেনা মরণ হইতে।
রাম নাম পারে মাত্র পাপী উদ্ধারিতে।
সকল বস্তুর মধ্যে হরি নাম সার।
সমুদায় সাধনের নামই আধার।
রাম বলে, বুঝাইব বল কতবার।
রাম বিনা এসংসারে গতি নাই আর।

বেণু বাই নামক একটী বিধবা রমণী, রাম দাস স্বামীর কীর্ত্তন শুনিয়া বিমোহিত হইল। তাহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। সে স্বামীজির নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে, তাহার ইচ্ছা নহে, আর গৃহে অবস্থিতি করে। স্বামীজি যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে সে তাঁহার সহিত গমন করতঃ রাম নাম লইয়া জীবন অতিবাহিত করে। রাম দাস স্বামী বিবেচনা করিলেন যে, এ অল্প বয়সে

বেণু বাইয়ের পক্ষে গৃহ পরিত্যাগ করা বিহিত নহে। পৃথিবীর চারিদিকে প্রলোভন। মন্দ লোকের কুহকে পড়িয়া সে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে। তিনি বেণু বাইকে বলিলেন যে এ বয়সে তোমার গৃহ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তুমি গৃহে বসিয়া ভগবানের নাম লও। তোমার মঙ্গল হইবে। বেণু বাই স্বামীজির আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

নাট্যাভিনয়।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে পুনা হইতে মান্যবর শ্রীযুক্ত দীন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বেশ্যা কর্ত্তৃক চৈতন্য লীলাদি নাটকাভিনয় বিষয়ে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, ভাগলপুর হইতে শ্রীমান্ বাবু রসিক লাল রায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারকে এক পত্র লিখিয়াছেন। অভিনেত্রী দুশ্চরিত্রা নারীগণ হৃদয়ের সাধু আবেগে হরি গুণ কীর্ত্তন করেনা, লোক রঞ্জনই তাহাদের উদ্দেশ্য, এই জন্য শ্রোতৃ—দর্শক মণ্ডলীর সাধু ভাবের উদয় না হইয়া কুভাবেরই উদয় হইয়া থাকে ; ইহাই রসিক বাবুর লিপির সার মর্ম্ম। আমরা রসিক বাবুর মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। নাট্যশালা যদি ধর্ম্ম সভা হইত, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যদি আচার্য্য বা ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতার স্থান গ্রহণ করিত, তবে রসিক বাবুর কথা একদিন মানিতে পারিতাম। কিন্তু সাজগোজ করিয়া ছায়াবাজীর ন্যায় দুটো ভাল চিত্র লোকের সম্মুখে যে কেন ধরুক না, তাহাতে সজ্জিত রূপধারীর প্রকৃতির দিকে তাকাইতে নাই ; যে চিত্র যে আদর্শ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা যথাযথ হইতেছে কিনা, তাহাই বিচার করিতে হয়। বুদ্ধিমান গণ তাহাই বিচার করিয়া অভিনেতৃগণকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করেন। অসতীনারী সীতা, সাবিত্রী, চৈতন্য সাজে, ইহা যদি কদর্য্য ও রুচি বহির্ভুত হয়, তবে যাত্রা, অপেরা বা থিয়েটরে পুরুষে স্ত্রী সাজাও বড় অস্বাভাবিক ও অরুচিকর বলিতে হইবে। যাত্রারদলে যে মোহন ঘোষ রাজা যুধিষ্ঠির, দীন বিশ্বাস যে রাজা রামচন্দ্র সাজে, ইহাও কি বন্ধ করিতে হইবে ? যে যাহাই কেন সাজুক না, তাহা নকল বৈ আসল নহে ; নাট্যশালায় যখন যে যাহা সাজে তখন সেই আদর্শ ব্যক্তিকেই মনে করিতে হয়। চৈতন্যের রূপ ধারিণী বেশ্যাকে দেখিয়া নাট্যশালায় দর্শক কাম মোহিত হইবে, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা হইলে শত ২ শ্রোতৃদর্শকের প্রেমাশ্রুধারা বহিবে কেন ? আর, যদি কাহারও অসাধু ভাবেরই উদয় হয়, তবে সে অপেরায় শ্যামলালকে (অষ্টাদশ বর্ষীয় সুন্দর যুবাকে) উর্ব্বসী সাজিতে দেখিলেও কাম মোহিত হইবে। ইহা অভিনেতার দোষ নহে, দুর্ব্বৃত্ত দর্শকের মনের দোষ বলিতে হইবে। চৈতন্যের অভিনয় করিবার জন্য এখন সত্যকার চৈতন্য পাই কোথায় ? মনে করুন, যদি একজন সতী যুবতী হরিপ্রিয়া সাজিয়াই আসে, রসিক বাবুর "ক্ষীণমতি দর্শকের" যে সেই সতীকে দেখিয়া মতি বিচলিত হইবে না, তাহা কে বলিল ? যাহাহউক, সতী কুলনারী কখন নাট্যশালায় "হরিপ্রিয়া" সাজিতে ও পওহারী বাবাও চৈতন্যের অভিনয় করিতে আসিবেন না। নকল সাজের উপর এত বিচার ভাল নয়।

দৈব লীলা।

আমি যখন বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য শেষ করিয়া মধ্য বঙ্গ রেলওয়ে দিয়া প্রত্যাগত হইতেছিলাম, সেই সময় ট্রেণে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী পাঁওহাটী নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভূত (ঠিক স্মরণ নাই, বোধহয় তাঁহার নাম আনন্দ চন্দ্র ঘোষ) মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও সদুত্তর পাইয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে রোমাঞ্চিত কলেবরে ও সময়ে ২ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহার গৃহের একটী বিচিত্র দৈব লীলা আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, এবং সেই দৈব রহস্য বুঝাইয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আজ অল্পদিন হইল

এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই সত্য ঘটনাটী পাঠে অনেক সাধু হৃদয়ে ভগবদ্ ভাবের তরঙ্গ স্ফুরিত হইবে বলিয়া নিম্নে তাহা প্রকটিত করিলাম। তিনি বলিলেন—

বাদার দিকে আমাদের একটু ভূসম্পত্তি আছে; আমারা দুই সহোদর ছিলাম। সহোদরে সহোদরে বেশ প্রণয়ও ছিল। মধ্যবিৎ গৃহস্থের মধ্যে আমাদের অবস্থা মন্দ নহে। বাটীতে দুর্গোৎসবাদিও হইয়া থাকে। জ্ঞাতি দিগের মধ্যে একজন আমার সহোদরের সহিত গৃহ বিবাদের ষড়যন্ত্র করিল। আমি বিষয়ের উপস্বত্ব অধিক উপভোগ করি, ভাইএর মনে এই সংশয় উঠাইয়া দিল। ভ্রাতাও তাহাই বুঝিলেন। দেবী পূজার সংকল্প করিয়া জমীদারী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি ছাগ আমি বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম। ভ্রাতা তাহা হইতে আমোদ ভোজনার্থ দুই একটী প্রার্থনা করিলেন। আমি উহা পূজার ছাগ, বলিয়া দিতে অস্বীকার করায় জ্ঞাতির পরামর্শে ভ্রাতা তাহার দুইটী ছেদন করাইলেন। আমার কথা না মানিয়া আমোদ ভোজনাদি হইল। দৈবলীলা কে বুঝিতে পারে! উক্ত ছিন্ন ছাগ পাক করিবার সময় হঠাৎ ভ্রাতৃ জায়ার দুই তিন বার মুর্চ্ছা হইল এবং সেই রাত্রি হইতে প্রত্যহ তাঁহার প্রায় দুই একবার মুর্চ্ছা হইতে লাগিল। ভ্রাতা আমোদ ভোজনান্তে শুইয়া আছেন, রাত্রিতে অত্যন্ত জ্বর হইল। কয়েক দিনের মধ্যে জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। কবিরাজ,ডাক্তার যথাবিধি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রোগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এই রূপ ৩৬ দিন অতিবাহিত হইলে, সেই বিকারাবস্থায় ভ্রাতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন এবং আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "যে ভাই! আর আমার নিস্তার নাই। আমি এই মাত্র দেখিলাম, কে যেন, ভয়ঙ্কর ঘোর রূপা, বিকট বদনা আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তুই যেকুকর্ম্ম করিয়াছিস্,তাহাতে তোর কিছুতেই রক্ষা নাই, মৃত্যু তোর সন্নিকট। যদি এই সময় হইতে তোর শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত বাটীতে অবিশ্রান্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, তবেই তোর পরকালে কল্যাণ হইবে, নতুবা তোকে মরণান্তেও ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব ভাই! যদি আমার মৃত্যু হয় তবে এই রূপ হরি সংকীর্ত্তন করিও, এই বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। তাহার পর আর কোন কথা কহিলেন না, পর দিন তাঁহার মৃত্যু হইল। ঘটনাটীতে গৃহের সকলেরই ভয় জন্মিল।

যাহা হউক অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদির পর আমি আমার ছোট ছেলে ব্রজেন্দ্রকে লইয়া বাদার জমীদারীতে গমন করিলাম। তথায় দুই একটী স্থানে অনেকেরই পীড়া হইতেছে দেখিয়া আমি একটী স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া থাকিলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজেন্দ্র আমার নিকটে বসিয়া হঠাৎ ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিল, বাবা! দেখ, দেখ, কে এসেছেন! ঐ দেখ নিম তলায় কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! আমি তাকাইয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিলাম, ব্রজেন্দ্র! কে এসেছেন? বালক বলিল, ঐ যে মুক্তকেশী মা কালী ঘাট হইতে আসিয়াছেন, উনি কি বলিতেছেন শোন! এই মাত্র বলিয়া বালক অচেতন হইয়া পড়িল, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গেল। আমি অনেক যত্নে তাহাকে সুস্থ করিলাম, সুস্থ হইয়া সে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আর কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু সেইদিন রাত্রিতেই তাহার বড় জ্বর হইল। জ্বরের সময় অঘোর অবস্থায় সে মধ্যে ২ সেই দেবী সমাগমের কথা বলিতে লাগিল। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল, এবং তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাটীতে আসিলে কবিরাজ, ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চিকিৎসায় রোগ দূর হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু পুরোহিত, জ্যোতিষী গণকে ডাকাইয়া বালকের অবস্থা দেখিতে বলিলাম। তাঁহারা বালকের অঘোর অবস্থায় দৈবাদেশ সকল শুনিয়া স্বস্ত্যয়ন ও চণ্ডী পাঠাদি করিতে বলিলেন। চিকিৎসা বন্ধ হইল, স্বস্ত্যয়নাদি হইতে লাগিল। রোগের তেজ যেন

কিছু কমিয়া আসিল। কিন্তু অঘোর অবস্থার প্রলাপ (?) কমিল না। আমাদের কুলগুরু একজন সুদক্ষ পণ্ডিত। বালকের প্রতি দেবীর কৃপা হইয়াছে এবং তাঁহারই আবির্ভাবে অভিভূত হইয়া বালক এই সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং সতর্ক ভাবে তাহার নিকট বসিয়া রহিলেন। বালকে পুনর্দ্দৈবাবির্ভাব হইল। বালক বলিতে লাগিল "তোমরা কি করিতেছ? আমার কথা শুনিতেছ না কেন? শীঘ্র পূজা দাও, নতুবা তোমাদিগের কল্যাণ নাই।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার পূজা দিব? বালক বলিল "বগলার"। গুরু বলিলেন, কি কি পুষ্প ও উপচার দিয়া পূজা করিব? আশ্চর্য্য! সপ্তম বর্ষীয় শিশু সমস্ত পুষ্পের ও উপচারের একটী একটী করিয়া নাম করিল। গুরু দেখিলেন তাহার সকল কথাই শাস্ত্রোক্ত ও বিধি বিহিত। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্র পুষ্প কি কি বলিতে পার? বালক তাহাও শাস্ত্রোক্ত বিধিতে উত্তর করিল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবীকে কোন্ বীজ মন্ত্রে পূজা করিব? বালক শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক বীজ মন্ত্র বলিয়া দিল। গুরু অবাক্ ও স্তম্ভিত হইলেন। বালককে এই সময়ে আরও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে তোমার পিতৃব্যানীর মূর্চ্ছা রোগ আরোগ্য হইবে কিসে? বালক উত্তর করিল, যদি তিনি একবৎসর কাল শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাহারে থাকেন এবং কোন অশুচি ব্যক্তি তাঁহাকে স্পর্শ না করে ও তাঁহার ঘরে না যায়, তাহা হইলে তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন।" এদিকে ঘট স্থাপন করিয়া যথাবিধি ক্রমে মহা ধুমধামের সহিত দেবীর পূজার ব্যবস্থা হইল। সেদিন সুস্থ শরীরে বালক যে কতই আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। আরতির সময় দ্বারদেশে বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইতে ২ হঠাৎ দেখিল যে, বাটীর ভিতর হইতে ছায়ার মত কে যেন আকাশ স্পর্শী মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া গেল। তাহারা তাহাতে ভয় পাইয়া আমার নিকট ইহা প্রকাশ করিল। বালক রোগমুক্ত হইয়া গেল, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল বটে, কিন্তু একমাস পরে আবার সেইরূপ দৈবাবির্ভাব-মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিতে হইবে? উত্তর—"কালীঘাটে ছাগ মহিষাদি বলি দিয়া পূজা দিতে হইবে। বালকের আদেশ বাণী শিরোধার্য্য করিলাম। এই সময় বালককে কৌতুহল চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে আমার যে দুই সহস্র টাকা ঋণ আছে তাহা শোধ হইবে কিরূপে? উত্তর—"দুই চারি মাসের মধ্যে তুমি ঋণ মুক্ত হইবে"। আমি তাহার পর ব্রজেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম এবং কালীঘাটে গিয়া আদেশ মত বলিদানাদি সহিত পূজা দিলাম। ব্রজেন্দ্র কালীঘাটে যখন দেবী দর্শন করিল, তখন তাহার আহ্লাদ ও নৃত্যের সীমা ছিল না। শিশু মায়ের কাছে আসিলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, ব্রজেন্দ্রকে তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রসন্ন বোধ হইল। সেই অবধি ব্রজেন্দ্র বাসায় বা বাটীতে থাকিতে তত ভাল বাসেনা, মাঝে মাঝে কালীঘাটে যাইবার আবদার করে, এবং দেবীকে দর্শন করিয়া আসিলে সুস্থির হয়, এবং ইহাও আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, বালকের কথিতানুরূপ সময়ের মধ্যে আমি ঋণমুক্ত হইয়াছি এবং আমাদিগের সংসারের অবস্থা এখন সচ্ছল।

পাঠক! দৈবলীলার বিবরণ যথাযথ স্বরূপ ঘটনা পাঠ করিলেন, সাধু সংকল্পের বাধক গণের দুর্দ্দশা দেখিলেন, সরল নির্ম্মল বাল স্বভাবে দৈব শক্তির আবির্ভাব বুঝিলেন; অবোধ, অবিশ্বাসী যাহাই কেন বলুকনা, সাধু সমাজে যোগমায়ার আশ্চর্য্য লীলা এখনও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সকলের ভাগ্যে সকল সময়ে সকল দৈব রহস্য দেখিবার অবকাশ হয়না। এই সত্য ঘটনাটী রোগের প্রলাপ নহে, স্বপ্নের ছায়া নহে, দৃষ্টির ভ্রম নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য। মহামায়ার রাজ্যে তাঁহার লীলায় যে অবিশ্বাস করে, সে তাঁহার মায়ায় মোহিত। তিনি যাহার প্রতি যখন প্রসন্ন হয়েন, তখনই তাহার প্রতি কৃপা করিয়া নিজ লীলা দেখাইয়া থাকেন। আমি অবশেষে ঘোষ মহাশয়কে এই মাত্র বলিলাম যে আপনারা ধন্য! ভগবতীর বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রও ধন্য, যে তাঁহার সত্ত্বাবির্ভাব অনুভব করিয়াছে। তাহাকে অচিরকাল মধ্যে গুরু মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন ও মধ্যে ২ সে দেবী দর্শনের আবদার করিলে তাহাতে বাধা দিবেন না এবং মূর্ত্তি গঠন করিয়া একবার গৃহে বগলা দেবীর পূজা—উৎসব করিবেন।

শ্রীমদবধূতশিষ্য

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"

শকাব্দা ১৮০৯
আশ্বিন — পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইষ্টাপূর্ত্তন্তু কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেমোক্ষং সমশ্নুতে॥

ইষ্টাপূর্ত্ত সম্পাদন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত্ত দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

বিত্তাপেক্ষ্যং ভবেদিষ্টং তড়াগং পূর্ত্তমুচ্যতে।
আরামশ্চ বিশেষেণ দেবদ্রোণ্যস্তথৈবচ॥
বাপী কূপ তড়াগানি দেবতায়তনানিচ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু স পূর্ত্ত ফলমশ্নুতে॥

ধনাগমানুসারে যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের নাম ইষ্ট এবং পরোপকারার্থ তড়াগ নির্ম্মাণের নাম পূর্ত্ত। বিশেষতঃ উদ্যান, দেবদ্রোণী (মনুষ্য ও পশ্বাদিকে জল পান করাইবার স্থান), বাপী, কূপ তড়াগাদি প্রস্তুত করিয়া দিলে অথবা যে দেবালয় ভগ্ন হইয়াছে তাহার পুনঃ সংস্কার করাইলে পূর্ত্তের ফল লাভ হইয়া থাকে।

শুক্লায়া মূত্রং গৃহ্ণীয়াৎ কৃষ্ণায়া গো শকৃত্তথা।
তাম্রায়াশ্চ পয়োগ্রাহ্যং শ্বেতায়া দধি চোচ্যতে॥
কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং মহাপাতক নাশনং।

শুক্লা গাভীর মূত্র, কৃষ্ণা গাভীর গোবর, তাম্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধ এবং শ্বেতবর্ণ গাভীর দধি এবং কপিলার ঘৃত (পঞ্চগব্যে গ্রহণ করিলে) মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বতীর্থে নদীতোয়ে কুশৈদ্রর্ব্যং পৃথক্ পৃথক্
আহৃত্য প্রণবেনৈব উত্থাপ্য প্রণবেন চ।
প্রণবেন সমালোড্য প্রণবেনতু সংপিবেৎ॥
পলাশে মধ্যমে পর্ণে ভাণ্ডে তাম্রময়ে তথা।
পিবেৎ পুষ্কর পর্ণে বা তাম্রে বা মৃন্ময়ে শুভে॥

ভিন্ন ২ তীর্থ জল বা নদীর জল কুশের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মিলাইয়া প্রণব দ্বারা আলোড়ন ও প্রণব দ্বারাই পান করিবে। পলাশের পত্র মধ্যে অথবা তাম্র পাত্রে কিম্বা কমল পত্রে অথবা লাল মৃন্ময় পাত্রে পান করিবে।

সূতকে তু সমুৎপন্নে দ্বিতীয়ে সমুপস্থিতে।
দ্বিতীয়ে নাস্তি দোষস্তু প্রথমেনৈব শুধ্যতি॥

এক অশৌচ কালের মধ্যে যদি দ্বিতীয় অশৌচ আসিয়া পড়ে, তবে দ্বিতীয়টি দোষাবহ হইবেনা, প্রথমটির দ্বারাই শুদ্ধি হইবে।

জাতেন শুধ্যতে জাতং মৃতেন মৃতকং তথা।
গর্ভে সংস্রবণে মাসে ত্রীণ্যহানি চ বিনির্দ্দিশেৎ॥

জাতাশৌচে জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচে মৃতাশৌচ শুদ্ধ হইয়া থাকে। গর্ভ স্রাব হইয়া গেলে তিন দিনে অশৌচান্ত হয়।

রাত্রিভির্মাস তুল্যাভি গর্ভ স্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥

যে কয়েক মাসের (গণনানুসারে) গর্ভ হইয়া স্রাব হইয়াছে, সেই কয়েক রাত্রি (গণনায়) অশৌচ থাকে। যখন রজো নির্গম নিবৃত্ত হয়, তখন সাধ্বী স্ত্রী স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ।

হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ।

কর্ম্ম ও ব্রহ্ম সমন্বয়।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ"। (কঠঃ শ্রু) সকল বেদ অর্থাৎ কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগ, কি জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ যে ব্রহ্মকে অবিভাগে প্রতিপাদন করেন; তপস্যারূপ যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, প্রভৃতি দৈহিক্লেশজনক কর্ম্মকাণ্ড সকল যাঁহাকে কহেন; যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, তিনি অধিকারীভেদে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম ও ফলদাতা-স্বরূপ অপর ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। "তত্তু সমন্বয়াৎ" (শাঃ সূ) অতএব সমগ্র জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের তাৎপর্য্য এক মাত্র ব্রহ্মেতে। যেহেতু সমস্ত বেদই, সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মেতে সমন্বিত "তেষু সম্যগ্‌বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাং যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে"। (মনু ২।৫) ফলাভিলাষশূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ লাভ হয়। তথা, সগুণমুক্তির আনুসঙ্গিক অভিলাষ সকল এবং ব্রহ্মলোকাদিতে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি দর্শনেচ্ছাও সফল হইয়া থাকে। "আত্মৈব দেবতাঃসর্ব্বা"। (মনু ১২।১৯) এক যে পরমাত্মা তিনিই সকল দেবতা। সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞোপাসনাদি সেই পরমাত্মার দেবতারূপে অধিষ্ঠান প্রতীতিমাত্র। 'একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ' (গীতা) জ্ঞান এবং কর্ম্মের একই অন্তিম উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন কখনই সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। এমন কি ব্রহ্মোপাসনা যাহা সগুণরূপে উক্ত হয়, সমগ্র জনসমাজ সে ব্রহ্মোপাসনারও অধিকারী নহে। ব্রহ্মোপাসনা যতই সগুণ হউক, তাহা জনসমাজের ধারণার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অতীত পদার্থ। কেননা তাহাতে জ্ঞান, প্রীতি, মানসিক-উপাসনা, বৈরাগ্য ও নির্গুণে আরোহণ শক্তির প্রয়োজন। এমন উচ্চ ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা বেদেরই অভিপ্রায়। ব্যাস (শাঃ সূঃ ৩।৪।৪৮) মীমাংসা করিয়াছেন "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ" সমস্ত সমাজের প্রতি ব্রহ্মোপাসনার বিধি নহে। কেবল অধ্যয়নশীল উত্তম গৃহস্থ মাত্র তাহার অধিকারী। গুরু বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে উত্তম গৃহস্থ সকল ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী ও যতিস্বরূপ হন। ইতর গৃহস্থগণের সে শুভ অধিকার হয় না। সুতরাং এমন উন্নত ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে কি বেদের এই অভিপ্রায় যে, কেবল মাত্র নির্জ্জীব, বিধিপর, পদ্ধতিপর, হৃদয়শূন্য, স্বার্থপূর্ণ, হীন-ফল কামনাযুক্ত, ঈশ্বরতত্ত্ববিরহিত, অচেতন কর্ম্মকাণ্ডই ভারতসমাজের ধর্ম্ম হইবে? কখনও নহে। যদিও মনু প্রভৃতি বিধি-প্রণেতাগণ এবং জৈমিনি অধিকাংশতঃ কেবল কর্ম্ম পদ্ধতির কঠোর ব্যবস্থাপক ও বিচারক মাত্র ছিলেন—যদিও প্রধানতঃ জনসমাজকে সেই ব্যবস্থা দ্বারা বিধি পূর্ব্বক নিয়মিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—যদিও তাঁহারা জানিতেন ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা সমাজের বুদ্ধিভেদ করিলে তাহাদের কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়ই ভ্রষ্ট হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সমস্ত ভারতসমাজের অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস, তাঁহারা জানিতেন সর্ব্ব দেবতাই এক ঈশ্বর স্বরূপ। তাঁহারা জানিতেন সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডই নানা দেবদেবীর নামাবলম্বিত হইলেও এক ঈশ্বরেরই উদ্দেশে, তাঁহারা জানিতেন যে জনসমাজের অন্তরে অন্তরে অলক্ষিতভাবে এই সব বিশ্বাস ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহারা বেশ জানিতেন যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্ম একমাত্র ব্রহ্মকে কহে—পরমাত্মাই অগ্নি, ইন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতি নামে সকল দেবতা। এবং তাঁহারা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে এই সমস্ত ভাব বেদের এবং ব্রাহ্মণদিগের অন্তরের সিদ্ধান্ত। অতএব লোক সকল বিধি পূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে

বলিয়া যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে বেদের এবং ঋষিদিগের এমন অভিপ্রায় নহে। তাহারা বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণ করিতে পারুক বা নাই পারুক, যজ্ঞীয় দেবতার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক, কিন্তু শিব-রহিত যজ্ঞে দক্ষের ন্যায় তাহাদের অধোগতি না হয়, এই জন্য তাহাদের অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়ার ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে আদেশ করিয়াছেন।

মনু (১২। ৯২) কহিয়াছেন "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান" ॥ বরং শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে, এবং প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এই বচনের টীকায় বিশদরূপ লিখিয়াছেন "এতচ্চৈষাং মোক্ষোপায়ান্তরঙ্গোপায়ত্বপ্রদর্শনার্থং নত্বগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগপরত্বেয়ুক্তং"। এই বচনটী মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে। নতুবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ নহে। ফলে মনু বাহুল্যরূপে ক্রিয়াবিধির প্রণেতা হইয়াও কর্ম্মকাণ্ডের অপেক্ষা আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি একদিকে "আত্মৈবদেবতাঃ সর্ব্বা" ও "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং" প্রভৃতি শ্লোকে যেমন ব্রহ্মকেই সর্ব্ব দেবতারূপী কহিয়াছেন, সেইরূপ অন্যদিকে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের ন্যায় অনেক বচনে জ্ঞানীগণের প্রতি নিষ্কামভাবে ও আত্মজ্ঞানের সহকারিতায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা উপদেশ দিয়াছেন।

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা। কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চবৈদিকঃ" ॥ স্বর্গাদি ফলাভিলাষ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান গর্হিত, কেননা তাহাতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (২। ২) "সর্ব্বেষামপিচৈতেষা মাত্মজ্ঞানংপরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতংততঃ ॥" বেদাভ্যাসাদি সর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞান প্রকৃষ্ট। কেননা তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয়। (১২।৮৫) "সর্ব্বভূতেষুচাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি। সংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥" সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত এইরূপ জ্ঞানে যাহারা ব্রহ্মার্পণ-ন্যায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারা মোক্ষ লাভ করে। (মনু ১২।৯১)

এই প্রকার বিস্তর বচন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনু বিধি-প্রণেতা হইয়াও জ্ঞান-সাধনের উপদেশ করিয়াছেন। এবং, পরব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম ফল অর্পণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন সুতরাং ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ড অচেতন ও নির্জ্জীব নহে। তাহাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে। ইহা যাঁহারা বুঝিতে অপারগ তাঁহাদিগকেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হইবে ইহাই সামাজিক বিধি। উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা—সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ-সাধন সামাজিক ধর্ম্ম না হইলেও ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপ কর্ম্মকাণ্ড সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরোদ্দিষ্ট। ফলকামী যজমান আপাততঃ সেই পরমোদ্দেশ্য অনুভব করিতে অপারগ হইলেও তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ ক্রমে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া অন্তে তাঁহাকে সেই উদ্দিষ্ট ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত করিবেই।

মহর্ষি জৈমিনিও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের পদ্ধতি ও বিধিমাত্রের বিচারক হইয়াও জ্ঞানভাগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। যথা "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ"। কর্ম্ম ও দেব-প্রতিপাদক গৌণশ্রুতি এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক মুখ্যশ্রুতি এই উভয়ের বিরোধস্থলে কেবল মুখ্যেরই সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। মহর্ষি জৈমিনির এই সূত্রানুসারে ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের সংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। যদিও কর্ম্মীগণের অধিকার দৃষ্টিতে মহর্ষি জৈমিনি কেবল মাত্র ধর্ম্মকেই ফলদাতা কহিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম গৌণ-পদার্থ মাত্র। ঈশ্বরই মুখ্য ফলদাতা।

মনু ও জৈমিনি উভয়েরই শাস্ত্রে কেবল ক্রিয়া প্রয়োজক। কিন্তু তাঁহারা কেহই ঈশ্বর বিহীন ক্রিয়ার উপদেশক ছিলেন না। ক্রিয়া-পদ্ধতি

দ্বার ভারতসমাজকে নিয়মিত করা তাঁহাদের এবং অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উদ্দেশ্য ছিল বটে। অপিচ তাঁহারা ইহাও জ্ঞাত ছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্ম-রহিত কর্ম্মকাণ্ডকে ভারতের সামাজিক ধর্ম্মরূপে স্থাপন করিয়াছেন এমন নহে। তাঁহাদের কৃত ক্রিয়া পদ্ধতিতে প্রজাগণের ফলকামনা ও ঈশ্বর প্রীতি এই উভয় ভাবই চরিতার্থ হওয়ার উপায় আছে। যিনি যাহা চান তিনি তাহা পান। ফলতঃ এবিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ম্মকাণ্ড এখনও সহস্র হস্ত তুলিয়া সহস্রদিকে সহস্ররূপে সেই এক অরূপী যজ্ঞপুরুষকে দেখাইতেছে। কর্ম্মকাণ্ড যাঁহাকে এইরূপে তটস্থ লক্ষণে নির্দ্দেশ করে, জ্ঞানকাণ্ড তাঁহাকেই জ্ঞানীজনের নির্ম্মল হৃদয়ে স্বরূপতঃ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যখন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণই সর্ব্ব কর্ম্ম কাণ্ড ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসক মহর্ষি ব্যাসের তো কথাই নাই। কেননা ব্রহ্মই তাঁহার মুখ্য বিচার্য্য এবং সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রধান ব্রত।

মহর্ষি ব্যাস সমগ্র বেদের জীবন্ত তাৎপর্য্য এবং প্রজাগণের অন্তরের উদ্দেশ্য যুগপৎ লক্ষ্য করিলেন। তিনি দেখিলেন সমস্ত বেদ যে পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করে, তাঁহাকে না জানিয়াও তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে লোক সকল লালায়িত রহিয়াছে। অতএব তিনি "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বারা এই বেদ-বিচার করিলেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমগ্র বেদই ব্রহ্মের জ্ঞাপক। তিনি কহিলেন "অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম ব্যপদেশাৎ" (শাঃ সূঃ ১।২।১৮) অধিদৈবাদি দেবপ্রতিপাদক বেদবাণী সকল সর্ব্ব দেবতাতে অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। অতএব ব্রহ্মই সর্ব্ব দেবতা। "অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াম শব্দেভ্যঃ" (ঐ ৩।২।৩১) সর্ব্বগতরূপে সর্ব্ব দেবে ব্রহ্মেরই প্রকৃত দেবত্ব। দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মায়িক মাত্র। "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ" (ঐ ৩।৪।২৬) চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেক। তাহাতে ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠা উদিত হয়। "বিধির্ব্বা-ধারণবৎ" (ঐ ৩।৪।১৯) বেদে কর্ম্ম করারও উপদেশ আছে, কর্ম্ম ত্যাগেরও বিধি আছে। ইহার সামঞ্জস্য এই যে ফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে ক্রিয়া করিবেক। এসম্বন্ধে ব্যাসকৃত ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদরূপ ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে বিস্তীর্ণ উপদেশ আছে। তাহার কতিপয় বাক্য আমরা ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

এইরূপে মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মোপাসনার সহিত সমন্বয় করিয়াছেন। এ সমন্বয় বেদ, স্মৃতি কর্ম্ম মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত। ইহা জ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মী, বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, সর্ব্ব প্রকার লোকের অধিকারেই সংলগ্ন হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তো কথাই নাই। শূদ্রাদিও ইহার অধিকারী। বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে কোন্ জাতির কতদূর অধিকার মনুই তাহার বিচারক ও মীমাংসক। যদিও দশ সংস্কার বর্জ্জিত শূদ্রাদির পক্ষে মানব-শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও ব্যবসায় মনু অধিকার দেন নাই, কিন্তু তাহারা যে মানব-ধর্ম্মোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, এমন উক্ত হয় নাই। বরং মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট (২।১৬) স্পষ্টই লিখিয়াছেন "এতচ্ছাস্ত্রানুষ্ঠানঞ্চ যথাধিকারং সর্ব্বেরেবকর্ত্তব্যং ইত্যাদি"। এই মানব-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে শূদ্রাদি সর্ব্ববর্ণের অধিকার আছে। সুতরাং ভারতীয় বেদস্মৃত্যাগম-বিহিত সামাজিকধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার লোকের সাধনীয় এবং সকলেরই অধিকার ও ধারণাশক্তির উপযুক্ত।

ব্রহ্মোদ্দিষ্ট নিত্য, নৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম সমুদয়ই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। তাহারই সামাজিকতার প্রতি বেদের উদ্দেশ্য। যিনি ব্রহ্ম

জ্ঞানী তিনি নির্লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে ও লোক শিক্ষার্থে সমস্ত ক্রিয়া করিবেন। যিনি ব্রহ্মোপাসক তিনিও ফল কামনা শূন্য হইয়া সেই সমস্ত কর্ম্ম পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন, এবং সর্ব্বযজ্ঞে তাঁহার অধিষ্ঠান স্মরণ করিবেন। যিনি কর্ম্মী তিনি যতদূর পারেন সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতা শ্রীহরিকে স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন এবং যতদূর ক্ষমবান হন ক্রমে, অনিত্যফলের পরিবর্ত্তে স্বীয় ভগবৎ লাভের সত্তাধিকারকে সফল করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা নিতান্ত দুর্ব্বলাধিকারী, যাঁহাদের চিত্ত ফল নিমিত্ত লালায়িত, যাঁহারা সদাই যশ ও কীর্ত্তির জন্য ব্যস্ত, চাঞ্চল্য বশতঃ—সংসার রূপ বিক্ষেপ বশতঃ—যাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তি স্থান পায় না, তাঁহারাও ঐ সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন। কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই একদিকে ভারতসমাজের বন্ধন এবং অন্য দিকে ক্রমকল্যাণদায়ক। তাঁহারা বিধিও পদ্ধতি পালনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে—ফল কামনার সহিত ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে—অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম কল্যাণ লাভ করিবেন।

এইরূপে বাস্তবে সকল অধিকারী ও সকল বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু অন্তরে যাঁহার যেমন অধিকার তিনি সেইরূপ অপ্রতীক বা প্রতীক বুদ্ধিতে, নির্লিপ্তভাবে, নিষ্কামচিত্তে, ব্রহ্মার্পিতরূপে, লোকশিক্ষার্থে, ব্রহ্মাধিষ্ঠান স্মরণ পূর্ব্বক, ভগবদ্ভক্তি সহকারে অথবা ফলকামনার সহিত, কিম্বা বংশের আচার ও কীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত বা লোকরঞ্জনার্থ ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ আচরণ দ্বারা মুলতঃ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলের, ধর্ম্মশাস্ত্র সমুহের ও জৈমিনি-প্রণীত কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রেত সামাজিক বিধিপর-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার সহিত বিস্তীর্ণ ভারতসমাজের একতা রক্ষা পাইবে এবং অধিকন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত স্বরূপ নিষ্কাম ও অপ্রতীক উপাসনা দ্বারা উচ্চাধিকারীগণেরও পরম মঙ্গল হইবে। ভারতীয় এই সামাজিক ধর্ম্ম সর্ব্ববেদ, সর্ব্বস্মৃতি, সর্ব্বদর্শন, সর্ব্বপুরাণ ও সর্ব্ব তন্ত্র বিহিত। এই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মকে আঘাত বা অঙ্গহীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধি অতি জঞ্জালগ্রস্ত। এই ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের মুল, স্কন্ধ, শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতিকে ধীর হইয়া অনুধ্যান করিলে ইহার আশ্রয় ত্যাগে কাহারই ইচ্ছা হইবে না। দুরগামী ব্রাহ্মেরা ও সমাজ সংস্কারেচ্ছু অন্যান্য নব্যেরা ক্ষণকাল ধীর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, ক্ষণকাল বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রে আন্দোলনে ক্ষান্ত হউন, ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধরিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম-কল্পবৃক্ষকে পাঠ করুন, দেখিবেন বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপত্তি হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-অজ্ঞতাকে সপ্রমাণ করিবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

৺শারদীয়া মহাপূজার মহামহোৎসবে কয়েক দিন ভারতের নিদ্রিত—মূর্চ্ছিত হৃদয়কে জাগাইয়া, পীড়িত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া, পতিত হৃদয়কে উদ্ধার করিয়া, সাধু হৃদয়কে নাচাইয়া, ও ভক্ত হৃদয়কে মাতাইয়া একটি স্বর্গীয় প্রলয় ঝাত্যা বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল। পূজা ফুরাইল—বিজয়া হইয়া গেল। সহযোগী সম্পাদক গণ! অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ! ধর্ম্মাত্মা পাঠকগণ! স্বর্গীয় প্রসাদে কৃতার্থ হইয়া আপনাদিগের উদ্দেশে আজ আমরা যথাযোগ্য অভিবাদন, নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ করিলাম। শুভমস্তু

ধঃ পঃ সং

ধর্ম্ম কর্ম্মে বিষম বিভ্রাট।

স্বেচ্ছাচার যাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগের ধর্ম্মহানি হইবার আশঙ্কা অতি অল্প। যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে বিষয়াসক্ত চিত্তের স্বাধীন চিন্তার ফল ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ পুরুষ ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে বা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না। বহু গবেষণা, সুগভীর চিন্তা, ভগবদারাধনার সাহায্যে আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধ মহাত্মাগণের নিরূপিত নিয়ম নিষেধ রাশির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলে আর্য্য জাতির ধর্ম্ম সাধন হয় না। তত্ত্ববেত্তাদিগের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা

ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে মহাপাপ। আর্য্য জাতির অস্থি মজ্জাতে এই সুসংস্কার বদ্ধমুল হইয়া রহিয়াছে।

যঃশাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
নসসিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥
ভঃ গীতা ১৬শ অ:।

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মের সাধন করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেনা, ইহলোকে সুখ বা পরলোকে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়না।—অতএব শাস্ত্র প্রমাণাস্বরূপ কার্য্যাকার্য্য বিদিত হইয়া শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। শাস্ত্রবিহিত বিধানে সুচারু রূপে কর্ম্ম রাশি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত উপাসনার অধিকারী হয়। উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও আত্মানাত্ম বিচার, বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এইজ্ঞানই মুক্তি ফলপ্রদাতা ও পরমানন্দের বিধাতা। যেমন ত্রিতল গৃহের নিম্নতম প্রথমতল ভগ্ন হইয়া গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত তিন কাণ্ডের প্রথম কাণ্ডটী (কর্ম্ম) বিহিত রূপে অনুষ্ঠিত না হইলে শত চেষ্টা ও যত্ন করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডের সাধনাধিকার কাহারও জন্মিতে পারেনা। আমরা যে কাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করিনা কেন, শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া তত্তৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহি। উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ড সবলাধিকারীর জন্য, তাহা লইয়া অদ্য আলোচনা করিবনা। আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলাধিকারীর নিতান্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকাণ্ডের কথাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য। কর্ম্মকাণ্ডের প্রকার ভেদ, প্রকরণ, ক্রম প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন করা আজ আমাদের মন্তব্য নহে। এই কর্ম্মানুষ্ঠানের পথে আপাততঃ যে বিঘ্ন ও উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে তাহা লিখিয়াই আমরা প্রস্তাবনা শেষ করিব।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানের বিচারক ও ব্যবস্থাপক। মন্বাদি বিরচিত স্মৃতি সমূহ বেদ মুলক, এইজন্য স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান বেদ বিহিত ও ঈশ্বর প্রণোদিত বলিয়া আর্য্যধর্ম্মীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ, লৌকিক ও অলৌকিক যুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হউন না কেন, কিন্তু স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাঁহারা কোন কথাই যুক্তি বা দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরনিষ্ঠ শিষ্য ও লোক সমাজের সরল শ্রদ্ধা ও সাধু ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লোক হিতার্থ অনুষ্ঠান রাশির নিয়ম ও নিষেধ, প্রকরণ, ক্রম ও ফলাফলাদি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সরল সাধকগণ যুক্তির বিদ্যুন্ময়ী প্রতিভা অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের আজ্ঞা অধিক প্রতিভা ও প্রভাব যুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এইজন্য লোক-কল্যাণকারী আচার্য্যগণ যুক্তির ক্ষুদ্র সাহায্য লইয়া লোক সমাজের নিকট আপনাদিগের ও স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থের গৌরব হানি করেন নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রের আজ্ঞা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরাজ্ঞার ন্যায় চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। এতদিন মনের অনুরাগে ধর্ম্ম কর্ম্ম যে ভাবে ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, কালের প্রভাবে—আমাদের অদৃষ্টের গুণে শাস্ত্রে কিছু লোকের অনাস্থা জন্মিবার হেতু লক্ষিত হইতেছে। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ নহে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের।

যেমন চিকিৎসকের সঙ্গে ও ঔষধ বিক্রেতার সঙ্গে সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন; কিন্তু সেই ঔষধ গুলি আনিতে হয় ঔষধবিক্রেতার নিকট হইতে। ঔষধ বিক্রেতা যদি ব্যবস্থা লিখিত ঔষধের পরিবর্ত্তে, জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, অপর আর একটা ঔষধ দেয়, তবে চিকিৎসকের ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও রোগীর রোগ নিবারণের আশা নাই; হয়তো অযথা ঔষধ সেবনে রোগ

বাড়িতেও পারে। বর্ত্তমান আর্য্য সমাজ যাহা কিছু ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। ধর্ম্মশাস্ত্র যে তিথিতে, যে লগ্নে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, সাধু গৃহস্থ তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন ; কিন্তু তিথি ও লগ্নের তত্ত্ব জানিবেন কোথা হইতে ? স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা জানিবার কোন সুবিধা নাই। তাহা জানিতে হইবে জ্যোতিস শাস্ত্রের নিকট। কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে স্মৃতির কাছে ব্যবস্থা লইয়া আবার জ্যোতিষের সাহায্য লইতে গমন করিতে হইল। জ্যোতিস গ্রন্থ যদি গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি যথাযথ গণনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবেইত কর্ম্মানুষ্ঠাতার মঙ্গল, নতুবা অতিথিতে, অলগ্নে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে বেদান্ত শাস্ত্রীয় অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় সম্বন্ধ। অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু আরোহণ করিলে অন্ধের গতিশক্তি ও পঙ্গুর দৃষ্টিশক্তি এতদুভয়ের সাহায্যে উভয়েই যেমন লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, সেইরূপ জ্যোতিস ও স্মৃতি উভয়ের সমবেত সাহায্যে ধর্ম্মফল লাভ হইয়া থাকে। স্মৃতির সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু পঙ্গুর ন্যায় চলিতে পারেন না। জ্যোতিষের গতিশক্তি আছে, কিন্তু অন্ধের ন্যায় দেখিতে পান না। জ্যোতিষের স্কন্ধে স্মৃতি আরূঢ় হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান রূপ ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন ও অনুষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ বা স্মৃতি, যাহারই হউক, কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠানের শুভ ফলের আশা করা যায়না।

বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগের পঞ্জিকাই একমাত্র সম্বল ও সহায়। আজ এই পঞ্জিকার গণনা বিভ্রাটে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ নিতান্ত চিন্তিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিলেন—

"একাদশ্যান্ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি"। এক্ষণে পঞ্জিকার গ্রহ নক্ষত্র গণনার দোষে যদি দশমীতে বা দ্বাদশীতে একাদশী লিখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তুমি একাদশীর উপবাস করিলে, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে। পঞ্জিকার স্কন্ধে দোষ দিয়া তোমার পাপক্ষয় হইবে না, কেননা স্মৃতিতে লিখিত আছে—

"ভুঙক্তে যো মানবো মোহাৎ
একাদশ্যাং স পাপকৃৎ"।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ (না বুঝিয়া, না জানিয়া, ভুলিয়া বা অন্য কোন ভ্রম বশতঃ) একাদশীতে ভোজন করে, সে পাপ ভাগী হয়। সেদিন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মহা পণ্ডিত সভার নবদ্বীপনিবাসী একজন প্রধান পণ্ডিত নাকি বলিয়াছেন যে, অলগ্নে, অতিথিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতার তাহাতে কোনও পাপ নাই, সে পাপ পঞ্জিকা সংকলনকর্ত্তা পণ্ডিতের। এ বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত ! ইহাতে আমাদিগের মন যথোচিত প্রবোধ পাইল না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথি কালেষু দেবতাঃ" পর্ব্বকালে* পিতৃগণ ও নির্দ্ধারিত তিথি বিশেষে, দেবতা গণ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"অমাবস্যা দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণান্নৃণাম্।"
বায়ু পুরাণ।

অমাবস্যা দিনে পিতৃগণ পুত্র, পৌত্রাদির নিকট শ্রাদ্ধের প্রত্যাশা করিয়া বায়বীয় দেহ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। পিতৃগণ দেবতা, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি তাঁহাদের অগোচর নহে। তাঁহারা "যথার্থ অমাবস্যার" দিন শ্রাদ্ধপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন—অবিহিত দিনে তাঁহাদের আশা করা যায়না। এদিকে ধর্ম্ম শাস্ত্রও অমাবস্যার দিনে শ্রাদ্ধের বিধি দিয়াছেন ; কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্ট গুণে পঞ্জিকার দোষে হয়তো আমরা প্রতিপদ বা দ্বিতীয়াতে অমাবস্যা জানিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলাম, সেদিন কিন্তু গ্রহ

* চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই পাঁচটী পর্ব্বদিন।

নক্ষত্রাদির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে পিতৃগণের আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব হইল। শ্রাদ্ধজন্য পিতৃগণ প্রকৃতত: তৃপ্তি লাভের অবকাশ পাইলেন না, কিন্তু আমরা জানিলাম শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিলাম। বস্তুতঃ, কর্ম্ম পণ্ড হইল। যেজন্য এত উদ্যোগ, এত ব্যয়, এত ক্লেশ করিলাম, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, শ্রাদ্ধকারিন্! ইহাতে তোমার পাপ নাই, পঞ্জিককার পণ্ডিত ইহার পাপভাগী। এ সিদ্ধান্তে কিছু মাত্র ফলনাই। কেননা,শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ কারীর পুণ্য হয়, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, শ্রাদ্ধ নিয়মিত কালে না করিলে অথবা অনিয়মিত সময়ে করিলে শ্রাদ্ধ কারীর পাপ হয় ও পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন। এক্ষণে দেখিলাম, পঞ্জিকার দোষে নিয়মিত সময়ে শ্রাদ্ধ না করায় শ্রাদ্ধ কারীর যে পাপ হইবে পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে সে পাপ কাটিয়া যায়, যাউক, পঞ্জিকাকার নরকে পড়েন পড়ুন। কিন্তু নিয়মিত সময়ে বিধি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর যে পুণ্য হইত, তাহা হইল কৈ? পিতৃগণ যে তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাহা হইল কৈ? তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকারীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে তাহার যে কল্যাণ হইত তাহা হইল কৈ? তাঁহাদের অতৃপ্তি বশতঃ শ্রাদ্ধ কারীর প্রতি তাঁহাদের অশুভ বা কোপ দৃষ্টি জন্য যে অনর্থপাত হইবে সে অনর্থ নিবারণের উপায় কি? দেখা যাইতেছে পঞ্জিকার দোষে শ্রাদ্ধকারী বহু সম্পদে বঞ্চিত হইলেন, এবং তাঁহার অর্থব্যয়, উদ্যোগ ও উপবাসাদি ক্লেশ যেজন্য করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। মনে কর, হরিদাসের ওলাউঠা হইয়াছে, তাহার ভৃত্য রামলাল অন্ধকার রাত্রিতে বাজারে ঔষধ লইতে আসিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার সময় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুর পীড়া শক্ত, ঔষধ লইয়া যাইতেছি; শীঘ্র যাওয়া যায় এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিতে পার? পথে গর্ত্ত আছে, তুমি ইহা জানিয়া হউক বা না জানিয়া হউক, আরও অন্ধকারময় একটী বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার পথ দেখাইয়া দিলে। ভৃত্য যাইতে যাইতে এক বিষম গর্ত্তে পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক পতনের বিষমাঘাতে তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে ও প্রভুর নিকট যাইতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, এদিকে চিকিৎসাভাবে-ঔষধাভাবে প্রভুও লীলা সম্বরণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় হয়তো বলিবেন, ভৃত্যের ইহাতে পাপ নাই, এপাপ তোমার, কেননা তুমিই এ কুপথ দেখাইয়া দিয়াছ। পাপতো নাই বুঝিলাম, গর্ত্তে পড়িয়া তাহার যে পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল ও বেদনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, প্রভুর যে অকাল মৃত্যু হইল, এতাবতের ক্ষতি পূরণ করিবে কে? তাই বলিতেছি, লোকে কেবল পাপের ভয়েই ধর্ম্ম করেনা, ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্য ও সুকৃতি লাভ হয়। তবে পাপের ভয় এড়াইলেই যে ধর্ম্মের ফল লাভ হইল, তাহা কে বলিল? বস্তুতঃ অকালে বা অলগ্নে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়, এবং যে পিতৃগণ বা দেবতার উদ্দেশে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদেরও প্রসন্নতা সাধিত হয়না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অশিক্ষার দোষে আমাদিগের দেশে আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের বিকট ক্রন্দনে, নাস্তিকগণের আস্ফালনে মহম্মদীয় নির্য্যাতনে, খৃষ্টীয়দলের কুন্দনে, বিলাত প্রত্যাগত গণের সংঘর্ষণে আর্য্য গৃহস্থ গণের আশ্রম ধর্ম্মের যে ক্ষতি করিতে পারেনাই, আজ বুঝি আমাদের ঘরের পণ্ডিত মহাত্মারা সেই টুকু করিয়া বসেন। পঞ্জিকার দোষে বিধবা গণ সময়ে সময়ে ২।৩ দিন একাদশীর উপবাস করিতে বাধ্য হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সে কালের বাঁধা নিয়ম ধরিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি গণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু এই গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি যে সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এইজন্য মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্গণনার ক্রমও যে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি থাকিলে এই ঘোর দুর্ব্বিপাক ঘটেনা। গ্রহ নক্ষত্র গণের

গতি অনুসারে তাহাদের প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতি শুদ্ধ হইলেও গ্রহ গণের স্থান বিপর্য্যয় সংঘটন হেতু যুগভেদে ফল ভেদ দৃষ্ট হয়। আর্য্য মহাত্মাগণ যে সময়ে নক্ষত্রাদির স্থিতি-স্থান স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে বহু দিনের কথা; এখন নক্ষত্রাদির অনেক স্থান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পুনর্ব্বার যন্ত্রাদির সাহায্যে নভোবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের স্থান স্থির করিয়া গণনা না করিলে বহুল ভ্রম হইবে। শাস্ত্রস্বভাব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই আমাদের এই মতের পক্ষপাতী। তিনি এতদনুসারেই স্বয়ং পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; বঙ্গীয় পঞ্জিকাকারগণ যন্ত্রাদির ব্যবহার রূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে চাহেন না, এই জন্য তাঁহাদের পঞ্জিকায় এত গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সময়ে ২ এই রূপ ভ্রম সংশোধন না করিলে যে চলেনা, এবং কয়েকবার এরূপ ভ্রম সংশোধনও যে হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। একবার জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার না হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম যে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। আবার এই সংশোধনেই যে চিরদিন চলিবে, তাহা নহে—এইরূপ সময়ে ২ চিরদিনই করিতে হইবে। এইজন্য পণ্ডিত, ধর্ম্মাত্মা ও ধনাঢ্যগণ এ বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগ করেন, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ, নতুবা ধর্ম্মরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।

" ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্য মানো ধর্ম্মো হতোবধীৎ॥

ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মকে যিনি নাশ করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে নাশ করেন। অতএব ধর্ম্ম যেন বিনষ্ট না হন, তাহা হইলে আমাদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবেনা।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেণু বাই ঠাকুর ঘরে বসিয়া পুঁথি পড়েন ও রাম নাম জপ করেন। কখন কখন রামদাস স্বামীর রচিত অভঙ্গ গাইতে ২ রোদন করেন। গৃহ কার্য্য কিছুই করেন না। তাঁহার পিতা মাতার ইহা ভাল লাগিলনা। তাঁহারা বেণু বাইকে সংসারে মন দিতে বলিলেন। কিন্তু বেণু বাই যে বস্তু পাইয়াছেন, আর কি পৃথিবীর অসার দ্রব্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে? বেণু বাই তাঁহার জনক জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তাঁহার যখন স্বামী নাই, তখন আর তাঁহার সংসার কি? রাম তাঁহার পিতা ও সীতা দেবী তাঁহার মাতা। স্বার্থপর পিতা মাতা একথায় সন্তোষ প্রকাশ করা দূরে থাক, তাঁহাকে নানা মতে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। যখন উৎপীড়নেও কোন ফল হইলনা, তখন তাঁহারা বেণু বাইকে খাদ্য দ্রব্যের সহিত বিষ খাওয়াইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বেণু বাই যাতনায় অস্থির হইলেন। এই অবস্থায় তিনি রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন ও রামদাস স্বামীকে স্মরণ করিলেন। কথিত আছে যে স্বামীজি বেণু বাইয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শরীরের সমক্ষে এক গাছি লাঠী ঘুরাইতে লাগিলেন। এই ক্রিয়াতে বেণু বাইয়ের দেহ হইতে বিষ নির্গত হইল, তাঁহার জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল এবং ক্রমে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে বেণু বাই স্বামীজিকে বলিলেন—দেখুন, আমার পিতা মাতা আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতেছিলেন, আমি আর গৃহে থাকিব না, আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব। স্বামীজি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। রামদাস স্বামী এখান হইতে চাপড় নামক স্থানে গমন করিলেন। বেণু বাই তাঁহার সঙ্গ লইলেন। স্বামীজির সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া বেণু বাইয়ের অন্তঃ করণ ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজির উপদেশে তাহা সুদৃঢ় হইল। ক্রমে তিনি ভজন

ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া লোকে সন্তোষ লাভ করিত।

এই সময়ে রামদাস স্বামী "দাসবোধ" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে স্বামীজি যাহা মুখে বলিতেন, তাঁহার শিষ্য কল্যাণ স্বামী তাহা লিখিয়া লই-তেন। রাজা শিবজী রাজকার্য্যে বীতরাগ প্রকাশ করাতে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য রামদাস স্বামী এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়াছি-লেন। এতদ্ব্যতিত, স্বামীজি "মনাচে শ্লোক" অর্থাৎ মনের প্রতি উপদেশ, "শ্লোক বর্দ্ধ রামায়ণ" অর্থাৎ শ্লোকে বর্ণিত রামায়ণ, গুরু গীতা এবং পঞ্চীকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাজা শিবজী প্রত্যহ মনোযোগ পূর্ব্বক "দাস বোধ" পাঠ করিতেন। কিন্তু, ইহা অন্যান্য পণ্ডিতের ভাল লাগিলনা। গঙ্গা পণ্ডিত রাজ-বাটীতে পুরাণ পাঠ করিতেন। তিনি এক দিন রাজাকে বলিলেন যে আপনার 'ভাষা গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নহে"। ইহা স্ত্রী ও শুদ্রের নিমিত্ত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িবেন ও শুনি-বেন। রাজা গঙ্গা-পণ্ডিতের কথা শুনিলেন না। ইহাতে পণ্ডিতজী রোষ পরবশ হইয়া সেই দিন হইতে রাজ বাটীতে পুরাণ পাঠ বন্ধ করিলেন। কিছু দিন পরে রামদাস স্বামী রাজ বাটীতে আগমন করিলেন। তথায় বেণু নাইয়ের কীর্ত্তন হইতে লাগিল। পণ্ডিত গণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—একি স্ত্রীলোক শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছে! ইহা শুনিয়া রামদাস স্বামী উঠিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি উঠিবামাত্র উপস্থিত ব্যক্তিগণ দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন, কেবল অভিমানী গঙ্গা পণ্ডিত উঠিলেন না। কিন্তু অবশেষে স্বামীজির কীর্ত্তন শুনিয়া এতদূর মোহিত হইলেন যে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কীর্ত্তন শেষ হইলে তিনি উঠিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সাধুবাদ দিলেন। ইহার পর স্বামীজি সেতারায় গমন করিলেন। তথায় এক রাত্রি থা-কিয়া ভুইল্‌জ নামক স্থানে গমন করিলেন। তথা হইতে অলকাপুর অথবা আলন্দী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটী ইন্দ্রিয়াণী নদীর উপর অবস্থিত। এখানে জ্ঞানেশ্বরের একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এস্থানটী পুনা নগরী হইতে ছয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। এখানে তিন দিন থাকিয়া কীর্ত্তনাদি করিলেন। আলন্দি ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন। কোন২ স্থানে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। অবশেষে চাপড়ে উপস্থিত হইয়া কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। কথিত আছে যে এখানে শ্রীরাম চন্দ্রের যে মন্দিরটী আছে তাহা তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্তর আদি আনিত, আর তিনি নিজে গাঁথিতেন। ক্রমে রাম নবমী উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে নয় দিন উৎসব হইয়াছিল। উৎসব শেষ হইলে পর, স্বামীজি কএকটী স্থান ভ্রমণ করিয়া মাহুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির ছিল। দেব সেবার ভার উদ্ধব গোঁসাইয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে, পাদসাহ আরঙ্গজেব এ অঞ্চলে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা উদ্ধব গোঁসাই কীর্ত্তন করিতে ছিলেন এমন সময়ে পাদশার আজ্ঞায় কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং উদ্ধবকে বন্ধন করিয়া পাদশার সমক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রোতাগণ কে কোথায় পলায়ন করিল। পরে দেবালয়টী ধ্বংশ করত তাহার স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ পাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। এদিকে উদ্ধব গোঁ-সাইকে কারাগারে বদ্ধ করা হইল। কথিত আছে যে উদ্ধব এই সময়ে স্বামীজিকে স্মরণ করিবা মাত্র, রামদাস স্বামী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ পাদশার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই মূর্ত্তি দেখিয়া পাদশাহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আরঙ্গজেবের বেগম তাঁহার স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি রোরুদ্যমানা হইয়া স্বামীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত কর যোড়ে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন স্বামীজি

তাঁহার প্রকৃত রূপ ধারণ করিয়া বেগমকে বলিলেন যে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে পাদশার এ প্রকার অবস্থা হইয়াছে। বেগম প্রত্যুত্তর দিয়া বলিলেন যে আর কখন এরূপ অত্যাচার হইবেনা। তখন স্বামীজি পাদশাহকে ক্ষমা করিলেন। অমনি আরঙ্গজেবের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং বেগমের নিকট সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া স্বামীজীর চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও এ প্রকার অত্যাচার করিবেন না। উদ্ধব গোঁসাই কারামুক্ত হইলেন। স্বামীজি তাঁহাকে লইয়া পালি নামক স্থানে গমন করিলেন। পাদশাহ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। এই স্থানে পাদশাহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন এবং রাত্রিতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন। এখান হইতে রামদাস স্বামী চাপাড়ে গমন করিলেন। পাদশাও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। চাপাড়ে উপস্থিত হইয়া, স্বামীজি পাদশাকে বিদায় দিলেন।

এই সময়ে রামদাস স্বামীর ইচ্ছা হইল যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার হয়। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন যে তাহারা স্থানে২ গমন করতঃ ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়; তিনি শিষ্যগণকে এই রূপ উপদেশ দিলেন— তোমরা দিবা ভাগে ভিক্ষা করিবে এবং এই ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। কখন কিছু সঞ্চয় করিবে না। যে দিন যাহা ভিক্ষা করিবে সেই দিন তাহা ব্যবহার করিবে। রাত্রিতে রামগুণ গান ও ভজন করিবে। এই প্রকারে সমস্ত বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাম নবমীর পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। রামদাস স্বামীর আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিল।

এদিকে রামদাস স্বামী পাণ্ডারপুর অভিমুখে গমন করিলেন। পথি মধ্যে অনেক যাত্রী তাঁহার সহিত একত্রিত হইল। রাত্রিযোগে যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানেই ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করেন।

স্বামীজি পাণ্ডারপুর যাত্রা করিলে পর, রাজা শিবজি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য চাপড়ে আগমন করিলেন। আসিয়া শুনিলেন যে স্বামীজি পাণ্ডারপুর অভিমুখে গমন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনিও এই তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন। রামাদাস স্বামী পাণ্ডারপুরে উপনীত হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করতঃ মারুতীর পূজা করিলেন। পরে বিঠোবা দেবকে দর্শন করিয়া পাণ্ডারপুর ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজা শিবজি আসিয়া স্বামীজিকে দর্শন করিলেন। রাজার আনন্দের আর সীমা রহিলনা। স্বামীজির পাদ বন্দনা করিয়া রাজা পাণ্ডারপুরের চারিদিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দিকে গমন করেন সেই দিকেই দেখেন ভজন ও কীর্ত্তন হইতেছে এবং লোকের বিঠ ঠল ২ * ধ্বনিতে পাণ্ডারপুর প্রতি ধ্বনিত হইতেছে। এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি রাজাকে পরিতৃপ্ত করিল। পাণ্ডারপুর প্রদক্ষিণ করিয়া রামদাস স্বামী বিঠোবাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বিঠোবাদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এই অভঙ্গটী গাইলেনঃ—

ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ কর যদি মন।
পাণ্ডারি সমান তীর্থ হবেনা লোকন।
দূর হতে মঠ চূড়া করিলে ঈক্ষণ।
মানসিক অহঙ্কার হয় বিদারণ।
চন্দ্র ভাগা তটিনীতে হ'লে নিমজ্জন।
মোক্ষ লাভ করে নর স্থির জেনো মন।
এখানেতে শান্তগণে করিলে দর্শন।
পুনরায় ভবে জন্ম হবেনারে মন।
দাস বলে পাইলাম তব দরশন।
এখন জুড়াই প্রাণ করি আলিঙ্গন।

কথিত আছে যে, এই অভঙ্গটী শুনিয়া বিঠোবাদেব রামদাস স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি পরম ভক্ত হইয়া কি কারণে তাঁহার প্রতি এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। যে হেতু তিনি বহু কাল পরে তাঁহার সহিত

* যেমন বঙ্গদেশে হরি ২ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যে ইহার পরিবর্ত্তে লোকে বিঠ ঠল ২ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে।

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রামদাস স্বামী বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, ঠাকুর! একি কথা? আমার চিত্ত তোমাকে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিতেছি। এমন স্থান দেখিতে পাইনা যেখানে তুমি বিরাজ করিতেছ না। তবে ঠাকুর আমার প্রতি দোষারোপ করিলে কেন? এই সকল কথা শুনিয়া বিঠোবা দেব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার পর রামদাস স্বামী এই অভঙ্গটী গাইলেনঃ—

কুলের দেবতা তুমি বিঠোবা সুন্দর।
তোমার শরণাগত আছি নিরন্তর।
তোমা প্রতি সমর্পিত আছে মম মন।
সদাই বাসনা মম তোমার দর্শন।
বোসে আছ কেন দেব উঠ এই ক্ষণে।
পরিতৃপ্ত কর মোরে স্নেহ আলিঙ্গনে।
দেহ হ'তে প্রাণ মম হ'তেছে বাহির।
উঠে এসো একবার কর মোরে স্থির।
রামদাস কহিতেছে কাতর বচনে।
বিস্তারিয়া দুই হাত এসো এই ক্ষণে।

কথিত আছে যে এই অভঙ্গটী শুনিয়া বিঠোবা-দেব অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে রামদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরে আছেন। তখন বিঠোবা দেব তাঁহাকে অন্যান্য দেবতা দর্শন করিতে আদেশ দিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ মত একে২ সকল দেবতা দর্শন করিলেন।

ক্রমশঃ।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে চিত্রকূটের "সিদ্ধ বাবা" প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় শান্ত স্বভাব, তপোস্বাধ্যায় নিরত ও পরম পরোপকারী ছিলেন। তীর্থ ও দেব দর্শনের ন্যায় দূরাদ্দূরতর স্থান হইতে অনেক লোক তাঁহার দর্শনার্থ চিত্রকূটে গমন করিত। তাঁহার প্রদত্ত ঔষধে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছে। শোক দুঃখান্ধকারময় ভারতের নিভৃত কক্ষের একটি জ্বলন্ত প্রদীপ নিবিয়া গেল। সাধু মহাত্মাগণই ভারত ভূমির আভরণ। "সিদ্ধ বাবা" দেহত্যাগ করিলেন, ভারত মুকুটের একটি উজ্জ্বলমণি খসিয়া পড়িল।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের—এই সুর)

নন্দী ও জয়ার সম্বাদ।

দুর্গা নামে রয়না জীবের ভয় ভাবনা।
ভয় ভাবনা যম যাতনা রয়না, ও নাম গাও রসনা॥
নন্দীবলে—আমার শম্ভু যেন রজত গিরি।
জয়া বলে—গৌরী আমার স্বর্ণ বল্লরী,
রূপে জগৎ আলো॥
নন্দী বলে—আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী।
জয়া বলে—মার নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা ব'লবো কত॥
নন্দী বলে—আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা।
জয়া বলে—পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী॥
নন্দী বলে—শোভা পঞ্চ বদন মণ্ডলে।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণ গাইবে ব'লে,
পাগল পঞ্চানন॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু জগতের পতি।
জয়া বলে—জগৎপতির, মা আমার, প্রসূতি,
আদ্যা শক্তি সে মা॥
নন্দী বলে—রুদ্র আমার মহা ত্রিশূল ধারী।
জয়া বলে—ধর্‌বে ব'লে মায়ের কাশী পুরি,
নৈলে থাক্‌বে কোথা॥
নন্দী বলে—আমার প্রভু সংসার সংহারে।
জয়া বলে—প্রকৃতি মার আজ্ঞা অনুসারে,
শিব্‌, ক'র্ব্বে বা কি॥
নন্দী বলে—আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী।
জয়া বলে—মার দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,
অন্নপূর্ণা যে মা॥
নন্দী বলে—আমার শম্ভু গরল খেয়েছিল।
জয়া বলে—দুর্গা নামের গুণে বেঁচে গেল,
নীলকণ্ঠ তোদের॥
নন্দী বলে—মহাকাল প্রভু যে আমার।
জয়া বলে—মহাকালী বুকের উপর তার,
শিব শবের আকার॥
নন্দী বলে—শিব আমার শব কেন হইল।
জয়া বলে—মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
ইকার থাক্‌লো না যে॥
জয়ার কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়।
পরিব্রাজক বলে'গাও সকলে দুর্গা নামের জয়,
যাবে রোগ শোক ভয়॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেহস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ । ৭ম সংখ্যা।

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৯
কার্ত্তিক — পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
স্বামিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাৎপিণ্ডোদক ক্রিয়া॥

বিবাহ বা সপ্তপদী হইয়া গেলে নারী স্বামীর গোত্র প্রাপ্ত হয়, অতএব পতির গোত্রানুসারেই তাহার পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

দ্বৌপিত্রোঃ পিণ্ডদানং স্যাৎ পিণ্ডেপিণ্ডে দ্বিনামতা।
ষণ্ণাং দেয়া স্ত্রয়ঃ পিণ্ডা এবং দাতা ন মুহ্যতি॥

পিতৃপিণ্ড দুইটি মাত্র ও প্রত্যেক পিণ্ডে দুইটি নাম গৃহীত হয়, অর্থাৎ ছয় পিতৃদেবতাকে সপত্নিক তিন পিণ্ড দান করিলে দাতা বিমোহিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন না।

স্বেন ভর্ত্রা সহ শ্রাদ্ধং মাতা ভুঙ্ক্তে সদৈবতং।
পিতামহ্যপি স্বেনৈব স্বেনৈব প্রপিতামহী॥

মাতা নিজ পতি সহ দৈবতাগণ সমভিব্যাহারে অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। সেই রূপ প্রপিতামহী, প্রমাতামহীও নিজ নিজ পতিসহ পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থকেন।

বর্ষে বর্ষে তু কুর্ব্বীত মাতাপিত্রোস্তু সংকৃতিং।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকন্তু নির্ব্বপেৎ॥

প্রতি বর্ষে মাতা পিতার শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। দেবতা বিহীন শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া এক এক পিণ্ড দান করিতে হয়।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ মথাপরং।
পার্ব্বণং চেতি বিজ্ঞেয়ং শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং বুধৈঃ॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য বৃদ্ধি ও পার্ব্বণ, পণ্ডিত গণ শ্রাদ্ধকে এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

গ্রহোপরাগে সংক্রান্তৌ পর্ব্বোৎসব মহালয়ে।
নির্ব্বাপেত্রীন্নরঃ পিণ্ডানেকমেব মৃতেহহনি॥

গ্রহণ, সংক্রান্তি, পর্ব্বোৎসব, মহালয়া ও মৃতদিনে একজনকেই তিন পিণ্ডদান করিতে হয়।

অনূঢ়া ন পৃথক্ কন্যা পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে।
পাণি গ্রহণ মন্ত্রাভ্যাং স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে ততঃ॥

কন্যা যত দিন অবিবাহিত থাকে, তত দিন নিজ গোত্রেই পিণ্ডাদি দান করিবে, বিবাহের পর সে অন্যগোত্রাধিকারিণী হইবে।

যেন যেন তু বর্ণেন যা কন্যা পরিণীয়তে।
তৎসমং সূতকং যাতি তথা পিণ্ডোদকেপি চ॥
বিবাহেচৈব সংবৃত্তে চতুর্থেহহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা ব্রজেদ্ ভর্ত্তুঃ পিণ্ডেগোত্রেচ সূতকে॥

যে বর্ণের সহিত যে বর্ণের কন্যা বিবাহিতা,

হয়, সেই বর্ণের নিয়মানুসারে তাহার অশৌচ গৃহীত বা পিণ্ডাদানাদি ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। বিবাহ হইলে পর কন্যা চতুর্থ দিন বা রাত্রি হইতে পতিগোত্রগতা হইয়া অশৌচ বা পিণ্ডাদির অধিকারিণী হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

আসন।

নির্ম্মলনীর নির্ঝরে, সরোবরে বা পুণ্যতোয় তীর্থ কুণ্ডে অবগাহন করিলে এবং কোমল ও পবিত্র কৌষেয় পট্টবাসাদি পরিধান করিলে যেমন শরীর স্বচ্ছন্দ, ও মন একাগ্র হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধক সাধনোপযোগী আসনে উপবেশন করিলে ভগবচ্চিন্তায় যথোচিত সাহায্য পাইয়া থাকেন। আসনের গুণেই সাধক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির ভাবে আত্মসমাধি করিতে সমর্থ হয়েন। আসন দ্বিবিধ--১ম, হস্ত পদাদির বিশেষ২ সংস্থানে যোগীগণ আসন রচনা করেন; যথা—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মাৎস্যাসন, মাৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সংকটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তানকূর্ম্মকাসন, উত্তান মাণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, মাণ্ডুকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন, যোগাসন, আদি চতুরশীতি প্রকার আসন সাধকগণের সাধনাঙ্গের প্রকার ভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২য়, কুশাসন, রোমজাসন আদি, যাহার উপরে বসিয়া সাধক গণ মন্ত্রোপাসনাদি করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রকার আসনের কথা অদ্য বলিবনা, দ্বিতীয় প্রকার আসন তত্ত্বই বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

সকল পদার্থেরই বহুবিধ গুণ বা শক্তি আছে তদনুসারে যে যে দ্রব্যে আসন গুলি বিরচিত হয়, সেই দ্রব্যের শক্তি তদুপবিষ্ট সাধক শরীরের শক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া থাকে। সাধনের গুণে সকল সাধকের শরীরে ও অন্তঃকরণে এক প্রকার ভাব থাকে। সাধনা করিতে যাঁহার যেমন শক্তি জন্মিয়াছে—যাঁহারা যেমন অধিকার হইয়াছে, তাঁহার তেমনি আসনও নিরূপিত আছে। গৃহী ও সন্ন্যাসীর অধিকার এক নহে, শরীর ও অন্তঃকরণের অবস্থা এক নহে, সুতরাং উভয়ের পক্ষে এক প্রকার আসন উপকারীও নহে। তবে সাধারণতঃ যাহাতে বসিলে শরীর ক্লিষ্ট হয়, অধিক ক্ষণ সুখ পূর্ব্বক বসিতে পারা যায়না, সেরূপ আসনে সাধক বসিবেন না। তাহাতে মন স্থৈর্য্যচ্যুত হইয়া যায় ও সাধনার ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য কাষ্ঠাসন, ধরাসন, শৈলাসন, পল্লবাসন আদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কুশাসন, রোমজাসন আদি প্রসিদ্ধ কল্পে গৃহীত হইয়াছে। কুশাসনে বসিলে জ্ঞান বৃদ্ধি ও সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়, কম্বলাসনে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, মৃগরোমজাসনে শুভ ফল পাওয়া যায়; ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে সাধনা করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু ইহাতে অদীক্ষিত বা গৃহস্থের বসিবার অধিকার নাই। ব্যাঘ্র চর্ম্মে বসিলে অত্যুগ্র তেজের সঞ্চার হয়, তাহাতে অনিদ্রা, বীর্য্য শক্তির হানি আদি গৃহস্থের প্রতিকূল অবস্থা রাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণাজিন ও যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুক ব্যতীত গৃহীগণ ব্যবহার করিবেন না, ইহাতে বহির্ব্যাপার শক্তি চেষ্টা, উদ্যম আদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তৃণাসনে বসিলে দরিদ্রতার সঞ্চার হয়, পল্লবাসনে বসিতে নাই, কেননা উহাতে চিত্ত বিভ্রম হয়, কাষ্ঠাসনে পূজা করিলে পূজা ব্যর্থ হয়, দৌর্ভাগ্য দেখা দেয় ও রোগের সঞ্চার হয়। পাষাণাসনে রোগ ও বাগ্‌রোধের আশঙ্কা, ধরাসন—দুর্গতি, দুঃখ ও শোকজনক সুতরাং উহা ধীমানের অকর্ত্তব্য। কেবল বস্ত্রের আসন রচনা করিয়াও বসিবে না, উহা তপস্যার হানিকারক ও দরিদ্রতার সূচক। বংশাসনে বসিলে বংশক্ষয় হইয়া থাকে, আম্র, নিম্ব, কদম্ব প্রভৃতিনির্ম্মিত আসনে সর্ব্বনাশ হয়, বকুল, কিংশুক, এবং পনশাসনে সাধক হতশ্রী হইয়া পড়েন, কেবল গম্ভারী অশুভ দায়ক নহে। যথা।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে।

উপবিশ্যাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে।
রাঙ্কবে কম্বলে বাপি কাশাদৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
ন কুর্য্যাদর্চ্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু।
কাষ্ঠাসনে বৃথা পূজা পাষাণে রোগসম্ভবঃ।
ভূম্যাসনে ভবেদ্দুঃখং বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা।
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ স্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি
মন্ত্রঃ যোগং প্রকুর্ব্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে॥

গান্ধর্ব্বে।

ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্রনিম্বকদম্বানামাসনে সর্ব্বনাশনং॥
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হতাঃ শ্রিয়ঃ।
গাম্ভারীনির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং॥

কামাখ্যাতন্ত্রে।

ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনং॥
যথোক্তমাসনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং॥
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ।
বংশাস্য ধরণীদারুতৃণপল্লবনির্ম্মিতং॥
বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।
কাষ্ঠাসনে ভবেদ্রোগী বংশে বংশক্ষয়োভবেৎ।
শৈলাসনে চ ব্যাধিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ।
ধরণ্যাং শোকসংযুক্তঃ তৃণস্যাদ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

তন্ত্রান্তরে।

জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি॥

সম্মোহনে।

ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্যতির্বানস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ॥

আসন দ্বি হস্তের অধিক দীর্ঘ, দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত ও তিন অঙ্গুলি অপেক্ষা উচ্চ না হয়। অতি নীচ বা অত্যুচ্চ না হয়।

নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং।
নত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহে॥
আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং ন চোচ্ছ্রিতং।
সম্মোহন তন্ত্র।

গৃহস্থগণের পক্ষে কুশাসন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও উপকারী। আমরা অনেককে নদীতটে বা পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটে প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত সিঁড়ীর উপর বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিতে দেখিয়া বড় দুঃখিত হই। অনেকে স্নান করিয়া বাটী আসিতে২ পথে ঐ কাজটী সারিয়া লয়েন। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিপোষক ভগবদারাধনা রূপ পরম পবিত্র কার্য্যটি একটু স্থির হইয়া বসিয়া করিলে ভাল হয়। বাটীর পরিষ্কৃত নিভৃত কক্ষে প্রথমতঃ এক খানি স্থূল কুশাসন, তদুপরি এক খানি স্থূল রোমজাসন পাতিয়া তদুপরি বসিবেন; তদনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিকাদি করিয়া দেখিবেন, মনটি কেমন থাকে, তপস্যেচ্ছা বৃদ্ধি হয় কি না? শরীর স্বচ্ছন্দ—মন পবিত্র হইবে। যোগগ্রন্থে তো কুশাসনের যথেষ্ট সুফল লিখিত আছেই, একবার আয়ুর্ব্বেদেও কি লিখিত আছে, তাহা পাঠ করুন।

"কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ
ততোহন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ।
দ্বিভেদং কেচিদাহুঃ মধুরং তুবরং হিমম
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুক্ প্রদরাস্রজিৎ॥"

ভাবপ্রকাশ।

কুশ দ্বিবিধ। কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভূষণ, এক জাতীয় কুশ এই সকল নামে অভিহিত হয়, অন্য প্রকারের নাম দীর্ঘপত্র ক্ষুরপত্র। এই দ্বিবিধ কুশই বায়ু পিত্ত কফ নাশক, মধুর কষায় এবং স্নিগ্ধকর। দীর্ঘ কাল উপবেশন করিয়া, ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক মহত্তর উচ্চতর পদার্থ চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে যে সকল উৎকট পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কুশ তাহারই অব্যর্থ ঔষধ। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ এবং প্রদর পীড়া আরোগ্য হয়।

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই ক্ষেত্রে দেখা যাউক যে কি প্রকারে জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা ইষ্টদেব নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। প্রথমে ইষ্টদেব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাউক। 'ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচন' এই শব্দ শ্রবণ মাত্র পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন যে, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বহু ঈশ্বর;

কিন্তু তাহা নহে। হিন্দুমতে এক ব্যতীত বহু ঈশ্বর নাই, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ইহাই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রধান বাক্য। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি এক ব্যতীত বহু ঈশ্বর নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতা হওয়ার কারণ কি? তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিতেছি, যে—

"বিনাচোপাসনাং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং"।

অপরঞ্চ।

ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোহপি বা। জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ॥ ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্ব্বর্গফলং ন সম্ভবতি॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী।

অর্থাৎ পূজা, স্তুতি, ধ্যান, নমস্কার ও স্মরণাদি ব্যতীত ঈশ্বর চতুর্ব্বর্গ ফল দেন না; কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যময়; তাঁহার উপাসনা, ধ্যান, স্মরণ ও পূজাদি কি প্রকারে হইতে পারে? তজ্জন্য রাম-তাপনীয় শ্রুতি ও কুলার্ণব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।

চিন্ময়স্য জ্ঞান ময়স্য, অদ্বিতীয়স্য একস্যৈব, নিষ্কলস্য বৈকল্যশূন্যস্য; অশরীরিণঃ শরীর বিহীনস্য; উপাসকানাং জ্ঞানযোগ রহিতানাং ভক্তানাং; কার্য্যার্থং চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত্যর্থং। অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদিগের জন্য চৈতন্যময় দেহবর্জ্জিত পরমেশ্বর নিজ রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ইত্যাদি। এই ক্ষণে পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে শিব, বিষ্ণু রূপাদি কল্পিত হয় হউক, আবার কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি স্ত্রী রূপ কল্পনায় তাঁহার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার উপাসক দিগের মধ্যে যদি কেহ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে তাঁহার এই সংসারীয় ভোগ থাকে না। কিন্তু স্ত্রী রূপের অর্থাৎ কালী প্রভৃতির উপাসকদিগের ভোগ ও মোক্ষ দুইই হইতে পারে; আর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অন্তঃকরণ কোমল, ভক্ত পুত্রের প্রতি মাতার শীঘ্র দয়া হয় যথা—

শৈলাধিরাজ তনয়া ন্যতি কোমলাসি।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী।

অপরঞ্চ।

কদাচিৎ কস্য ভুক্তিঃ স্যাৎ কস্যাচিন্মুক্তিরেব চ। এতস্যা সাধকস্যাথ ভুক্তি মুক্তি করে স্থিতা॥

অভয়াতন্ত্র।

অপরঞ্চ।

যত্রাস্তি ভোগো নচ তত্র মোক্ষ, যত্রাস্তি মোক্ষো নচ তত্র ভোগঃ। শিবাপদাম্ভোজ যুগার্চ্চকানাং, ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥ রুদ্রযামল অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতা দিগের উপাসক সমুহের মধ্যে কাহারও ঐশ্বর্য্যভোগ হয় ও কাহারও মোক্ষ হয়; কিন্তু মহামায়ার উপাসকদিগের ভোগ ও মোক্ষ দুইই অতীব সহজে সম্পন্ন হয়। প্রায় দেখা যায় যে, ভোগী উপাসক মোক্ষ পায়না ও মুমুক্ষু সাধক ভোগী হয়না। কিন্তু শিবার পাদপদ্ম পূজকদিগের ভোগ ও মুক্তি উভয়ই অতি সুলভ।

পাঠক মহাশয় হিন্দু শাস্ত্রে বহু দেবদেবীর কল্পনার কথা কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে এই সকল দেবদেবীর মধ্যে কোন দেবতা কাহার উপাস্য হইবেন, তাহা জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ পাঠে জানাযায় যে প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক রস ও বর্ণ প্রিয়; কেহ লবণ রসপ্রিয়, কেহ মিষ্ট, কেহবা তিক্ত রসপ্রিয় হয়; কেহ বা রক্তবর্ণ কেহ বা হরিদ্বর্ণ ভাল বাসে। ইহার কারণ এই যে জন্ম কালে যে গ্রহের আধিপত্য যে মানবের প্রবল, সেই গ্রহ অনুসার সে ব্যক্তি ভিন্ন২ রস ও বর্ণ প্রিয় হয়, যথা চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি লবণ রস ও শুক্ল বর্ণ ভাল বাসে, পুনশ্চ রব্যাদি সপ্ত গ্রহমধ্যে কতকগুলি এই স্ত্রীগ্রহ ও কতক গুলি পুরুষ গ্রহ। পুরুষ গ্রহের ভাগ যাহার শরীরে অধিক সে পুরুষ দেবতা ভাল বাসে। তন্ত্রোক্ত চক্রাদি উদ্ধারের দ্বারা এই ফল পাওয়া যায়,

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পুরুষ দেবতা হয় ও কোন ব্যক্তির স্ত্রী দেবতা হয়, কোন ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দেবতা ভাল বাসে ও কেহ গৌরবর্ণ দেবতা ভাল বাসে। তন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় গুলি অতীব গুহ্য তজ্জন্য অধিক স্পষ্ট রূপে লিখিতে বিরত হইলাম।

জ্যোতিষ দুই প্রকার—ফলিত জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ। মনুষ্য, জন্তু ও বৃক্ষাদির উপর, গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও কারকতা শক্তির বিষয় যে শাস্ত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে ফলিত জ্যোতিষ কহে। যে শাস্ত্র দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ কহে। ফলিত জ্যোতিষ অপেক্ষা উপকারী শাস্ত্র আর নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব জন্মীয় কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান জন্মে কি প্রকারে ভোগ হইবে তাহা এই শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। আমাদিগের প্রথম বয়স সুখে কি দুঃখে অতিবাহিত হইবে, মধ্যম ও শেষ বয়সই বা কি প্রকারে যাইবে, আমাদিগের শরীর কি কি পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভব, আমি কৃষি কি বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব, কোন্ দেবতার উপাসনা করিয়া সিদ্ধি ও মুক্তি লাভ করিতে পারিব ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় অনেক বিষয় এই ফলিত জ্যোতিষ পাঠে অবগত হওয়া যায়।

বৈদ্যক শাস্ত্রের সহিত ফলিত জ্যোতিষের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। চিকিৎসক মাত্রেরই জ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। রোগোৎপত্তির কারণ জানিতে পারিলে বৈদ্যের পক্ষে রোগ চিকিৎসা অতীব সহজ হইয়া উঠে। কোন ব্যক্তির ঠিকুজী বা কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে উক্ত ব্যক্তির জন্ম কালে যে যে গ্রহ অশুভ থাকে, সেই সকল গ্রহের দশাতে বা বৎসরে, অথবা উক্ত গ্রহগণ গোচরে অশুভ হইলে সেই সেই গ্রহ দত্ত পীড়া উক্ত ব্যক্তির দেহে প্রকাশ পাইতে থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে একটী অধ্যায় আছে, তাহাতে কোন্ গ্রহদত্ত কি কি পীড়া, ও গ্রহদিগের শান্তি ও প্রীত্যর্থ কি কি রত্ন, ধাতু ও মূলাদি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। ভিষক্ দিগের পক্ষে জ্যোতিষ পাঠ যে অতীব আবশ্যকীয় ও আমাদিগের পক্ষে বিদেশীয় ঔষধ অপেক্ষা স্বদেশীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ অতিশয় উপকারক তাহা একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিব। জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, যে জন্মকালে যে গ্রহ যাহার পক্ষে অতীব বলবান, সে ব্যক্তি চির জীবন উক্ত গ্রহ দত্ত পীড়া সকল ভোগ করে। পাঠক মহাশয়েরা সকলেই শুক্র গ্রহটীকে দেখিয়াছেন। উক্ত গ্রহটী পৃথিবীর নিকট বলিয়া অতিশয় বৃহৎ দেখা যায়, আর শুক্র গ্রহ বৎসরের কোন অংশে প্রভাতে পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় ও অপরাংশে সন্ধ্যার সময় পশ্চিম গগণে উদয় হয়। বর্ত্তমান সময় শুক্র রাত্রিশেষে পূর্ব্বদিকে অতি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্ট হয়। শুক্র নাম হইতেই 'শুকু তারা' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই শুক্র গ্রহ জন্মকালে যাহার পক্ষে বলবান্ থাকে, সে ব্যক্তি অম্লরসপ্রিয় ও স্ত্রীলোলুপ হয়, আর প্রমেহ, উপদংশ, বহু মূত্র, মূত্র কৃচ্ছ্র প্রভৃতি নিন্দনীয় পীড়া সকল তাহাকে আক্রমণ করে। জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে শুক্র গ্রহের প্রীতির জন্য বঙ্গ ধাতু ব্যবহার করা আবশ্যক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আয়ুর্ব্বেদে প্রমেহাধিকারের অধিকাংশ ঔষধ বঙ্গ ধাতু ঘটিত; যথা বাঙ্গামৃত, বঙ্গাষ্টক, বৃহদ্ বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ রস ইত্যাদি। পাঠক মহাশয় দেখুন যে অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সেবনে আমাদিগের এক প্রকার গ্রহ শান্তি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞানাভাবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে বৈদ্য মহাশয়েরা ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ঔষধোপযোগী ফল, মূল ও পুষ্পাদি ঋতু ভেদে ও বিশেষ বিশেষ বার, তিথি ও নক্ষত্র যোগে খনন, উৎপাটন ও সংগ্রহ করিলে সাতিশয় বীর্য্যবান্ হয়। বার, তিথি ও নক্ষত্র যোগে পীড়া

ভোগেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয় আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ।

গোবধ নিবারণ।

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল, আমরা "ধর্ম্ম প্রচারকে" গোহত্যা নিবারণের প্রতি মনোযোগী হইবার জন্যও সদয় সাধু হৃদয় ভারতবাসীকে যথোচিত উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম ও প্রতি জেলায় গোশালা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের ধর্ম্মোচিত প্রার্থনা ও অনুরোধ ব্যর্থ হয় নাই। সেই সময় হইতেই গোবধ নিবারণের প্রতি লোকের প্রবল দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই সময়েই কতিপয় হিন্দুস্থানী রাজা ও জমীদার এই সাধু উদ্যমের সহায়তার জন্য গোচারণার্থ নিষ্কর ভূমি দান করিতে স্বীকার করেন ও স্থানে স্থানে মহাত্মাগণের যত্নে ও সাহায্যে গোশালা নির্ম্মিত হইতে থাকে। আজ কাল এই সদুদ্যমের প্রবাহ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালী, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, দক্ষিণাবর্ত্তবাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী, সন্ন্যাসী সকলেই গোমাতার কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হৃদয় হইয়া গোরক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। এই সৎকার্য্যের পুষ্টি করিবার জন্য মান্য গণ্য শিক্ষিত মুসলমানগণও সদয় হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট একটু দয়া করিলে আমরা আরও আনন্দিত হইব। গোবধ নিবারণের জন্য কত বার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হইল, গোবধ লইয়া হিন্দু মুসলমানে কত মহাবিরোধ হইয়া গেল ও হইতেছে, তথাচ গবর্ণমেণ্টের দয়া হইল না। গোহত্যা জন্য দুগ্ধাভাব হওয়ায় জল মিশ্রিত দুগ্ধ বিক্রীত হয় ও ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রিত হইয়া থাকে। লোকের দুগ্ধ ও ঘৃত যে পরিমাণে প্রয়োজন, তাহা যোগাইতে না পারিলেই বিক্রেতা গণ তৎসহ অন্য কদর্য্য সামগ্রী মিশাইয়া দেয়। ইহাতে হিন্দু গণের দেব কৃত্য, পিতৃকৃত্য পর্য্যন্ত লোপ পাইবার সূচনা হইয়াছে। হিন্দুর শরীর, হিন্দুর প্রাণ, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই গোমাতার পবিত্র জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। পাষাণ হৃদয় গোভোজী গণ! তোমরা একটু দয়া কর, তোমাদের পেটের জ্বালায় হিন্দু জাতি ধ্বংস হইতেছে, তাহা কি একবার মনেও ভাব না! ভারতের বলবীর্য্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই কি তোমাদের রাক্ষসোদর প্রকাণ্ডকুণ্ডে আহুতি প্রদত্ত হইবে? ভারতের কাতর প্রাণে আর অস্ত্রাঘাত করিও না।

সেদিন বোম্বাইয়ে পার্শী কুলতিলক ধর্ম্মাত্মা করসেট্জী সরাবজী যশওয়ালা মহাশয় একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়া গাভী ও মহিষী কুল রক্ষার আইন করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের কাছে আবেদন করিয়াছেন। আমরা সমস্ত হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সাধু কার্য্যের অনুমোদন করিতেছি— গবর্ণমেণ্টে সেই আবেদন খানি ভারতবাসীদিগের অশ্রুজলে লিখিত মনে করিবেন। আবেদন খানিতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, যে (১) গাভী ও মহিষী দুগ্ধ দ্বারা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, গোবরে ভূমিকে উর্ব্বরা করিতেছে এবং বৃষ ও মহিষগণ ভূমি কর্ষণে, শকট বা ভার বহনে ভারতের যথেষ্ট উপকার করিতেছে। (২) গোবধাধিক্য বশতঃ শিশু গণের জন্যও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া পর্য্যন্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে; বৃষ ও মহিষাভাবে কৃষি কার্য্যের অত্যন্ত হানি হইতেছে। এতদ্দ্বারা মনুষ্য দুর্ব্বল, রুগ্ন হইতেছে ও মধ্যে ২ দুর্ভিক্ষেরও সূচনা করিতেছে। (৩) একটী গাভী বধ করিলে যাহা লাভ হয়, গাভিটি রক্ষিত হইলে তদপেক্ষা বহুশত গুণে অধিক লাভ হয়। এ লাভের ভাগী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম সকলেই। একটা ৪০৲ টাকা মূল্যে গাভী আহারার্থ নিহত হইলে প্রায় ৩০০ লোকের উদর তৃপ্ত হয় মাত্র। ইহাতে বিক্রেতার ৪০৲ টাকা ও ৩০০ লোকের পোড়া পেট পূর্ত্তি হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু সেটি রক্ষিত হইলে তাহাতে বিক্রেতা ও ভোক্তার কত লাভ হয়, তাহাও দেখ। যদি সেটি ১২ বর্ষ জীবিত থাকে, প্রত্যহ তাহার ৫ সের দুগ্ধ হইলে, তাহার জীবিত কালে ৫৪০ মন দুগ্ধ পাওয়া যায়। তাহার গর্ভ হইতে ৬ গাভী ও ৬ বৃষভ উৎপন্ন হইতেও পারে। এই নবজাত ছয়টি গাভী তাহাদের জীবিত কালে ৩২৪০ মন দুগ্ধ দিতে পারে। আবার তাহাদের বৎসাদি হইতে ৩৬ গাভী (ইহাদের দুগ্ধ ১৯৪৪০ মন) ও ৩৬ বৃষ হইল। হিসাব করিলে একটি গাভীর তিনবংশে ২৩২২০ মন দুগ্ধ জন্মিয়া

থাকে। প্রতি মণের মূল্য ২॥ হইলে সমস্ত দুগ্ধের মূল্য ৫৮০৫০৲ টাকা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ৪২ গাভী ও ৪২ বৃষ বাড়িয়া গেল। এই বৃষগণের পরিশ্রমে উৎপন্ন শস্য রাশি, (সম্ভবতঃ প্রতি বৃষ যুগলের ২০০ মন ধরিলে,) প্রতিবর্ষে ৪২০০ মন শস্য জন্মে। এই হিসাবে বৃষগণের ১০ বর্ষের পারিশ্রমিক ধরিলে ৪২০০০ শস্য উৎপন্ন হয়। শস্যের মূল্য প্রতি মন এক টাকা ধরিলে ৪২০০০৲ টাকা হয়। এক্ষণে দেখুন একটি গাভীর তিন বংশের দুগ্ধে ও শস্যোৎপাদনে ১০০০৫০৲ টাকা হইল। এক্ষণে যদি একজন ব্যক্তি দুই সের দুগ্ধ ও এক সের শস্য ভোজন করে, তবে আমরা ৪৬৪০০০ + ১৬৮০০০০ অর্থাৎ ২১৪৪৪০০ জন লোককে খাওয়াইতে পারি। এক্ষণে দেখিয়া লউন, যে গাভী বধ না করিয়া রক্ষা করিলে কত লাভ! এক্ষণে যদি ধরেন যে প্রতি বর্ষে ভারতবর্ষে ৫০০০০ গাভী নিহত হইতেছে; তাহা হইলে ইহাদের তিন বংশের হিসাবে আমাদের ২,৯০,২৫,০০,০০০ টাকা দুগ্ধের মূল্য ও ২,১০,০০,০০,০০০ টাকা শস্যের মূল্যে অর্থাৎ সর্ব্ব শুদ্ধ ৫,০০,০২,৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতি হইল। এ হিসাবটি কেবল এক বর্ষে নিহত গাভীর তিনবংশের মাত্র। প্রতিবর্ষের হিসাব করিলে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়।

নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে সদয় সাধুহৃদয় গণের যত্নে গোশালা ও গো রক্ষিণী সভা স্থাপিত হইতেছে।

১ দেরাদুন, ২ মজফরনগর ৩ গুজরনবালা ৪ শেয়ালকোট, ৫ কপুর তলা, ৬ ফিরোজপুর, ৭ কুঁহমরী, ৮ রিবাড়ী, ৯ খুশহরা জেলা পেশবার, ১০ করানা, ১১ রুহতক ১২ হিসার, ১৩ আজমির, ১৪ কর্ণবাস, ১৫ জিমাই, ১৬ ভৈগবাস, ১৭ অতুলি, ১৮ ফরক্কাবাদ, ১৯ কাশীধাম, ২০ দুরো, ২১ জাহাঙ্গগড় জেলা রোহতক, ২২ হরিদ্বার, ২৩ রামনগর জেলা চাম্পারণ, ২৪ কামালপুর ২৫ হমুনি, জেলা হুসিয়ারপুর, ২৬ গুরারা, ২৭ নাগিনা জেলা বিজনগর, । ২৮ পাহাশু, ২৯ শিরারা ৩০ শিলোর, ৩১ অমৃতসহর, ৩২ নারবাদ, ৩৩ উনে, ৩৪ ছেরারাযা মামক, ৩৫ রাঠ, ৩৬ জলেশ্বর ৩৭ লাক্ষো ৩৮ মারজা ৩৯ নবাছা ৪০ জগাধরী, ৪১ বরথরা, ৪২ উন্নাউ, ৪৩ চাঁদপুর, ৪৪ রামবাট, ৪৫ গাড়ওয়াল, ৪৬ মারনৌল, ৪৭ আড়া, ৪৮ গোরক্ষপুর, ৪৯ কানরোউল, ৫০ কামঠী, ৫১ গোকর্ণনাথ, ৫২ যস্তি ৫৩ পানবারা, ৫৩ হাঁসা, ৫৫ দামপুর, ৫৬ মহমছি, ৫৭ দ্বারভাঙ্গা, ৫৮ গাজিপুর, ৫৯ ইটয়া, ৬০ মগনী, ৬১ ককিডিহি, ৬২ চাঁদাপুর, ৬৩ নরসিংহপুর, ৬৪ কান্দোলী, ৬৫ কোটা, ছিন্দবাড়া, ৬৬ সিক্কুরী, ৬৭ জব্বলপুর, ৬৮ ফফুন্দ, ফতাপুর, ৭০ আগরা, ৭১ পাঞ্চরাও, ৭২ কামালগঞ্জ ৭৩ ঝঞ্জারপুর, ৭৪ ছিবরা, ৭৫ শিকন্দরাবাদ, ৭৬ গাঢ়া, ৭৭ স্বাহাবাদ, ৭৮ শানা ৭৯ নিমচ, ৮০ আকবরপুর, ৮১ চুনারগড়, ৮২ জলেশ্বর, ৮৩ কিলোজ ৮৪ পারেলি।

সম্প্রতি জেলা বেলিয়াতে "দোআবা গোরক্ষিণী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। সভার নিয়ম এই- "সভা শিক্ষা, উপদেশ ও বিজ্ঞাপন দ্বারা ইহাই প্রচার করিবেন যে হিন্দু মাত্রেই যেন নিজ দুর্ব্বল গাভী ও বৃষ গুলি অকর্ম্মণ্য হইলে অনাথের ন্যায় গৃহ হইতে তাড়াইয়া না দেন, অথবা কোন কশাইকে বিক্রয় না করেন, ও এমন লোককেও বিক্রয় না করেন, যে ব্যক্তি কশাইকে বিক্রয় করিবার সম্ভাবনা।" "স্বয়ং পালন করিতে অসমর্থ হইলে গোরক্ষিণী সভায় তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন"। "যদি কোন হিন্দু এই বিজ্ঞাপন বা উপদেশ শুনিয়াও তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে যে গ্রামে সেই গো বিক্রেতার নিবাস তথাকার ভদ্রগণের বিচারানুসারে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইবে, ধর্ম্ম শাস্ত্রানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তবে পুনর্গৃহীত হইবে।"

সভার নিয়ম গুলি পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। আশা করি দেশ বিদেশীয় হিন্দুগণ গো রক্ষার্থে এই রূপ সামাজিক শাসন প্রচলিত করিবেন।

কাশীধামস্থ শ্রদ্ধাস্পদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ গদাধরানন্দ তীর্থ স্বামীও গোহত্যা নিবারণার্থে সজ্জন মহাত্মাগণকে উত্তেজনা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। ভগবান্ স্বামীজীর সাধু ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। পরিব্রাজক সাধুবৃন্দ দেশাটন কালে সর্ব্বত্র এই মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিতে যত্ন করিলে ভার-

তের যথেষ্ট মঙ্গল হইতে পারে। স্বামীজীর প্রচারিত বিজ্ঞাপন আমরা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কোন কালে গোহত্যারূপ মহাপাপ আচরিত হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। যে দেশ ধর্ম্মের আকরস্থান, যেথানে অনাদিকাল হইতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত, যেখানে মনুষ্যদিগকে পুণ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে মহাপাতকরূপ গোহত্যা হইবে ইহা বড়ই শোচনীয় ব্যাপার। পুরাতন আর্য্য ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা সমস্তই ক্রমে ক্রমে কালের কবলে নিপতিত হইয়াছে; এখন সে ঋষিরাও নাই, সে ধর্ম্মনীতিও নাই এবং সে স্বাধীনতাও নাই, কিন্তু এমনই তাঁহাদের পুণ্য প্রতাপ যে পুরাতন কিছু না থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আর্য্য নাম লুপ্ত হয় নাই। সেই আর্য্য দিগের বর্ত্তমান সন্তান সন্ততির যদিও নানাবিধারে আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন বটে কিন্তু তথাপি আজ পর্য্যন্ত সেই সনাতন বেদ বেদান্ত এবং শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারাই এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং আচার নির্ব্বাহিত হইতেছে। সেই শাস্ত্রাদিতে গোহত্যা একটী মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিকাল হইতে গাভী এবং বৃষের সহিত মনুষ্য পিতৃ এবং দেবলোকের পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি জন্য স্বাহা ও স্বধা দ্বারা হবি দিয়া যাগ যজ্ঞাদি করিতে হয় এবং মনুষ্যের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া এবং আহারাদিও হবি ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। কিন্তু এই হবি গাভী দুগ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। তৎপরে বৃষের দ্বারাই কি মনুষ্যের সাধারণ উপকার সাধিত হয়? ক্ষেত্র হইতে শস্য উৎপন্ন হইলে মনুষ্য দিগের জীবন ধারণ হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্র কর্ষিত না হইলে শস্য উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দেখ সমগ্র দেশের মধ্যে যত ভূমি আছে সে সমস্তই বৃষের দ্বারা কর্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বৃষের এত সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ কালীন বৃষ উৎসর্গের সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যে "হে বৃষ! তুমি শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করিয়া নব নব তৃণ আহার করিয়া বলবান ও বীর্য্যবান্ হইয়া আপনার ঔরসে বংস উৎপাদন কর"। কিন্তু কি আক্ষেপ এবং শোচনার বিষয় যে এই বৃষ এবং গাভী, যাহারা আমাদের পিতৃমাতৃবৎ এবং যাহারা মানবীয় সকল প্রকার ধর্ম্ম রক্ষার প্রধান সহায় তাহারা এই ভারতবর্ষ মধ্যে প্রত্যহ শতশত সহস্রসহস্র বধিত হইতেছে। এই ভয়ানক ব্যাপারটি স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে বাস্তবিকই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বোধ হয় যেন এই মহাপাপ সম্মুখে আচরিত হইতে দেখিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা অনশনব্রতে জীবন ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। আমি ইহার জন্য কিছুদিন হইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে দিনপাত করিতেছি এবং ইহা দূরীকরণ অভিপ্রায়ে ঈশ্বরের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। তাহাতে মনে আশা হইতেছে যেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এই মহাপাপ কখন চিরকাল স্থায়ী হইবেনা। যে দেশে এখনও কোটী কোটী আর্য্য সন্তান পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম্ম দ্বারা চালিত হইতেছেন, যেথানে এখনও শত শত হিন্দুরাজা মহারাজা বিরাজ করিতেছেন সেখানে যে চিরকালের জন্য এমন মহাপাপ স্থায়ী হইতে পারিবে ইহা অসম্ভব। সেই সমস্ত রাজা এবং প্রজারা যখন একত্রিত হইয়া এক বাক্যে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন তখন অবশ্যই ইহাকে বিদূরিত হইতে হইবে। কালের কুটিল গতিতে আজ ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা মহানুভব ইংরাজজাতির অধীন; সেই ইংরাজ জাতির উদারভাব এবং প্রজাবাৎসল্যের সীমা নাই, এই ঘোর কলিযুগে সংপূর্ণ ন্যায় নিষ্ঠতার সহিত প্রজাপালন করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন; আমার সংপূর্ণ বিশ্বাস যে তাঁহাদিগের নিকট সমগ্র দেশের লোকেরা একবাক্য হইয়া আবেদন করিলে তাঁহারা অবশ্যই এই মহাপাপ দূরীকরণের উপায় করিয়া দিবেন। অনেকে ভাবেন যে দেশস্থ মুসলমানেরা এবিষয়ে বিরোধী হইবেন; কিন্তু সে কথাও প্রকৃত নহে; কেননা গাভী হিন্দুর পক্ষে যেমন উপকারিণী মুসলমানের পক্ষেও তদ্রূপ; তিনি হিন্দুকেও যে অমৃত দান করেন, মুসলমানকেও তাহাই দান করেন। তদ্ভিন্ন যে ভারতবর্ষ উৎকৃষ্ট ফলমূল এবং আহারীয় শস্যাদিতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তথায় কি আহারের জন্য গোবধ হইবার কোন আবশ্যকতা আছে? কখনই নহে। একথা প্রকৃত নহে। আমার বিশ্বাস যে আহারের অভিপ্রায়ে এই মহাপাপ আচরিত হয় না; কেবল চামড়া বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব বলিয়াই নীচ ব্যবসায়ীরা এই কার্য্য করিয়া থাকে। এমন অবস্থায় সমগ্র হিন্দু ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভদ্র মুসলমানেরা যে গোবধ নিবারণ কার্য্যে সাহায্য করিবেন না ইহা অসম্ভব। এবিষয়ে উদ্যোগই প্রধান উপায়; দেশের আপামর সাধারণ লোক এবং রাজা মহারাজারা যদি একমত হইয়া ইহাতে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

সংপ্রতি দুই এক বৎসর হইতে দেশে স্থানে স্থানে গোহত্যা নিবারিণী সভা হইয়াছে। ইহা বড়ই সুলক্ষণ; কিন্তু আমার অভিপ্রায় যে এরূপ স্থানে স্থানে না হইয়া সমগ্র দেশের মধ্যে প্রত্যেক জেলায় এবং সহরে এরূপ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সমস্ত সভা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন এবং যেখানে গোহত্যা হইবে এবং গো কিম্বা চামড়া বিক্রয়ের হাট থাকিবে, তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা একত্রিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবেন, আবশ্যক হইলে বিলাতে শ্রীশ্রীমহারাণীর নিকট পর্য্যন্ত গমন করিবেন।

কিন্তু এই বৃহৎ কার্য্য করিতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ দেশের সমস্ত রাজা মহারাজা এবং সর্ব্বসাধারণ একত্রিত না হইলে সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য দেশ মধ্যে এই আবেদন পত্র প্রচারিত করা গেল। ভরসা করি যে সকলে কায়মনোবাক্যে যাহাতে এই মহৎ কার্য্যটী সুসাধিত হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সাহায্য করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে আমি সন্ন্যাসী হইয়া একার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করি। তাহার উত্তর এই যে কর্ম্মত্যাগের নাম সন্ন্যাস নহে; কর্ম্মে অনাসক্তিই সন্ন্যাস; অতএব এই কার্য্য করিলে সন্ন্যাসের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যই হইবেনা। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে অনাদি কাল হইতে এই ভারতবর্ষে যত মুনি ঋষি এবং সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নির্লিপ্তভাবে স্বার্থত্যাগ করিয়া জীবের উপকার সাধন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য রাজা মহারাজা দিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। স্বয়ং আচার্য্য স্বামী ভগবান শঙ্করাচার্য্য সুধন্বা রাজা এবং মণ্ডনমিশ্র প্রমুখ পণ্ডিত সংপ্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ভারতক্ষেত্রে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে গোহত্যানিবারণের উদ্যোগ কখনই অবৈধ কার্য্য হইতে পারে না। তৎপরে যে কার্য্যে আমি ব্রতী হইয়াছি, এই নশ্বর মানবজীবনে তেমন উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কি হইতে পারে? শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

> আদৌ মাতা গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নীকাঃ
> গাভী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতে মাতরঃ স্থিতাঃ।

এই মাতৃস্বরূপিণী গাভীর প্রাণরক্ষা করার চেষ্টা অপেক্ষা সমধিক সৎকার্য্য আর কি হইতে পারে? শ্রীশ্রী৺চিন্তামণির নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন এই শুভ অনুষ্ঠান অচিরে সিদ্ধ হয়, এবং দেশের রাজা মহারাজা এবং সর্ব্ব সাধারণের যেন এ সম্বন্ধে সুমতি হয়।—অলমতি বিস্তারেণ

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রামদাস স্বামীর আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পণ্ডরপুরের অন্তর্গত পবিত্র স্থান সকল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে শান্তগণের সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। এক স্থানে দেখিলেন যে তুকারাম বাবা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামীজি মনের আনন্দে তাহা শুনিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, তিনি শ্রোতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই সকল! অতি ভোজনের ফল অতি মন্দ। অতিরিক্ত যাহা ভোজন করিবে তাহা উদরে স্থান পাইবে না, অন্ধকার হইয়া তাহা নির্গত হইবে। কিন্তু হরিনামামৃত পান করিলে কোন রূপ ক্লেশের আশঙ্কা নাই। যতই পান করিবে ততই পান করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে, আনন্দে মন পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে। এ অমৃতে কাহারও অরুচি হয়না। এ অমৃত অধিক পরিমাণে পান করিলে অনিষ্ট হওয়া দূরে থাক আরও প্রভূত মঙ্গল হইয়া থাকে। অতএব ভাই সকল, মনের সাধে হরিনামামৃত পান কর। দ্বিতীয় দিবসে রামদাস স্বামী কীর্ত্তন করিলেন। ইহা শুনিয়া সকলে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

ইহার পর, রামদাস স্বামী পণ্ডরপুর ত্যাগ করিয়া চাপড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে এক বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রত্যাগত হইল। তাহাদের লইয়া পরম আনন্দে রাম নবমীর উৎসব সমাধা করিলেন। ইহার পর স্বামীজি পুনরায় পণ্ডরপুরে গমন করিলেন। তথা হইতে নাসিক আদি স্থান দর্শন করত সেতারায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা শিবজি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পারলিতে লইয়া গেলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে। কোন সওদাগর অর্ণব-পোত লইয়া ব্যবসা করিতে গিয়াছিলেন। প্রবল ঝটিকা উঠিয়া সমুদ্রকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। পোত জল-মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে সওদাগর রাম দাস স্বামীর শরণ লইলেন। স্বামীজি অন্তর্দৃষ্টিতে সবিশেষ জানিতে পারিয়া সমুদ্রে গমন করত পোত খানিকে রক্ষা করিলেন। সওদাগরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্বামীজিকে নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজি অন্তর্ধান হইলেন। সওদাগর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে পোত লইয়া নিজ গ্রামে আইলেন এবং পোতস্থিত দ্রব্যাদির আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দশ সহস্র টাকা লইয়া রামদাস স্বামীর নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন এবং উক্ত টাকা তাঁহার পদতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। স্বামীজি এই টাকা ব্রাহ্মণ ও দীন ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিলেন।

শিবজির গুরু ভক্তি এত প্রবল ছিল যে রামদাস

স্বামীর আদেশ ব্যতিত তিনি কোন কার্য্য করিতেন না। এমন কি রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিতেন। একদা মুসলমানেরা রাজ্য আক্রমণ করিলে, শিবজি বিপক্ষ দলকে নিবারণ করিবার কোন উপায় বিধান না করিয়া রামদাস স্বামীর দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সভাসদ্‌গণ শত্রুদিগের বেগ রোধ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া রামদাস স্বামীকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। স্বামীজির সন্ধান না পাইয়া লোকটী ফিরিয়া আসিল। শিবজী ভাবনাযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, রামদাস স্বামী আসিয়া দেখা দিলেন। রাজার মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি স্বামীজির সমক্ষে সবিশেষ বলিলেন। রামদাস স্বামী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। আমার আদেশ ব্যতিত কোন কার্য্য করিবেনা, এ প্রতিজ্ঞা ভাল নহে। তুমি আমাকে সর্ব্বদা কি প্রকারে পাইতে পার? নিকটে শত্রু আসিয়াছে, যুদ্ধ কর, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন কর। নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকা উচিত নহে। রাজা বলিলেন যে গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত তিনি কোন কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি রাজত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তখন স্বামীজি দেবীর নিকট সিদ্ধি লাভের প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য রাজাকে আজ্ঞা দিলেন এবং নিজে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজা জয় লাভ করিয়াছিলেন।

একদা রাজা রামদাস স্বামীকে দর্শন করিবার জন্য চাপড়ের নিকটবর্ত্তী নিম্ব নামক গ্রামে গমন করিলেন। স্বামীজির দর্শন পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পথ প্রান্তে রাজা অতিশয় পিপাসাতুর হইয়াছিলেন। স্বামীজির নিকট জল চাহিলেন। সেখানে জল ছিলনা এবং কোন স্থান হইতে শীঘ্র আনিবার উপায়ও ছিলনা। রামদাস স্বামী এক খানি পাথর উঠাইলেন। তাহার ভিতর হইতে জল নির্গত হইল। রাজা পরম আনন্দে তাহা পান করিলেন।

আর এক সময়ে, রাজা এক সহস্রের অধিক লোক লইয়া স্বামীজির দর্শন জন্য গমন করিলেন। স্বামীকে দেখিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন, অনেক সদালাপ হইল। পরে রাজা বিদায় প্রার্থনা করিলে, রামদাস স্বামী বলিলেন যে বেলা অধিক হইয়াছে, ভোজন করিয়া গমন কর। রাজা বলিলেন তিনি একা ত ভোজন করিতে পারেন না। তাঁহার সহিত যে সকল লোক আছে তাহাদের ত ভোজন করান আবশ্যক। স্বামীজি বলিলেন চিন্তা কি? এই বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্য কল্যাণ স্বামীকে আদেশ করিলেন যে, একে ২ পাথর সকল সরান হয়। কল্যাণ স্বামী যেমন এক এক খানি পাথর উঠান, তাহার ভিতর পাত্র পূর্ণ খাদ্য দ্রব্য দেখিতে পান। স্বামীজির আদেশে এই সকল দ্রব্য, রাজা ও তাঁহার লোক জনকে দেওয়া হইল। তাহারা পরিতৃপ্ত রূপে ভোজন করিল। রাজা এ ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে ২ ভাবিলেন যে মনুষ্য-বল হইতে দৈব বল কত গুণে শ্রেষ্ঠ! পরে স্বামীজিকে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় লইলেন।

রামদাস স্বামীকে সর্ব্বদা দেখিতে পান না বলিয়া রাজা শিবজী অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে রাজধানীর নিকটস্থ কোন স্থানে স্বামীজি অবস্থিতি করেন। একদা শিবজী রামদাস স্বামীকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি প্রতাপ গড়, রায় গড় কিম্বা পরেলি গড়, এই তিনটী স্থানের কোন একটী স্থানে অবস্থিতি করেন। স্বামীজি বলিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার পক্ষে গ্রামে বাস করা উচিত নহে। কিন্তু, রাজা তাঁহাকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই স্থির হইল যে রামদাস স্বামী পরেলির পর্ব্বত স্থিত দেব মন্দিরে অবস্থিতি করিবেন। এখন হইতে এই স্থানটী সজ্জন গড় বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই ঘটনাটী ১৫৭২ শকে ঘটিয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শুভ সংবাদ।

গত ১৫ই হইতে ১৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত তিন দিন অতি সমারোহ পূর্ব্বক গুপ্তপাড়া ধর্ম্ম সভার ৫ম বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিনই সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তনে ভক্ত হৃদয়ে ভাব তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থ যুক্ত বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃ বৃন্দ পরমানন্দিত হইয়াছেন। ভগবান্ সভাটিকে কুশলে রক্ষা করুন।

লাহোরের "মিত্র বিলাস" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যে মহাষ্টমীর দিন একজন ভক্ত অমৃত সরের দেবী মন্দিরে পূজাদি করিয়া আপনার জিহ্বার অর্দ্ধাংশ বলিদান করেন। রুধির ধারায় ভক্তের অঙ্গ ভাসিয়া গেল; শত শত লোক তাঁহার ভক্তি, বিশ্বাস ও সাহসের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল, অবিশ্বাসী ও ভগবদ্ভক্তি বিহীন কয়েক জন "দয়ানন্দী" হিন্দুর হৃদয়ে বেদনা দিবার জন্য ভক্তকে আত্মহননোদ্যত বলিয়া পুলিস ডাকিয়া আনিল, সমাচার পাইয়া সঙ্গে২ ডেপুটী কমিশনর সাহেবও আসিয়া উপস্থিত—সাহেব দেখিলেন, কর্ত্তিত জিহ্বা দেবীর সম্মুখে রক্ত মাখা পড়িয়া রহিয়াছে. মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, শীঘ্র ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দাও, আমি ইহার সহযোগীগণকে দণ্ড দিব, দেবী মন্দিরের কার্য্য কলাপ সমস্তই বন্ধ করিয়া দিব। স্থূলবুদ্ধি দয়ানন্দী দল বড়ই হর্ষিত "পৌত্তলিক হিন্দু" দণ্ড পাইবে. ইহা অপেক্ষা তাহাদের ধর্ম্ম-পুরুষার্থ আর কি হইবে। এদিকে ভক্ত সাধক মুদিত নেত্রে মৌনাবস্থায় জগন্মাতার চরণ-ধ্যান নিরত। দুই গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু চলিয়াছে। সহযোগী ভক্ত সাধক গণ সাহেবকে বলিলেন, আপনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না, চিন্তিত হইবেন না, হত্যার আশঙ্কা করিবেন না, মায়ের কৃপায় জিহ্বা পুনরঙ্কুরিত হইবে। সাহেব শুনিয়া বলিলেন, নন্ সেন্স্! তোমরা কি বকিতেছে? কর্ত্তিত জিহ্বা কখন পুনরঙ্কুরিত হয়? ভক্ত গণের বিশেষানুরোধে সাহেব বলিলেন, আমি এক সপ্তাহ অবকাশ দিলাম. যদি ইহার মধ্যে তোমাদের কথা সত্য প্রমাণ করিতে পার, তবে জানিব তোমাদিগের দেবী সত্য এবং দেবী যাত্রার সমারোহার্থ আমি ৫০০৲ টাকা দিব, কিন্তু অন্যথা হইলে তোমাদিগকে বিশেষ রূপ দণ্ড দিব। ভক্তগণ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, মা, দেখো, যেন তোমার দুঃখী সেবক দিগের লজ্জা রক্ষা হয়, তুমিই ভক্তের ভরসা। দিবারাত্রি স্তুতি, জপ, পূজন. ধ্যানাদি চলিল,—অষ্টমী, নবমী, দশমী কাটিয়াগেল—নাস্তিক দয়ানন্দী দল হাঁসিতে লাগিল—ভক্ত হৃদয় কাঁদিতে লাগিল—সদ্ভক্ত কল্পলতিকার প্রাণ টলিয়া উঠিল, একাদশীর দিন প্রাতঃকালে বহুজনতা ভেদ করিয়া কোথা হইতে একটি বালিকা কয়েক খানি বাতাসা হস্তে করিয়া সবেগে আসিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক বলিল, রে মুর্খ! ওঠ, তোকে আমি বার বার বলিয়াছি, কলিতে আমি দেখা দিবনা, তবু তুই ছাড়িবিনা, ওঠ্, জিহ্বা আরোগ্য হইয়াছে, প্রসাদ ভোজন কর্"। ধ্যান মূর্চ্ছিত সাধকের চৈতন্য হইল। আবেশময়ী মায়ের হস্ত হইতে প্রসাদ ভোজন করিলেন। সকলে দেখিল, জিহ্বা পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেবল ছিন্ন স্থানে একটি দাগ রহিয়াছে মাত্র। (কর্ত্তিত জিহ্বা কাছারীতে প্রেরিত হইয়াছে)। মহারোলে বাদ্য বাজিয়া উঠিল—ভক্ত বৎসলার জয় জয় শব্দে সহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অবিশ্বাসীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মায়ের বিচিত্র লীলা দেখিতে আসিতে লাগিল। সওয়ারি করিয়া দলে দলে কুমারীকুল দুর্গাবাটীতে আনীত ও পূজিত ও তাহাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরিত হইল। যে দিন "ভগবতী যাত্রা" রাজপথে নির্গত হয়, সেদিন আর ধুমের সীমা ছিল না। এরূপ সমারোহ পূর্ণ যাত্রা অমৃতসরে আর কখনও হয় নাই। দুধারে অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী পূর্ণ

বাজার বসিয়াছিল, পথে মায়ের চরণে পুষ্পবর্ষণ এত হইয়াছিল, যে পুষ্পে পথ আচ্ছাদিত হইয়া গেল, গোলাব জলের অতিবৃষ্টিতে সহর আমোদিত হইয়া উঠিল, নৃত্য কুন্দনকারী গণের শ্রম লাঘবার্থ পথের দুই পার্শ্বে (যত চাও) রূপার গ্লাসে সরবৎ বিতরিত হইয়াছিল। লালা গাগরমল ভগবতীর প্রীত্যর্থ দীন দুঃখীকে অজস্র দান করিয়া জয় ডঙ্কা বাজাইয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, আস্তিকতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া মায়ের সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রেম-গদ্গদ চিত্ত ভক্ত গণের অশ্রুসিক্ত প্রসন্নবদনে মায়ের স্তুতি গান সহরকে পবিত্র করিয়াছিল।

ডিপুটী কমিশনর সাহেব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন—বলিয়াছেন পূজার্থ মাসিক দানও করিবেন। সাধকেরা বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে ভক্তগণ অতিশীঘ্রই মায়ের কৃপালাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে কলির তামস-কলুষ প্রভাবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া থাকে। বিলম্ব দেখিয়া ভক্ত সাধক! অসহিষ্ণু হইবেন না। সাধনা বিফল হয় না।

কাশী—হিন্দী বিভাগীয় সুনীতি সঞ্চারিণী সভার প্রার্থনানুসারে বিগত শনি ও রবিবারে এখানকার কারমাইকেল লাইব্রারিতে শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় "মূর্ত্তি পূজন" বিষয়ে দুইটি সুদীর্ঘ হিন্দী বক্তৃতা করেন। প্রথম দিনে কোন প্রকারে স্থান সংকুলান হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সাগ্রহ চিত্ত শ্রোতৃগণের এত জনতা হয়, যে অনেক ভদ্র লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। নগরীর সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র মণ্ডলী প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন,—অনেক দণ্ডী পরমহংসও সভাস্থ হইয়াছিলেন। বক্তৃতা দুইটি শুনিয়া লোকের এত আগ্রহ বাড়িয়াছে, যে তাঁহারা সর্ব্বদাই এই রূপ উপদেশ শুনিতে চাহিতেছেন। ১ম দিনের বক্তৃতায় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির প্রমাণ এবং লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হয়, যে মায়াযুক্ত জীব উপাসনাকালে স্থূল হউক বা সূক্ষ্ম হউক, অবয়বের সাহায্য ব্যতীত পরব্রহ্মানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে পারেনা। মনে যে ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করনা কেন, সেই ভাব সূক্ষ্মাবয়বে মনোমধ্যে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই সগুণ বা সাকার উপাসনা হইয়া প'ড়বে। নির্ব্বিকল্প সমাধি বা বাসনা-বীজ সহিত মনের সম্পূর্ণ বিলয় না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতি হয় না। ২য় দিনে, ব্রহ্মশক্তি জগতের নিদারুণ ক্লেশ নিবারণার্থ ও কল্যাণ সাধনের জন্য কিরূপে উত্তেজিত হইয়া স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়াও পার্থিব স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হয়েন, সাধকের তীব্র সাধনের বেগে আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু কিরূপে দর্শন দেন, ভক্তি সাধন ব্যতীত যে কেবল বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা সেই সাধনলভ্য পদার্থের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হয়। পরিব্রাজকের বুঝাইয়া দিবার সরল প্রণালী দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সপ্তাহের মধ্যেই তিনি গয়া, গণপুর, প্রভৃতি স্থানীয় সভা সমূহে প্রচার কার্য্যার্থ যাত্রা করিবেন, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি এতৎ প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যান করিবেন। আমরা আবার স্বল্প দিন মধ্যে পরিব্রাজকের মধুর ভাষায় মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিতে পাইব, ইহাতে আশ্বস্ত ও আনন্দিত রহিলাম। আমরা তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজের ও দয়ানন্দী দলের অসার জল্পিত মূর্ত্তি পূজার বিরোধিনী যুক্তি রাশি প্রবল নদীর প্রবাহে বালুকা রাশি ধৌত হওয়ার ন্যায় চলিয়া যাইতে দেখিয়া সর্ব্ব সাধারণে বিশেষ রূপ চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। শ্রী তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

"রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ" লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের ইচ্ছানুসারে শীঘ্রই এখানে একটি বহু লোক সম্মিলনে হরি সংকীর্ত্তন হইবে, এই উপলক্ষে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আসিবার কথা আছে। ইঁহাদিগের আগমন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।" পরিব্রাজক ও গোস্বামী মহাশয়ের একত্র সমাগম!! একটু নূতন দৃশ্য; গোস্বামী মহাশয় এক্ষণে যেরূপ হিন্দু ভাবাপন্ন, তাহাতে বোধ হয়, এতন্মহোদয় দ্বয়ের সমাগমে রঙ্গপুর বাসীগণ সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রেমানন্দে পরম সুখী হইতে পারিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্‌, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ
৮ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৯
অগ্রহায়ণ—পূর্ণিমা

যম সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথমেহ্নি দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা চতুর্থকে।
অস্থিসঞ্চয়নং কার্য্যং বন্ধুভি র্হিতবুদ্ধিভিঃ।

কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার হিতার্থী আত্মীয়গণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে অস্থি সঞ্চয় করিবেন।

চতুর্থে পঞ্চমে চৈব সপ্তমে নবমে তথা।
অস্থিসঞ্চয়নং প্রোক্তং বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।

বর্ণমর্য্যাদার ক্রম অনুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ চতুর্থ দিনে, ক্ষত্রিয় পঞ্চম দিনে, বৈশ্য সপ্তম দিনে এবং শূদ্র নবম দিনে অস্থি সঞ্চয় করিবে।

একাদশাহে প্রেতস্য যস্যচোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
মুচ্যতে প্রেত লোকাৎ স স্বর্গলোকে মহীয়তে।

যে ব্যক্তির মরণান্তে একাদশ দিনে বৃষোৎসর্গ হয়, তিনি প্রেত লোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।

নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা হৃদয়েনানুচিন্তয়েৎ।
আগচ্ছন্তু মে পিতরো গৃহ্নন্ত্বেতান্‌ জলাঞ্জলীন্‌।

নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সমাহিত চিত্তে ইহাই চিন্তা করিতে হইবে, যে আমার পিতৃগণ আগমন করুন এবং জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

হস্তৌ কৃত্বা তু সংযুক্তৌ পূরয়িত্বা জলেন চ।
গোশৃঙ্গ মাত্র মুদ্ধৃত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ।

দুই হস্ত সংযুক্ত করিয়া করপুটে জল পরিপূর্ণ করিবে এবং গোশৃঙ্গ পরিমাণে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া জল মধ্যেই জল নিক্ষেপ করিবে।

আকাশেচ ক্ষিপেদ্বারি বারিস্থো দক্ষিণামুখঃ
পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্‌ তথৈব চ।

জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া আকাশে, জল নিক্ষেপ করিবে। কেননা পিতৃগণ আকাশমার্গ ও দক্ষিণ দিকেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

আপো দেবগণাঃ প্রোক্তা আপঃ পিতৃগণাস্তথা
তস্মাদপ্সু জলং দেয়ং পিতৃণাং হিতমিচ্ছতা।

জলই দেবগণ এবং জলই পিতৃগণ, এই জন্য পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনকারিগণ জলেই জলদান করিবে।

দিবা সূর্য্যাংশুভিস্তপ্তং রাত্রৌ নক্ষত্র মারুতৈঃ।
সন্ধ্যয়োরপ্যুভাভ্যাঞ্চ পবিত্রং সর্ব্বদা জলং।

দিবাভাগে সূর্য্য কিরণে, রাত্রিতে চন্দ্র বা তারা এবং পবন দ্বারা এবং সন্ধ্যাকালে এতদুভয় দ্বারাই জল নির্ম্মল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জল সর্ব্বদাই পবিত্র।

স্বভাবযুক্ত মব্যাপ্ত মমেধ্যেন চ সদাশুচিঃ।
ভাণ্ডস্থং ধরণিস্থং বা পবিত্রং সর্ব্বদা জলং।

স্বভাবযুক্ত অব্যাপ্ত এবং অমেধ্যযুক্ত জলও সদা শুদ্ধ জানিবে। কলসের জল বা ভূমিস্থ জল সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে।

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীম্।
অসংস্কৃত প্রমীতানাং স্থলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।

দেবতা ও পিতৃগণকে জলেই জলাঞ্জলি দান করিবে। অসংস্কৃত অবস্থায় যাহার মৃত্যু হইয়াছে, স্থলে তাহার জলাঞ্জলি দিবে।

শ্রাদ্ধে হবনকালেচ দদ্যাদেকেন পাণিনা।
উভাভ্যাং তর্পণে দদ্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।

শ্রাদ্ধ ও হোম কালে এক হস্তে জল দান করিবে, কিন্তু তর্পণ কালে দুই হস্ত একত্র করিয়া জলদান করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

ইতি যমপ্রণীতং ধর্ম্ম শাস্ত্রং সমাপ্তং।

হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ।

দেব-সমন্বয়।

গীতাশাস্ত্রে (৭।২১—২২) শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন। "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥ স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈববিহিতান্‌হিতান্॥ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত আমার (পরমেশ্বরের) মূর্ত্তিবিশেষ কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন আমি সেই সকল ভক্তের শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামিরূপে দৃঢ় করিয়া দেই। তাহাতে তাদৃশ ভক্তেরা দৃঢ়তর শ্রদ্ধাদ্বারা সেই সকল দেব-মূর্ত্তির আরাধনা করেন। তদ্দ্বারা অভিলষিত যে সমস্ত ফললাভ করেন সে সমস্ত ফল আমা কর্ত্তৃকই বিহিত। কেননা সেই সকল দেবতা মৎস্বরূপ মাত্র। অপিচ (৯।২৬) "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমেভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।" যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল, জল দিয়া পূজা করে, আমি সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির নিবেদিত পত্র পুষ্পাদি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি। অপরঞ্চ (ঐ ৩২) মাংহি পার্থব্যপাশ্রিত্য যেহপিস্যুঃপাপযোনয়ঃ। স্ত্রীয়োবৈশ্যস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তিপরাং গতিং।" নিকৃষ্ট কুলোদ্ভব চণ্ডালাদিই হউক, কেবল কৃষ্যাদি কর্ম্মে রত বৈশ্যাদিই হউক এবং অধ্যয়নাদি রহিত স্ত্রী শূদ্রাদিই হউক, যে কেহ আমার সেবা করিবে, সে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে যাগযজ্ঞ ও মানসিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের পূজায় সকলেরই অধিকার আছে।

যদিও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে বা বেদবিহিত অপ্রতীক ব্রহ্মোপাসনায় সকলের অধিকার নাই কিন্তু ভারতবর্ষীয় সামাজিক ধর্ম্মরূপ দেবার্চ্চনাদিতে সর্ব্ববর্ণীয় স্ত্রী পুরুষের অধিকার আছে। ফলে ইহা কদাপি মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে দেবতারা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। সমস্ত দেবগণই ব্রহ্মস্বরূপ। অথচ তাঁহাদের পূজায় সাধারণের অধিকার।—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে যিনি ভগবান্‌কে যে নামে ডাকুন—ব্রহ্মই বলুন, ঈশ্বরই বলুন, দুর্গাই বলুন, আর কৃষ্ণই বলুন, তাঁহার তাহাতেই ত্রাণ। কেননা ব্রহ্মেতেই সকল পূজার ও সকল তপস্যার উদ্দেশ্য। বেদে কহিলেন "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসিসর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তেপদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।" (কঠ ২।১৫) সমস্ত বেদ অবিভাগে যে পদকে প্রতিপাদন করে, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে তিনি ব্রহ্ম—ইহাই সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত। মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরক সূত্রে ঐ শ্রুতির মীমাংসা করিলেন 'তত্তুসমন্বয়াৎ' ব্রহ্মেতেই সকলবেদের সমন্বয়। শাঙ্করভাষ্য এবং ভারতীতীর্থ মুনির সিদ্ধান্তানুসারে রামমোহন রায় উহার অর্থ করিলেন "ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান, যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়, পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে"। ব্যাসদেব বেদান্তশাস্ত্রে আরও মীমাংসা করিলেন "সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ"। "সলিলবচ্চতন্নিয়মঃ"। আচার্য্য অর্থ করিলেন "যশাখাভেদাদুপাসনংভিদ্যতে।" রামমোহন রায় এই সকল সূত্রের ভাষ্য করিলেন যে "উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ হয় এমত নহে। সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক

হয়; যেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে। আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয়। যদি কহ, এক শাখাতে আত্মার উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে, তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন, অতএব এই ভেদ কথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, এমত নহে। * * নামের ভেদে উপাসনার এবং উপাস্যের ভেদ হয় না! * * * সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য্য ঈশ্বরে হয়"। মহর্ষি ব্যাস আরও মীমাংসা করিলেন "নানাশব্দাদিভেদাৎ" "বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ" আখ্যান, দৃষ্টান্ত ও প্রকরণ প্রভৃতি বিদ্যার ভেদ ও বহু উপাসনার ব্যবস্থা বেদে থাকিলেও উপাসনার প্রয়োজন যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, তাহা কোন একটি উপাসনাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং তাহা সিদ্ধ হইলে আর উপাসনা ব্যর্থ হয়। অতএব যে কোন নামের অবলম্বনে উপাসনা করিলেই সিদ্ধি হইতে পারে। মনু স্মৃতিতে কহিলেন "আত্মৈব দেবতাঃসর্ব্বাঃ" পরমাত্মাই ইন্দ্রাদি সকল দেবতা জানিবে। "এতমেকেবদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতং"। এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নিরূপে উপাসনা করে, কেহ বা মনু নামক প্রজাপতি ভাবিয়া উপাসনা করে, কেহবা ইন্দ্ররূপে, কেহ প্রাণরূপে, অপর কেহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে। গীতা স্মৃতিতে কহিলেন "জ্ঞানযজ্ঞেনচাপ্যন্যে যজন্তোমামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধাবিশ্বতোমুখং" সর্ব্বাত্মদর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে কেহ কেহ উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার শূন্য অভেদ ভাবনায়, কেহবা আমি ভগবানের দাস, এইরূপ পৃথক ভাবনায় আমার পূজা করিয়া থাকেন, অথবা আদিত্য চন্দ্রাদি ভেদে বা বিশ্বরূপে বহু প্রকারে আমারই আরাধনা করেন। "যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তেশ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ। নতুমামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে॥" যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে আমা হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করে তাহারাও প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করে। কিন্তু তাহারা ফলাসক্তি সহকারে মোক্ষপ্রদ বিধির অনাথায় পূজা করাতে পুনরায় সংসারগতি প্রাপ্ত হয়, এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা আমিই দেবতারূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুস্থানীয় অর্থাৎ ফলদাতা, কিন্তু এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে তাহারা আমাকে জানেনা বলিয়া তাঁহাদের ইষ্ট যে যাগফল তাহাই ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সংসারগতি লাভ করে। কিন্তু (স্বামী) "যেতু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে" সর্ব্বদেবতাতে আমাকে অন্তর্যামী স্বরূপ করিয়া যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করে তাহার আর সংসারগতি প্রাপ্তি হয় না। তন্ত্রে কহিলেন "যথাগচ্ছন্তি সরিতোঽবশেনাপিসরিৎপতিম্। তথার্চ্চাদীনিকর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতী"। যেমন নদী সকল স্বভাবতঃ সাগরে গমন করে, তদ্রূপ পূজা অর্চ্চা সকল ব্রহ্মেরই উদ্দেশে আচরিত হয়। পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বরাজ মহাদেবের স্তবে কহিলেন। "ত্রয়ীসাঙ্খ্যংযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতিচ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং, নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"। বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত, বৈষ্ণব শাস্ত্র, এই সকল নানা শাস্ত্র ও মত এক স্থানে গমনের নানা পথের ন্যায় লোকের অভিরুচির ভিন্নতা হেতুক বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু হে মহাদেব! যেমন নানা দেশের নদী সকল সাগরে সঙ্গত হয়, সেইরূপ উক্ত ঋজুকুটিল নানা পথগামী নরগণের পক্ষে আপনিই একমাত্র গম্যস্থান। এতাবতা সর্ব্ব প্রকার দেবার্চ্চনাই ব্রহ্মেতে সমন্বিত। মানবের উপাসনা-প্রবৃত্তি সেই একই দেবকে অভিনন্দন করে। নাম ও পদ্ধতির ভেদে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অন্যথা বিকৃতি বা নানাত্ব সংঘটিত হয় না। তবে

উপাসনার লঘুত্ব ও গুরুত্ব, গৌণত্ব ও মুখ্যত্ব, অদৃঢ়ত্ব ও দৃঢ়ত্ব, ইত্যাদি ইতর বিশেষ অনুসারে অল্প বা অধিক ফল হইয়া থাকে এই মাত্র। শাস্ত্রে নাম, শাখা বা পদ্ধতি বিশেষের কোন আদর নাই, অপেক্ষাও নাই, উপেক্ষাও নাই। শাস্ত্র কেবল উপাসকের মনের ভাব লইয়া বিচার করেন। কে কি ভাবে ও কি অভিপ্রায়ে উপাসনা করিতেছে, তিনি তাহাই দেখেন। কিন্তু উপাসক যে কোন নামাবলম্বনে পূজা করুন তাহা যে ব্রহ্মেরই পূজা, শাস্ত্র তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শাস্ত্র বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও সর্ব্ব প্রকার প্রার্থনার ফলদাতা সুতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্র হস্তক্ষেপ করেন না। কেবল উপাসকদিগের উপাসনার প্রকার ও প্রার্থনার অভিপ্রায় দেখিয়া সেই অভিপ্রায় সমূহের উচ্চতা বা নীচতা অনুসারে উপাসনার মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব স্থির করেন। এইরূপ মুখ্যত্ব ও গৌণত্বের যতই শ্রেণী বা প্রকারভেদ থাকুক, কিন্তু সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রানুসারে পন্থা দুইটী ভিন্ন নাই। তন্মধ্যে যেটি কনিষ্ঠ তাহার নাম প্রবৃত্তি-মার্গ এবং জ্যেষ্ঠের নাম নিবৃত্তি-মার্গ। প্রথমটির দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে ফল পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় পন্থা আশ্রয় করিলে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপ মোক্ষলাভ হয়। যাঁহারা বিষয়-বাসনায় ও সুখের কামনায় অস্থির, তাঁহারাই কনিষ্ঠ পথের পথিক, আর যাঁহারা তাদৃশ বাসনাত্যাগী তাঁহারাই মোক্ষ-পথাবলম্বী। বাসনাতে বদ্ধ হইয়া কাম্যবস্তুর প্রার্থনা সহকারে ব্রহ্ম-নামের উপাসনা করাও নিকৃষ্ট। আর সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কালিকৃষ্ণ প্রভৃতি কোন নাম অবলম্বনে তাঁহার চরণ লাভার্থে উপাসনা করাও উৎকৃষ্ট। নামে "ব্রহ্মোপাসনা" করিলেই সিদ্ধি হয় না। অহঙ্কার ও বাসনা ত্যাগই সার। পরমেশ্বরের শ্রীচরণ কামনাই মুমুক্ষুত্ব। অতএব কামনার সহিত ব্রহ্ম বা কালী কৃষ্ণ যে কোন নামাবলম্বনে উপাসনা হউক তাহা কেবল গৌণ-উপাসনা মাত্র এবং অনিত্য-ফলের নিমিত্ত। তাদৃশ ব্রহ্ম নাম বা কালীকৃষ্ণ নামে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। উভয় প্রকার নামাবলম্বিত উপাসনাই সংসার-বন্ধনের শৃঙ্খল স্বরূপ। আর ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মুক্তির নিমিত্ত পরমাত্মার বা যে কোন নাম ধরিয়া আরাধনা হউক তাহাও ব্রহ্মোপাসনা বা অপ্রতীক উপাসনা শব্দের বাচ্য। তাহাই মুখ্য পথ এবং নিবৃত্তিধর্ম্ম। অতএব নামের ভেদে উপাসনার ভেদ হয় না। ফল-বাসনাবিরহিত, কেবলমাত্র ভগবানের পাদারবিন্দ বাঞ্ছিত যে অহৈতুকী উপাসনা তাহাই ব্রহ্মোপাসনা ও অপ্রতীকোপাসনা শব্দের বাচ্য। নিরাকার ব্রহ্ম-পক্ষে বা সাকার দেব-পক্ষে তাহার ভেদ হয় না। কেননা তাদৃশ অবস্থায় সর্ব্বত্র জীবের ব্রহ্মদর্শন ও অপ্রতীক-সাধন স্থিরীকৃত হয়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও অভেদজ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁহাদের তাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তাঁহারা যুগপৎ ভক্তও বটেন, সন্ন্যাসীও বটেন। তাঁহারা রূপ নাম নির্দ্দেশ বিশেষণ লইয়া বিবাদ করেন না; কেবল ভগবানের আনন্দে নিমগ্ন হওত তাঁহার সহিত একাত্ম অথবা তাঁহার দাস্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়া যান; এই রূপ ব্রহ্ম উপাসনাই ফলপ্রদ ব্রহ্ম বা দেবারাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা আমি নামে আপনাকে ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিলাম, কিন্তু হৃদয়ে রাজ্য ধন ধান্য পুত্র আয়ু যশঃ প্রভৃতির অপার বাসনা বিরাজিত। আমি ব্রহ্মোপাসকগণের শাসনভয়ে প্রকাশ্যে সে সকল ফল ব্রহ্মের নিকটে চাহিনা বটে, কিন্তু আমার মন তজ্জন্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে ক্ষান্ত নহে। আমার সে প্রকার উপাসনা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত ফলপ্রদা লক্ষ্মী বা ষষ্ঠীপূজা হইতে একতিলও শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়ের মধ্যে কেবল এইমাত্র প্রভেদ থাকে যে, প্রথমতঃ সামাজিক উপাসনার নিমিত্তে সনাতন হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধীন ভগবানের যে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার অন্যথা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী হইতে উচ্চতম স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত বিষয়ানন্দে বৈরাগ্য জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসকের নিমিত্তে যে শুদ্ধ

শুদ্ধ মুক্তস্বভাব "ব্রহ্ম" অবশিষ্ট থাকেন, শাস্ত্রে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে যে অবস্থায় ভগবানের "ব্রহ্ম" নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই নাম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অনিত্য বিষয় প্রার্থনা করায় শাস্ত্রের অপমান করা হয়। "ব্রহ্মোপাসক" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বাসনা, পূজাকালে প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিলেও ঐ দোষ পরিহার হয় না। কিন্তু "সলিলবচ্চতন্নিয়মঃ" সাগরে যেমন সকল নদনদী প্রবেশ করে, সর্ব্বপ্রকার অর্চ্চনা সেইরূপ একই ভগবানের উদ্দেশে; এই শাস্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বদেবে ও সর্ব্ব কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক বিষয়বৈরাগ্য প্রভৃতি মোক্ষপ্রদ বিধি অনুসারে তাঁহার যে পূজা আচরিত হয় তাঁহাতে উপরি উক্ত ব্যবস্থাভঙ্গরূপ দোষদ্বয় অর্শে না। কেননা বেদান্তশাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন, "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"। (৪।১।৫) পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে ফল-প্রার্থনাতে "ব্রহ্ম" নামকেই কেন অবলম্বন করা না যায়? তাহাতে মহর্ষি ব্যাসদেব উক্ত সূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন যে নিকৃষ্ট পদার্থেতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্ত্তব্য। যথা রাজার মন্ত্রিকে রাজা বলিয়া সম্বোধনাদি করিতে পারে, কিন্তু রাজাকে মন্ত্রী জ্ঞান করিতে পারে না। যদিও "লক্ষ্মী" ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে ব্রহ্মের "ফলদাতৃত্ব" প্রসিদ্ধই আছে, তথাপি বাসনা ক্ষয় হইলেই তাদৃশ প্রসিদ্ধ-ফলদাতা দেবদেবীতেও "মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি" করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক-উপাসনা বা কাম্য-উপাসনাতে "ব্রহ্মনাম" অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। হৃদয়ে ফলকামনা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ অনেকে এই শাস্ত্রীয় যুক্তির মর্ম্ম অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনা সময়ে কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন, অথবা তাঁহাকে পাইবার অনুকূল "অনুবন্ধ" কি না প্রীতি ও তদ্বিধ্য কি না প্রিয়কার্য্য ভিক্ষা করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহাদের জানা আছে যে, তাঁহাকে লাভ করা সাংসারিক ফলের ন্যায় অনিত্য নহে, তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যও সংসারীয় স্বার্থ নহে। কিন্তু পরমেশ্বরে প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য করিতে গিয়া যদি কেহ অক্ষুণ্ণচিত্তে এমন মনে করিতে পারেন যে আমি কেবল পরমেশ্বরেরই দাস্যকর্ম্ম করিতেছি, তখন তাঁহার আর নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকে না। এই প্রকার ভাবই উৎকৃষ্ট, কিন্তু কয়জন তাহার যোগ্য? হয়ত সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত কেহ সেরূপ উপাসনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ এই যে, বাসনা ও স্বার্থ-ভরা হৃদয় ফলকেই অভিনন্দন করিবে, আপনারই প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মকেও চাহিবে না, তাঁহার "প্রিয়কার্য্য" নামক নিষ্কাম-কর্ম্মও করিবে না। অতএব কিছুতেই ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। নানা দেবদেবীর রূপ-নামাবলম্বিত শরৎ ও বসন্তকাল-বিহিত উৎসবাদি সহিত যে সমস্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা, সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, এবং শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, স্নান, দান, তীর্থ-সেবা, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম, নিত্য-দেবসেবা, নিত্য-হোম, নিত্য অতিথি-সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে তাহাই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। তৎ সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মেতে সমন্বিত এবং সর্ব্ব প্রকার অধিকারীর উপযুক্ত। এই সামাজিক ধর্ম্মে মতি স্থির রাখিয়া উচ্চাধিকারীরা স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও যোগ-সাধনাদি করিতে পারেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ মননের প্রথা এই ভারতবর্ষে সনাতন হইতেই আছে। অতএব ব্রাহ্মেরা যদি স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বেদান্ত ও তন্ত্রাদি শ্রবণ ও প্রণব গায়ত্রি প্রভৃতি জপের দ্বারা স্বস্ব জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন, হরিভক্তেরা যদি ভাগবতাদি শ্রবণ ও হরিনামাদি জপের দ্বারা আপনাদের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করেন, থিয়সফিষ্টগণ যদি যোগাচার শিক্ষার্থ যোগশাস্ত্রের শ্রবণ মনন ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, তাহাতে হিন্দুসমাজ প্রতিবন্ধক নহেন। কেবল প্রাগুক্ত সামাজিক ধর্ম্মত্যাগই হিন্দু সমাজের রুচি-বিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীনবৎসল—বিশ্বেশ্বর মন্দির, কাশী" এই শিরোনামের একখানি পত্র আমাদের কার্য্যালয়ের পত্ররাশির সঙ্গে আমরা প্রাপ্ত হই। (রাজকীয় পত্র বাহক, ঠিকানা বুঝিতে না পারিয়াই পত্রখানি আমাদের নিকট ফেলিয়া যায়) পত্রের ভিতর কাহারও নাম নাই, একটী অক্ষরও লেখা নাই, কেবল শাদা কাগজে মোড়া তিনটী সচন্দন তুলসী দল আছে। ডাকের মোহর দেখিয়া বুঝিলাম পত্র খানি শান্তিপুর হইতে প্রেরিত। বিশ্বেশ্বরকে তুলসীর পরিবর্ত্তে বিল্বদল দিবার প্রশস্ত বিধি থাকিলেও উহা কোন ভক্তের প্রেরিত মনে করিয়া আমরা গঙ্গাজল সহ তুলসীদল তিনটী প্রেরক ভক্তের কল্যাণোদ্দেশে বিশ্বনাথের মস্তকে অর্পণ করিয়াছি।

ভিখারি।

অনন্তের এক কোণে পড়িয়া আছি। আমাকে কেহ ডাকে না। দিন নাই, রাত্তি নাই, মরমে পুড়িতেছি আমাকে কেহ সুধায় না। জর জর প্রাণ আমার আগুণে শুখিতেছে, আমার দিকে কেহ চাহেনা। পথের ধারে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতেছি, শূন্য আকাশের শূন্যতলে বসিয়া নিরাশার গান গাহিতেছি, আমার দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করেনা। জ্বল্ জলে চোখের জলের কালি লইয়া আমি যে বিষাদের গাথা গাঁথিতেছি, তোমরা কি কেহ তাহা পড়িবে? শ্মশানের ছিন্নমুণ্ড কুড়াইয়া গলদেশে বাঁধিয়াছি তোমরা কি তাহা দেখিবে? ফুটন্ত ফুলের রাশি তোমাদের বাগানে ফুটে, কিন্তু আমার এ শ্মশান কাননে অর্দ্ধদগ্ধ শবের রাশি ঐ দেখ জ্বলিতেছে। শান্তির ঝঙ্কারে পাপিয়া তোমার ঘরে ডাকে, কিন্তু আমার এ মন্দিরে শিবার দল হুঁহুঁা করিতেছে। আনন্দের পসরা সাজাইয়া, জীবনবিপণিতে বসিয়া তোমরা সাধের বেচা কেনা করিতেছ, আর আমি এ বিজন প্রান্তরে পড়িয়া বলিতেছি "ভিখ দেও বাবা"।

আমি ভিখারি। জগতে আসিয়াছি ভিক্ষা করিতে। পরের মুখ চাহিয়া পরের পায়ে পড়িয়া মাথা কুটিয়া বলিতেছি আমায় এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও। বেশী চাহিনা, ভাণ্ডার পুরিয়া চাহিনা উদর পুরিয়াও চাহিনা, চাহি কেবল এক মুষ্টি। কিন্তু হায়! এ মুষ্টি ভিক্ষা এ বাজারে মিলেনা। এত চীৎকার করিতেছি, এ চীৎকারে কেহ কান দেয় না। সময় নাই অসময় নাই, আশা নাই ভরসা নাই, আমি কেবল ভিক্ষার ঝুলিটি কাঁধে লইয়া দুয়ারে ২ ঘরে ২ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কত কাল ধরিয়া কত দিন ধরিয়া কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া এ ভিক্ষাসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহার সীমা নাই শেষ নাই। মাথার উপর দিয়া কতবার বজ্রঝঞ্জনা চলিয়া গিয়াছে, বুকের উপর দিয়া পর্ব্বতের চাপ কতবার প্রাণ আকুলিত করিয়াছে, তথাপি এ ভিক্ষাব্রতে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। অনবরত এ অকূল পাথার দিয়া দৌড়িতেছি। কবে এ ব্রত ফুরাইবে তাহা জানিনা। কবে ব্রতাবসানে হাঁসিমুখে পারণা করিতে বসিব, তাহা কে জানে? আমার এ মর্ম্মগাথা নাথ! আর কত কাল আকাশের তন্ত্রীতে ২ ধ্বনিত হইবে, তাহা বলিয়া দাও। বলিয়া দাও বিভো! আর কত দিন?

আমার ভিক্ষা কি? আমার ভিক্ষা বেসী নহে। ধন চাহি না, দৌলত চাহিনা; নন্দন কাননের সুখ সমীরণে প্রাণ মন ভাসাইয়া সুখ সুধা ভোগ করিতে চাহিনা, বাহ্যসুখের পিঞ্জরে পোষা পাখী হইয়া আনন্দের বুলিও বলিতে চাহিনা। লোকে যাহাকে সুখ বলিয়া বুঝে, আমি তাহাই চাহিনা। আমি যাহা চাই, অনেকে হয়ত তাহা চাহে না আমি যাহার জন্য লালায়িত অনেকে হয়ত তাহাতে পদাঘাত করে। বিষাদ—বিভোরা বিষে ভরা ভরা হৃদয়ে একটু শান্তির জন্য যে দিকে ঢলিয়াপড়ি, জগতের ভস্মস্তূপ একধারে ফেলিয়া বিবশ হৃদয়ে যেদিকে এলাইয়া পড়িত চাই অনেকে হয়ত সেদিকে যাইতে চাহে না। না চাহুক, আমি কিন্তু চাই। আমি যাহা চাই, তাহা কি, তাহা আর কিছুই নহে, তাহা একবিন্দু অশ্রুজল, একটু ভগবৎ-প্রেমকণিকা। বেশী নহে বেশী চাহিলে পাইবনা, তাই বলিতেছি, এক বিন্দু! এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বেশী ধরিবে না, তাই বলিতেছি, এক বিন্দু। আমি গরিব, গরিবের ঐকরত্তি সোনাই বিপুল সম্পত্তি, তাই বলিতেছি, এক বিন্দু।

আহা! এমন জিনিষ আর নাই! শোকে, তাপে, মলিনতায় প্রাণ যখন হুহু করিতে থাকে, তখন স্নিগ্ধ সজীবতায় প্রাণকে অভিষিক্ত করে কে? একমাত্র অশ্রুজল! নৈরাশ্যের দাবানলে যখন চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে, তখন শান্তিময় সলিলের প্রস্রবণ খুলিয়া দেয় কে? এই অশ্রু-জল! জগতের বন্ধু বান্ধব সকলেই যখন ছাড়িয়া দেয়, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পিশাচিনী যখন খল্ খল্ হাঁসিতে থাকে, সে দুর্দ্দিনে ভরসা দেয় কে? এই প্রেম কণিকা! সংসারের মরুময় বক্ষে জ্বালাযন্ত্রণার মার্ত্তণ্ড কিরণে পিপাসায় বুক যখন ফাটিতে থাকে, তখন শীতল বারির ফোয়ারা খুলিয়া দেয় কে? এই প্রেম কণিকা। হৃৎ কাননে সযতনে যে কোমলতার লতাগুলি লতাইয়া ২ গজাইয়া উঠে, সংসারের সন্তাপে সেগুলি যখন শুকাইয়া যায়, তখন আবার তাহাকে সরস করে কে? মধুবর্ষণে আবার তাহাকে বাঁচাইয়া তুলে কে? এই প্রেমকণিকা। তাই বলিতেছিলাম, এমন জিনিস আর নাই, এমন মাধুরী আর নাই।

আমি মুক্তি চাহিনা কিন্তু ভক্তি চাই। আমি মরিতে চাহিনা কিন্তু বাঁচিতে চাই। আমি মিশিতে চাহিনা, কিন্তু ভাসিতে চাই। আমি যদি মরিয়া যাই, আমি যদি সাগরে ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে সাগরের ঝক্ঝকে তক্তকে কায়া, গলিত রজতময় ছায়া, কলগম্ভীর নিনাদ, এসমস্ত কে দেখিবে! কে শুনিবে। আমি যদি তাঁহাতে মিশিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহার শ্যামসুন্দর ভাবঢল ঢল্ মোহন মূরতি, সে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাঁমে হাঁসি মুখের ললিত ভাস্বর কমনীয় কান্তি, সে ভুবন মোহিনী বাঁশরীর মধুর কাকলী, এসমস্ত কে দেখিবে, কে শুনিবে? আমি যে এসমস্ত বড় ভালবাসি। তোমার মুক্তিতেত ভালবাসা নাই, তাহাতে প্রিয়ত্বও নাই অপ্রিয়ত্বও নাই। আমার ভক্তিতে প্রিয়ত্ব আছে, অপ্রিয়ত্ব নাই, তুমি বলিতেছ, প্রিয়ত্বা-প্রিয়ত্ব বর্জ্জিতই পরমানন্দ। আমি বলিতেছি, অপ্রিয়ত্ব বর্জ্জিত প্রিয়ত্বই পরমানন্দ। তোমার মুক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে হারাইতে হয়, আমার ভক্তির কাছে প্রিয়ত্বকে সঙ্গী করিয়া লইতে হয়। যাহা প্রিয়, তাহাই চাই, যাহা প্রিয় হইতে পৃথক্, তাহাকে দূর হইতে বন্দেগি করিতেছি।

হায়! আমার এ মুক্তি ভিক্ষা এ জগতে মিলে না। জ্ঞানের কথা, যোগের কথা এবাজারে মিলে, কিন্তু আমি যাহা চাই, তাহাতো মিলেনা, রোকের কথায় তেজের কথায় এপ্রাণ ভিজেনা। পাষাণে পাষাণ মিশাইলে আগুণের তুফান বহে, অমৃতের উৎস ছুটেনা। লোহাতে লোহা কখনও মিশে না। যদি মিশাইতে হয় তো আগে গলাইতে হইবে। শুকন মাটিকে যদি মিশাইতে হয় তো জল দিয়া আগে ভিজাইতে হইবে। নীরসে নীরসে মিশেনা, সরসে সরসেও মিশে না। নীরস ও সরস মিশিয়া এক হয়, ইহাই তো নিয়ম। নীরস হৃদয় আমার রসের ঝাঁজরিতে ডুবাইতে চাই, লৌহময় প্রাণ আমার প্রেমাগুনে গলাইতে চাই, গলাইয়া তবেত তাহাতে জ্ঞানের মশলা মিশাইব। রস ও মশলায় মিশাইয়া তবেত রসকরা ভাজিব। রসের খোলা সাজাইয়া রসময়ের দোকানে বসিয়া তবেত বলিতে পারিবঃ—

"আয় আয় কে নিবি রসের মতিচূর।
নিত্যানন্দ রসের পূর॥

ঐ যে দুঃখীর তাপীর জুড়াতে প্রাণ পাতলে দোকান শ্রীগৌর।

কিবা সন্ধ্যা কিবা সকাল, যখন খাও নাই কালাকাল, টাট্কা রসে ভরা গাল, অতি রসাল সুমধুর

ও হো! এমন দিন কি আসিবে? ভিক্ষার সাধ কি পূরিবে? গাছ পাতা, পশু পক্ষী, গিরি নদী! সকলে বলিয়া দাও, এ মরম যাতনা কবে আমার মিটিবে? জগতের এক কোণে পড়িয়া আছি, বলিয়া দাও কবে সে মহাকাশে উড়িব! আমার এ ক্ষুদ্র-প্রাণ সে অনন্ত প্রাণে ভাসিতে চায়, বলিয়া দাও, সাধক! কোন্ পথে কাহার সাথে সে অনন্ত কক্ষে ছুটিব? সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণনাথে প্রাণের ভিতর পুরিয়া প্রাণের কথা বলিতে বড় সাধ যায়। সেই প্রেম দল্মল্ নধর মুরতি বুকের ভিতর পুরিয়া দরবিগলিতাশ্রুধারে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সেই ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরুর সুচারু চরণ তলে

বাসনার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিব। সেই ভুবন-মোহন দিগ্‌ভরা মাধুরীর ধারায় বাসনা চরিতার্থ করিব। সেই রাস রসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। তবেইত ভিক্ষা মিটিবে। তবেইত প্রাণ আমার প্রফুল্ল সহস্র দল কমলের ন্যায় হাসিয়া উঠিবে। অহো সে শুভ দিন কি হইবে না? দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে দীন সখা কি দেখা দিবেন না?

ওহো আমি কি পাগল! যাহা কখনও দেখিতে পাইব না, তাহাই দেখিতে যাইতেছি। ভিখারী হইয়া রাজরাজেশ্বরের দরবারে বড় দুঃসাহসে চলিয়াছি। রাজ দর্শনে যাইতে হইলে সঙ্গে উপহার লইতে হয়। আমি কিন্তু শূন্য হাথে শূন্যপ্রাণে উলঙ্গ দেহে চলিয়াছি। প্রেম, ভক্তি ভালবাসা, যাহা কিছু উপহার দিব, এ হৃদয়ে তাহা কিছুই নাই। সংসারের দাবদাহে সকলই পুড়িয়া গিয়াছে—সকলই ছাই হইয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ চিতাভস্ম তাঁহাকে উপহার দিব। তাঁহার রাজ দরবারের সুবর্ণ সিংহাসনে এ প্রেত হৃদয়ের শবাসন বিছাইয়া দিব। তিনি তাহাতে বসিবেন, আমি তাঁহাকে বসাইব। তাঁহার সম্মুখে নিবৃত্তির খর্পর কুণ্ডে আমার সমস্ত বাসনার বলিদান দিব। সেই ছিন্ন বাসনার মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে দুলাইয়া দিব। তিনি নাচিবেন, আমি নাচিব। ত্রিজগৎ নাচিবে, তাঁহার ভৈরব হুঙ্কারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থরথর কাঁপিয়া উঠিবে। তাঁহার অট্ট অট্ট হাস্যে গগন তল ভাসিয়া যাইবে। তাঁহার দিগম্বর আলুথালু বেশের বিকট তাণ্ডবে, দিগ্‌ দিগন্ত টলমল করিয়া উঠিবে। তখনই আমার কামনা মিটিবে—ভিক্ষা পূরিবে।

শ্রী ভূদেব কবিরত্ন-সাংখ্যতীর্থ।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিছু কাল পরে রামদাস স্বামীর জননীর চরম দশা উপস্থিত হইল। ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীজি জন্মক্ষেত্রে গমন করত তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং জননীর দেহ ত্যাগের পর পরোলিতে প্রত্যাগমন করত ধ্যান ধারণায় ও রাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদা স্বামীজি একটী ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করিতে ২ রাজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজার নিকট সংবাদ গেল যে স্বামীজি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। শিবজী ইহা অবগত হইবা মাত্র এক টুকরা কাগজে লিখিলেন যে তাঁহার সমুদায় রাজ্য রামদাস স্বামীকে অর্পণ করিলেন এবং এই কাগজ টুকু স্বামীজির ঝুলিতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। এক জন রাজ-ভৃত্য তাহাই করিল। স্বামীজি এই লিখিত কাগজ টুকু পাঠ করিয়া রাজাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিবজী আসিবা মাত্র ভিক্ষার ঝুলিটী তাঁহার স্কন্ধে দিয়া বলিলেন—চল আমরা ভিক্ষা করিতে যাই। রাজা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভিক্ষা করিতে গমন করিলেন। ভিক্ষা করিতে ২ সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িলেন। বেলা দুই প্রহর হইল দেখিয়া একটী নদীর তীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং তথায় স্নান ভোজনাদি করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে স্বামীজি রাজাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে তপস্যা করা ব্রাহ্মণের কার্য্য এবং রাজ্যভার গ্রহণ করত প্রজা পালন করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। অতএব ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করা তাঁহার উচিত নহে। স্বামীজি আরও বলিলেন যে, রাজার দান তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এখন তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ শিবজী রাজ্য শাসন করুন। রাজা স্বামীর আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহা শিরোধার্য্য করত সেতারায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর রামদাস স্বামী বায়ু রোগ গ্রস্ত হইলেন। তিনি ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া গমনাগমন করেন। রাজা তাঁহার রক্ষার জন্য তাঁহাকে এক খানি তরবারি দিলেন। হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ বনে, এই তরবারি তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ হইল বটে, কিন্তু ইহা আবার অনি-

ষ্টেরও কারণ হইল। এক দিন প্রাতে স্বামীজি অস্ত্র উত্তোলন করিয়া লোক জনকে খুন করিতে ধাবমান হইলেন। লোকে, ভয়ে পলায়ন করিল। পরে স্বামীজি একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহার শিষ্য কল্যাণ স্বামী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি তাঁহার প্রতি রোষ ভাব প্রকাশ করত বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবেন। কল্যাণ স্বামী বলিলেন যে ইহা তাঁহার প্রার্থনীয়, কিন্তু তাঁহার বিনতি এই যে, যেন এক আঘাতেই তাঁহার জীবন শেষ হয়। স্বামীজি বলিলেন যে, ইহা কখনই হইতে পারে না। তিনি তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিবেন এবং ১৫ দিনে তাঁহার জীবন শেষ করিবেন। ইহার পর, স্বামীজির মনে ভিন্ন ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি কল্যাণ স্বামীকে প্রেম ভাবে আলিঙ্গন দিলেন। রামদাস স্বামীকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া কল্যাণ স্বামী বলিলেন যে আর ২ শিষ্য তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতেছে; অতএব তাঁহার একবার আশ্রমে গমন করিলে ভাল হয়। রামদাস স্বামী ইহা শুনিয়া তরবারি খানি নিক্ষেপ করত স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, শিবজীর পিতা এই তরবারি খানি রাজ বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা " ভবানী " নামে বিখ্যাত এবং অদ্যাপি রাজ বংশের লোক দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে।

একদা কাশীধাম হইতে সদাশিব শাস্ত্রী নামে এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত দিগ্বিজয় করিতে২ শিবজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তে একটী প্রজ্বলিত মশাল, বাম হস্তে এক খানি ছুরি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যদি পরাভূত হয়েন, তাহা হইলে এই মশালটী নিবাইয়া দিবেন ও ছুরীর দ্বারা নিজ জিহ্বা ছেদন করিবেন; কিন্তু যদি অপরে হারে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে নাই, সুতরাং মশাল প্রজ্বলিত ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় রাজাকে বলিলেন যে তিনি রামদাস স্বামীর সুখ্যাতি শুনিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিবার জন্য তিনি এখানে আসিয়াছেন। রাজা শাস্ত্রী মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া রামদাস স্বামীর নিকট গমন করিলেন, ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁহাকে জানাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় দেখিলেন যে, সকলেই রামদাস স্বামীকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিতেছে। কিন্তু তিনি সর্ব্ব শাস্ত্র বেত্তা বলিয়া এরূপ গর্ব্বিত যে রামদাস স্বামীকে অভিবাদন করা দূরে থাক, তাঁহাকে অহংকার পূর্ণ বাক্যে বলিলেন যে, যদ্যপি তিনি পরাজিত হয়েন, তাহা হইলেই মস্তক অবনত করিবেন, নতুবা নহে। ইহা শুনিয়া রামদাস স্বামী বলিলেন যে তিনি অজ্ঞ, না তিনি বৈদিক, না দার্শনিক, না পৌরাণিক। তিনি অরণ্যবাসী, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মাত্র। ইহা শুনিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে যদি তিনি তাঁহার সহিত বাগ্ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউন। তখন রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্য কল্যাণ স্বামীকে আদেশ করিলেন সম্মুখে যে মাহার * গমন করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া আন। কল্যাণ স্বামী তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। মাহার নিকটে আসিলে রামদাস স্বামী কল্যাণকে ভূমির উপর একটী রেখা টানিতে বলিলেন। রেখা টানা হইলে, স্বামীজি উক্ত মাহারকে ইহা উত্তীর্ণ হইতে বলিলেন। মাহার তাহাই করিল। তখন স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোন্ জাতি। মাহার বলিল যে সে শূদ্র। এই রূপে আর একটী রাখা টানা হইল, উক্ত মাহার তাহা উত্তীর্ণ হইল, তাহাকে প্রশ্ন করাতে সে বলিল যে, সে বৈশ্য। আর এক রেখা পার হইয়া উক্ত মাহার বলিল যে, সে ক্ষত্রীয় এবং অবশেষে আর একটী রেখা পার হইয়া বলিল যে, সে ব্রাহ্মণ। তখন রামদাস স্বামী এই নবজীবন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোন শাস্ত্র জানেন কি না। ব্রাহ্মণ

* দাক্ষিণাত্যের অতি নীচ জাতি

ঠাকুর বলিলেন যে তিনি সমুদয় শাস্ত্র অবগত আছেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজি তাঁহাকে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বিচার করিতে বলিলেন। ঘোর তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে শাস্ত্রী মহাশয় পরাভূত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত সদাশিব শাস্ত্রী তাঁহার জিহ্বা কাটিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্বামীজি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। কথিত আছে যে, এই মাহার পূর্ব্বে এক জন গন্ধর্ব্ব ছিলেন। একদা তিনি একটী জলাশয়ে উলঙ্গ হইয়া রমণী গণ সহ জল ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে নারদ মুনি তাঁহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইলেন। এই বীভৎস দৃশ্য তাঁহাকে এ রূপ রাগান্ধ করিল যে তিনি তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে তিনি মাহার কুলে জন্ম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উক্ত গন্ধর্ব্ব কাতর স্বরে মুনিবরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, নারদ এই বর দিলেন যে, রামদাস স্বামীর কৃপায় তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন।

একদা শিবজী মনে ২ আলোচনা করিলেন যে রামদাস স্বামী ত রাজবাটীতে থাকিলেন না, অতএব তুকারাম বাবাকে আনয়ন করা যাউক। এই স্থির করিয়া তিনি এক জন কারকুণের দ্বারা তাঁহার নিকট এক খানি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। তুকারাম কএকটী অভঙ্গের দ্বারা এই পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। অভঙ্গ কএকটীর মর্ম্ম এই যে তিনি বনবাসী ও উদাসী, রাজ গৃহ তাঁহার উপযোগী নহে। বিশেষতঃ তিনি বিঠোবা দেবের উপাসনা করিয়াই জীবন যাপন করেন। আর রাজ সদনে তাঁহার প্রয়োজনই বা কি? প্রস্তর তাঁহার উপাধান, আকাশ তাঁহার গাত্র আবরণ, বৃক্ষের মুল ও দল তাঁহার খাদ্য দ্রব্য। তুকারাম আরো বলিলেন যে, রাজা রামদাস স্বামীকে গুরু রূপে বরণ করিয়াছেন, স্বামীজির সেবা করাই তাঁহার উচিত। এই কএকটী অভঙ্গের মধ্যে রাজার প্রতি কতক গুলি উপদেশও ছিল। রাজা এই কএকটী অভঙ্গ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার মন তুকারামের প্রতি এ রূপ আকৃষ্ট হইল যে, তিনি লোহা গ্রামে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ক্রমশঃ।

নির্ব্বাণাশ্রম—কাশী হইতে যে পথটি প্রয়াগাভিমুখে গিয়াছে, কাশীর লোকনিবাস ছাড়াইয়াই সেই পথের দক্ষিণ পার্শ্বেই এই "নির্ব্বাণাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত। এ আশ্রমে সন্ন্যাসী ব্যতীত অপর কাহারও থাকিবার নিয়ম নাই। ফলবান বৃক্ষ সমূহ, কূপ ও নির্জ্জন ভজনালয় আদিতে আশ্রম স্থানটি দেখিতে অতি মনোরম। পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহোদয় সভার কার্য্যালয়ের আবশ্যকীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অধিকাংশ সময় এক্ষণে এই একান্ত পবিত্র আশ্রমে অতিবাহন করিয়া থাকেন। স্থানটি পরিব্রাজকের স্বাধ্যায় ও আত্মযোগাভ্যাসের উপযুক্ত ও অনুকূল হইয়াছে। সাধন স্থানটিতে কিয়ৎক্ষণ বসিলেই বৈরাগ্য ও শান্তির যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে। সময়ে ২ সংসারী গণ আশ্রমে গিয়া অনেক জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া আসেন।

শুভ সংবাদ।

গয়া।

২১ এ কার্ত্তিক পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন গয়া ধামে উপস্থিত হয়েন। সেই দিনই সন্ধ্যার পর "বিষ্ণু পাদের" নাট মন্দিরে, তৎপর দিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিকাধিবেশন উপলক্ষে ও অপর দুই দিন গয়া আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণস্থ বস্ত্র মণ্ডপে তিনি ওজস্বিনী ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভা মণ্ডপ অত্যন্ত লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত জমিদার, হাকিম, উকিল মহাশয় গণ হইতে সামান্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ, সদুদার যুক্তি ও ভক্তিরস পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। এক দিন সভা হইতে সাহেব গঞ্জ প্রদক্ষিণ করিয়া আর এক দিন বিষ্ণু মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহা ধুম ধামে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পরিব্রাজকের উৎসাহে আজ গয়া ধামে এ মনোহর পবিত্র দৃশ্য নূতন দেখা গেল। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও বেহার বাসী গণ ভক্তি ভরে উচ্চৈঃ স্বরে একত্রে হরি গুণ গানে পবিত্র ধামকে আরও পবিত্র করিয়াছিলেন।

গণপুর।

গয়াধাম হইতে পরিব্রাজক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত গণপুর-হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। সে স্থানে

অশিক্ষিত গোঁড়া বৈষ্ণব অনেক--সেখানে আর্য্য শাস্ত্রের অপেক্ষা প্রভুদিগের পয়ারের প্রমাণই বলবৎ। সুতরাং সেই সকল লোকের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে উপদেশ দান কালে পরিব্রাজককে একটু বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে বহুল শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ই এক ভগবানের উপাসক ও পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ পরিহার না করিলে যে কৃষ্ণপদ পাওয়া যায় না, বুঝাইয়া দিলেন, তখন অবাক্ হইয়া "বৈরিগী" বৈষ্ণব দল শুনিতে লাগিল। তাহাদের "বৈরিগী" আচার্য্য গণের দ্বেষ দূষিত মত রাশি পরিব্রাজকের প্রমাণ-পাষাণ শানিত যুক্তি খড়্গে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে দুর্গা, বিষ্ণু, শিব, সকলই এক—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর কৃপালেশ জনিত ভিন্ন২ রূপের আবির্ভাব মাত্র। তথায় তিন দিন কার্য্য করিয়া পরিব্রাজক সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত নয়া দুমকা যাত্রা করেন। গণপুর সভার কর্তৃক পক্ষীয় গণ শ্রোতৃ বৃন্দকে অনেক গুলি ধর্ম্ম পুস্তক বিতরণ করিয়াছিলেন। সভার এই সাধু কার্য্যটী নিতান্ত প্রশংসনীয় ও বদান্যতার পরিচায়ক।

দুমকা।

বিগত ৫ই তারিখে শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহোদয় এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ৬ই হইতে তিন দিন সন্ধ্যার পরে অত্রস্থ হরিসভায় বক্তৃতা করেন। প্রথম দিন আর্য্যশাস্ত্র ও অধিকার ভেদ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ এবং সুললিত বক্তৃতা করেন; দ্বিতীয় দিন "আশ্রম ধর্ম্ম" বিষয়ে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মটি অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন; তৃতীয় দিন প্রথমতঃ হিন্দী ভাষায় "সৎসঙ্গ" বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব উপদেশ দিয়া, পরে আবার বঙ্গ ভাষায় মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ মনোহর বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধ করেন। এখানে তিনি আর কখনও আসেন নাই; যাহা হউক তিনি এ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন হৃদয়ও যুক্তি দ্বারা ভেদ করিয়াছেন—পাষাণকেও ভক্তিরসে দ্রবীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃত্ব শক্তি, যুক্তি, ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি; একাধারে এত গুণ আজ কাল পাওয়া যায়না। আমাদের দুঃখ এই যে তিনি কার্য্যানুরোধে এখানে আর বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। আমাদের প্রার্থনা, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন।

এই উপলক্ষে তৃতীয় দিন বেলা ২টা হইতে নগর সংকীর্ত্তন, ও দরিদ্রদিগকে অত্রস্থ হরিসভা হইতে যথাসাধ্য দান করা হইয়াছিল। ইতি

শ্রী চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত।

বীরভূম।

দুমকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পরিব্রাজক সিউড়ী আর্য্য ধর্ম্ম প্রঃ সভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া তত্রস্থ জমীদার শ্রীযুক্ত দক্ষিণা নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠক বাটীতে একটী অতীব সরস বক্তৃতা করেন। তথায় সিদ্ধ মহাত্মা খাকী বাবা এবং সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মাত্রেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী প্রথমে জাতীয় ভাবের উৎসাহ তরঙ্গে আরম্ভ হইয়া উপসংহারে ভক্তি রসে সমাপ্ত হইল। শেষ রাত্রিতে পরিব্রাজক হুগলি জেলার হরি সভা সমূহের কার্য্যার্থ যাত্রা করিলেন।

শিঙ্গুর ও বলরাম বাটী।

পরিব্রাজক বীরভূম হইতে যাত্রা করিয়া শিঙ্গুর ষ্টেশনে অবতরণ করিবা মাত্র স্থানীয় হরি সভার সভ্যবৃন্দ ধ্বজা পতাকা সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে২ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন। পরিব্রাজক সেই দিন সন্ধ্যার পরেই হরি সভায়, মরণ ধর্ম্মশীল মানবের ভগবৎ প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ হইতে পারেনা, এই মর্ম্মে একটি ভক্তি রস মাখা বক্তৃতা করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে সমাগত শ্রোতা মাত্রেই বাগ্মীবরের সুমধুর ব্যাখ্যানে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ও ভক্তিমান্ সভ্যবৃন্দের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে পরিব্রাজক তথায় ২।৩ দিন থাকিয়া সদুপদেশ দানে সকলের প্রাণ শীতল করেন, কিন্তু নানা স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া পরিব্রাজক তাঁহাদের সাধু হৃদয়ের তৃষ্ণা বাড়াইয়াই

তৎপরদিন প্রাতে বলরাম বাটী যাত্রা করিলেন।

বলরাম বাটী হরি সভার হরিনাম সংকীর্ত্তন-কারী গণ পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার্থ গ্রামের সীমা স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর সাধু হৃদয় ও পরম ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে সভার অনুরোধানুসারে "গৃহস্থের ধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে পরিব্রাজক একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অনেক গুলি ভদ্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। চিকের অন্তরালে অনুন্য ২০০ কুলাঙ্গনাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতাটী প্রত্যেক আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিতান্ত উপকারী হইয়াছিল।

তৎপর দিন তথাকার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীতে—হরি সভায় "ধর্ম্মানুষ্ঠান" বিষয়ে একটি গূঢ়-গর্ভ ও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ বক্তৃতা হয়, এখানেও শত শত ভদ্র নর নারী উপস্থিত থাকিয়া উপদেশ রাশি শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। দাস মহাশয় শ্রোতৃ বর্গকে অনেক গুলি ক্ষুদ্র২ ধর্ম্মজ্ঞান পূর্ণ পুস্তক বিতরণ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক তৎপর দিন গজায় যাত্রা করিলেন।

শ্রী প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী।

গজ-চিরশালি।

বিগত ১৩ অগ্রহায়ণ গজা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার নিয়মিত মাসিক অধিবেসনের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুবিখ্যাত বাগ্মীবর কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় উপস্থিত হয়েন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে বহু গ্রাম হইতে আর্য্যধর্ম্মমর্ম্মশুশ্রূষু শ্রোতৃবর্গ সোৎসুক হৃদয়ে সভায় উপস্থিত হয়েন। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উপস্থিত থাকেন। পরিব্রাজকের হৃদয় গ্রাহী ভাবপূর্ণ সুললিত বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিমোহিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত অচলভাবে বসিয়া থাকিতে কেহই কষ্টানুভব করেন নাই। বরং সময় সানন্দে স্বল্পক্ষণ মধ্যেই কাটিয়া গেল বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার কালে অনেকে অতৃপ্ত নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় অসুখী হয়েন; এমতে শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে ও উক্ত গ্রামের জমিদার মহাশয়ের বাটীর কুলবধূগণও আক্ষেপ সহ শুশ্রূষা প্রকাশ করায় পরিব্রাজক মহাশয় জমিদার মহাশয়ের বাটীতেও পরদিন একটী মনোহর, ভক্তিরসপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতাটী আরও মধুর হয়। এ দিবস সে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আপামর ভদ্রগণ্ডলিতে ও অধ্যাপক-গণে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমনাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি"

এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়া ধর্ম্মের সারবত্তা দেখাইয়া ভবভ্রান্তিমূলক মায়াকুহকময় "আমি" ও "আমার" এই দুই শব্দই যে সকল অনর্থের মূল ও উপনিষদ্, দর্শন ও যোগশাস্ত্র প্রভৃতির একমাত্র লক্ষ্যস্থান তাহাই বিশদ বক্তৃতায় সকলকেই বৈরাগ্যাবেগ পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং শেষে ভক্তিভরে ধন, জন, মান, ঐশ্বর্য্যাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তবৎসল ভগবানের চরণযুগলে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মহারা হওয়াই উচিত, ইহা সাশ্রুলোচনে ব্যাখ্যা করিতে ২ বক্তার দরদরিত প্রেমাশ্রুস্রোতে বক্ষস্থল ভাসিয়া যায়। বিশেষতঃ ভক্ত বৎসল ভগবান্ তৎকালে নবীন নটবর শ্যাম মুরলিধর অতি মোহন যুগল রাধা গোবিন্দ মূর্ত্তিতে বক্তার সম্মুখে বিরাজ করিতে ছিলেন—সে সময় বক্তার প্রেম গদগদ অপরূপ-প্রেম মাধুরি দেখিয়া হঠাৎ শ্রোতৃবর্গের স্পষ্ট বোধ হইয়াছিলে, যে ভক্ত আজ সাক্ষাৎ প্রাণের প্রাণকে পাইয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দিয়া যেন কি আশ্চর্য্য মিলন সুখানুভবে বিভোর হইয়া সাগ্রহচিত্তে নিজ মনের কথা প্রাণসখাকেই নিবেদন করিতেছেন। *

পরিব্রাজকের সহিত সদালাপ সময়ে ও শাস্ত্রোল্লিখিত প্রত্যেক বিধির সযুক্তি সামঞ্জস্য ও সরল মিমাংসা শ্রবণে সকলেরই বহুতর সন্দেহাপনোদন হইয়াছে এবং আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মের প্রতিপালনের আবশ্যকতায় সকলেরই প্রবৃত্তি ও আস্থা জন্মাইয়া দেওয়ায় আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

শ্রীদয়াল নাথ ভট্টাচার্য্য।

পোড়া বাজার।

পোড়া বাজার হরি সভার সম্পাদক সহৃদয় শ্রীযুক্ত তারা পদ বাবুর অনুরোধে পরিব্রাজক গজা হইতে তথায় গমন করেন এবং সন্ধ্যার পর একটি সুদীর্ঘ ও সার গর্ভ বক্তৃতায় ইহাই বুঝাইয়া দেন যে সুশিক্ষক ও সুশিক্ষার অভাবে আজ কাল লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে এবং বৈষ্ণব গণ যে শাক্তাদি সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও দ্বেষ করেন ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। উপাসনার প্রকার ভেদ ও উপাস্য দেবের নাম রূপ ভেদ থাকিলেও যে সকল সম্প্রদায়ই একই ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা পরিব্রাজক বুঝাইয়া দেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বুদ্ধি যাহাতে ভারত হইতে তিরো-হিত হয়, ইহা পরিব্রাজকের প্রচার কার্য্যের একটি বিশেষ লক্ষ্য।

মাকালপুর।

পোড়া বাজার হইতে পরিব্রাজক মাকালপুরে যাত্রা করেন। মাকালপুরের সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত সাধু হৃদয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র সিংহরায় ও শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র সিংহরায় মহোদয় দ্বয় সজ্জন ধর্ম্মানুরাগী গণ সমভিব্যাহারে ধ্বজা পতাকা সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিতে ২ গ্রামের প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত অভ্যর্থ-নার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে পরিব্রাজক একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দেন, যে আশ্রম ধর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক প্রতিপালন না করিলে মনুষ্য প্রকৃত হরি ভক্তি পরায়ণ হইতে পারে না। ধর্ম্ম সাধনই সাধু হৃদয় সংগঠনের মূল ভিত্তি, ও পরা ভক্তি লাভই সাধনের শেষ ফল। নীতি ও ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কেবল "হরের্নামৈব কেবলং" বলিয়া ক্রন্দন করিলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। যুগ ধর্ম্মের সেবা করিলে তবে যুগাবতারে প্রেমের সঞ্চার হয়।

তৎপর দিন প্রায় সর্ব্বক্ষণই সকলে পরিব্রাজকের সহিত নানা সংশয় ভঞ্জনাত্মক সদ্বার্ত্তালাপে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

গোপাল নগর।

মাকালপুর হইতে পরিব্রাজক গোপালনগরে সমাগত ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহে সাদরে গৃহীত হয়েন। সেই দিনই স্থানীয় হরিসভায় একটি উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া পরিব্রাজক কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ছাপরা ধর্ম্ম সভার বার্ষিকোৎসবে গমন করিবেন।

---

* এই দিন দয়াল নাথ বাবু শ্রোতৃবৃন্দকে অনেক গুলি অল্লাধিক মূল্যের ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করিয়াছিলেন।

ধঃ প্রঃ সং।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ ৯ম সংখ্যা।	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮০৯ পৌষ—পূর্ণিমা

হারীত সংহিতা।

হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।

প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ।

সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ, পাবকের ন্যায় মহাতেজস্বী মহর্ষি হারীতকে আসনোপবিষ্ট দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞানপিপাসু মুনিগণ নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন্।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক!

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো ব্রূহি ভার্গব।

হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক! হে ভার্গব! আমাদিগের নিকট বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করুন।

সমাসাদ্ যোগ শাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং পরং।

এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্ ব্রূহি নঃ পরমো গুরুঃ।

হে ভগবন্ তুমি আমাদিগের পরমগুরু। সংক্ষেপে ভক্তিবর্দ্ধক যোগশাস্ত্র বা অন্যান্য বিষয় ব্যাখ্যা কর।

হারীত স্তানুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্।

ঋষিগণের এইরূপ প্রেরণা বশম্বদ হইয়া মহর্ষি হারীত বলিলেন, আমি শাশ্বত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রঞ্চ সত্তমাঃ।

যদ্ধার্য্য মুচ্যতে মর্ত্ত্যো জন্মসংসার বন্ধনাৎ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্রানুমোদিত আচরণ করিলে মনুষ্য জন্ম ও সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

পুরা দেবো জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।

সুষ্বাপ ভোগী পর্য্যঙ্কে শয়নেতু শ্রিয়া সহ।

তস্য সুপ্তস্য নাভৌতু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।

জগদ্বিধাতা পরমাত্মা প্রথমতঃ জলে অনন্ত নাগরূপ পর্য্যঙ্ক শয্যায় লক্ষ্মী সহ শয়ান ছিলেন। শয়নের পর তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে এক কমল উৎপন্ন হইল।

পদ্মমধ্যেঽভবদ্ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গ ভূষণঃ।

সচোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃ পুনঃ।

সোঽপি সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষম্।

সেই কমলোপরি বেদবেদাঙ্গ বিভূষণ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, শেষশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনিও দেবদানব মানব যুক্ত জগৎ রচনা করিলেন।

যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।

অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্ব্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ।

শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।

যথা প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মযোনিঃ পিতামহঃ।

যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে মুখ হইতে,

ক্ষত্রিয় দিগকে বাহু হইতে বৈশ্য দিগকে উরু হইতে এবং শূদ্রদিগকে চরণ হইতে সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়কে পিতামহ যাহা বলিলেন,—

তদ্বচঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং মোক্ষ ফলপ্রদম্।

তাহা ধনবর্দ্ধক যশস্কর, আয়ুস্কর স্বর্গ ও মোক্ষফলপ্রদ। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! আমি তত্তাবৎ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

ক্রমশঃ।

"হরের্নামৈব কেবলম্।"

যুগ প্রভাবে ও আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে কলিযুগে ধর্ম্ম এক পাদ মাত্র। প্রকৃতির নিয়মে কলির জীব সমূহের ধর্ম্মসুখে পরম সুখী হইতে পারিবার উপায় নাই। ধর্ম্মই সুখের মূল ভিত্তি, অতএব সাঙ্গোপাঙ্গ ধর্ম্ম সুসংসাধিত না হইলে জীবের ভাগ্যে নির্ম্মল সুখ ঘটিবে কেন? যেখানে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম নাই, সেখানে সম্পূর্ণ সুখের আশা করিতে নাই; আশা করিলে নিরাশ হইতে হইবে। জীবের কর্ম্মদোষে ও কাল প্রভাবে তাহাদের আশা ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময়ে নবদ্বীপ আলো করিয়া প্রেমের পশারা মাথায় লইয়া বেদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় গর্ভ মন্থন পূর্ব্বক জগৎকে উচ্চৈঃ স্বরে আশ্বাস দিয়া গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কহিলেন, ভয় নাই, নিরাশ হইও না; কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার একটি বিশেষ গুণ আছে; ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত সাধন করিতে পার আর না পার, হরি-নাম করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে, বন্ধন মোচন ও পরম পদলাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে, যথা—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে॥"

যখন প্রেমের ভিখারী গৌররূপধারী মহা-প্রভু দেখিলেন, যে লোক সকল প্রকৃত ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তি ছাড়িয়া কেবল দর্শন শাস্ত্রের কূট তর্ক বাদাদির পাণ্ডিত্যাভিমানে সরস মানব-জীবনকে ক্রমশঃ বিরস করিয়া তুলিতেছে, যখন দেখিলেন আচার্য্যদিগের শ্রুতি মূলক সূত্র সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নানা কূটার্থ-বাদে পণ্ডিত গণ আমোদ পাইতেছেন, যখন দেখি-লেন, লোক সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া যাঁহাকে লাভ করিতে হয়, তাঁহাকে ভুলিয়া কেবল সমারোহ পূর্ব্বক আড়ম্বর সহ সকাম বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডেই অধিক ব্যাপৃত হইতেছে, তখন জীবের অন্তরাত্মার পিপাসা মিটাইবার জন্য, রসের ফোয়ারায় স্নান করাইয়া তাপিত জীবকে সুশীতল করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল জীবকে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশে গগন-ভেদী রবে ঘোষণা করিতে লাগিলেন "হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর"।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

বৃহন্নারদীয়ে

এই মোহন স্বরে পণ্ডিতগণ চমকিত হইলেন, দেশ জাগিয়া উঠিল, লোক মাতোয়ারা হইল, হরি হরি ধ্বনিতে গগন ফাটিতে লাগিল। প্রেমের ফোয়ারা ছুটিল, শত ২ অভক্তের হৃদয়ে ভক্তির বাণ ডাকিল, বর্ষার স্রোতে কত মরুদেশ ভাসিয়া গেল, কত লোক ডুবিল, কৈ, আর ভাসিল না!

"শ্রী রাই কিশোরীর প্রেম, কে নিবি রে আয়।
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়॥"

শুভক্ষণে মহাপ্রভু জড়ীভূত বঙ্গ সমাজকে সচেতন করিলেন। তাঁহার প্রেমাশ্রু বিন্দুতে এখনও দেশ ভাসিতেছে, তাঁহার নাম করিতে করিতে এখনও কত লোকের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। সফল তাঁহার জন্ম! সাধু তাঁহার লীলা!! ও ধন্য তাঁহার জীবন!!!

তিনি যে সুর বাঁধিয়া যে গান জমাইয়া লোককে গাইতে বলিয়া আপনি অবসর লইলেন, ভাঙ্গা আসরে তাঁহার সে সুর ক্রমে বেসুর হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিজ কুলে জন্ম লইয়া দ্বিজাতির ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিয়া সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখা-ইয়া বিধি পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রুতি সিদ্ধ "হরি" শব্দের অপার মহিমা প্রচার করিয়া গেলেন, আর তিন চারি শত বর্ষ অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার নামের ও প্রচারিত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত লোক অনধিকারে বর্ণ ও

কুল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করিতেছে, ও পাপের—নরক কুণ্ডের বিষ্ঠা মাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার "হরেনামৈব কেবলম্" বলিয়া আপনাকে "বেকসুর খালাস" বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। স্বীকার করি, হরিনামের মহিমায় সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়, কিন্তু তুমি আমি তেমন করিয়া নাম গ্রহণ করি কৈ ? কালনার পরম ভক্ত নাম-ব্রহ্মবাদী প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ দাস বাবাজী বলিয়া ছিলেন,কেবল যেমন-তেমন করিয়া "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরিনাম করিলেই যদি পাপের বীজ ধ্বংস হইত, তবে হরি নাম করার পর আবার পাপে মতি হয় কেন? এবং তিনিই ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়া ছিলেন, যে যেমন কলুর ঘানি হইতে তৈল বাহির হইবার সময়, একটি ফোঁটা পড়িতে না পড়িতে নলের মুখে আর একটি তৈল বিন্দু আসিয়া যোগায়, সেই রূপ হরি নাম উচ্চারণে জিহ্বা যদি মুহূর্ত্তমাত্রও বিরাম না পায়, তবেই জীব পাপ সঙ্কল্প করিবার আর অবকাশ পায় না। এই রূপে লক্ষ নাম জপ করিতেন বলিয়া যবন হরিদাসকে সুন্দরী বেশ্যা নিজ দুর্ম্মতি জাল জড়িত মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

নামের মহিমা পাঠ করিলে হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। ভগবানের অতুল দয়া স্মরণ করিয়া তাঁহাতে প্রেম বিগলিত মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাতে চিরবিক্রীত হইয়াও যেন মনের সকল সাধ মিটেনা। লিখিত আছে যে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগী ও সর্ব্ব পাপনিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে, সেও পাপমুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, যথা শ্রী বৈশম্পায়নে—

"সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপ রতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানু কীর্ত্তনাৎ "॥

অজ্ঞান জন্য পাপাচরণ করিয়া তৎপ্রতিবিধানার্থ কোন উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না থাকিলেও নামের গুণে পাপী পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণু পদ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া, হরিনামের দোহাই দিয়া সংকল্প যুক্ত চিত্তে যে ব্যক্তি পাপ করিবে তাহার আর নিস্তার নাই। লোকে রোগ নিবারণ করিবার জন্যই ঔষধ সেবন করে, কিন্তু যাহারা রোগ বাড়াইবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করে, তাহাদের কি গতি হইবে ? মনে করিয়াছ, পরদারাভিমর্ষণই করি, আর পরাপকারসাধনই করি, হরি নামের গুণে পাপমুক্ত হইব ! যথা মৎস্য পুরাণে—

"পর দার রতোবাপি পরাপকৃতি কারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানু কীর্ত্তনাৎ॥"

হরি নাম লইবার পূর্ব্বে যে কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হউক না কেন, হরিনাম করিলে তত্তাবৎ বিদূরিত হইবেই হইবে, কিন্তু হরি নামও করিব ও সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছা কুক্রিয়াও করিব, এরূপ যাহার দুরভিসন্ধি, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক তাহার জন্য নহে। অতিভোজন জন্য অজীর্ণ পীড়া হইলে পাচক বটিকা সেবনে অজীর্ণ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু পাচক সেবন করিতে২ যদি কেহ অতিভোজন করিতে থাকে, তবে তাহার কল্যাণ হইবে কিরূপে.? স্বীকার করি নামের গুণে স্বর্ণাপহারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, গুরু-পত্নী-গামী, স্ত্রী ও ব্রহ্মহত্যাকারী, রাজহন্তা, গোবধকারী, পিতৃ হত্যাকারী আদি পাতকীরও নিস্তার আছে, যথা অজামিলোপাখ্যানে—

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুক্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজ পিতৃ গোহন্তা যেচ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নাম ব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতঃ তদ্বিষয়া মতিঃ॥"

কিন্তু নাম-মহিমার দোহাই দিয়া পাপ করিলে যমালয়ে ঘোর মহারৌরব নরক যাতনা ভোগ করিলেও নিস্তার নাই। নামাপরাধ কল্পে লিখিত আছে, যথা পাদ্মে—

"নাম্নোবলাদ্ যস্যহি পাপ বুদ্ধি
র্নবিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ"॥

শুনিতে পাই, কোন কোন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাকি বলিয়া থাকেন, যে হরিনাম করিলে আর দ্বিজোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে হয় না। তাঁহারা বলেন যে শুকদেব গোস্বামী যখন মুমূর্ষু মহারাজ পরীক্ষিৎকে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন ঋষিগণ সন্ধ্যাদি করিতে অবকাশ পান নাই,

তজ্জন্য তাঁহাদের কোন প্রত্যবায়ও হয় নাই। এই মহাভাগ ব্যাখ্যাতাগণকে বড় ভয় করিয়া চলিতে হয়। ইহাঁদের দ্বারা স্বেচ্ছাচার নাস্তিকতা প্রভৃতি সমাজোপদ্রবকারী মহা দোষরাশি অনায়াসেই সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। হরিকথামৃত পান করিতে করিতে ঋষিদিগের সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে অতিকাল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ করেন নাই। ঋষিদিগের ন্যায় নিমগ্ন চিত্তে যাঁহারা অহর্নিশি হরিনামামৃত পানে বিভোর, যাঁহারা তাদৃশ হরিরস-মদিরা পানে মাতোয়ারা, আমরা সে প্রেমোন্মত্ত অত্যাশ্রমীগণকে আমাদের দৃষ্টান্ত মধ্যে আনিতে পারি না। দ্বিজাতিগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইলে বিষ্ণুভক্তির অধিকারী হইবেন কিরূপে? যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তের পবিত্র পদবী লাভে কৃতার্থ হয়েন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়েন। হারীত সংহিতাতে লিখিত আছে—

" যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মস্থাঃ তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।

× × ×

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ব্রূহি সত্তম।

যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ॥ "

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাতাগণ প্রায়ই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া সভা সমিতি বা ব্যাখ্যাস্থানে " হরের্নামৈব কেবলম্ " কথাটিকেই কলির জীবের গতি ও নিস্তারের উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন কলিতে অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম যথাবিধি সুসম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন, অতএব " হরের্নামৈব কেবলম্ "। ধর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিব না, দ্রব্য সংগ্রহ করিব না, শাস্ত্রাদি মানিব না, অথচ ভোগের জন্য, সাংসারিক সুখের জন্য ত্রিভুবন ওলট পালট করিতে পারিব; অর্থাৎ সকল কার্য্যই করিব, কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সময় বলিব, এটি পারিব না। ইহা নিতান্ত লঘুচিত্ততার পরিচায়ক। যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কলিতে সম্পন্ন হইতে না পারিত তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তাগণ যুগ ধর্ম্মের মধ্যে কলিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন না। এ সময়ে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইলে অনিষ্ট হইবে অথবা যাহা অননুষ্ঠেয়, তাহাতো কলি ধর্ম্মে উল্লিখিত হইয়াছে; তবে পারিব না, বলিলে চলিবে কেন, আর বলিলেই বা শুনিবে কে? তুমি যতক্ষণ বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তোমাকে বিধি পূর্ব্বক পালন করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটীর ভিতর বাস করিতে হইলেই মিউনিসিপাল কর দিতে হইবে, কর না দিলে, অধিকারে বাস করা চলিবে না। অনধিকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥ "

যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণাদির তাবৎ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত শরণাগত হইবে; তখনই ভগবৎকৃপায় তোমার সমস্ত পাপ বিমোচন হইয়া যাইবে। কিন্তু যত ক্ষণ দৈহিকাদি কোন ধর্ম্মই ত্যাগ কর নাই, ততক্ষণ তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন না করিলে চলিবে কেন। আর বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে বর্ণ ধর্ম্মের কঠোর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভক্তি মার্গের সাধক বই বাধক নহে। নারদ ভক্তি সূত্রে কথিত হইয়াছে—

" ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণং "।

যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়-বুদ্ধি দৃঢ় না হয়, সে পর্য্যন্ত, শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। অর্থাৎ ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত তাঁহাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা অবিচলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিত বৈধ ও নিষিদ্ধ কার্য্য গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়; কেননা ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাস্থা করিলে মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ায় ভক্তি প্রবলা হইতে পারেনা। ভক্তির সাধন সিদ্ধি হইলে, কর্ম্ম নিষ্ঠা আপনা আপনিই শিথিল হইয়া যায়। যেমন অলাবু পুষ্ট ও বড় হইলে, তাহার ফুলটী আপনিই ঝরিয়া পড়ে, সেই রূপ ভক্তি পরিপুষ্ট হইলে কর্ম্ম আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে নাই। নারদ আবার বলিয়াছেন—

"ওঁ অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কা"
অন্যথা পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। ভক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক। যেমন তরুণ তরু গুলির মূলে জল সেচন না করিলে তত্তাবৎ শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ ভক্তি রূপ বল্লরী মূলে কর্ম্ম রূপ জল সেচন না করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে "

আবার "হরের্নামৈব কেবলম্" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরও বাধক নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সাধন করিলে নিজ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সংসাধিত হয় ও সঙ্গে২ সমাজও সুপ্রণালীতে শাসিত ও পরিচালিত হইতে থাকে। লোক সমাজে বাস করিলেই স্বীয় ও পরকীয় উভয় কল্যাণকর ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে মনুষ্য সুখী হইতে পারে না। "হরের্নামৈব কেবলম্" মহামন্ত্র একজন বিষয়-বিরক্ত মহাত্মার সাধনের সম্বল হইতে পারে, কিন্তু বিষয়ী গৃহস্থ যখন দুর্দম্য ইন্দ্রিয় বর্গের তাড়নায় বিত্রস্ত হইয়া পড়িবে, রিপুদলের বিষম উৎপীড়নে যখন ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, যখন স্বেচ্ছাচার ও দুর্ব্বৃত্ততার মহা মোহময় গর্ত্তে তাহারা নিপতিত হইবে, তখন তো ও পবিত্র মহামন্ত্র মনে আসিবে না, তাহাতে শ্রদ্ধাও হইবে না; এই জন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা গণ ও ধর্ম্ম রক্ষক শাসন কর্ত্তাগণ গৃহস্থগণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও রাজ নিয়মের সুশাসনে যদি প্রতিষ্ঠিত না রাখেন, তবে লোক সমাজ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অনধিকারে যাহারা আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুমোদিত অথবা উচ্চাধিকারের কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যগণের—শাসনকর্তৃগণের তাহাদিগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা সমাজ নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

"সাধন ধর্ম্ম" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিলে কপটাচারে দেশ উচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রহ্মচারী হও, গৃহস্থ হও, বানপ্রস্থী হও বা সন্ন্যাসী হও, স্ব স্ব "সাধনধর্ম্ম" নিজ নিজ কৌলিক রীতিতে পালন করিতে কোথাও নিষেধ নাই, কিন্তু সাবধান, যেন সাধন ধর্ম্মের ভান আসিয়া আশ্রম ধর্ম্মের বাধা উৎপাদন না করে। হরিনাম সাধনে মনের মলা কাটিতে পারে, জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, পাপ করিলে পাপ জন্য নরক নিপাতের ভয় হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু লোকের কদাচারে সমাজ যে নরক তুল্য হইয়া যাইবে, তাহা রক্ষা পাইবে কিরূপে? হরিনামে সমাজের শাসন হয় না, সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। হরিনামে যম ভীত হয়, কিন্তু দুষ্ট-সমাজ ভীত হয় না। তাই বলি হরিনামসাধনকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রাজকীয় আসনে বসাইতে নাই। উহা হৃদয়ের সামগ্রী—সাধের সামগ্রী, হৃদয়ে রাখিব, হৃদয়ের সাধনের ধন গোপনে সাধন করিব, গোপনে বসিয়া গুপ্ত ধনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইব।

"সাধন ধর্ম্ম" সমাজে আশ্রম ধর্ম্মের আসনে বসিলে দেশ উচ্ছৃঙ্খল হইবে জানিয়াই সামাজিক কল্যাণার্থ মহর্ষিগণ রাজ শাসন পদ্ধতি প্রচলিত করেন; নতুবা কপটাচারীদিগের দৌরাত্ম্যে সাধু সমাজ বিপ্লুত হইয়া যাইত। জপ নাই, তপ নাই, ধ্যান নাই, জ্ঞান নাই, শক্তি সাধনের—লতা সাধনের ভান করিয়া তুমি সুরাপান ও পরদারাভিমর্ষণ করিবে, আবার প্রেম নাই বৈরাগ্য নাই "বৈরিগীর" ভান করিয়া তুমি, "প্রকৃতি" সাধনের নাম করিয়া পরকুল বধূ বাহির করিবে, বস্ত্রহরণ লীলা করিবে। এই রূপ "রাগের ঘরের সাধন"-ধর্ম্মের ভানে ভারতে অনেক দুর্ব্বৃত্তি প্রশ্রয় পাইতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বা রাজ শাসন ব্যতীত এ সমস্ত অবৈধ কার্য্য "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিলে নিবৃত্ত হইতে পারে না।

পাপমোচনের জন্য নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত আছে, ভগবানের নামও তাহার মধ্যে অন্যতর। কিন্তু সর্ব্বত্রই হরিনামে খালাস পাইতে পারা যায় না। যদি হরিনাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, তবে দুষ্টগণ অবকাশ বুঝিয়া রাজ্য বা ধন লোভে পিতৃ হত্যা করিয়া পাপ মোচনার্থ বলিবে "হরিবোল", দুরাচারগণ গুরুপত্নীতে গতি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতেই "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিয়া বাঁচিয়া যাই

বার চেষ্টা করিবে। অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিয়া দস্যুগণ বলিবে ‘ হরিবোল ’। গুরুকে পদাঘাত করিয়া বলিবে ‘ হরিবোল ’। ভ্রূণহত্যা করিয়া বলিবে “ হরি বোল, ” মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বলিবে “ হরিবোল ” *, মদ্যপান, যবনী গমন, ম্লেচ্ছান্ন ভোজনাদি করিয়া একবার উচ্চৈস্বরে বলিবে ‘ হরি-হরি-বোল ”। এইরূপে “ হরিবোল ” একটা মহাগণ্ডগোলের কারণ হইয়া উঠিবে।

“কাল” ও “ক্রিয়া” পাপমোচন ও শৌচের কারণ। স্বগোত্রীয় ব্যক্তির মরণ জন্য অশৌচ হইলে বর্ণধর্ম্মের নিয়মানুসারে দশাহ বা দ্বাদশাহ আদি কাল যথা নিয়মে থাকিলে মনুষ্য শুচি হইয়া থাকে। এখানে “ হরের্নামৈব কেবলম্ ” বলিলে গৃহস্থের অশৌচ শান্তি হইতে পারে না। যদি হরিনামেই সর্ব্ব প্রকার শুদ্ধি হয় ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত হইত, তবে

“ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোঽপিবা।
যঃস্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ ॥ ”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একজন রজস্বলা নারী ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিত। কিন্তু এই অশৌচ দিনত্রয়-কাল ও স্নানাদি—ক্রিয়া ব্যতীত বিদূরিত হইতে পারেনা। হরি নামে সমস্ত প্রকার অশুচি দূর হয় বলিয়া লোকে মলোৎসর্গ ও মূত্রত্যাগ পূর্ব্বক জল দ্বারা ধৌত না করিয়া ‘ হরিবোল ’ বলিয়াই কি স্থির হইয়া থাকিবে ? বস্তুতঃ অতি মহাপাতকাদি জন্য নরক নিপাতাদির আশঙ্কা পবিত্র হরিনামের গুণে বিদূরিত হইলেও অনেক অশৌচ ও অনেক পাপ (ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ) কাল ও বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া ব্যতীত বিধৌত হয়না।

যে হরিনাম সদ্য মুক্তির অব্যর্থ কারণ, যে হরিনাম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় মহাপাতক তামস রাশির বিনাশক, ক্ষুদ্র ২ প্রায়শ্চিত্ত—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-সাধ্য পাপ ক্ষালন করিবার জন্য সেই হরিনামের দোহাই কেন ? যেখানে সেখানে—যখন তখন—ভক্তি নাই, প্রেম নাই, হরিনাম করিয়া পবিত্র হরিনামের মর্য্যাদা হানি করি কেন? সাধের—সোহাগের সামগ্রীকে হাটে বাজারে, পথে ঘাটে লোক দেখাইয়া বেড়াই কেন ? যদি ভক্তি ভরে ডাকিতে পার তবে হৃদয় ভেদী স্বরে ডাক, তুমিও পবিত্র হইবে, শুনিয়া লোকেও পবিত্র হইবে, তোমার আমার সকলের তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। তখন প্রেমে বিভোর হইয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে ২ সকল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিব “হরের্নামৈব কেবলম্ ”।

যখন স্বর্গের সুখ, অসার সংসার সুখ তৃণবৎ-তুচ্ছবোধে বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমের ধনকে বুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব, তখনই নৃত্য করিতে ২ বলিব “ হরেনামৈব কেবলম্ ”; যখন সাধু-সঙ্গে সাধু হইয়া নির্ম্মল হৃদয় হইব, যখন নির্ম্মল হৃদয়ে সাধের প্রাণসখাকে প্রেমের হার পরাইয়া নাচাইব তখনই আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিব, ‘ হরের্নামৈব কেবলম্’। যখন স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলে আমার প্রাণ বিহারী শ্রীহরির ছবি দেখিব, যখন বিহঙ্গের কলরবেও আমি হরি হরি ধ্বনি শুনিব, যখন দেখিব সমুদ্রের কল্লোল, পবনের হিল্লোল বজ্রের অভ্রভেদী মহারোল, আমার শ্রীহরির নাম গাথা গাইতে গাইতে জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছে, তখনই থাকিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিব, ‘হরের্নামৈব কেবলম্’। আবার উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বলিতে থাকিব “ হরের্নামৈব কেবলম্ ”। তখন ভক্ত মুখে শুনিতে থাকিব “ হরের্নামৈব-কেবলম্, ” তখন দেখিব জগতের কোথাও আর কিছুই নাই “ হরের্নামৈব কেবলম্ ”

রাউলের গাথা।

“ রসনায় সে রস পাবেনা। নামামৃত আজব কারখানা। দরুতে আসল, ধরে নকল, ঢেঁকীর মুশল ফসল চিনেনা ॥ আশী লাখ বার এসে ভবে, সে মধু না খেতে পাবে, যেমন ক্ষুধা তেমনি রবে, সার হবে ধান চিটে ভানা ॥ রসনায় কৃষ্ণ

* একজন জমীদারের (নাম করিবনা) পূর্ববঙ্গস্থ নায়েব একটী মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় পরপক্ষীয় উকিল আদালতের বাহিরে গোপনে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি প্রবীণ ও তিলক কণ্ঠী ধারী বৈষ্ণব হইয়া হলফান্ এজাহারে মিথ্যা কহিলে কিরূপে। তাহাতে নায়েব মহাশয় এই উত্তর করিলেন, যে আমি আদালতে আসিবার পূর্ব্বে এ বিষয় ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছেন, যে বাসায় আসিয়া কয়েকবার হরিনাম জপ করিও, পাপ কাটিয়া যাইবে। (সত্য ঘটনা।)

নাম তেমন, ওলার খোলায় দ্রব্য যেমন, নিয়ত তার করে ভ্রমণ, আস্বাদন কিছুই জানে না॥ ঝুলি ক'রে হরি নাম করে, সরবি কলুর বলদ ঘুরে; চিনিতে নারিনি পরাৎপরে, মূলাধারে হয়ে কানা॥"

সদাচার ও সংযম

ইংরেজাধিকারে খৃষ্টীয়ধর্ম্মপ্রচারকেরা যখন এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন এবং স্থানে ২ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন তখন পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ভারত সন্তানের মধ্যে অনেকের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতে লাগিল, যে আমাদের সামাজিক নিয়ম গুলি ঘৃণিত, ধর্ম্ম সাধনের প্রণালী কুটিল, সদাচার বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা কুসংস্কারাপন্ন—অন্ধবিশ্বাসের ফল। খৃষ্টীয় প্রচারকগণ আর্য্য ধর্ম্মের যেরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেন ইঁহারা তাহাই সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। এবং হিন্দু দিগের ওরূপ "ভ্রমসঙ্কুল ও কুনীতিপরায়ণ" শাস্ত্রে আস্থা আছে বলিয়া সমস্ত হিন্দু মণ্ডলীকে মূর্খ জ্ঞান করিতেন। ইহাঁরা এতদূর উন্মার্গগামী হইয়া উঠিলেন যে প্রত্যাহিক স্নান, মূত্রত্যাগান্তে জল ব্যবহার প্রভৃতি শৌচ কার্য্যগুলিকেও কুসংস্কার ও চিন্তা-বিহীনতার পরিচায়ক ভাবিয়া তদ্বিপরীত আচরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, কেহবা কোন ধর্ম্মেই দীক্ষিত না হইয়া নিষিদ্ধ পান ভোজনে ও আচার ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন এবং এই রূপে আপনাপন জীবন কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। অনেকে শিক্ষিত ও সভ্য বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিপরীতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে এই প্রতীয়মান হয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের মনে যে সকল সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, সেই সকল সংশয় দূর করিবার জন্য হিন্দু সমাজের কেহই প্রয়াস পান নাই। ও দিকে সংস্কৃত ভাষায় যুবকগণের এতদূর ব্যুৎপত্তি ছিলনা যে তাহারা স্বয়ং এ রহস্য ভেদ করিতে পারে, সুতরাং তাৎকালিক দৃষ্টিতে তাহারা যে পথ সুগম মনে করিত, সেই পথেই বিচরণ করিত।

কিন্তু যাহা অসার, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, ভ্রম চিরকাল থাকেনা, পাপ কাহাকেও গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেনা। কালে অসারতা নষ্ট হয়, ভ্রম দূর হয়, পাপ ক্ষয় হয়। যেমন, দুঃখের পর সুখ, বিপদের পর সম্পদ, অন্ধকারের পর জ্যোৎস্না দিবার পর রাত্রি, শীতের পর গ্রীষ্ম সেই রূপ সমস্ত অনিত্য বিষয়েরই পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। এইত আমাদের ভরসা! এইত আমাদের শান্তি! আজ হউক কাল হউক, দশদিন পরে হউক, ইহকালে হউক পরকালে হউক, একদিন না একদিন ভ্রম দূর হইবেই হইবে, পাপ ক্ষয় হইবেই হইবে, আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক যত প্রবেশ করিবে, ভ্রমান্ধকার তত ঘুচিয়া যাইবে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস করিলে কল্যাণ হইবেই হইবে। তাঁর অনন্তলীলা কে বুঝিবে? তাই আজ ইংরাজি শিক্ষিত ভারত সন্তানের সে ভাবের স্রোত যেন একটু মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। অনেকেই আপনাপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। কেহ কেহ শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা পালনে যত্নশীল হইয়াছেন, কেহ বা কষ্ট সাধ্য বলিয়া এই অনুজ্ঞা পালনে সক্ষম হইতেছেন না; কিন্তু তার আবশ্যকতা ও উপকারিতা অনেকেরই বোধগম্য হইয়াছে। ইহাও সুখের বিষয়। যাহা শুভ বলিয়া বোধ হইয়াছে কালক্রমে তাহা জীবনে দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; কারণ, জ্বর বিকারে যখন রোগীর ভোজনে অনিচ্ছা এবং অরুচি জন্মে তখন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রথম ভোজনে ইচ্ছা জন্মে কিন্তু মুখে অরুচি থাকা নিবন্ধন পথ্য গ্রহণ করিতে পারেনা কিন্তু চিকিৎসকের মনে আশার সঞ্চার হয় যে তাঁহার ঔষধ কার্য্য করিতেছে, ক্রমে অরুচিও দূর হইবে।

মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য (ঈশ্বর লাভ) সাধন করিতে হইলে শরীর ও অন্তঃকরণ শুদ্ধির

কতকগুলি ক্রিয়া করিতে হয়। সেই ক্রিয়ার কতক গুলি শরীর এবং কতক গুলি মনের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব শরীর ছাড়িয়া দিলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা এবং সিদ্ধি লাভও হয় না। সুতরাং যতদিন উদ্দেশ্য সাধন না হয় ততদিন, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং সিদ্ধি লাভের অনুকূল হয় তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলেই সদাচারের প্রয়োজন; সদাচার প্রাকৃতিক নিয়মের নিতান্ত অনুকূল। পান ভোজনাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে শরীরের তাপাদির প্রকৃতি ঠিক থাকে এবং মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। প্রত্যুষে গাত্রোত্থানান্তে মল মুত্রত্যাগ, হস্ত পদ প্রক্ষালন, আচমন, প্রত্যহ পরিষ্কার জলে স্নান, পরিমিত ভোজন, দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ, অন্ততঃ দিনের মধ্যে একবার সমাহিত চিত্তে অভীষ্ট দেবতার ধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য।

এতাবতের উপকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই, জীবনে পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিবিধ প্রকার চিকিৎসাতেও কোন ফল পান নাই, কিন্তু অবশেষে বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর কিম্বা হরির নামে আত্মসমর্পণ করিয়া কিছু কাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করাতে ঐ সকল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করত কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক বিষয় দেখিতে গেলেও সদাচারে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ মানব মাত্রেই সুস্থ শরীর ও হৃষ্ট মনে থাকিতে চায়। এবং সদাচারে যখন উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় তখন সদাচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আজ কাল হিন্দু পরিবারে বিলাতী চালচলন প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার অভিনব ব্যাধির সঞ্চার করিয়া তুলিতেছে। প্রায় সমস্ত গৃহস্থই পীড়ার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। গৃহস্থকে প্রতি মাসেই ঔষধের মূল্য ও চিকিৎসকের দর্শনীর ভার বহন করিতে হয়। সকলের আর্থিক অবস্থা অনুকূল নয়, এই সকল ব্যয়ভার অনেকের পক্ষেই গুরুতর বোধ হয়। একটু সুনিয়মে চলিলে যদি পীড়া না হয় অথচ ব্যয়েরও লাঘব হয়, তবে কি তাহা বাঞ্ছনীয় নয়? সদাচারে থাকিলে যদি শরীর সুস্থ ও পবিত্র বোধ হয়, মন প্রফুল্ল থাকে, উচ্চ চিন্তার অধিকার জন্মে তবে কি তাহা প্রার্থনীয় নয়?

যাঁহারা সংসারের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তে চির শান্তি চাহেন, হরিপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারিলে আর তাঁহাদের উপায় নাই। যাঁহারা ভগবচ্চরণারবিন্দলাভের প্রয়াসী হইয়া তদনুকূল কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী, তাঁহারাই সাধক। সাধকের পক্ষে সংযম অত্যাবশ্যক। যিনি যতদূর সংযত, সাধন রাজ্যে তিনি ততদূর অগ্রসর। সংযত হইতে না পারিলে আর শান্তি নাই। সংযমে যে কি সুখ, তাহা যিনি অন্ততঃ একটী বিষয়েও সংযত হইতে পারিয়াছেন তিনিও কিছু বুঝিতে পারেন। যাঁহারা প্রবৃত্তির স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বসিয়াছেন, সংযমের সুখ তাঁহাদের বোধগম্য হইবার বিষয় নহে।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগের শরীর ও মনে যে সকল শক্তির বীজবপন করিয়াছেন আমরা যদি তাহাদের যথোচিত পরিচালনা না করি তবে তাহাদের বিকাশ হয় না বরং ক্রমে শুষ্ক হইয়া নষ্ট হয়। আবার যদি সেই শক্তিগুলির অযথা ব্যবহার করি তথাপি সেগুলির নাশ হয়, এবং আমরাও বিবিধ অকল্যাণ ভোগ করিতে বাধ্য হই। ভগবান্ আমাদিগকে চরণ দিয়াছেন চলিবার জন্য, আমরা যদি আদৌ না চলিয়া একই আসনে বহুকাল উপবিষ্ট থাকি তবে আমাদের চলচ্ছক্তির হ্রাস হয়, এমন কি দণ্ডায়মান হইবার শক্তিও থাকে না। পক্ষান্তরে যদি আমরা পদের অপরিমিত চালনা করি, একদিন বহুদূর পথ পরিভ্রমণ করি তবে আমাদের পদ অবসন্ন হইয়া পড়ে শরীর ক্লান্ত হয় এবং কোন উৎকট ব্যাধি গ্রস্ত হইতে পারি। মনের কাজ চিন্তা করা। যাঁহারা প্রথম হইতে মনকে সংযত

করিবার চেষ্টা করেন, দর্শন বিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত করান, তাঁহাদের মন সিদ্ধি লাভের অনুকূল হয়। অভ্যাসের দ্বারা শেষে এরূপ হয় যে মন দীর্ঘকাল একই বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হয়, বিষয়ান্তর তখন মনে আদৌ স্থান পায় না। মনঃসংযমে মনে বলের সঞ্চার হয়, অধিকক্ষণ একাগ্র থাকিয়া গুরুতর চিন্তা করিতে মন সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে যাহারা মনের গতির প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, মনকে উচ্চ বিষয়ের চিন্তা করিতে শিক্ষা না দেন, চঞ্চল মনকে অবাধে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে সায় দেন, তাঁহাদের মন কোন বিষয়েই স্থির থাকিতে পারেনা; পিশাচের ন্যায় হাটে মাঠে গাছে মাছে শাকে ভাতে, জলে স্থলে, বিষ্ঠা মূত্রে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পুনঃ পুনঃ বিচরণ করে। এইরূপ মন যাহাদের, তাহারা বিশেষ কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

আজ কাল "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া একটা হুজুগ চলিতেছে। বক্তৃতায় স্বাধীনতার কথা শুনিতেছি, সংবাদ পত্রে স্বাধীনতার কথা পাঠ করিতেছি। কিন্তু সে কথা গুলি আমাদের ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, স্বাধীনতা যে, কি তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি নাই। শব্দার্থের প্রতি বিশেষ অনুধাবন করিয়া এই আভাস টুকু পাইয়াছি যে স্বাধীনতার অর্থ আত্মনির্ভর অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আপনার পূর্ণাধিনায়কত্ব। শরীরাত্ম-বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে কি ইহা ধারণার জিনিস? অথচ আবাল, বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই স্বাধীনতার কথা শুনা যায়। হইতে পারে, আমাদের স্বাধীনতা ও তাহাদের স্বাধীনতা এক নহে, যাহাই হউক স্বাধীনতার অর্থত এই যে অন্যের অধীনে না থাকা। অনেকে বলেন "আমি স্বাধীন জীব, যা ইচ্ছা তাই করিব।" হায়! ময়রার দোকানে সন্দেশ দেখিয়া যাহাদের জিহ্বায় জল আসে, পরধনে যাহাদের লোভ হয়, সুন্দরীললনা দেখিলে যাহাদের মন বিকৃত হয়, তাহারাও বলে কিনা "আমরা স্বাধীন জীব"। যাহারা প্রকৃতির দাস, ইন্দ্রিয়গণের ক্রীড়নক, তাহাদের মুখে কি স্বাধীনতার কথা শোভা পায়? যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিয়াছেন, মনকে সংযত করিতে পারিয়াছেন তিনি এক দিন বলিতে পারেন "আমি স্বাধীন হইতে চলিতেছি।" স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অবিশ্রান্ত আত্মরমণ। যিনি মনকে বাহ্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মায় নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন তিনিই স্বাধীন, তিনি যোগী, তিনি সিদ্ধ, তিনি মহাপুরুষ। তাঁহার দর্শন মাত্র লাভেও আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র লোকের মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হয়। তাই বলি স্বাধীনতা মানুষের লক্ষ্য, এবং সদাচার ও সংযম স্বাধীনতা লাভের উপায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

অমৃতসরে জিহ্বা বলি।

কার্ত্তিক-পূর্ণিমার ধর্ম্ম প্রচারকে লাহোরের "মিত্র বিলাস" (হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র) হইতে অনুবাদিত হইয়া অমৃতসরের দেবীমন্দিরে জনৈক সাধকের জিহ্বা বলিদানের অদ্ভুত ঘটনাটী প্রকাশিত হয়। আমাদের অনেক সুযোগ্য সহযোগী এই বিচিত্র বিষয়টী সাধারণের ধর্ম্ম ভাব ও ভগবদ্বুদ্ধি বর্দ্ধনার্থ ধর্ম্ম প্রচারক হইতে উদ্ধৃত ও প্রকাশিত করেন। ক্রমে কথাটা বঙ্গদেশে ও ভারতের দূরাদ্দূরতর প্রদেশে একটু গুরুতর বলিয়া রটিয়া গেল। সাধুভক্ত হিন্দু দিগের মনের বল দ্বিগুণ হইল, কিন্তু অবিশ্বাসী অহিন্দু গণের অন্তঃকরণে বড়ই বেদনা হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এমন একটা ঘটনা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পাছে সভ্যতা ও উচ্চশিক্ষার কলঙ্ক রটে, এই ভয়ে কুশিক্ষিত দলের একটা, বড়ই ভাবনা হইল; "ঘটনাটা মিথ্যা," ইহাই শুনিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই খানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে মিত্র বিলাসের অমৃতসরস্থ সংবাদ দাতা একজন অন্য কোন সাহেবকে মন্দিরে উপস্থিত দেখিয়া ভ্রম বশতঃ "পুলিস বা ডেপুটী কমিশনর" বলিয়া এবং উৎসবের জন্য ভিন্নং আফিস হইতে প্রদত্ত টাকা সাহেবের নিজদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। মিত্র বিলাসের লেখানুসারে ধর্ম্ম প্রচারকেও (এই প্রাসঙ্গিকভুলটী) ডিপুটী কমিশনর এই ঘটনায় সংসৃষ্ট বলিয়া অনুবাদিত হয়। সংবাদ পত্রে দেখিলাম, বর্দ্ধমান হইতে একটি ভদ্রলোক ও ভগলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রসিক বাবু এই ঘটনাটীর সত্যাসত্যতা জানিবার জন্য অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনরকে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি নাকি উত্তর দিয়াছেন, যে "ঘটনাটী সম্পূর্ণই মিথ্যা" (The whole story is a lie) আর যাবে কোথা! অহিন্দুর দল নাচিয়া উঠিল! হিন্দু ধর্ম্ম পোষক

পত্র সম্পাদক গণের উপর এক পশলা অগ্নিময় গালি বর্ষণ হইয়া গেল! হিন্দুগণ চিরদিন কষ্ট সাহষ্ণু, সুতরাং অহিন্দুগণের ন্যায় জ্বালায় কাতর হইলেন না, অম্লান বদনে গালি সহ্য করিলেন। এদিকে ডিপুটী কমিশনরের " মিথ্যা " অবলম্বন করিয়া অহিন্দু সংবাদ পত্র সমূহের নিকট চীৎকার চারি দিকে বিঘোষিত হইতে-লাগিল। ব্রাহ্ম "সঞ্জীবনীতে" রসিক বাবুরও একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের নিকট যত " মিথ্যাবাদ " ও " ভণ্ডামি " ছিল, সমস্ত গুলি পবিত্র হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারক গণের মস্তকে বেমালুম চাপাইয়া দিলেন। সঞ্জীবনীর অবিচার সিদ্ধ প্রবন্ধ পাঠে জনৈক মহাত্মা তাহার প্রতিবাদ করিয়া সঞ্জীবনীতে এক পত্র লেখেন। সঞ্জীবনী পাছে তাহা হিন্দুর অনুকূল বলিয়া না প্রকাশ করেন, এইজন্য তাহা প্রকাশার্থ অনুরোধ করিয়া আমাদিগকেও তাহার এক প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।—

বিগতবারের সঞ্জীবনীতে ভাগলপুরের রসিক বাবুর প্রদত্ত যে অমৃতসরের জিহ্বা বলিদানের বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। উহাতে " ধর্ম্ম প্রচারক." ও শ্রীকৃষ্ণ বাবুর উপর কতকগুলি অন্যায় দোষারোপ করা হইয়াছে। অমৃতসরে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া পঞ্জাব ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটা বিষম আন্দোলন চলিতেছে। হিন্দী, উর্দ্দু আদি প্রাদেশিক সংবাদ পত্র মাত্রেই ইহার একটা স্রোত বহিতেছে তাহা বাঙ্গলাদেশের বাঙ্গালী বাবুরা পাঠ না করিয়া থাকিবেন। উক্ত ঘটনার বিশেষ বিবরণ যাহা ক্রমান্বয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া লাহোর হইতে প্রকাশিত " মিত্রবিলাস " পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ধর্ম্ম প্রচারকে তাহারই কেবল অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সে উদ্ধৃত সংবাদের সত্যাসত্যের জন্য ধর্ম্মপ্রচারক কখনও দায়ী হইতে পারেননা। এমন অবস্থায় রসিক বাবু "ধর্ম্ম প্রচারক" কে ঠারে ঠোরে কেন মিথ্যাবাদী (মিথ্যাগল্পের রচয়িতা) বলিয়াছেন, তাহাতো বুঝিলাম না। সুধু তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকেও গ্লানি-ভাগী করিতে ছাড়েন নাই। কাজটা কি ভাল হইয়াছে?

"ঘটনা টা" যে একেবারেই মিথ্যা—অমূলক, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বড় মূর্খ। যদি একবারেই মিথ্যা হইত, তাহা হইলে " অনুসন্ধানে সিবিল মিলিটারি গেজেট হইতে " অমৃত সরের যোগীর কথা " উদ্ধৃত হইত না। তবে ঘটনাটার সম্পূর্ণ অঙ্গ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করা অবিশ্বাসীর একতিয়ারের মধ্যে।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র ঘোষ
পশ্চিমোত্তর প্রদেশ।

আমরা আর্য্য ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির কামনা করি এবং ইহার পুনঃ প্রচারের জন্য বহুদিন হইতে বদ্ধ পরিকর আছি, কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যার সাহায্য লইতে আমরা ক্ষণার্দ্ধও প্রস্তুত নহি। সত্য সনাতন ধর্ম্ম কখনও মিথ্যার সেবা গ্রহণ করেন না। সনাতন ধর্ম্ম সত্যের উপর চির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাই শত বিপ্লবেও ও অহিন্দুর কুটিল আক্রমণেও আর্য্য ধর্ম্মে ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে নাই। হিন্দুগণ সত্যের সেবক বলিয়াই অনাদি কাল হইতে জাতীয়—শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম পালনে সমর্থ আছেন। হিন্দুগণ কল্পনার দাস নহেন, মিথ্যা গল্পের উপাসক নহেন। " সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্ম " হিন্দু ধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র।

অমৃতসরের ঘটনাটীর সত্যাসত্যতা জানিবার জন্য আমাদেরও উদ্বেগ জন্মিল, আমরাও অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনরকে তন্ন তন্ন করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিলাম, তাহার উত্তর যাহা পাইলাম, তাহা রসিক বাবু আদির মত হইতে যেন কিছু স্বতন্ত্র বুঝিলাম। তিনি " জিহ্বাচ্ছেদ " মূলক একটা বিচিত্র ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করেন নাই, তবে তাঁহার মতে সেটা "বুজরুকি"। তিনি স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়াছেন যে আমি এখনও এক সহস্র মুদ্রার " খেলাত " দিতে প্রস্তুত আছি, যদি সেই ব্যক্তি বা অন্যকোন ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে সেই রূপ পুনরাভিনয় করিতে পারে। ("—And still I offer a " Khilat " of Rs.1000, if *he* or any other person will *repeat* the action in my presence.") দেবীমন্দিরে যে মহাত্মা জিহ্বাচ্ছেদ পূর্ব্বক মায়ের পূজা করিয়াছিলেন, *he* শব্দটি তাঁহারই প্রতি লক্ষিত হইয়াছে এবং এই রূপ ঘটনাটি তাঁহার অসাক্ষাতে " একবার হইয়াছিল " বলিয়াই তিনি *repeat* কথাটি লিখিয়াছেন। তিনি সাহেব—খৃষ্টান, কাটা জিহ্বা " দেবীর কৃপায় " পুনঃ পূর্ব্ববৎ হইবে, ইহা তিনি " বিশ্বাস " না করিতে পারেন; কিন্তু এরূপ ঘটনা যে হয় নাই, ইহা তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি বা তাঁহার মত অবিশ্বাসী গণ বলিতে পারেন, যে লোকটা ইন্দ্রজালীদিগের ন্যায় একটা মিথ্যা কারখানা করিয়াছিল, কিন্তু ইহা " সন্দেহ " ভিন্ন তাহার " সমূলক প্রমাণ " কৈ ? আর " ভক্ত " বাজি রাখিয়া বাহাদুরি দেখাইবার জন্য বা তাঁহার খেলাতের জন্য ঐ রূপ করিবে, ইহাই কি সম্ভব? সাহেবের মত সহস্র ২ লোক যদি দৈবলীলা বিশ্বাস নাকরে, তবে দেবতার বা সাধকের ক্ষতিই বা কি ? "তবারিক" পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে অরাংজিব একবার সসৈন্য যুদ্ধ যাত্রা করিয়া একটি গভীর বনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বনমধ্যে একজন ধ্যানস্থ সাধুকে দর্শন করেন। সম্রাট্ নীরবে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ কাল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাধু চক্ষুরুন্মীলন করিলে সম্রাট্ বলিলেন, আপনি আমাকে দুই একটি জ্ঞানোপদেশ দিন। সাধু বলিলেন, তুমি পরাপকারী, এই জন্য জ্ঞানের অনধিকারী। সম্রাট্ বলিলেন, আপনি আমাকে জ্ঞানোপদেশ দিন, আমি আপনাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিব, ইহা শুনিয়া সাধু হাসিয়া বলিলেন, দেখ, ঐ যে বৃক্ষের শাখায় পক্ষীটি বসিয়া আছে, উহাকে ১০০০০ স্বর্ণ মুদ্রার লোভ দেখাইয়া বল দেখি, বিহঙ্গ! একটি গান গাও, পক্ষী অমনি তোমার সমস্ত কথায় উপেক্ষা করিয়া উড়িয়া যাইবে, নাহয়, নীরবে থাকিবে। আবার মন হইলে আপনিই আনন্দে কত গান গাইয়া বন আকুলিত করিবে; সাধু গণও পক্ষীর ন্যায়; অর্থ লোভে তাঁহারা নিজ ভক্তি, জ্ঞান বা কোন রূপ সাধন সিদ্ধির পরিচয় বা অনধিকারীকে উপদেশ দেন না। সম্রাট্ নীরবে চলিয়া গেলেন। আমরা ও বলি, খিলাতের লোভে সাধু

তোমাকে সিদ্ধি দেখাইবেন, এ আশা করিও না। অবিশ্বাসী গণ এই বিবরণটি কে "ধর্ম্ম প্রচারকের মিথ্যা গল্প" মনে করিয়া বড় ভুল করিয়াছেন। গল্পটি তোমার "বিশ্বাস" হইল না বলিয়া "মিথ্যা" হইতে পারেনা। আমরা কাশীতে কতশত পঞ্জাববাসীর মুখেই এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন শুনিতেছি, ও পঞ্জাবের হিন্দী ও বহুতর উর্দ্দু পত্রে এই ব্যাপারের কথা পাঠ করিতেছি। পঞ্জাব হইতে সমাগত যে সকল লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইতেছে, তাঁহারাও ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

আমাদের অনুরোধে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় মিত্র বিলাস সম্পাদকে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য যে একখানি ইংরাজি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার ও তদুত্তরের বঙ্গানুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপীনাথ

মিত্রবিলাস সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! দুর্গোৎসবের অচিরকাল পরেই আপনার মিত্র বিলাসে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে অমৃতসরের "জিহ্বা বলিদানের" বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ ধর্ম্ম প্রচারকে স্থান প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালী সহযোগী গণ তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করেন। এই অদ্ভুত বিবরণ পাঠে বর্দ্ধমান ও ভগলপুর হইতে কয়েকটি ভদ্রলোক ডেপুটী কমিশনরকে এই ঘটনার সত্যাসত্য জানিবার জন্য পত্র লেখেন, কেননা আপনার পত্রে এতদ্ব্যাপারে ডিঃ কমিশনরের সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে। এবং ডিঃ কঃ তাঁহাদের পত্রের উত্তরে লেখেন যে, "ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।" অতএব ঘটনাটি কতদূর সত্য এবং ডিঃ কঃ সাহেবের কথা কেন আপনার মিত্র বিলাসের প্রতিকূল হইল, তাহা সত্বর লিখিয়া সুখী করিবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন।

উত্তর।

মহাত্মন্! আপনার পত্র পাঠে আমি চমৎকৃত হইলাম। ঘটনাটি এরূপ সমান্য নহে, যে এক ডেঃ কমিশনরের কথায় উড়িয়া যাইবে। তিনি হয় তো সে মণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন না। লোকে অন্য এক জন সাহেবকে ডেপুটী কমিশনর বা পুলিস কমিশনর বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। বস্তুতঃ লীলাটী চূড়ান্ত ও সুসিদ্ধ দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত মুশলমান ও "আর্য্য সমাজী" (দয়ানন্দী) শপথ করিয়া বলিতেছেন, যে তাঁহারা স্বচক্ষে জিহ্বা কাটা ও তাহা পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়াছেন। এই উপলক্ষে দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন ও নানাবিধ পূজা, উৎসর্গ, দান প্রভৃতিতে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া গেল কিছু দিন ধরিয়া অমৃতসর দিবা নিশি আনন্দোৎসবের হিল্লোলে ভাসিয়াছিল।

যে ঘটনা সহস্র ২ লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আমি এমন চক্ষের উপরকার ঘটনার আর অধিক কি প্রমাণ দিব! এত বড় ব্যাপারে ডেঃ কমিশনর সাহেবের মত বৈষয্যে কিছু মাত্র গুরুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

(স্বাক্ষর) শ্রী গোপী নাথ

এক্ষণে পাঠকগণ কি বুঝিবেন, যে যাহাই অহিন্দুগণের বিশ্বাস বিরুদ্ধ, তাহাই "মিথ্যা", তাহাই "গল্প"? অবিশ্বাসী! তুমি মনে করিয়া রাখিও, তোমার বুদ্ধি, তোমার জ্ঞান, তোমার বিজ্ঞান, তোমার বিচার, তোমার দর্শন, তোমার গবেষণা, তোমার সিদ্ধান্ত যাহা স্বপ্নেও দেখে নাই, ভগবৎ বিশ্বাসের রাজ্যে, ভক্তির রাজ্যে, নিষ্ঠার রাজ্যে প্রেমের রাজ্যে তাহা উজ্জ্বল সত্য। সজন কসাইও এই দরবারের লোক। এখনও যে তোমার আমার চক্ষুর সম্মুখে কতশত শূল রোগী, কতশত বাতব্যাধিগ্রস্ত, কতশত হাঁপ কাশে জর্জ্জরিত রোগী বিশ্বাস করিয়া বৈদ্যনাথ, তারক নাথে হত্যা দিয়া পীড়া হইতে মুক্ত হইতেছে, তাহাও কি গল্প? তাহাও কি ভণ্ডামী? যাঁহার চরণে বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া থাকিলে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বৈকল্যই দূর হইয়া যায়, তিনি কি প্রেমাবিষ্ট ভক্তের জিহ্বাটা প্রকৃতিস্থ করিয়া দিতে পারেন না! ডেপুটী কমিসনরের নাম ও টাকার কথা লিখিতে প্রাসঙ্গিক গোলযোগ হইয়াছিল বলিয়া মূখ্য ঘটনাটি "মিথ্যা গল্প" "হিন্দুদের ভণ্ডামী" বলিয়া নিজ নিজ তুচ্ছমনস্কতার পরিচয় দেওয়া অহিন্দুগণের ভাল হয় নাই।

হে ভগবন্! সকলকে তোমার ভক্তি ও পবিত্র বিশ্বাসের রাজ্যে স্থান দান কর।

ধর্ম্মোৎসব।

পৌষ শুক্ল সপ্তমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত পাঁচ দিন ক্রমাগত ছাপরা আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচ দিন ছাপরা নগরী যেন আনন্দের মহাহিল্লোলে ভাসিতেছিল। ৪ দিন প্রত্যহ বেলা ১ টা হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ও শেষদিন রাত্রি ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সভা হইয়াছিল। সভার উৎসব দর্শনার্থ বাঁকিপুর, দানাপুর, আরা, মতিহারী, মজাফরপুর, নয়াগাঁও, সিওয়ান, ভগলপুর, কাশী, এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সভাতে দ্বিসহস্রাধিক শ্রোতার সমাগম হইত। অনেক গুলি পণ্ডিতও একত্র হইয়াছিলেন। বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য ও মতিহারীর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরজী মহোদয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক মহোদয়ের কোন দিনের উত্তেজনা-

পূর্ণ, কোন দিনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও কোন দিনের ভক্তি-প্রেম মাখা হৃদয়ভেদী বক্তৃতা যেন এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সভা শ্রোতৃগণকে পরিব্রাজকের হিন্দী অনুবাদ সহিত "রামহৃদয়", তাঁহারই ব্যাখ্যাত "স্বপ্নতত্ত্ব" "মণিরত্ন মালা" "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" ও ছাপরা সুনীতি সঞ্চারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত "হরিস্মরণ" পুস্তক বিতরণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানার্জ্জনের যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। এই রূপ পুস্তক বিতরণের প্রথা সভামাত্রেরই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। উৎসবে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেক গুলি বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত পুরস্কৃত ও সৎকৃত হইয়াছেন। সভার সম্পাদক বাবু দুর্গা-প্রসাদ (উকিল) মহোদয়ের যত্নে ও আগ্রহে ছাপরা নিতান্ত কৃতার্থ হইয়াছে। এই উৎসব কালে একদিন দয়ানন্দী দলের আচার্য্যের সঙ্গে আর্য্য ধর্ম্ম সভার পণ্ডিতগণের শাস্ত্রার্থ বিচার হইবার নিতান্ত আগ্রহ হইয়াছিল। টেলিগ্রাফ ও পত্র ব্যবহারও বারবার হইয়াছিল। দয়ানন্দী আচার্য্য ছাপরায় উপস্থিতও হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি, সভাস্থলে বারম্বার আহূত হইলেও আর্য্য সভার সুপণ্ডিতগণের সমাগম দেখিয়া শাস্ত্রার্থ করিতে অগ্রসর হইলেন না। ইহারা নাকি ঘরে বসিয়াই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অযথা গলি বর্ষণ পূর্ব্বক আপনাদের বিজয়দুন্দুভী বাজাইয়াছে। এদিকে সমস্ত ছাপরা সহর তাহা-দের ভীরুতা ও মূর্খতা দেখিয়া হাঁসিতেছে।

শ্রীরা —
ছাপরা

এতদিনের পর কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা পরম পূজ্যপাদ ত্রৈলঙ্গ স্বামী চির সমাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার করচরণাদি কিছু স্ফীত ও মলদ্বারে একটি ক্ষত হইয়াছিল। তা-হাতেই স্বামীজী যে হঠাৎ দেহত্যাগ করিবেন, এরূপ কেহ মনে-করে নাই। তিনিতো বহু দিন হইতেই মৌনী ছিলেন, দেহত্যাগ কালেও তাঁহার কোন প্রকার বাঙ্নিষ্পত্তি হয় নাই; সাধক নীরবে সাধন করিয়া কত লোককে সাধন পন্থা দেখাইয়া দিয়া গত একাদশীর দিন সন্ধ্যা কালে নীরবে নিত্য ধামে গমন করিয়া-ছেন। ৩। ৪ বর্ষ হইতে তিনি বলিয়া আসিতেছিলেন, যে তিনি শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার দেহ বহনের জন্য তিনি স্বয়ং একখানি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করাইয়া আনাইয়াছিলেন; সেই খানিতে বসাইয়াই মহাযোগীর বিশাল দেহ প্রথমতঃ ভৈরব নাথের বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় বহুজন কর্ত্তৃক পবিত্র দেহ পুষ্প চন্দন বিল্বদলাদি দ্বারা সাক্ষাৎ শিববৎ পূজিত হয়, তথাহইতে ব্রহ্মঘাট ও তথাহইতে মনিকর্ণিকায় সেই দেহ প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্দুকে আবদ্ধ হইয়া গঙ্গা গর্ভে সমাহিত করা হইয়াছে। শতসহস্র লোক মহাসাধুর পবিত্র দেহ দর্শনে গমন করিয়াছিল। স্বামীজি পরম পণ্ডিত ও মনোজ্ঞ সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যিনি যাহাই বলুন, শতবর্ষের অধিক হয় নাই। তাঁহাকে যৌবনাবস্থায় অতি-শীতে গঙ্গাজলে, অতি গ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুকাময়ী বেদিতে বসিয়া সমাধি করিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন। তাঁহার শরীর ইদানিং নিতান্ত অথর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল, উঠিতে বসিতে তিনি কাতর হইতেন। তাঁহার অনুগ্রহে একটি অন্ন সত্রালয় চলিত। তিনি ভারতের গৌরব, বিশ্বনাথপুরি কাশী ধামের অমূল্য মণিময় স্তম্ভ ও সাধু সমাজের আদর্শ ছিলেন। এই প্রাতঃ স্মরণীয় মহাপুরুষের দেহত্যাগে ভারতের যেন চন্দ্র খসিয়া পড়িল। তাঁহার বসিবার স্থানটী এখন গৈরিক বসন ও পুষ্পমালাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং পাদুকার পূজা হইতেছে।

সমালোচনা।

বিভা। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই মাসিক পত্র খানির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লেখা বেশ হইতেছে। দুই একজন প্রসিদ্ধ লেখকও ইহাতে লিখিতেছেন। যেমন আশা করি, সেরূপ লেখার মাধুরী বোধ হয় ক্রমে দেখিতে পাইব। "বিভা" নামটি যেমন, লেখা গুলিও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, "বিভা" দীর্ঘজীবী হউক।

সর্পদংশনচিকিৎসা। শ্রীতারিণীচরণরায় প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে রায় মহাশয় "সর্প দংশন" ও তাহার "চিকিৎসা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক সার কথা লিখিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া লেখক যে সর্পদংশনের চিকিৎসা প্রণালী স্থির করিয়াছেন, তাহা একেবারে অব্যর্থ না হইলেও যে অনেকাংশে উপকারী, সে বিষয়ে আর কথাটি নাই। এমন মহোপকারী পুস্তক প্রত্যেক গৃহস্থেরই রাখা আবশ্যক। মূল্য দুই আনা। পুস্তক মুঙ্গের-বড় বাজারে তারিণী বাবুর নিকট পাওয়া যায়।

শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ ও সাধুদর্শন। শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তক দুই খানি পাঠ করিলে অনেকের সাধু ভাবের উদ্দীপনা ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারিবে। কাশীস্থ সাধুদ্বয়ের, (ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ) জীবন চরিতে অনেক গুলি কথা যেন লোকের গল্প গুজব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে বোধহইল। জীবন চরিত যত সমূলক কথায় লিপিবদ্ধ হয়, ততই প্রশংসনীয় ও লোকোপকারী হইয়া থাকে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রী

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ ১০ম সংখ্যা	"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"	শকাব্দা ১৮০৯ মাঘ—পূর্ণিমা

হারীত-সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্‌যোগ্যং দেশমেবচ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে যাঁহার উৎপত্তি, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন। তাঁহার ধর্ম্ম ও বাসযোগ্য স্থানের বিবরণ বলিব।

কৃষ্ণসারো মৃগো যত্র স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে।
তস্মিন্ দেশে বসেদ্ধর্ম্মঃ সিধ্যতি দ্বিজ সত্তমাঃ।

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ (কাহারও পালিত নহে) বিচরণ করিয়া থাকে, সেই দেশে ধর্ম্ম সাধন করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব ব্রাহ্মণগণ সেই স্থানে বাস করিবেন।

ষট্‌কর্ম্মাণি নিজান্যাহুর্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
তৈরেব সততং যস্তু বর্ত্তয়েৎ সুখমেধতে।

মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের ষড়্‌বিধ কর্ম্মে নিত্য অধিকার আছে। যিনি এতৎ কর্ম্মসমূহ সতত আচরণ করেন, তিনি সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যাজনং যজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্‌কর্ম্মানীতি চোচ্যতে।

স্বয়ং বেদাদি অধ্যয়ন করা এবং অন্যকে তদ্ভাবৎ অধ্যাপনা করা, স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করা, ও অন্যের যজ্ঞ সম্পাদন করা এবং স্বয়ং সুপাত্রে দান করা এবং অন্যের প্রদত্ত দান গ্রহণ করা, ব্রাহ্মণের পক্ষে ষট্‌কর্ম্ম বিহিত আছে।

অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থং ঋক্‌থকারণাৎ।
শুশ্রূষা করণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।

ধর্ম্মার্থ, ধনার্থ, ও সেবার্থ ভেদে অধ্যাপনা তিন প্রকার।

এষামন্যতমাভাবে বৃষাচারোভবেদ্দ্বিজঃ।
তত্র বিদ্যা ন দাতব্যা পুরুষেণ হিতৈষিণা।

উক্ত তিন প্রকারের অভাবে যিনি অধ্যাপনা করেন, তিনি বৃষাচার। হিতেচ্ছু ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মার্থ, ধনার্থ ও সেবার্থ ব্যতীত অধ্যাপনা করিবেন না।

যোগ্যানধ্যাপয়েৎ শিষ্যানযোগ্যানপি বর্জ্জয়েৎ
বিদিতাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ গৃহে ধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে।

সুযোগ্য শিষ্যকে অর্থাৎ শাস্ত্রানুরূপ অধিকারী বিচার করিয়া শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবে। এবং অযোগ্য পাত্র বা অনধিকারীকে শাস্ত্রশিক্ষাদি প্রদান করিবে না। পরিচিত পুরুষের

নিকটেই ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রতিগ্রহ করিবে। অর্থাৎ অজ্ঞাত কুল শীল নিন্দিত পুরুষের দান গ্রহণ করিবে না।

ক্রমশঃ।

গৃহস্থের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের সংক্ষেপ উপদেশ।

বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রথমতঃ বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা যথাধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবেন, পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নে সর্ব্বদা সেবা করিবেন, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য মান্য করিবেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভার্য্যা এবং পুত্রদিগকে স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গকে আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতিকৃপাপাত্রী, এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়া সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেন, আর স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেন, বিশেষ পুত্র ও কন্যাদিগকে লালন পালন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইবে, এবং কন্যাকে পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা ও স্ত্রীধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া পরে বিবেচনা মতে শাস্ত্রানুসারে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেন। জ্ঞানবান্ পিতা কন্যা দান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না, লোভাসক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পণ গ্রহণ করিলে সন্ততি বিক্রয় করা হয়, এ কারণ পণ গ্রহণ অনুচিত। প্রতিদিন অহিংসা রূপে নিরামিষ ভোজন করাই শ্রেয়ঃ এবং অপরিমিত ভোজনের দ্বারা উদরকে জয় করিবেন না, নিদ্রাদ্বারা নিদ্রাকে, কাম দ্বারা কামিনীকে, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে এবং পান দ্বারা সুরাকে জয় করিবেন না। যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন। মনুষ্য পুণ্য কর্ম্ম করিলে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়া পুণ্য লোকে গমন করেন। পুণ্য জীবের প্রাণ রক্ষা করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপচিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে, তাহার সদ্‌গুণ সকল বিনষ্ট হয়, যাহারা মন, বুদ্ধি, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাহারা শরীর শোষণ করে তাহারা তপস্যা করে না. প্রাজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্ম্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্ম্মাত্মা হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন। পরকাল সহায়ের নিমিত্ত পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, কেহই থাকেননা, কেবল ধর্ম্মই থাকেন। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্ঠ বৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন, কিন্তু ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হইয়া থাকেন। অতএব সহায়ার্থে অল্পে অল্পে নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, জীব ধর্ম্মের সহায় দ্বারা দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। আর মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অশুভ ফল ভোগ করে, পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে, অতএব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপকর্ম্ম করিবে না। মানসিক ও বাচনিক এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে, মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিন প্রকার কর্ম্মজনিত তিন প্রকার গতি হয়। পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট চিন্তন, এবং ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম। নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা, এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম! আপনার মন, বাক্য, শরীর এই তিনকে যে মনুষ্য দমন করিয়া কাম ক্রোধকে সংযম করে, সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ও পশ্চাত্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি পায়। অর্থাৎ এমন পাপকর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। মনুষ্য একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মুক্ত হয়, একাকীই সদসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আমি একাকী আছি, যেন এমত ভ্রম কদাপি মনে না হয়, যে হেতু সেই পুণ্যপাপদর্শী এবং সর্ব্বজ্ঞ পরম পুরুষ আপনার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন, ইহা সত্য জানিয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। এই সংসার ধর্ম্মের আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই যুক্তি।

মহাবাক্য।

উপনিষদে জীব-ব্রহ্ম বা জগৎ-ব্রহ্ম প্রতিপাদক কতিপয় সংক্ষেপ উক্তি আছে। যথা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহংব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম;" "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা স্ব স্ব বৈদান্তিক গ্রন্থে তাহারই ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞান এবং জগদাত্মজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সমুদয় উক্তি এইক্ষণে সামান্যতঃ মহাবাক্য-নামে গণ্য হইয়া থাকে।

পঞ্চদশীর মহাবাক্য বিবেকে প্রথমোক্ত চারিটি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য আছে।

"প্রজ্ঞানংব্রহ্ম" এই উক্তিটি ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণান্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদের শেষাংশে আছে। তথা উহার প্রয়োগ এইরূপ। যথা— প্রজ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা সকল ভূত সত্তা লাভ করিয়াছে, প্রজ্ঞানই সকলের মূল, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। বামদেব প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে জানিয়া স্বর্গ-লোকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মই, জীবাত্মার প্রজ্ঞা-নেত্র *। সেই পরমাত্মার জ্ঞানরূপ সত্তাতে জীবাত্মার জ্ঞানরূপ সত্তা। অতএব পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞান করাই অমৃতত্ব লাভের হেতু। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশী কহেন যে, "যে চৈতন্য-জ্যোতিঃ দ্বারা দৃশ্য পদার্থ সকল দর্শন হয় এবং যাঁহার দ্বারা শব্দের শ্রবণ, গন্ধের ঘ্রাণ, বাক্যকথন এবং সুস্বাদ ও বিস্বাদ সকল অবগত হওয়া যায় সেই বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্য † "প্রজ্ঞান" শব্দের বাচ্য হয়েন।" সকলেতেই পরব্রহ্ম অবস্থান করেন, সুতরাং আমাতেও তিনি প্রজ্ঞানরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব একাধার-স্থিত প্রজ্ঞান-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য একই।

"অহং ব্রহ্মাস্মি।" এই মহাবাক্যটি যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে। পঞ্চদশীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পরমাত্মা * * * (জীবের) অন্তঃ-করণের সাক্ষীরূপে প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ অহংশব্দের বাচ্য হয়েন," অহং শব্দের বাচ্য (সাক্ষী) চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য একই।

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ড হইতে, পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত বহু বার উদ্দালক কর্ত্তৃক তৎ-পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশচ্ছলে উক্ত হইয়াছে। উদ্দালক কহিয়াছেন হে শ্বেতকেতো! ব্রহ্মই বিশ্বের জীবন, এবং সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! (তিনিই তোমার আত্মা) তুমি তিনিই। পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, এই ক্ষণেও আছেন, তিনিই "তৎ" শব্দের বাচ্য। প্রাণী-সকলের অন্তঃকরণস্থিত যে চৈতন্য তিনি "ত্বং" পদের বাচ্য। ঐ উভয় চৈতন্য একই।

মহাবাক্য নামে যতগুলি পদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে "তত্ত্বমসি" বাক্যই বিখ্যাত। সুতরাং তাহার তাৎপর্য্য পরিষ্কাররূপে দেওয়া উচিত। তুরীয় ব্রহ্ম-চৈতন্যকে "তৎ" শব্দে কহা যায়। "তৎ" শব্দ ব্যাকরণের তৃতীয় পুরুষ এবং সর্ব্বনাম। উহার অর্থ "সেই" কি না যাহা অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা। কোন্ পর-মাত্মা? না যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ, অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে যাঁহার বিবরণ বলা

* "প্রজ্ঞাননেত্রং হস্ত তাদৃবং" প্রজ্ঞাননেত্রঃ" ইতি শঙ্কর" ঐঃ উপঃ।

† এস্থানে বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য শব্দে প্রজ্ঞান স্বরূপব্রহ্মই, যিনি জীবের বুদ্ধিতে চৈতন্য সম্পাদন করেন।

হইয়াছে। আর ঐ পরমাত্মা যে বিশেষ ভাবে তোমার অন্তরাত্মা হইয়াছেন তাঁহাকেই সংস্কৃতে "ত্বং" শব্দে কহা যায়। "ত্বং" শব্দের অর্থ তুমি। ইহা দ্বিতীয় পুরুষ ও সর্ব্বনাম। ঐ পূর্ব্বোক্ত "তৎ" ও শেষোক্ত "ত্বং" এই দুই পদ "অসি" ক্রিয়ার যোগে কর্ম্মধারয় সমাসে "তত্ত্বমসি" বাক্য হয়। উহার অর্থ এই যে, "সেই পরমাত্মা তুমি হও" অর্থাৎ তোমার তুমিত্ব যে ব্রহ্ম, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের কারণ। এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকেই বিশেষ করিয়া দর্শন করা হইয়াছে, আর অপ্রাজ্ঞ যে নামমাত্র জীবাত্মা তাহাকে কথায় ত্যাগ করত কার্য্যতঃ ঐ যোগেই বদ্ধ করা হইয়াছে; কারণ তাহাই যোগানন্দের ভোক্তা। * ভগবান্ যিশুখৃষ্টও কহিয়াছিলেন "আমি এবং আমার পিতা এক"। নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা ঐ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেন। দেব-ত্রয়বাদী খৃষ্টানগণ বলেন যে, প্রভু যিশুখৃষ্ট ঈশ্বরেরই অবতার এই জন্য ঐরূপ বলিবার তাঁহার অধিকার ছিল। একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ কহেন যে "উহার অর্থ—আমি এবং আমার পিতা এক অভিপ্রায়বিশিষ্ট—অর্থাৎ তাঁহারও যে অভিপ্রায় আমারও সেই।" কিন্তু উহার অর্থ অদ্বৈত- পক্ষেই সংলগ্ন হয়। কেননা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া য়িহুদীয়েরা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "তোমরাও ঈশ্বরগণ"। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বল উহার অর্থ "তত্ত্বমসি" হইল কি না?

উপরি উক্ত "তৎ" এবং "ত্বং" উভয় পদের শোধন ও সারগ্রহণ ব্যতীত উভয়ের ঐক্য হয় না। শোধন দ্বারা "তৎ" পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় এবং "ত্বং" পদের যে সার ভাগ পাওয়া যায় তাহাই পরস্পর এক হইবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

ইতিপূর্ব্বে অধ্যাস-প্রকরণে অধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যায় ব্যাখ্যা সময়ে বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর সমস্ত জগতের সহিত অপৃথক্‌রূপেও বর্ত্তমান আবার সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক্‌রূপেও বর্ত্তমান। তিনি জগৎ হইতে একেবারে পৃথক্ হইলেও চলে না এবং নিজে জগৎ হইয়া গেলেও চলে না। জগতের সহিত তাঁহার যে সেই অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্যেরা দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ডকে দৃষ্টান্ত ধরেন। যখন দগ্ধ-লৌহ-পিণ্ড অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে তখন অগ্নি আর লৌহ যেন এক হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লৌহও স্বতন্ত্র অগ্নিও স্বতন্ত্র। সেই ভাবে ব্রহ্মকে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর নামে জগৎ-কারণ-রূপে এবং প্রাজ্ঞ, তৈজস, ও বিশ্ব নামে জগৎ-কার্য্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। উহা সমুদয় একই ব্রহ্ম-চৈতন্য। ঐ ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত জগতের ভেদ-ও অভেদ দুই আছে। কিন্তু সেই ভেদাভেদ দগ্ধ-লৌহ পিণ্ডবৎ। ঐ মিশ্রিত ভাব হইতে তাঁহাকে অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র রূপে লক্ষ্য করাই তাঁহার শোধন। এই সংশোধিত তুরীয়* ব্রহ্মচৈতন্যই "তৎ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-চৈতন্যের এই ভাবটি অপ্রত্যক্ষ।

অতঃপর জীব-চৈতন্যেরও শোধন আছে। যথা; মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সহিত এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও কর্ত্তাস্বরূপ জীবাত্মার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া ভ্রমে সেই সকলকে, বা তাহাদের অন্যতরকে আত্মা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। যেহেতু "প্রত্যগাত্মা স্থূল নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, কর্ত্তা (জীবাত্মা) নহে। চৈতন্যমাত্র সত্যস্বরূপ।" † পরমাত্মার অধিষ্ঠান-বিরহে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও জীব সমুদয়ই জড়। ঐ সমুদয় জড়ের ভাসক যে সত্যস্বরূপ চৈতন্য তিনিই আত্মা ‡—(তিনিই সকলের আত্মা—যেমন অন্যান্য জড়পদার্থের আত্মা, সেইরূপ তাঁহার বিরহে কর্ত্তাস্বরূপ জীবাত্মা যে জড়মাত্র, তাহারও তিনি আত্মা)। তিনিই প্রকৃত জীব-চৈতন্য। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক জীবাত্মা নহেন। তাহাতে দগ্ধ লৌহস্থ অনলের ন্যায় উপস্থিত থাকেন এই মাত্র। সুতরাং তাঁহার প্রাজ্ঞ,

* ইহার সমাহার পরে পাওয়া যাইবে।

* সংশোধিত হইলে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ হন, নচেৎ পাদত্রয়ের সৃষ্টির বিকারে লিপ্ত থাকেন।

† বেঃ সাঃ ৩৩পৃ। ‡ ঐ ৩৪

তৈজস, বিশ্ব ইত্যাদি নামে স্বয়ং জীবরূপকার্য্য হওয়া জীবের সহিত ঐরূপ অভিন্ন বর্ত্তমানতা মাত্র। নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বতন্ত্রই। কিন্তু তাঁহারই সত্তাতে, তাদৃশ জড়স্বরূপ জীব-চৈতন্যের দীপ্তি হয়। সুতরাং তিনিই জীবের প্রত্যক্ষ চৈতন্য অথবা মুখ্য-জীবাত্মা। তাঁহাকে এইরূপে শোধিত জীব-চৈতন্য-স্বরূপে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করাই অভিপ্রায়। "ত্বং" শব্দ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে।

প্রাগুক্ত সংশোধিত অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ "তৎ" শব্দ এবং শেষোক্ত সংশোধিত প্রত্যক্ষ-চৈতন্য-স্বরূপ "ত্বং" শব্দ উভয়ই একমাত্র তুরীয়-ব্রহ্ম-চৈতন্যকে প্রতিপাদন করে।—এখন ঐ উভয় চৈতন্যের মধ্যে অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব মাত্র প্রভেদ থাকিতেছে। ফলে বেদান্তসার বলেন যে, ঐ উভয়ের মধ্যে এমন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহা বুঝিলে উভয়কে এক অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্য বলিয়া বোধ হয়।

সেই সম্বন্ধত্রয় যথা; প্রথমতঃ সামানাধিকরণ্য * সম্বন্ধ অর্থাৎ "তৎ" ও "ত্বং" এ উভয় শব্দের এক মাত্র ব্রহ্মেতেই তাৎপর্য্য। ইহাতে এই হইল যে, যিনি অপ্রত্যক্ষ ছিলেন তিনি আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ। যেমন "সেই দেবদত্ত এই" এস্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্ত রূপ যে এক তাৎপর্য্য তাহাই বর্ত্তমান-দৃষ্ট দেবদত্তের বিশেষণ স্বরূপ। তদ্রূপ "ত্বং" পদ-বাচ্য প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-চৈতন্যই "তৎ" পদ-বাচক অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম চৈতন্যের সহিত এক হইল।

তৃতীয়তঃ। লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধ। "তৎ" এবং "ত্বং" উভয় পদই তাঁহার লক্ষণ। জগৎ-কারণতাতে তাঁহার যেমন আবির্ভাব, জগৎ-কার্য্যেতেও সেইরূপ। কারণ-রূপে তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ "তৎ"। কার্য্যরূপে তিনি তোমার তুমিত্ব অর্থাৎ "ত্বং"। এই "তৎ" এবং "ত্বং" পরমেশ্বরের কারণাধিষ্ঠানতা এবং কার্য্যাধিষ্ঠানতা রূপ লক্ষণ মাত্র। এবং উভয় লক্ষণদ্বারা তিনিই লক্ষ্য। যদি লক্ষণ-রূপ ভাগদ্বয় ত্যাগ করা যায়, তবে বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যই থাকেন। ইহাকে ভাগ-লক্ষণা বা ভাগ-ত্যাগলক্ষণা কহে।

বেদান্তসারের ব্যাখ্যা স্বরূপে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের যে তাৎপর্য্য উপরে প্রদত্ত হইল তাহাই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ। দ্বৈত-স্বরূপ জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা উহাতে ধ্বংস হয় নাই, প্রত্যুত আচার্য্যেরা সেই দ্বৈত-জীবাত্মাকে ব্রহ্মরূপ জীবনের দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন এবং ব্রহ্মকেই তাহার আত্মা বা জীবন বলিয়া দর্শাইয়াছেন। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক-ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, "হে শ্বেতকেতো! তুমিই তিনি, এই শ্রুতিতে প্রকৃত সংকে আত্মশব্দে উপদেশ করিয়া চেতন-শ্বেতকেতুর আত্মারূপে তাঁহাকেই (শাস্ত্রে) গ্রহণ করিয়াছেন" *।

ফলতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান নাই। পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় ও প্রকাশক। তাঁহা হইতেই আমাদের আত্ম-বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। "তংহদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং" ইতি শ্রুতিঃ। সেই পরমাত্মা আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন। "স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে" জীবাত্মা স্বয়ং তিষ্ঠিতে পারেনা, সে পরমাক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু "এষহি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ঐ প্রতিষ্ঠাতেই জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। কিন্তু স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব জীবাত্মার তিষ্ঠিবার আশ্রয় নহে। সে কর্ত্তৃত্ব দ্বারা জীবাত্মা প্রকাশিতও হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মই তাহার আশ্রয় ও প্রকাশক। উপনিষদের এই ভাব উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যের ব্যাখ্যাতে বেদান্তসার ও পঞ্চদশী প্রভৃতি সকল বৈদান্তিক শাস্ত্রেই রক্ষিত হইয়াছে। এই মনোহর ভাবের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এবং ভক্তিপূর্ব্বক

* এক অধিকরণে স্থিতি বা এক স্থানে স্থিতি।

* শাঃ ভাঃ ৬ সূঃ।

শাস্ত্র পাঠ না করিয়া যাঁহারা "অদ্বৈতবাদ" শব্দের উচ্চারণ মাত্রে ভয় পান তাঁহারা ইহার অমৃত-রসে বঞ্চিত রহিয়াছেন।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য বিস্তারিত রূপে নিবেদন করিলাম সমুদয় মহাবাক্য গুলির তাৎপর্য্য তাহারই অনুযায়ী; সুতরাং অবশিষ্ট গুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

মহাবাক্য সকল বেদান্ত কল্পতরুর অক্ষয় ফল-মুনিপুষ্প স্বরূপ। পণ্ডিতেরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র জ্ঞাত হয়েন, কিন্তু শান্তভাব সাধকেরাই তাহার পুষ্প ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল মহাবাক্যের গম্ভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চেষ্টা করা সমুদয় ভগবৎ-ভক্ত লোকের প্রয়োজন। কারণ তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী অবিদ্যার বন্ধন মোচন হইতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সদাচার ও সংযম।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ)

যোগশাস্ত্রে সংযমের যে সকল ব্যবস্থা আছে আমরা তাহার আলোচনা করিবনা। কারণ,তাহা সর্ব্ব সাধারণের অনুকূল হইবেনা, আমরা সাধারণের উপযোগী দুই একটী প্রণালীর উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ—ঈশ্বর লাভ আমাদের লক্ষ্য, সে পথে চলিতে হইলে সংযম অপরিহার্য্য অতএব আমরা সর্ব্বপ্রাণ সংযত হইব, এই শুভ সঙ্কল্প অবশ্য সিদ্ধ হইবে ; এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ—ইন্দ্রিয় ও মনের গতির প্রতি অষ্ট প্রহর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যখন যেটী পথ ভ্রষ্ট হইবে তখনই সেটিকে সুপথে তুলিয়া দিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা একটু সহজ হইবে। কৃষকেরা সাংসারিক অন্যান্য কাজের ভার নিজেরা লইয়া, গোচারণের ভার বালকদিগের উপর দিয়া থাকে। পিতা, প্রাতে বালককে ভোজন করাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কিছু খাদ্য বাঁধিয়া দেয় এবং দেড়হস্ত পরিমিত একগাছা যষ্টি হাতে দিয়া বলে বাবা, এই গরুর পাল লইয়া চরাইয়া আইস, ইহারা দুর্দ্দান্ত, আপন শরীর বাঁচাইয়া চলিও, ইহারা যেন তোমাকে আঘাত না করে, আর দেখিও কাহারও শস্য অপচয় না করে। বালক পিতার বাক্য শিরোধার্য্য করতঃ যষ্টি হাতে লইয়া গোপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাঠে যায়। বালক সমস্ত দিন গোচারণে নিযুক্ত থাকে, কোনটী বিপথ গামী হইয়া কাহারও হানি না করে এই তার লক্ষ্য। যখন যেটী বিপথগামী হয়, পিতৃদত্ত যষ্টির সাহায্যে বালক তখনই সেই টীকে ফিরাইয়া আনে। দিনান্তে সন্ধ্যার সময় গোধন লইয়া বালক গৃহে প্রত্যাগমন করে, প্রত্যাগমন কালেও তার এই লক্ষ্য, গো সকল উন্মার্গগামী না হয়, কাহারও অনিষ্ট না করে। সায়ং কালে বালক গোধন লইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিয়া পিতার নিকট আদর লাভ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, ভীষণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট, ভয়প্রদ গো সকলকে সুপথে রাখিল! পিতৃদত্ত, দেড়হস্ত পরিমিত যষ্টি, পিতৃ আজ্ঞা, পিতৃ শাসনের ভয় এইত বালকের সম্বল! কি আশ্চর্য্য! এক গাছা সামান্য যষ্টি এবং পিতার দুইটী কথার সাহায্যে বালক দুর্দ্দান্ত গোপাল বশে রাখিল!

পরম পিতা পরমেশ্বর মনআদি ইন্দ্রিয়গণকে দিয়া আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন—বৎস! ইহাদিগকে সংসারে লইয়া চরাও; ইহারা বড় দুর্দ্দান্ত, লোভবশে উন্মার্গগামী হইয়া সর্ব্বদা সংসারের অনিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইবে, দেখিও, পথ ভ্রষ্ট হইয়া ইহারা কাহারও যেন অনিষ্ট না করে, সাবধান, নিজের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সুযোগ পাইলে ইহারা তোমাদিগকেও তাড়না করিবে। সুতরাং আমরা পিতৃআজ্ঞানুযায়ী ইন্দ্রিয়গণকে শাসনে রাখিতে বাধ্য। তোমরা বলিবে, গো শরীর জড় বস্তু এবং কৃষকদত্ত যষ্টিও জড়; সুতরাং বালক জড়ের সাহায্যে জড়কে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের বহিরিন্দ্রিয় যে শক্তি দ্বারা চালিত হয় তাহা জড় নয় এবং শাসনোপযোগী কোন দণ্ডও আমরা পাই নাই,তবে কি প্রকারে শাসন করিব?

সত্য বটে ইন্দ্রিয় শক্তি জড়াতীত কিন্তু সেই জড়াতীত বিষয় শাসন করিবার জন্য আমরা পরম পিতার নিকট হইতে জড়াতীত "জ্ঞান" দণ্ড পাইয়াছি সেই জ্ঞান দণ্ডের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিতে হইবে। তোমরা বলিবে, ইন্দ্রিয়গণ অতি দুর্দ্দর্ষ, তাহাদের ভীষণ গর্জ্জনে যদি জ্ঞান লগুড় হস্ত স্খলিত হয় তবে উপায় ? আমরা বলি উপায় আছে, দুর্দ্দর্ষ ইন্দ্রিয়গণের বীভৎসরবে যদি জ্ঞান লগুড় হস্ত স্খলিত হয়, তবে বিপদ্ জানিয়া, ব্যাকুল অন্তরে, জলদগম্ভীর স্বরে বিপদ্‌নাশন মধুসূদনের নাম উচ্চারণ করিব; নাম শুনিতে তাহারা স্তব্ধ হইবে, তাহাদের গতি রোধ হইবে, সেই অবসরে লগুড় কুড়াইয়া লইব। হরিনামে সকল শত্রু শাসিত হয়, সকল বিপদ্ নষ্ট হয়। তাই বলি ভাই সকল, আইস অগ্রসর হই, ইন্দ্রিয় রূপ বলীবর্দ্দগণ কুপথগামী হইয়া বহু দূর যাইতে না যাইতে একবার ভক্তির স্বরে হরিনামের হুঙ্কার করি, তাহারা ভীত হউক, তাহাদের গতি রোধ হউক সেই সুযোগে গিয়া জ্ঞান লগুড়ের প্রহারে তাহাদিগকে কি ফিরাইয়া সুপথস্থ করি। আর সময় নাই, শরীর ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছেত কাল নাই, শরীরটা থাকিতে থাকিতে যত কাজ করিয়া লইতে পারি, ততই মঙ্গল। সংসারত ঢের করা হইল, কই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি মিলিলনা ! সংসারে যে বন্ধুটীকে বড় ভাল বাসি, নির্জ্জনে তাঁর বিচ্ছেদের কথা মনে পড়িয়া মন যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন সেই বন্ধুটীর ছায়াটী হৃদয়ে যত ধ্যান করি, তাঁহার কথা মনে যত ভাবনা করি, তাঁহার বিষয় যত আলোচনা করি, অশান্তির অনল যেন তত ধু, ধু, করিয়া জ্বলে, তাঁর অদর্শনে প্রাণ যেন ফাটিয়া যায়, অশ্রু প্রবাহে গণ্ড ভাসিয়া যায়। বন্ধুর চিন্তা ততক্ষণ এ অনল নির্ব্বাণ করে না বরং আহুতির কায করে। সংসারের কোন বস্তু কি সেই ভীষণ অনল নিবাইতে পারে ? না, সেঅনল নির্ব্বাণ করিবার উপায় সংসারের পরপারে। জ্বলিয়া পুড়িয়া অবশেষে যখন দুর্গতি নাশিনী দুর্গার নাম জপ করি, রূপ ধ্যান করি তখন জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় সকল অশান্তি ঘুচিয়া যায়। সংসার যত বেশী ভাবিবে, দুঃখ তত বাড়িবে। একথা কি কেহ বলিতে পারে যে হরিনাম জপ করিয়া হরি পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া, হরি রূপ ধ্যান করিয়া কেহ কখনও শান্তি হারা হইয়াছে ? না, কখনইনা, যে বলিবে হাঁ, সে পাষণ্ড। ঐ নাম যত জপ করিবে, ঐ পদ যত চিন্তা করিবে, ঐ রূপ যত ধ্যান করিবে শান্তি মার্গে তত অগ্রসর হইবে। তাই আবার বলি ভাই, এস উপর উপর সংসার করিয়া হৃদয়ে হরিরূপ ধ্যান করি।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র বসু।

রামদাস স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৬০২ শকে শিবজীর শরীরকে জরা আক্রমণ করিল। ক্রমে পীড়া প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার জীবনের আশা রহিল না। এই সময়ে রামদাস স্বামী তাঁহাকে অনেক ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া ছিলেন। এই বৎসরের চৈত্রমাসে শিবজী ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র শম্ভাজী তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রামদাস স্বামী শুনিলেন যে শম্ভাজীর স্বভাব উদ্ধত ও তাঁহার চরিত্র ভাল নহে। এবং তিনি একে ২ তাঁহার পীড়ার সময়ের বিজ্ঞ ও প্রবীণ মন্ত্রীগণকে পদচ্যুত করিতেছেন। স্বামীজি বিবেচনা করিলেন যে এই অবিবেকী রাজাকে কিছু উপদেশ দেওয়া উচিত। তিনি রাজার নিকট এক খানি সদুপদেশ পূর্ণ পত্র পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এই :—হে রাজন্ ! সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে। মনকে কখন কলুষিত করিবেনা। বিচার পূর্ব্বক সকল কার্য্য সমাধা করিবে। উগ্রভাব ত্যাগ করিবে। বিনম্রভাব ধারণ করিবে। সর্ব্বদা ভগবানের প্রতি মন অর্পণ করিবে। ক্ষমাগুণে ভূষিত হইবে। পুরাতন কর্ম্মচারীগণকে তাহাদের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। তোমার পিতার ন্যায় দান ধর্ম্ম করিবে। কোন ঘট জলে পূর্ণ আছে, কিন্তু জল নির্গমনের পথ নাই।

সুতরাং সে জল কাহারো উপকারে আসিতে পারেনা। সেই রূপ ধন কোষ মধ্যে বদ্ধ থাকিলে কোন ফল নাই। ধন দ্বারা রাজ্য রক্ষা ও সৎকার্য্য সাধন করাই তাহার সার্থকতা সম্পাদন করা। তোমরা দুই ভাই। উভয়ে সদ্ভাবে থাকিবে। প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে এক সূত্রে বদ্ধ করিবে। নিজ অবস্থার বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিবে। রোষ ভাব ত্যাগ করিবে। বিশ্বাসীলোক নির্ব্বাচন করত সৈন্যসংগ্রহ করিবে, এবং যাহাতে ম্লেচ্ছদের পরাভব করিতে পারো তৎপক্ষে সচেষ্টিত থাকিবে। রাজ্য যাহাতে দৃঢ় ভাবে থাকে এবং তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে প্রয়াস পাইবে। তোমার পিতৃদেবের ভাব যেন সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক থাকে। নিজ দেহকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করত তাঁহার কীর্ত্তি সকল যাহাতে লুপ্ত না হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ থাকিবে। শিবজীর বাক্য কৌশল, তাঁহার কার্য্য প্রণালী ও রণ কৌশল সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিবে। বিলাসিতা যেন তোমাকে আশ্রয় না করে। প্রজাগণের উন্নতি সাধনের প্রতি যেন তোমার লক্ষ্য থাকে। বলিতে কি তুমি এরূপ কার্য্য সকল করিবে যদ্দ্বারা শিবজী অপেক্ষাও তোমার যশঃ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এই পত্র খানি পাঠ করিয়া শম্ভাজি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি পত্র খানির প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে এই অমূল্য উপদেশ গুলি পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কিছুকাল পরে রামদাস স্বামী বুঝিতে পারিলেন যে তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্যগণে ধর্ম্ম পথে চলিবে কি না ইহা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে কৌশল ক্রমে তাঁহার তিরোভাবের কথা তাহাদিগকে জানাইলেন। ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্ধব গোস্বামী বলিলেন ঃ—সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। এই সময়ে ভগবানের ভজন কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, আর রামদাস স্বামীকে স্মরণ করত তাঁহার কার্য্য কলাপ অনুসরণ করিয়া চলা উচিত। রামদাস স্বামী এই কথা গুলি শুনিয়া উদ্ধব স্বামীকে সাধুবাদ দিলেন। এই প্রকার কথোপকথন হইবার কিছুদিন পরে স্বামীজি পীড়িত হইলেন। ক্রমে অন্নজল ত্যাগ করিয়া দেবতার সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া রহিলেন। এই ভাবে কএক দিন অবস্থিতি করিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল। স্বামীজি তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন যে রোদন করিবার প্রয়োজন কি? কে বলিল তাঁহার মৃত্যু হইবে? তিনি জীবিত রহিবেন। তাঁহার দেহ মাত্র রূপান্তর হইবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ বলিল যে এখন যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার দর্শনে ও তাঁহার উপদেশ গ্রহণে তৃপ্তি লাভ হইতেছে তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। রামদাস স্বামী বলিলেন যে তাঁহার রচিত দাসবোধ ও আত্মারাম গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। ইহার পর স্বামীজি আদেশ করিলেন যে অপর স্থান হইতে তাঁহার শিষ্যগণকে ডাকিয়া আনা হয়। তাঁহার নিকটস্থ শিষ্যগণ তাহাই করিল। পরে সকল শিষ্য সমবেত হইলে, রামদাস স্বামী এইরূপ উপদেশ দিলেন তোমরা ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, ভজন কীর্ত্তন ও কথকতার দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবে। ইহা যেন নিঃস্বার্থ ভাবে সমাধা হয়। এতদুপলক্ষে কেহ কিছু প্রদান করিলে তাহা কোন মতে গ্রহণ করিবে না। ফল কথা এই যে বিনা মূল্যে হরি কথা বিলাইবে। শাস্ত্র অনুসারে প্রতিদিন দেবতার পূজা করিবে। রাম নবমী হনুমান্ জন্ম প্রভৃতি উৎসব সকল নিয়ম মত সমাধা করিবে। বৈষ্ণব ও ভক্তগণকে সাদরে সম্ভাষণ করিবে। যে ২ স্থানে রামের মন্দির আছে সেই ২ স্থানে যাহাতে প্রত্যহ কীর্ত্তন হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রতিদিন তোমরা দাসবোধ গ্রন্থ পাঠ

করিবে। সর্ব্বদা রাম নাম লইবে। উপদেশ বাক্য গুলি শিষ্যগণ শিরোধার্য্য করিয়া লইল এবং সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিল।

এই সময়ে রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য কর্তৃক প্রেরিত রাম, সীতা লক্ষ্মণের মুর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীজি দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। মুর্ত্তি কএকটী রাখিতে বলিলেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন। ইহা শুনিয়া কল্যাণ স্বামী বলিলেন যে রামদাস স্বামীর সমাধি না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এই মুর্ত্তি কএকটী স্থাপন করা হয়। একথা অন্যান্য শিষ্যের প্রীতিকর হইল না। দন্ত বিনয় সহ নিবেদন করিল যে রামদাস স্বামীর পাদুকা স্থাপন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। স্বামীজি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু শিষ্যগণকে বলিলেন যে তাঁহার ইহা আশঙ্কা হয় পাছে তাহারা শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার পূজা সংস্থাপিত করে। এই জন্য তিনি আদেশ করিলেন যে একটী সহরের মধ্যে তাঁহার পাদুকা স্থাপন করা হয় এবং তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শিষ্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করিল এবং এ আদেশ পালন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তদনন্তর ভজন ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। স্বামীজি মনের আনন্দে তাহা শুনিতে লাগিলেন এবং নিজেও কএকটী অভঙ্গ গাইলেন। অভঙ্গ কএকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অধৈর্য্য হয়েছে মন তোমার কারণ,
মম মনোরথ দেব! করহ পূরণ।
রাত্রি দিন হইতেছে বাসনা আমার,
পাই আমি একবার সাক্ষাৎ তোমার।
পর ব'লে ওহে নাথ ভেবোনা আমায়,
ল'য়ে যাও নিজ ধামে, রাখ তব পায়।
তোমা বিনা ওহে রাম আমার কে আছে,
পুত্র ভাবে রহিয়াছি আমি তব কাছে।

আমার মনের মাঝে এই সাধ আছে,
করিব এ দেহ ত্যাগ আমি তব কাছে।
দুরাশা যদিও দেব এ আশা আমার,
কিন্তু নাথ জানি তব করুণা অপার।
কাটালাম মহাসুখে চারিটী আশ্রম,
এখন ঘুচিয়া গেল সমুদায় ভ্রম।

এই আশে করিলাম তোমার ভজন,
আসন্ন কালেতে মোরে করিবে রক্ষণ।
জানি আমি ভুলিবে না আমারে কখন,
তোমার স্বরূপ কোরে করিবে গ্রহণ।
করেছি তোমারে সদা অন্তরে ধারণ,
এখন নিকটে এসে দেও দরশন।
নিষ্কাম ভাবেতে তাই পূজেছি তোমায়,
অন্তিম কালেতে দেব! স্থানে দিবে পায়।

কথিত আছে যে এই তিনটী অভঙ্গ গীত হইলে পর, শ্রীরামচন্দ্র ঘনশ্যাম মুর্ত্তিতে রামদাস স্বামীর সমক্ষে আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্বামীজি তাঁহার স্বারূপ্য লাভ করত, "জয় জয় রঘুবীর সমর্থ" উচ্চারণ করিতে ২ স্বর্গারোহণ করিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবতাগণ সতৃষ্ণ নয়নে এই অপূর্ব্ব-দৃশ্যটী দেখিতে লাগিলেন। ১৬০৩ শকে মাঘ মাসে স্বামীজির দেহান্ত হইয়াছিল।

রাজা শাম্ভাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া অতীব ব্যথিত হইলেন। পরে, স্বামীজি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন সেই মত সারলিতে একটী শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং ইহার নিম্নতলে তাঁহার পাদুকা স্থাপিত হইল। এই স্থানে প্রতিবৎসর রামদাস স্বামীর স্মরণার্থে উৎসব হইয়া থাকে। আমরা পাঠকদিগের সমক্ষে একজন মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত ধারণ করিলাম। এখন দেখা যাউক এই চরিত্র হইতে আমরা কি ২ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ রামদাস স্বামীর প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে তিনি পার্থিব সুখ প্রার্থনা করেন না, ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা থাকে ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকে, তাঁহার কোন প্রকার অভাব

হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার সমুদায় সং-কুলন করিয়া দেন। পার্থিব সুখের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তৎপক্ষে ভগবান স্বয়ং বতুবান্ আছেন। কিসে আমাদের মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল তাহা তিনিই অবগত আছেন। আমরা যাহাকে সুখ বিবেচনা করি তাহা দুঃখে পরিণত হইতে পারে এবং যাহা ক্লেশদায়ক বোধ করি তাহা হইতে মঙ্গল উদ্ভব হইতে পারে। কত দুঃখ শোকের মধ্য হইতে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে কোন প্রার্থনা করা উচিত নহে। আর কেনই বা প্রার্থনা করিব? তিনি সমুদায়ই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সদাব্রত বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। প্রার্থীগণ আবশ্যকমত সকলই পাইতেছে। কি সাধু কি অসাধু কেহই ইহা হইতে বঞ্চিত নহে। এই জন্য প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বর-লাভই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ঈশা উপদেশ দিয়াছিলেন—তোমরা স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর—আর ২ যাহা আবশ্যক তাহা না চাহিলেও প্রাপ্ত হইবে।

ভগবান্ রামদাস স্বামীকে বলিলেন—তোমার কৃচ্ছ্র সাধন করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং একাগ্র মনে ধর্ম্ম সাধন করিবে। ইহা হইতে এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে শরীরকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আবশ্যক মত আহার করিয়া ধর্ম্ম সফল করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ নানা দ্রব্যে ধরণীকে পূর্ণ করিয়াছেন, জীবের উপভোগের জন্যই তাহার আয়োজন করা হইয়াছে। আবশ্যক মত তাহা অবশ্যই ভোগ করিবে, তবে তাহার প্রতি আসক্ত হইবে না। আসক্তিই যত অনিষ্টের কারণ।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত।

অমৃতসরের জিহ্বা কাটা বিষয় লইয়া "ধর্ম্মপ্রচারক" "সঞ্জীবনী" "বঙ্গবাসী" আদি সাময়িক পত্রিকায় একটা আন্দোলন হয়। আমাদের ঐ সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ গমন কালে পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত প্রতিনিধি গণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সেই দিন অমৃতসরে উপস্থিত ছিলেন, অথবা যাঁহারা বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট যাহা শুনিয়াছি; তাহাই সকলের গোচরার্থ লিখিতেছি। এই অদ্ভুত ব্যাপার যে হইয়াছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সহস্র ২ শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোকের সম্মুখে জিহ্বা কর্ত্তিত হয়, সকলেই কাটা জিহ্বা দেখিয়াছিল, সকলেই সাধককে বাক্‌শক্তি-হীন হইয়া জগন্মাতার পূজায় নিবিষ্ট দেখিয়াছিল—আবার সেই সাধককে সপ্তাহের পরে দুর্গাস্তব পাঠ করিতেও শুনিয়াছিল। এখন ইহাকে ঐন্দ্রজালিক বলুন অথবা সত্য ঘটনা বলুন, মনুষ্য বিশেষের স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাহা নির্ভর করে। এই ব্যাপার লইয়া পঞ্জাবে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, যে পঞ্জাবে কখনও কালী নাম দুর্গা নাম হইত না, তথায় এখন কি শিখ্ কি হিন্দু সকলেই দুর্গানামে দেশকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছেন। বেশ শিক্ষিত এবং উচ্চপদারূঢ় গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারী গণ অতি-ভক্তিভাবে মা'র পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিগত মাসের "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রিকায় "অমৃতসরে জিহ্বা বলি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্রস্থ বাবু রসিকলাল রায় (যিনি "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ঐ বিষয় লিখিয়াছিলেন) মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া আমাকে বলেন যে "আমি না "ধর্ম্মপ্রচারক" সম্পাদক মহাশয়কে, না শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন পরিব্রাজক মহাশয়কে কোন প্রকার ভ্রুকুটি করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার পত্রের ডেপুটি কমিশনরের উত্তর টি প্রকাশ করিবারই উদ্দেশ্য ছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের উপর আমার বিশেষ ভক্তি আছে। "সঞ্জীবনী" সম্পাদক নিজে আমার মুখে যাহা গুঁজিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ নিজে গ্লানি লিখিয়া যে আমার নামে আরোপ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি দায়ী নহি"।

শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।
মান্দ্রাজে জাতীয় সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক
অধিবেশনের ভাগলপুরস্থ
প্রতিনিধি।

ধর্ম্মোৎসব।

বাঁকিপুর।

বিগত ৺সরস্বতী পূজার দুই দিন বাঁকীপুর আর্য্য-ধর্ম্ম সভার পঞ্চম সাম্বৎসরিক মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন মহোদয় তথায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। প্রথম দিন প্রাতঃ কালে ৺বাগ্দেবীর যথাবিধি পূজা হয়। তৎপর পরিব্রাজক মহাশয়ের "বিদ্যারাধনা" বিষয়ে একটি রসময়ী ভাবময়ী

বক্তৃতা হয়। বাগেদবীর কেন পূজা করি, কি অমূল্য সামগ্রী পাইবার জন্য মা'র কাছে বৎসরে ২ প্রার্থনা করি, মা আমাদের কি দিলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব, বক্তা এক একটি করিয়া অতি সরল প্রাঞ্জল এবং সুধামাখা ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। জানিনা তেমন করিয়া কেহ পূজা করে কি না, যেমন ভাব ভক্তি মিশাইয়া, মনঃ প্রাণ ঢালিয়া সে কেমন এক আধ-২ ভাষায় আব্দারে আদুরে ছেলের মত কেহ মাতৃপূজা করে কি না? তবে সে দিনকার বক্তৃতায় ইহা বুঝিলাম যে মা'র পূজা করিতে হইলে তেমনি গালপোরা, বুকভরা মা নামেই ডাকিতে হইবে। বিস্তৃত উৎসব মণ্ডপের ভিতরে শ্রোতা সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই, অনেককে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে নগর সংকীর্ত্তন হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলী এতই উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে সম্পাদক সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিতে অবকাশ পাইলেন না। যথাবিধি স্তবস্তোত্র পাঠ হইবাই বক্তৃতা আরম্ভ করিতে হইল। সে দিনকার বক্তৃতা হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল—বিষয় "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"। হিন্দী ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে অত সুললিত এবং অত ভাব প্রকাশক করা যায় তাহা আমরা কখনই ভাবি নাই। সাধনা রাজ্যের গভীর গুহ্য তত্ত্ব কথা কেমন সহজ কথায় সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। বুঝাইলেন ভগবানের প্রেমসমাধি রাজ্যে জন্মমৃত্যু নাই, সেখানে পাপ পুণ্য নাই উচিত অনুচিত নাই, ভূত ভবিষ্যৎ নাই, কেবল একরস নিত্য বিদ্যমান-অনন্ত সত্তার পরিব্যাপ্তি। বুঝাইলেন, তুমি তাঁহাকে দিবে বলিয়া পশুবলি দাও—নরবলি দাও অথবা ফল ফুল দাও, যাহাই কিছু দাও না সকলই তাঁহার চক্ষে এক; তুমি ভক্তি ভাবে তাঁহার প্রসাদ খাইতেছ এই জ্ঞানে যদি সুরা পান কর বা বিষ পান কর তবে তাহা সুধা হইয়া যায়, পশুমাংস, নরমাংস ও পায়সান্ন এক হইয়া যায়। কি-জানি-সে-কোন-দেশের ভাষায়, কি-জানি-সে কেমন-এক--রীতিতে বক্তা ভগবৎরাজ্যের কত ভিতরের কথা বলিলেন, কত নূতন সংবাদ, কত নূতন তথ্য ব্যাখ্যা করিলেন। কেমন-যেন ভাবের তরঙ্গে বক্তৃতা গ্রামে ২ উঠিতে লাগিল—প্রায় দুই প্রহর বেলা, সেই বিস্তীর্ণ উৎসব প্রাঙ্গনে সহস্রাধিক বাল বৃদ্ধ, যুবক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নানা প্রকারের নানা রঙ্গের লোক নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া বক্তার ভক্তি পূর্ণ সুধামাখা কথা শুনিতে লাগিল। সকলেরই চক্ষে অশ্রুবিন্দু-সকলেই যেন ভক্তিতে ডুবু ডুবু। ধন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন? কি-জানি-তুমি কোন্ দেশের লোকের কাছে কি কথা শিখিয়া আসিয়াছ, আমরা ত সব বুঝিনা, কিন্তু তবু কেন জানি না সে কথা শুনিতে পাগল হই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পরিব্রাজকের আর একটি বক্তৃতা হয়; বিষয় "আশ্রমধর্ম্ম"। বিহারী শ্রোতাগণের বিশেষ অনুরোধে এ বক্তৃতাও হিন্দী ভাষায় হইল। এটিও সুদীর্ঘ বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহাতে আমরা অনেক সাংসারিক কাজের কথা জানিতে পারিলাম। স্ত্রী কি, গৃহ কাহাকে বলে, বিবাহ কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, বালককে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত ইত্যাদি সংসারীর অত্যাবশ্যকীয় কথা ও গৃহী কিরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন" সুযুক্তি এবং সদ্দৃষ্টান্তের সহিত বুঝাইয়া দিলেন।

লিখিতে ২ একটা কথা লেখা হয় নাই। দীন দুঃখীকে অন্ন বা বস্ত্র বিতরণ যেমন উৎসবের একটা অঙ্গ স্বরূপ, তেমনি ধর্ম্ম পুস্তক বিতরণ একরকমে সভার প্রধান কার্য্য বলিয়া জানা উচিত। সভাসমিতির দ্বারা যাহাতে জগতে ধর্ম্ম বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় যাহাতে শাস্ত্রে আস্থা জন্মে তাহার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে এবার বাঁকীপুর আর্য্য-ধর্ম্ম সভা এই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরস্বতী পূজার দিন পরিব্রাজকের বক্তৃতার পর সভা হইতে "হরের্নামৈব কেবলম্."

এবং "রাম হৃদয়" নামক দুই খানি বাঙ্গালা ও হিন্দী পুস্তিকা সভাস্থ সকলকে বিতরণ করা হয়। বাগ্দেবীর, পূজার দিন বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ অতি উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছিল।

বিনয়াবনত
শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুঙ্গের।

৫ই হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত কয়েক দিন মুঙ্গের আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে শ্রীমন্নারায়ণ, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন পুরাণাদি সহ সরস্বতী দেবী মুর্ত্তির পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, নগর সংকীর্ত্তন ও দেবীর আরতি হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন—প্রতিমা বিসর্জ্জন, পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাধিবেশন, শাস্ত্রার্থ বিচার, ও দক্ষিণা সহ বিদায় হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পাঠশালার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বর্গকে পারিতোষিক দান, ও দীন দুঃখীদিগকে যথা সাধ্য তণ্ডুলাদি দান করা হইয়াছিল। তৃতীয় দিন—মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্যের বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণে অনেক পাষাণ হৃদয়েই আঘাত লাগিয়াছিল। চতুর্থ দিন—সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পঞ্চম দিন—সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন, হইয়াছিল। এই দিন সভার সৌভাগ্য ক্রমে শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের শুভ সমাগমে সভার উৎসাহ ও প্রতিভা যেন শতগুণ ফুটিয়া বাহির হইল। শ্রোতৃ মণ্ডলীতে সভা স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বক্তা শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণাদি সহ হিন্দী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতায় ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে অধিকারানুরূপ শিক্ষা না পাইলে ও অধিকারী হইয়া শিক্ষা না লইলে কেবল কলেজের পুস্তক পাঠের ন্যায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়না। শাস্ত্রাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রত, নিয়ম, তপস্যাদি না করিলে বিদ্যা নিষ্ফল হয়। সুনীতি সভায় নীতি সঙ্গীত, স্তোত্র পাঠ, ও রচনা পাঠাদিও হইয়াছিল। ঐ দিন প্রাতে—সদালোচনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক মহাশয় বঙ্গ ভাষার একটি সরস উপদেশ ব্যাখ্যান করেন। যেমন পর্ব্বত ভেদ করিয়া নির্ঝরিণী ফুটিয়া বাহির হয়, তিনি সেই রূপ জ্ঞান কাণ্ডীয় কঠোর মনোনিগ্রহ প্রভৃতি তপশ্চর্য্যার ভিতর হইতে কেমন ধীরে ২ সরল ভাবে অমৃতময়ী ভক্তির স্রোত বাহির করিলেন, ধীরে ২ আবার সেই প্রবাহ কেমন শ্রোতৃ মণ্ডলীর হৃদয় গুহায় প্রবেশ করিলে কেমন যেন সকলে আচ্ছন্ন হইয়া অবাক্ হইয়া রহিল, দেখিলাম, যেন গিরি ভেদ করিয়া সকলের নয়ন ধারা বহিতে লাগিল। সকলের মনঃপ্রাণ শীতল হইল। অবশেষে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইল। অপরাহ্নে-পরিব্রাজকের ব্যাখ্যান শুনিবার আগ্রহ নগর বাসীগণের অত্যন্ত প্রবল জানিয়া সম্পাদক স্বতন্ত্র একটি বিশাল বিস্তার গৃহে সভার অধিবেশন হইবার ব্যবস্থা করেন। প্রথমতঃ পণ্ডিত বাল মুকুন্দ মিশ্রের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও মহেন্দ্র বাবুর বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইলে পর পরিব্রাজক মহাশয় নিজ মধুময়ী ভাষায় (হিন্দী) একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যান করিলেন। ভবার্ণবের পারে যাইবার জন্য ভগবচ্চরণাম্বুজ রূপ নৌকা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ ও ভক্তি মার্গের অনেক কথা বিবৃত করিয়া পরিশেষে ইহাই বুঝাইয়া দিলেন, যে গীতার অর্জ্জুনের ন্যায়, তাঁহার শরণাগত হওয়াই তৎপদ লাভের চরম ও সুগম সদুপায়। তাঁহার কৃপালাভ ভিন্ন জীবের নিস্তারের আর উপায় নাই। ব্যাখ্যানে যে প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিল, যে আবেগের তড়িৎ ছুটিল, যে ভাবের বাতাস বহিল, তাহা উপস্থিত সৌভাগ্যবান্ শ্রোতাগণই অনুভব করিয়াছিলেন, লিখিয়া তাহা বুঝাইতে পারিব না। শেষে নারায়ণের আরতি ও হরি সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

জনৈক শ্রোতা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীশ্রী

ধর্ম্মপ্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্‌, লীনং পরেব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥"

১০ম ভাগ
১১শ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

শকাব্দা ১৮০৯
ফাল্গুন—পূর্ণিমা

হারীত সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেদশ্চৈবাভ্যসেন্নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ।
বেদবিৎ পঠিতব্যঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ দিবানিশি।

ব্রাহ্মণ নিত্য পবিত্র স্থানে বসিয়া একাগ্রচিত্তে বেদাভ্যাস করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রও সেই রীতিতে ব্রাহ্মণ অভ্যাস করিবেন। কেননা এ অবস্থায় অধ্যয়ন করিলে বেদের প্রকৃত জ্ঞান ভাসিত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকারেই দিবানিশি বেদ পড়িবে ও শুনাইবে।

স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈবচ।
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্‌।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠেদ্দ্বিজঃ।

স্মৃতি ও শ্রুতিজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে বা ভোজন করাইলে কুল বিনষ্ট হয়। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে।

শ্রুতি স্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণ স্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের দুই নেত্রস্বরূপ। ইহার মধ্যে যাহার একটি নাই, সে কাণা। এবং যাহার দুইটিই নাই, সে ব্যক্তি অন্ধ বলিয়া পরিগণিত।

গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
সায়ং প্রাতরুপাসীত বিবাহাগ্নিং দ্বিজোত্তমঃ।

আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর যথাযোগ্য সেবা করিবে। সায়ংকালও প্রাতঃকালে বিবাহাগ্নিতে (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, তাহা নিত্যহোম করিবার জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে) হোম করিবে।

সুস্নাতস্তু প্রকুর্ব্বীত বৈশ্যদেবং দিনে দিনে।
অতিথীনাগতান্‌ শক্ত্যা পূজয়েদবিচারতঃ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতিদিন স্নান পূর্ব্বক বৈশ্যদেব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে। এবং অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার বর্ণ, ধর্ম্ম, গুণ দোষ আদি বিচার না করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে।

অন্যানভ্যাগতান্‌ বিপ্রঃ পূজয়েৎ শক্তিতো গৃহী।
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ।

অথবা যে কোন অভ্যাগত আসিবে, নিজ সামর্থ্যানুসারে তাহারই সৎকার করিবে। গৃহী ব্যক্তি পরদারকামনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ দারনিরত থাকিবে।

কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত সায়ং প্রাতরুদারধীঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো নাধর্ম্মে বর্ত্তয়েন্মতিং।

উদার বুদ্ধি ব্যক্তি প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে যথাবিধি হোম করিয়া তবে ভোজন করিবে। সত্যবাদী, জিতক্রোধ হইয়া নিজ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা অধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিবেন।

স্বকর্ম্মাণিচ সংপ্রাপ্তে প্রমাদান্নিবর্ত্ততে।
সত্যাং হিতাং বদেদ্বাচ পরলোকহিতৈষিণীং।

নিজোচিত, শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম প্রমত্ততা বশতঃ কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। সদা সত্য ও হিতকারক এবং পরলোকের কল্যাণদায়ক কথাই লোকসকলকে বলিবে।

এষধর্ম্মঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ।
ধর্ম্মমেবহি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রাহ্মণঃ পদং।

সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথিত হইল। যিনি এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ব্রহ্ম পদ লাভ করিয়া থকেন।

ইত্যেষ ধর্ম্মঃ কথিতো ময়ায়ং
পৃষ্টো ভবদ্ভিস্ত্বখিলাঘহারী।
বদামি রাজ্ঞামপিচৈব ধর্ম্মান্
পৃথক্ পৃথক্ বোধত বিপ্রবর্য্যাঃ।

আপনারা যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সম্যক্ পাতকবিনাশন ধর্ম্ম আমি বলিলাম। এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদির পৃথক্২ ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোধ্যায়ঃ।

আশঙ্কা ও উত্তর।

(আশঙ্কা)

একটি কমল এখনও ফুটে নাই। তাহার মোহন মাধুরী রসের ফোয়ারার মত এখনও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। উন্মাদবিভোরা সোহাগে ভরা ভোমরা এখনও তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ২ গুন গুন করে নাই। আবেশময়ী মদিরা হৃদয়ের পরতে ২ ঢালিয়া এখনও তাহার মধুময় সৌরভ চারিদিকে ছুটে নাই। এমন অবস্থায় অফুটন্ত কোমল কলিকা যদি কেহ জোর করিয়া ফুটাইতে চায়, তাহাকে অরসিক ভিন্ন আর কি বলিব? সেই রূপ, যাহার হৃদয় ধর্ম্মের পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে স্বতএব ঢলিয়া পড়ে নাই, ধর্ম্মের নির্ম্মল শোভা ও সৌগন্ধে যাহার হৃদয় কুসুম স্বতএব আপ্লাবিত হইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহাকে তদনুচিত বক্তৃতা ও উপদেশাদির খর্পরে ফেলিয়া বল-পূর্ব্বক ধর্ম্মের কথা গিলান ভাল কি? তাহার সেই ধর্ম্মের জন্য অস্ফুটিত হৃদয়কে জোর করিয়া যে ফুটাইতে চায় তাহাকে কি অবোধ বলিবেনা? সহস্র দল কমল সহস্র চক্ষু বিস্তার করিয়া প্রাণ প্রিয়তম সূর্য্যকে দেখিবার জন্য প্রাণ ভরিয়া আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে। তাহাকে ফুটিবার জন্য কেহত উপদেশ দেয় না, তবুও সে না ফুটিয়া থাকিতে পারেনা কেন? সেই প্রকার স্বভাবের একটানা স্রোতে পড়িয়া উপদেশের বাহ্য শক্তি অপেক্ষা না করিয়া যে হৃদয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আপনার ভিতরের তেজে আপনিই প্রফুল্ল হয়, তাহাই তো সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। পর্ব্বতের উপরে যে হিংস্র জন্তুরা বাস করে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছিন্ন করিতে হইলে পর্ব্বতের উপরে আগুন দিলে কি হইবে! আগুনের তাপে হিংস্র জন্তুরা পর্ব্বতের ফাটালে পর্ব্বতের গর্ত্তে প্রবেশ করিবে। উপরের আগুন উপরেই থাকিয়া যাইবে, তাহাদিগকে স্পর্শও করিবে না। কিন্তু পর্ব্বতের ভিতর হইতে যদি কোন আগ্নেয় শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা হইলে ভিতর ও বাহিরের সমস্ত প্রাণীই একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সেই প্রকার উপদেশের অগ্নি হৃদয়ের উপর ছড়াইয়া পড়িলে তাহার ভয়ে কাম ক্রোধাদি হিংস্র জন্তুগণ হৃদয়ের ভিতরেই প্রবেশ করে। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর হইতে কোন অগ্নিময়ী শক্তির যদি উদ্ভব হয় তাহা হইলেই হৃদয় সর্ব্বথা পরিষ্কৃত হইতে পারে। তাই বলিতেছি ভিতরের শক্তি লইয়াই যাহাতে অপূর্ণ হৃদয় আপনা আপনি পূর্ণ হইতে পারে, অপরিস্ফুট পরিস্ফুট, অপরিপক্ব পরিপক্ক হইতে পারে,

তাহার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অপরিণামদর্শী উপদেষ্টাগণ কেন ছেলেখেলা করেন। পরিব্রাজক গাহিয়াছেন—

"আপন যুতে না পাকলে কি গাছ পাকা ফল হয়। তাতে হয়না মেওয়া রে—মিষ্ট রোওয়া কথার হাওয়ায় জানা যায়॥ রংধরা ফল দেখলে জানা যায়, সে ফল আপনি পাকে, আপনি পড়ে জগৎকে মাতায়—সে ফল গাছ পাকা হ'রতকীর মত দেব লোকেতে লয়ে যায়। বরং সে ফল দেখ টীপ দিয়ে, কিছু হয় না মজা কাঁচা এঁচোড় কিলয়ে পাকাইল—সে ফল যোগে যাগে পাকে বটে, মিষ্ট কিছু তেমন নয়॥"

বাস্তবিকই যে ফল আপনা আপনি পাকে, আপনার সৌগন্ধে বনভুমি মাতোয়ারা করিয়া আপনার রূপে দিগ্ দিগন্ত আলো করিয়া, আপনার রসে আপনি ফাটিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা যত উপাদেয়, জগতে এমন আর কিছু নাই। আকাশের চাঁদ আপনার ভাবে আপনি মোহিত হইয়া আপনার পুলকে আপনি গদ্‌গদ হইয়া আপনা আপনিই আকাশে ফুটিয়া উঠে। তাহাকে কেহ ফুটিতে বলে না, তাহাকে কেহ ফুটাইতে চেষ্টাও করেনা, কিন্তু তথাপি সে ফুটে। সেই স্বাভাবিক, ফুটন্ত জিনিষ কেমন সুন্দর! কেমন মধুর! নক্ষত্রের পায়ে মাথা কুটিয়া বলদেখি, নক্ষত্র! তুমি একবার ফোট, তুমিও চাঁদের মত ফুটিয়া আকাশ বৃন্তে বিরাজ কর। তোমার শত ক্রন্দনেও শতচেষ্টাতেও নক্ষত্র ফুটিবে না। নক্ষত্র যে কুঁড়ি, সে চির কালই কুঁড়ি থাকিবে। আকাশের যে বসন্ত বায়ু পাইয়া চন্দ্রমা ফুটিয়াছে, আহা! সে সুধামাখা সমীরণ যদি নক্ষত্রেরা পাইত, তাহা হইলে তাহারা ফুটিতে পারিত। কিন্তু তাহা আর নাই। এক চাঁদকে ফুটাইতে গিয়া সে সকলই খরচ হইয়া গিয়াছে। তাই নক্ষত্রেরা মনোদুঃখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে তাহারা আর ফুটিবেনা। তুমি অবুঝ, তাই তাহাদের মনোভাব না জানিয়া ফুটাইতে চাহিতেছ, তাই অস্ফুটিত হৃদয়ের কুঁড়ি গুলিকে ফুটাইতে গিয়া তাহাদের অপরিপক্ক পাপ্‌ড়ি গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে বসিয়াছ। তোমার মত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে পারি—

> ইতর তাপ শতানি যথেচ্ছয়া
> বিতর তানি সহে চতুরানন!
> অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
> শিরসি মালিখ! মালিখ! মালিখ!

ক্ষুধার সময় চিত্ত যখন ব্যাকুল হয়, সেই সময়ে কোন দ্রব্য ভোজন করিলে ক্ষুধার শান্তি হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, শরীরেরও স্বাস্থ্য জন্মে, ইহাই তো নিয়ম। কিন্তু ক্ষুধা যখন হয় নাই, এমন অবস্থায় ভোজন করিলে অজীর্ণতা রোগ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। পিপাসায় প্রাণ যখন ছটফট্ করিতেছে, এমন অবস্থায় জলপান করিলে যেমন তৃপ্তিটুকু হয়, অপিপাসায় অতৃষ্ণায় জলপান করিলে তেমন তৃপ্তি হয় কি? বরং সে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে প্রস্রাবের বৃদ্ধি রূপ আর একটা উপসর্গই জুটে। তাই বলিতেছি, ধর্ম্মের জন্য যাহার অন্তরে ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, ভগবৎপ্রেম সুধা কিছু পান করিতে যাহার প্রাণে পিপাসা অনুভুত হয় নাই, এমন অবস্থায় তাহাকে জোর করিয়া মুখ চিরিয়া ধর্ম্মের কথা গিলাইতে গেলে তাহার অজীর্ণতা হয় না কি? অনধিকারে ধর্ম্মোপদেশ নিতান্তই হানিজনক, ইহা তো শাস্ত্রেরই কথা। একটা গল্প বলিতেছি। কোন একটি গ্রামে এক জন অত্যাচারী দুষ্টবুদ্ধি জমীদার বাস করিত; তাহার অত্যাচারে গ্রাম শুদ্ধ লোক বিরক্ত—উপদ্রব গ্রস্ত। একদিন সেই গ্রামে একটি সন্ন্যাসী আগমন করেন। গ্রামশুদ্ধ লোক মিলিয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, যে আপনি কোন সদুপদেশ দিয়া এই অত্যাচারী জমীদারটির মতি গতি ফিরাইয়া যাউন, যাহাতে আর আমাদের অত্যাচার ভোগ করিতে না হয়। সন্ন্যাসী তাহাদের কথানুসারে সেই জমীদারটির বাটীতে গিয়াই অতিথি হইলেন। জমীদার অতিথির আদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সৎকার করিলেন, এবং সৎকারান্তে চলিত প্রথামত

কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে আর বেশী কিছু না বলিয়া কেবল এই কথাটি বলিলেন যে, তুমি সস্ত্রীক এক বৎসর ধরিয়া কথকের মুখ হইতে মহাভারত ব্যাখ্যা শুন, ইহাতেই তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহাই তোমার পক্ষে জ্ঞানোপদেশ। এই কথা বলিয়া অতিথি বিদায় লইলেন, জমীদারও অতিথির কথামত মহাভারত পাঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্বৎসরান্তে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া জমীদারটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বাপু! মহাভারত পাঠ তোমার কেমন বোধ হ'ল, ইহাতে কিছু উপকার পাইলে কি? জমীদার উত্তর করিল, আজ্ঞা, খুব উপকার পাইয়াছি, মহাভারত খাসা দিব্বি মজাদার গল্প, ইহা শুনিয়া খুব আমোদ পাইয়াছি। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, তাইত, এযে সমস্ত মহাভারতটাকে একবারে গল্প ব'লেই শুনেছে। তবে কি মহাভারতের কোন সদুপদেশ ইহাতে ফলে নাই? সন্ন্যাসী পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বাপু! তোমারে জিজ্ঞাসা করি, মহাভারত ব্যাখ্যা শুনিয়া কিছু সদুপদেশ পাইলে কি? কিছু সারসংগ্রহ করিতে পারিলে কি? জমীদার আবার উত্তর করিলেন, আজ্ঞা, বিলক্ষণ সারসংগ্রহ করেছি, শুনুন, যদি জুয়াখেলার জন্য সর্ব্বস্ব হারাইতে হয়, তো তাহাও স্বীকার, তবু জুয়াখেলা ছাড়িবনা, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্টিরের কাছে এ উপদেশ আমি পাইয়াছি। উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া কেমন মজা দেখিতে হয়, তাহা আমি শ্রীকৃষ্ণের কাছ হইতে শিখিয়াছি। সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি তাহার স্ত্রীকে ডাকাইয়া আবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীও বলিল, দ্রৌপদী পাঁচটা পতি করিয়াও খুব সতী হইয়াছিল, আমায় তবু এমনও গোটা কতক বাকী আছে। তা আমি দ্রৌপদী হইতেও দ্বিগুণ পতি করিয়া দ্বিগুণ সতী হইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহকি? মহাভারতে এ উপদেশ আমি পাইয়াছি। সন্ন্যাসী বেগতিক দেখিয়া তথা হইতে চম্পাট দিলেন।

অনধিকারে অকালে—অরুচি—অক্ষুধায় ধর্ম্মোপদেশ দিলে যে কুফল ফলে, তাহা উপরকার দৃষ্টান্তে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি। ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ কলির জীবের যাহাতে ধর্ম্মার্থক্ষুধা বৃদ্ধি হয় তাহারই সুব্যবস্থা প্রথমে করুন, তবে তো তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ কার্য্যকর হইবে!

ক্রমশঃ।

যুক্তি ও বিশ্বাস।

বিশ্বাস-শৃঙ্খলাকে যুক্তি বলা যায়। এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসকে অবিরোধ ভাবে সাজাইয়া কোন এক নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার নাম যুক্তি। যুক্তি প্রক্রিয়া, বিশ্বাস সেই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সিদ্ধান্ত। আবার পূর্ব্বোপনীত সিদ্ধান্ত না হইলে যুক্তি হয় না। বিশ্বাস যুক্তির ভিত্তি। এখন বুঝা যাউক বিশ্বাস কি? ভূয়োদর্শনের দ্বারা কোন বিষয়ের সংস্কারকে বিশ্বাস বলি। মনে করুন কোন এক ব্যক্তি কখন মধু আস্বাদ করে নাই; মিষ্ট কি সে তাহা জানে না। এখন ঘটনা ক্রমে যে একটু মধু আস্বাদ করিল, বুঝিল যে মধু জিহ্বা সংযোগ হইলে কেমন একটা স্বাদ পাওয়া যায়, সে তাহা মনে রাখিল। আবার সময়ান্তরে একটু চিনি খাইল, খাইয়া বুঝিল, যে মধুরমত ইহাতেও এক প্রকার স্বাদ আছে। এই রকমে নানাবিধমিষ্ঠান্ন খাইয়া তাহার এই বিশ্বাস হইল যে মধুর মত একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে। অতএব বিশ্বাস ভূয়োদর্শনসম্ভূত। জগতের যত কিছু বিষয়ে আমরা জানিতে পারি, বা জানিতে চেষ্টা করি তাহা কেবল বহুদর্শনের দ্বারা, নানাদিকে নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আবার সেই সিদ্ধান্ত গুলি ভবিষ্যতে কোন এক নূতন সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পথপ্রদর্শক হয়। যদি আমরা এখন একটি মানুষ পাই, যাহার মস্তিষ্কে সংস্কার রেখা আদৌ অঙ্কিত হয় নাই, যাহার ভূয়োদর্শন নাই, যে কখনও কিছু দেখে নাই, শুনে নাই, এই যেন প্রসূত হইয়া পৃথিবী,

আকাশ, সূর্য্যাদি নয়ন মেলিয়া দেখিল ; এখন যদি তাহাকে কোন কথা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, সে কি কিছু বুঝিতে পারিবে ? কখনই নহে ! কারণ তাহার উপলব্ধি শক্তি এখনও হয় নাই। সে যে একটা স্বতন্ত্র পুরুষ এটা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই। অর্থাৎ সদ্যপ্রসূত, অসংস্কৃত, অশিক্ষিত বালকের সূর্য্য, আকাশ, বহ্নি, বায়ু ও পৃথিবীর সহিত সংস্পর্শে তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্যানুভূতি—আমিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া উচিত। নচেৎ বুঝাইব কাহাকে—বুঝিবেই বা কে? এখন দেখা যাউক এই "আমি জ্ঞান" হয় কোথা হইতে।

ফরাসীস্ দার্শনিক কঁদরসে (Condorcet) বলিয়াছেন যে যদি কোন প্রস্তরনির্ম্মিত মানবমূর্ত্তিতে একটি মাত্র অনুভূতি (sensation) দেওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষা দ্বারা ধীরে ধীরে সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তির আমিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। শারীর-তত্ত্ব পড়িলে জানা যায় যে "মনুষ্যানুভূতি" সম্পূর্ণ শারীর অর্থাৎ শরীর ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়ের বড় একটা অপেক্ষা করেনা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে সকল অনুভূতির অধীন হই, তাহা বাহ্যিক কারণ ভিন্ন ও অন্য কোন আভ্যন্তরীন্ মানসিক শক্তির উন্মীলনে উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন তেঁতুল খাইয়া অম্ল রসের আস্বাদন করিলাম ; এখানে তেঁতুল অম্ল রসাস্বাদোৎপত্তির বাহ্যিক কারণ। তিন্তিড়ীতে এমন কিছু আছে যাহার সংযোগে আস্বাদস্থলী হইতে এক রকম রস নির্গত হইয়া, একটা রাসায়নিক ক্রিয়ার উৎপত্তি করে; তৎপরে সেই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ একটি শক্তি বিশেষ উদ্ভূত হইয়া স্নায়ুকে উদ্বেলিত করে ; সেই উদ্বেলন বা কম্পন মস্তিষ্কে গিয়া আঘাত করে, তদনন্তর অম্লরসাস্বাদন হয়। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই আস্বাদ ক্রিয়াটি আর কিছুই নহে, শারীর অভিভূত শক্তি বিশেষের পুনরুন্মেষ। শরীরেই আমার শক্তি নিহিত ছিল, শরীরেই সেই সমুদ্বেলিত শক্তির ক্রিয়া হইল এবং শরীরেই উহার বিবৃতি ও পরিণতি। অতএব বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে তিন্তিড়ীগর্ভস্থ যে শক্তি বিশেষের উত্তেজনায় এই কুটিল আস্বাদন ক্রিয়াটি হইল, তাহা অন্য কোন উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে তড়িদ্‌যন্ত্রের (Electric Battery) সাহায্যে ঠিক অম্লরসের আস্বাদ অনুভব হয়। এখানে তিন্ন একটা বস্তু তিন্তিড়ী নামের কিছুই নাই; আমি দুই হাতে যন্ত্রের তার ধরিয়া আছি, তড়িৎক্রিয়া যাহা কিছু তাহা হইতেছে, অথচ জিহ্বামূলে অম্ল সংযোগবৎ একটা কেমন এক আস্বাদ পাইতেছি। তবেই বুঝিতে হইবে "অনুভূতি" সম্পূর্ণরূপে শারীর। বাহ্য জগৎ থাকুক অথবা নাই থাকুক, আমার অন্তর্নিহিত অভিভূত শক্তি নিচয়ের নানাপ্রকারের বিলোড়ন হইলেই তদনুযায়ী ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া ও অনুভূতি হইবে। যাঁহারা ক্রিয়াশীল যোগী তাঁহারা প্রায় সকলেই জানেন যে যদিচ তিনি নিমীলিত চক্ষে বদ্ধাসন হইয়া বসিয়াছেন, তথাচ ক্রিয়াগুণে তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে কত ছায়ারূপী দেবীমূর্ত্তি, কত বিভীষিকা একটির পর একটি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, আবার ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছে।

মিল, বেণ, স্পেন্সার আদি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে শিক্ষা দ্বারা (ভূয়ো দর্শনের দ্বারা) মনুষ্যের "আমিত্ব" বোধ হয়। আমরা কিন্তু বলি "স্বাতন্ত্র্যানুভূতি" অথবা "আমিত্ব বোধ" সনাতন, এ একটা অন্ধ বিশ্বাস। দর্শন ক্রিয়াটা তো হইতেছে নেত্রের পশ্চাদ্ ভাগের স্নায়ুযবনিকার (Retina) উপর; কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষটি দেখিতেছি দশহস্ত দূরে এবং ইহাও বুঝিতেছি যে যাহা দেখিতেছি তাহা আমিই দেখিতেছি। এ অহঙ্কার উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, অপিচ কারণ দেখাইতে পারিলেও কারণ শৃঙ্খলায় অগ্রসর হইতে হইতে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে, যে খানে একটা না একটা স্বতঃসিদ্ধি আবশ্যক। কেননা অনন্ত সৃষ্টি কৌশলের

কারণ শৃঙ্খলাও অনন্ত, মনুষ্য বুদ্ধি সান্ত; সান্তের দ্বারা অনাদির কল্পনা হয় না, অনুভূতিও হয় না। যিনি যত বড়ই বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, "আমিত্ব" বোধের কারণ দেখাইতে পারিবেন না, শেষে অবনত মস্তকে বলিতে হইবে যে অনন্ত সৃষ্টি চাতুরীর ইহাও এক চাতুরী—মহামায়া। মনুষ্য-যুক্তি, মানব-বুদ্ধি এস্থানে দাঁড়ায় না; মহাসাগরের ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ প্রচণ্ড উর্ম্মিমালার মাঝে কোথায় মিশিয়া গেল কে বলিতে পারে। তাই দুইটি প্রধান স্বতঃসিদ্ধ আছে, এক "আমি", দ্বিতীয় "জগৎ"। যিনি জগৎ মিথ্যা বলেন তিনি জগৎ প্রকাশিকা, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শক্তির কল্পনা করেন। এখন বুঝা গেল আমিত্ব বোধ নিষ্কারণ এবং সনাতন।

পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে এখন আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যদি ইহাই স্থির যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের যাহা কিছু ক্রিয়া হয় তাহা কেবল স্নায়ুমণ্ডলের বিক্ষেপনে এবং যন্ত্র বিশেষের উপর উহার বিবৃতিতে, তাহা হইলে যাহার যেমন স্নায়বীয় প্রকৃতি, যেমন শরীর যন্ত্রের গঠন প্রণালী তদনুযায়ী ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াও সম্পন্ন হইবে। সুতরাং যাহা কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি বা অনুভব করিতেছি, সে সকলই আপেক্ষিক। বাস্তবিক প্রকৃত পদার্থ কি তাহা জানা যায় না। আমি যেমন, আমাতে যে সকল ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া হইতেছে তাহাও তদনুরূপ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূত সকলপদার্থই আমার আমিত্ব মাখা। একটি বৃক্ষ দেখিয়া বা লতা দেখিয়া আমার মনে ঠিক যে ভাবগুলি উদয় হয়, তাহা আমার মত এবং আমার মনো মত অন্যের মনে তেমনি ভাব তরঙ্গ উঠিলে তাহা ঠিক সে রসযুক্ত হইবে না, একটু না একটু বিভিন্নতা থাকিবে। একটা কেমন মত্তাসযুক্ত, মদরসলঙ্কারমিশ্রিত আবরণদ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত। এই "আমিময় আচ্ছাদন" কে অনেকে 'মায়া' বলিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য, বুদ্ধি কাহাকে বলি? ভূয়োদর্শনসম্ভূত বিশ্বাসের সমষ্টিকে বুদ্ধি বলা যায়। যে শক্তি দ্বারা বিশ্বাস সকল মস্তিষ্কে সমষ্টি ভাবে থাকে, যাহার দ্বারা বিশ্বাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যুক্তির প্রণালীতে প্রবাহিত করা যায়, তাহাই মানব-বুদ্ধি। বুদ্ধি শক্তি, ও যুক্তি তাহার ক্রিয়া। আমার বহুদর্শীতার ফলস্বরূপ। বিশ্বাস নিচয়ের ভাণ্ডারী বুদ্ধি, যুক্তি সেই ভাণ্ডারীর বস্তু-সাজাইবার ব্যবস্থাপক। শিক্ষা ও ভূয়োদর্শনের দ্বারা বস্তু-প্রকৃতি জ্ঞাত হই, তৎপরে একটি বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়, এবং সেই বিশ্বাস আমার বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করে। সুতরাং বুদ্ধিও আপেক্ষিক। সেই "আমি" ভ্রমের উপর সকলই নির্ভর। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি বুঝিতেছি, আমি ধারণা করিতেছি এই আমিময় ব্যাপারের মধ্যে আমার সকল কথা সকল বিষয়ই জড়িত। যাহা অন্য কোন ভিন্ন বস্তু বা ভাব বা বিষয় বা কার্য্যের অপেক্ষা করে, তদ্দ্বারা কোন নিত্য, সত্য, অখণ্ড বস্তুর নির্দ্ধারণ অসম্ভব। আমার শরীরের গঠন প্রণালী, আমার প্রকৃতি আমার ইন্দ্রিয় ক্রিয়াকে নিয়মিত করে, তাহা আবার বহুদর্শনেচ্ছার প্রবর্ত্তনা করে, সেই ভূয়োদর্শনের দ্বারা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বাস নিচয় যে শক্তির দ্বারা সমষ্টিবদ্ধ হয়, তাহা বুদ্ধির উন্মেষ করে, সেই পরিপুষ্ট ও সমুন্নত বুদ্ধি যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া নূতন ২ সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসোৎপাদনের পন্থা নির্দ্দেশ করে। এত বড় একটি কুটিল কঠোর ব্যাপারের পরে আমাদের সামান্য ২ সত্য কথার অনুভূতি হয়। অতএব যে যেমন দেশে থাকে, স্বভাবের লীলাময়ী রাজ্যের যে যেমন লীলাতরঙ্গ দেখিয়াছে, তৎপ্রদেশের জল বায়ু আদির দ্বারা তাহার শরীর যে ২ উপাদানে গঠিত হইয়াছে, সুতরাং তদ্দেশীয় সামাজিক বিষয়ে যেমন শিক্ষা পাইয়াছে, সে রকম সঙ্গে, যে প্রকার ভাবায় শিক্ষিত হইয়াছে, তাহার হাব, ভাব, বুদ্ধি বৃত্তি সকলই তদনুযায়ী পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং যাহা আপেক্ষিক, তাহা শারীর প্রকৃতির ও ইন্দ্রিয়গ্রামের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, যাহা পরিবর্ত্তনশীল এবং যাহা ভ্রমপ্রমাদপ্রবণ, তাহা কখনও সত্য নিচয়ের অখণ্ড প্রমাপক দণ্ড হইতে পারে না। অতএব প্রকৃত সত্য পদার্থের নির্দ্ধারণ অসম্ভব। যদ্দ্বারা যোজনা করি, তাহাই যুক্তি—অর্থাৎ যে শক্তি আমাদের বিশ্বাস সকলকে অবিরোধ ভাবে যোজনা করিয়া একটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করে তাহাই যুক্তি। সুতরাং আমার আমিত্বের উপর, আমার স্বাতন্ত্র্যানুভূতির উপর যুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন বালক মাতৃক্রোড় ব্যতীত অন্য কোন অবলম্বন জানে না, যত জোর, যত আব্দার সকলই স্নেহময়ীর উপর হইতেছে, তেমনি যুক্তি "আমি" ব্যতীত অন্য আশ্রয় বুঝেনা। অন্যের চক্ষে আমি মূর্খ হইতে পারি, অজ্ঞানান্ধ হইতে পারি, কিন্তু যুক্তি আমায় পণ্ডিত বলে, যুক্তি আমার বিশ্বাস ও আমার ধারণাকে বেদবাক্য জানিয়া আমার মনের মত একটা সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়। ব্যাখ্যাতা আমার কর্ণের কাছে সহস্র কথা বলুন না কেন, যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করুন না কেন, কিন্তু ততক্ষণ তাঁহার কথা আমার ভাল লাগিবেনা যতক্ষণ তিনি আমার ধারণার অনুযায়ী ও তদনুকূল কোন নূতন যুক্তি প্রণালীর দ্বারায় এক অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত দেখাইয়া আমার বুদ্ধিকে চমকিত ও স্তব্ধ না করিবেন। তখন তিনি অন্যের কাছে মহামূর্খ হইলেও আমার চক্ষে মহাপণ্ডিত ও আমার গুরু।

কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা লীলাময় রাজ্যের অপরূপ প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমুৎসুক, যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতের অনন্ত চাতুরীজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমতত্ত্ব জানিতে উন্মত্ত; তাঁহারা এ বৃথা মলিন মায়ার আবরণ যুক্তি জালকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া সাধনা জগতের ও বিশ্বাস ভাণ্ডারের পবিত্র অমৃতময়ী পদ্মো প্রণালীর সুধাবিন্দু আস্বাদ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাই সংহিতাকার, ধর্ম্মজগতের নেতা উপদেষ্টা পূজ্যপাদ

আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মাচরণের জন্য কেবল "অনুশাসন" বাক্যের দ্বারা ক্রিয়া করিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম যুক্তির দ্বারা, তর্কের দ্বারা কখন প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই, হইবারও নহে। যুক্তি নাস্তিক পণ্ডিতের কুশখণ্ড মাত্র, বিদ্যা প্রকাশের ক্ষীণ উপায় মাত্র। ধার্ম্মিক হইতে হইলে ক্রিয়া চাই, আস্থা চাই। তাই বলি যে বিশ্বাস যুক্তির প্রসূতি, যে অন্ধ বিশ্বাস আমাদের জ্ঞানের, আমাদের মনুষ্যত্বের আধার, যাহা না হইলে তার্কিকের স্পর্দ্ধা বিলয় পায়, যাহা মনুষ্যবুদ্ধির আদিম স্বতঃসিদ্ধি তাহাই আমাদের অবলম্বনীয় এবং তাহাই পরমপদার্থ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ধর্ম্ম জগতে যুক্তি নাই, প্রেমের রাজ্যে বিচার নাই, ভক্তির সংসারে তর্ক নাই সন্দেহ নাই—আছে কেবল অনন্ত রসময় অপার ভাবময়, অপরিসীম স্নেহময়, সে কেমন এক অজ্ঞাত অননুভূত অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব অমৃতময় বিশ্বাস। তাই ভক্তের ধন, কাঙ্গালের সখা বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে কত কথা বুলিতে ২ কি এক বুকভরা আশার কথা বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥

ভয় কিসের ভাই তোমার! আমি যখন তোমার সহায়, আমি যখন তোমার স্নেহের, তোমার আদরের, তোমার ঐ ভালবাসার হৃদয়ে আবদ্ধ তখন ভীত হইও না। তুমি একবার সাহস ভরে, বুক বাঁধিয়া তোমার শারীরিক ও মানসিক সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, আমাকে তোমার একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া, আমাতেই সমস্ত সমর্পণ কর; দেখিবে, সখে, তোমার সকল ভাবনা দূরে যাইবে, তোমার সকল জ্বালার শান্তি হইবে; আমার বোঝা তুমি মাথায় কর কেন ভাই? সকল পাপের ভার আমি তোমার বহন করিব—তোমার ভাবনা কিসের! তুমি আর বৃথা অনুশোচনা করিওনা। জগচ্চিন্তামণি এখানে কি ভাবে কি রঙ্গে যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, তাহা ভক্ত ভাবুক প্রেমরসরসিক সাধক জনেই বুঝিবেন॥

শ্রীপাঁচকড়ী বন্দ্যোপাধ্যায় (বি এ)
ভাগলপুর

সোম প্রকাশ ও কুমার-পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

৯ই ফাল্গুনের সোম প্রকাশে "হিন্দু ধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দ্বারভাঙ্গা হইতে সাধুহৃদয় মাজ্জবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহার একটী সুদীর্ঘ ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ "ধর্ম্ম প্রচারকে" প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। সোমপ্রকাশের অযথা প্রলাপোক্তির প্রতিবাদ করিয়া কোন সুফল ফলিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। সোমপ্রকাশের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর হইতেই অদূরদর্শী লেখকগণের হস্তে পড়িয়া সোমপ্রকাশ যে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি পত্রে বিশেষরূপ সমালোচিত হইয়া গিয়াছে। বিচক্ষণ পাঠক মাত্রেরই চক্ষে উহা ক্রমশঃ নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কুমার-পরিব্রাজকের সহিত সদালাপে ও তাঁহার সারগর্ভ ব্যাখ্যান শ্রবণে এত প্রীতি লাভ করিতেন যে, দুই তিন বার তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যানার্থ সভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভে কুমারের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আজ সেই সোমপ্রকাশের অসূয়ামিশ্রিত মলিন ভাব দেখিয়া হিন্দু মাত্রেই দুঃখিত হইতেছেন। যে মহাত্মার জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ ও ভক্তি রস মাখা সারগর্ভ উপদেশ শুনিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে সহস্র ২ লোক প্রেমাবেশে ছুটিয়া আসিতেছেন, যাঁহার সৌজন্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, দক্ষিণী আদি সকলে শ্রদ্ধাসহ তাঁহার সহিত সদালাপে উপস্থিত হয়েন, যাঁহার বিনীত ভাব ও শিষ্টাচারে আবাল বৃদ্ধ বিমোহিত, আজ স্বার্থ সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে লেখক বিদ্বেষবিষ্ঠা বমন পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের অঙ্গ মলিন করিয়া কি ফল পাইলেন? প্রাণ কৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "সোমপ্রকাশের প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই বোধ হয় যেন লেখকের কোন সাম্প্রদায়িক ভাব আছে, কোন স্বার্থের সংস্রব আছে, কোন পূর্ব্ব সূত্র আছে, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের উপর তাঁহার এত ক্রোধ"। সত্যই তাই। আমরা সিরাজগঞ্জের এক জন প্রসিদ্ধ উকীলের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যে এক খানি পত্র পাইয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশিত আছে যে, উক্ত প্রবন্ধের লেখক নিজ অসদ্ব্যবহারের দোষে তথাকার হিন্দু ভদ্র মহোদয় গণের নিকট তাঁহার প্রার্থনানুরূপ আর্থিক আনুকূল্য ও তাঁহার আশানুরূপ সামাজিক মর্য্যাদা না পাইয়া তথাকার সভার সভ্য গণের ও পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে সুশানিত লেখনী চালনা করিয়া নিজ বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন; তিনি সিরাজগঞ্জের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, সভার সভ্যগণ মুন্‌সেফ, উকীল প্রভৃতি মাননীয়গণকে সমাদর করিলেন, কিন্তু আমাকে তাদৃশ সমাদর করিলেন না, আমিও তেমনি সোমপ্রকাশে সভার বিরুদ্ধে সুতীব্র আক্রমণ করিব। তৎ শ্রবণে শ্রোতৃগণ হাঁসিয়া উঠায় তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যাহাহউক তাঁহার বা তাদৃশ কুরুচি সম্পন্ন বিরুদ্ধ পক্ষীয় কএক ব্যক্তির বিকট চীৎকারে হিন্দু সভার বা পরিব্রাজকের কিছু মাত্র অপকার হইবে না; কেননা ধর্ম্ম ও ভগবান্ ব্যতীত লোকের স্তুতিবাদ বা সমালোচনা তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষেত্রের নেতা নহে। বিরুদ্ধ পক্ষীয় গণের নানা কটূক্তিবাদ পূর্ণ তীব্র সমালোচনার অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া পরিব্রাজক বঙ্গ, বেহার, ত্রিহুত, পশ্চিমোত্তর প্রদেশাদিতে যেরূপ সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহ কয়েক বর্ষ ধরিয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনঃপ্রচারক্ষেত্র বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিরুদ্ধবাদীগণের শত বাধা আসিলেও ভগবানের কৃপায়

তাঁহার সাধু সংকল্পিত পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। প্রাণ কৃষ্ণ বাবু ও সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য সহায়ুভাবকগণ জানেনই তো " হাথী চলে বাজার মে কুত্তা ভুঁকে হাজার ", বাজারের ভিতর দিয়া গজরাজ গমন করিলে তাহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে কুকুর সকল চিৎকার করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে গজেন্দ্রের গতি রোধ হয় না,। পরিব্রাজক একবার বলিয়াছিলেন যে, " বিরুদ্ধবাদীগণের গালাগালিই আমার অঙ্গের আভরণ ", সুতরাং সোমপ্রকাশের অযথা প্রলাপবৎ কটূক্তিতে আশাকরি তিনি অবশ্যই দুঃখিত হইবেন না, কিন্তু আমাদের চির সমাদরের " সোমপ্রকাশ " যে দিন দিন মলিন ও অসূয়া পরবশ হইয়া উঠিতেছেন, ইহাই বড় দুঃখ। আশাকরি আমরা সোমপ্রকাশকে শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাইব।

ধর্ম্মোৎসব।

ময়মনসিংহ।

বিগত ৪ঠা, ৫ই ৬ই, ও ৭ই মাঘ এই চারি দিবস ব্যাপিয়া ময়মনসিংহ বাল্যাশ্রমের শ্রী পঞ্চমী পূজোপলক্ষে মহা আনন্দময় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। এই উৎসবে ধর্ম্মালোচনার নিমিত্ত নানাস্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে হিন্দু ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী সভার সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার মহাশয় আর্য্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাস্থানে অনেক কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁহার মধুময়ী বক্তৃতায় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বিরত হইলে সকলের অনুরোধে বাল্যাশ্রমের অন্যতম উপদেষ্টা পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় তীর্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কে এরূপ স্থূলাৎ স্থূলতর ভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন যে সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে আশ্চর্য্য ও আনন্দে অভিভূত হইয়া নিস্পন্দপ্রায় বসিয়া ছিলেন।

৫ই মাঘ অতি প্রত্যুষে আশ্রমীগণ নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রী ৺ভগবতী সরস্বতী দেবীর স্তুতি সূচক প্রভাতিসঙ্গীত গীত করেন। অনন্তর অতি সমারোহের সহিত দেবীর পূজাকার্য্য সম্পাদিত হয়। অপরাহ্ণ ২টার সময় সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব প্রথমে অত্রত্য আশ্রমের মানবক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বরচিত " হিন্দু ধর্ম্মের অবনতি-জনিত জাতীয় দুরবস্থা ও তদপনয়নের উপায় " বিষয়িণী রচনা পাঠ করেন। পরীক্ষক পণ্ডিতগণ এই রচনা খানিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রচনা পাঠান্তে আশ্রমাচার্য্য পরম পূজ্য শ্রীযুক্ত কালী কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বহস্তে রচয়িতাকে ১০৲ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় জ্ঞান ও ভক্তির শুভ পরিণয় বিষয়িণী বক্তৃতা করেন। জাহ্নবী স্রোত যেমন সম্মুখে যাহাই পায় তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়, বিদ্যার্ণব মহাশয়ের অমৃতময়ী বক্তৃতা স্রোতও তেমনি শত শত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অন্তঃকরণকে ভক্তি পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

৬ই মাঘ বৃহস্পতি বার প্রাহ্ন হইতে অপরাহ্ন দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত দীন দুঃখী ও ভিক্ষুক দিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। ২॥ আড়াইটা হইতে ৫ পাঁচটা পর্য্যন্ত নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। এই আড়াই ঘণ্টা ব্যাপিয়া নগর যেন এক আনন্দময় উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল। অনন্তর ৫টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত এবং পর দিবস ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যার্ণব মহাশয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস ও মহারাস লীলা বিষয়িণী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞাপনী অতি অপূর্ব্ব অমৃত সঞ্চারিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় অনেক উপাধিধারীও মনশ্চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছেন এবং ভগবানের লাম্পট্য ভাব অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করতঃ আপনা আপনি কৃতার্থ হইতেছেন।

ধর্ম্ম কথাশ্রবণের নিমিত্ত ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থান হইতে নানাশ্রেণীর লোক সমবেত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সময় সভাগৃহ, অনাবৃত প্রাঙ্গণ প্রদেশ এমনকি প্রাচীর পর্য্যন্তও জনসঙ্ঘে সমাবৃত হইত।

শ্রীগুরুদয়াল দাস।
ময়মনসিংহ।

কালনা।

গত ১৮ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ২৫এ মাঘ মঙ্গল বার পর্য্যন্ত অত্রস্থ ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার চতুর্থ বার্ষিক মহাধিবেশন অতি সমারোহের সহিত শেষ হইয়া গিয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে বাগ্মীবর কুমার শ্রীল শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ও অন্যান্য পণ্ডিত গণের সমাগম হইয়াছিল। " ভক্তি ও জ্ঞান " মুক্তি ও তাহার সাধন প্রণালী, " বাল্যবিবাহ ও সমাজ বন্ধন " প্রভৃতি বিষয় পণ্ডিত গণের গভীর-গবেষণায়, এবং ভবার্ণব তরণের নৌ নিরূপণ, ও " ভগবৎ সাধন " ইত্যাদি বিচার পরিব্রাজক মাহাশয়ের মধুময় উপদেশে কালনা বাসী আবালবৃদ্ধবনিতা হরি প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। আহা! কুমারের কি প্রশান্ত প্রকৃতি! কেমন সৌম্য মূর্ত্তি! যখন সভা স্থলে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, তখন যেন সেই উপদেশ রাশির মধ্য হইতে একটা অলম্ভতেজ বিনির্গত হইয়া শ্রোতৃ হৃদয় নাচাইতে নাচাইতে পুলক পবনে নৈর্ম্মল গগনে বিলীন হইতে লাগিল। মাঝে ২ হরি ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন লতায়, পাতায়, ভূতলে, নভস্থলে চতুর্দ্দিকেই যেন হরি ২ শব্দ শুনিয়াছিলাম। তখন যেন হরি নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণের উৎসব পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শেষ দিবস প্রায় সহস্রাধিক দীনদরিদ্র ভোজন ও সন্ধ্যার পর নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পথের কোন স্থানে হরির লুট, কোন স্থানে উচ্চ হরি ধ্বনিতে আনন্দের আর সীমা ছিল না। এই সঙ্গে বালকদের সুনীতি সঞ্চারিণী সভারও দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

শ্রী আঃ—
জনৈক পরিদর্শক।

শিরাজগঞ্জ।

২১এ মাঘ হইতে ২৩এ মাঘ পর্য্যন্ত শিরাজগঞ্জ আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিগত বর্ষের উৎসবের সময় কুমার পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন আসিয়া সভা গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এবারও অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি উৎসব সময়ে আসিয়া কয়েক দিন নানা উপদেশে আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। সভা গৃহটী অতি সুন্দর ও সুসংগঠিত হইয়াছে। নির্ম্মাণ ব্যয় ৪০০০৲ টাকারও অধিক পড়িয়াছে। এতগুলি টাকা সংগৃহীত ও বর্ষ কাল মধ্যে গৃহটী নির্ম্মিত হওয়ায় শিরাজগঞ্জ সব ডিবিজনের ধর্ম্মানুরাগ ও সদাশয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সভা মন্দিরের ললাট দেশে পরিব্রাজকের বিরচিত এই কবিতাটি চিত্রিত হইয়াছে।

বাজ্‌লো হরি নামের ভেরী গগণ ভেদী স্বরে।
আর্য্য ধর্ম্মের জয় পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদলে আঁখি সকল ফাকী ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তি ভরে উচ্চস্বরে বল হরিবোল॥

উৎসবের প্রথম দিন প্রাতে ভিন্ন ২ দলের হরিনাম সংকীর্ত্তন, মন্দির মধ্যে হোম, নারায়ণের পূজা, সুবিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে পরিব্রাজকের "ধর্ম্ম গৃহে প্রবেশ" বিষয়িণী উৎসাহ, উত্তেজনা ও অনুরাগ মাখা অমৃতময়ী বক্তৃতা হয়। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন, অপরাহ্নে ভাগবৎ পাঠ ও পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, জনৈক পণ্ডিত মহাশয়ের ও তৎপরে পরিব্রাজকের সুদীর্ঘ বক্তৃতা হইয়াছিল। তৃতীয় দিন প্রাতে ৭।৮ দলে বিভক্ত হইয়া প্রায় ২০০০ লোক সহ নগর সংকীর্ত্তন হয়। এই সময়ে হরিনামের গগণ ভেদী রোলে শিরাজগঞ্জ টল মল করিয়া উঠিয়াছিল। গঞ্জের ভিতর আবার এই সময়ে সকলের অনুরোধে পরিব্রাজকের "শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা" বিষয়িণী একটি পবিত্র আবেশময়ী বক্তৃতা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে শত ২ বৈষ্ণবের মহোৎসবে অন্নব্যঞ্জনাদি যথেষ্ট বিতরিত হইল। সায়াহ্ন হইতে পরিব্রাজকের মনোপ্রাণের অনুরাগ ভরা ভক্তি রসের বক্তৃতা হইল। পরিব্রাজক তৎপরে শিরাজগঞ্জ নিবাসিনী ভদ্র মহিলা বর্গের অনুরোধে আর এক দিন সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীকে তৃপ্ত করিয়া ছিলেন। পরিব্রাজকের মধুময়ী বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রত্যহ সভায় প্রায় ৪০০০ লোক সাগ্রহ চিত্তে উপস্থিত হইতেন। ১২। ১৪ ক্রোশ হইতে শত ২ সুশ্রূষু ব্যক্তি আসিয়া কয়েক দিন শিরাজগঞ্জে বাসা করিয়া থাকিয়া উৎসবের কার্য্য দর্শনে পরমানন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল প্রাচীন মহাত্মা ১০।১২ বর্ষের মধ্যে নিজ গৃহের বাহির হয়েন নাই, তাঁহারাও পরিব্রাজকের ভগবৎ প্রেমামৃত মাখা কথা শুনিবার জন্য দূরাদ্দূরতর স্থান হইতে না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই। কয়েক দিনের উৎসবে যে আনন্দের রোল উঠিয়াছিল, লোকের যে প্রেমাশ্রু ধারা বহিয়াছিল, এবং তাহাতে লোকের মনে যে স্বধর্ম্মের অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। কেবল বিদ্বেষবুদ্ধি কতিপয় বিধর্ম্মীর অন্তঃকরণ বড় ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দিয়া সুস্থ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

~~~~~~~~

শুভক্ষণে শিরাজগঞ্জ সভায় উৎসব হইয়া গেল। দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহের প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই স্বস্বগ্রামে পরিব্রাজককে লইয়া গিয়া গ্রামবাসীগণকে তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনাইয়া সুখী করিবেন, এই ইচ্ছায় সকলেই পরিব্রাজককে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। সময়াভাব বশতঃ পরিব্রাজক সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কিন্তু কয়েক স্থানের অপরিহার্য্য আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

বাগ্‌বাড়ী।

স্থানীয় জমীদার মান্যবর শ্রীযুক্ত জগবন্ধু রায় মহাশয় কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া পরিব্রাজক শিরাজগঞ্জ হইতে ৪ ক্রোশ দূরে বাগ্‌বাড়ীতে গমন করিলেন। রায় মহাশয়ের গৃহ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপের নিম্নে সভার অধিবেশন হইল, পরিব্রাজকের কথা শুনিবার জন্য সভা অতিশয় লোকাকীর্ণ হইল, ভীড়ে গ্রাম যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকের অন্তরালে ভদ্র কুলাঙ্গনা গণের স্থানও হইয়াছিল। "গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি" পরিব্রাজক এই বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। লোকে কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিল, ভক্তিরসে ডুবিল; কিছু ক্ষণের জন্য যেন সকলে আনন্দধামের বিমল বায়ু সেবন করিল, যেন সকলের তাপিত প্রাণ জুড়াইল। তৎপরদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ পরিব্রাজককে সঙ্গে লইয়া হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে ২ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন। বেলা দশটা বাজে, পরিব্রাজক অন্যত্র যাত্রা করিবেন, এমন সময়ে তিনি প্রস্তাব করিলেন, বাগ্‌বাড়ীতে একটি ধর্ম্ম সভা হইলে ভাল হয়। তত্রোপস্থিত কয়েকজন জমীদার ও অন্যান্য ভদ্র মণ্ডলী আনন্দে ও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে তাহার উদ্যোগী হইলেন। ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে ভগবৎ কৃপার বেগ সকলের হৃদয়ে বহিয়া গেল, সভাগৃহ নির্ম্মাণার্থ তৎক্ষণাৎ ১৫০০ টাকার ব্যবস্থা হইয়া গেল। অমনি মহারোলে হরিসংকীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনি উঠিল, গৃহনির্ম্মাণের স্থান স্থির হইল, সকলের অনুরোধে বাধ্য হইয়া পরিব্রাজক স্বহস্তে মন্দিরের ভিত্তির ইষ্টক স্থাপন করিলেন। তাঁহার সাময়িক ভক্তি রস মাখা অনতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলের অশ্রুধারা বহিল। এই প্রেমাশ্রুবিন্দুর উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খোক্‌শাবাড়ী।

বেলা ১২টার পর পরিব্রাজক বাগ্‌বাড়ী হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে খোক্‌শাবাড়ী হরিসভায় গমন করিলেন। সেদিন মেঘ ও বৃষ্টি হওয়ায় সভাধিবেশনের বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। শিরাজগঞ্জ সভার শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত রামরত্ন শিরোমণি মহাশয় এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সাধু সত্ত্ব ও শিষ্টাচার অতিপ্রশংসনীয় এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা অতি সঙ্গত ও সুমধুর। সেদিনকার সভায় তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া গেলে পরিব্রাজক "গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সাধন ধর্ম্মের পরস্পর কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ" তাহাই বিশদ রূপে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় মহাত্মাদিগের সহিত অনেক সদ্বার্ত্তালাপ করিয়া অপরাহ্নে শিরাজগঞ্জে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সভার অধ্যক্ষ গণের সহিত একত্র হইয়া সভার গুরুতর দায়িত্ব রক্ষার অনেক মন্ত্রণাদি করেন।

সয়দাবাদ।

তৎপরদিন ভোজনান্তে পরিব্রাজক শিরাজগঞ্জ হইতে ৩॥ ক্রোশ দূরে সয়দাবাদ হরিসভায় গমন করেন। সভ্যগণ
~~~~~~~~

উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে সংকীর্ত্তনের দল নল পতাকাদি সহ হরিগুণ গান করিতে ২ পথে অগ্রসর হইয়া পরিব্রাজকের পবিত্র সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহাকে সভায় আনয়ন করেন। দেখিতে ২ সেই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সমাগত শতশত নরনারীতে সভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় কর্ত্তৃক ভাগবৎ ব্যাখ্যাত হইলে পর, পরিব্রাজকের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শ্রোতৃ হৃদয় ব্যাখ্যানের আবেগে স্তম্ভিত বিগলিত ভগবৎ প্রেমের আবেশে বিমোহিত হইল। শোকা-ত্তের হৃদয়ে শোকাবেগ তিরোহিত ও প্রেমের সুধা বৃষ্টি হইল। সভা বিসর্জ্জন কালে সভাগণ হরিনাম সংকীর্ত্তন ও মহোল্লাস যুক্ত হইয়া নিম্ন লিখিত গানটি গাইলেন।

(" কীর্ত্তন ভাঙ্গা " সুর)

ভাস্‌লো হরি নামের তরী ভারত সাগরে!
বহিল প্রেমের লহরী, নীরস প্রান্তরে॥

(একবার) হরি বল, হৃদয় খুলে; (শমনের ভয় দূরে যাবে;— যার চরণগুণে পাষাণ মানব) ভক্তি ভরে, উচ্চৈঃস্বরে বল হরে হরে॥

(ভক্তের) অগ্রগণ্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন; (দেখ ভবের ভয় সব দূর করিতে;—দেখ পাপ তাপ বিনাশিতে) বিলাইতে প্রেমামৃত ডাকিছে কাতরে॥

(প্রেমের) প্রবল জোয়ার, তাতে চাঁদের আলো; (এই জলে সব মিশে যাওরে, শমনের ভয় আর রবে না) আর কি ঘুমায় ভারত বাসী বিবাদ অন্তরে॥

শ্রীগোবিন্দ নাথ রায়
সয়দাবাদ।

স্থলবসন্তপুর।

তৎপর দিন প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া পরিব্রাজক সয়দাবাদ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থলে গমন করেন। তথাকার কৃত-বিদ্য জমীদার শ্রীযুক্ত প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী পাকড়াশী মহাশয়ের আগ্রহে তথায় দুই দিন মহা সমারোহে সভার অধিবেশন হয়। ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম গ্রামান্তর হইতে শ্রোতা সমূহ দলে ২ আসিয়াছিলেন। ভদ্র কুল ললনা গণের বসিবারও সদ্ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর "শাস্ত্রাধিকার" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়া দ্বিতীয় দিন প্রাতে ২।৩ খানি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, পথিমধ্যে নহাটা গ্রামের জমীদার বাবু দিগের গৃহে পরিব্রাজক ভক্তি রস পূর্ণ অনতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতাও করেন। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষের গায়ে ক্ষণকাল যেন স্বর্গীয় বাতাস লাগিল। সন্ধ্যার সময়ে স্কুলের সভাগৃহে "উপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়, সাশ্রু পূর্ণ নেত্রে প্রেমগদগদ হৃদয়ে বক্তা, ও শ্রোতা সকলেই তখন আনন্দধামের ছায়া লাভ করিয়াছিলেন। স্থলে একটি আর্য্য ধর্ম্ম সভা ও একটি "সুনীতি সঞ্চারিণী সভা" স্থাপিত হইল। স্থলবাসীগণের মধ্যে কদাচার ও কদাহার প্রভৃতির উপদ্রব নাই বলিলেও হয়।

জোঁকনালা।

তৎপর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজক স্থল হইতে ৪॥ ক্রোশ দূরে জোঁকনালায় গমন করেন। তথাকার শিষ্টাচারী জমিদার গণের উদ্যোগে ও আগ্রহে মহা সভার অধি-বেশন ও গ্রাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন হইল। ৪।৫ ক্রোশ ব্যাপিয়া ৬।৭ খানি গ্রামের বহুতর শ্রোতা একত্রিত হয়েন। পরিব্রাজক "ধর্ম্মের মাধুর্য্য" ব্যাখ্যা করিলেন। লোকমণ্ডলী আর্দ্র হৃদয়ে অবাক্ হইয়া মধুর বক্তৃতা শুনিলেন, সকলের হৃদয় ভগবৎ প্রেমের সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া গেল। ভদ্র সমিতি ভক্তিসহ পরিব্রাজকের অভিনন্দনার্থ একটি সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। জোঁকনালায় একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল।

সাজাহাদপুর।

পরিব্রাজক তৎপর দিন প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করিয়া জোঁকনালা হইতে ৪ ক্রোশ দূরে সাজাহাদপুরে গমন করেন। তথাকার সুযোগ্য মুনসেফ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় প্রমুখ অনেক গুলি মহাত্মার যত্নে মহা সভার অধিবেশন হইল। তথায় "সাকারোপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতা শ্রবণে অনেকের বহু দিন সঞ্চিত ভ্রম রাশি বিদূরিত হয়। তৎপর দিন প্রাতঃ বেলা ১০টা পর্য্যন্ত অনেক গুলি কৃত বিদ্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া পরিব্রাজককে ধর্ম্মের অনেক গুহ্য প্রহেলিকা ভেদ করিবার জন্য প্রশ্ন করেন, পরিব্রাজকও সকলকে সদুত্তর দানে সুখী করিলেন। সাজাহাদপুর উচ্চশ্রেণী স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের যত্নে তথায় সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল।

পোরজনা।

পরিব্রাজক তৎপরে সাজাহাদপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পোরজনার ভদ্র মহোদয়গণ ও ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত জমীদার মহোদয়গণও অন্যান্য অনেক গুলি সুশিক্ষিত ভদ্রমহাত্মা বহুসংখ্যক ছাত্রগণ সহ হরি নাম সংকীর্ত্তন করিতে ২ পরিব্রাজকের অভ্য-র্থনার্থ প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলে সুমধুর স্বরে নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটি গাইয়া তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।

রাগিনী বসন্ত বাহার; তাল আড়া।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ঝোরে মোদের দুনয়ন। তুমি হে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত, (এস) তোমায় করি আলিঙ্গন॥ মোদের এই দেহ তরু, পাপ ফলে অতি গুরু, হরিনাম গুণগানে, কৃর হে তার বিমোচন॥ তুমি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় প্রসন্ন, তোমায় হেরে হল ধন্য, পোরজনা গ্রামবাসীগণ॥—

অপরাহ্নে ছাত্র সমিতির বার্ষিক উৎসব হইল, স্তব ও রচনা পাঠাদি হইলে পর পরিব্রাজক একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করি-লেন। সৎসঙ্গ ও ভগবদ্ভজনা দ্বারা জীব যে কি অমৃত রস পান করে, পরিব্রাজক নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে তাহাই স্তরে ২ অঙ্কিত করিয়া দিলেন। অনেক ভদ্র পুরুষ ও চিকের অন্তরালে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন, সকলের তাপিত হৃদয় যেন জুড়াইয়া গেল। তৎপর দিনও প্রাতঃ কৃত্য শেষ করিয়া পরিব্রাজক অনেক গুলি লোকের নানাবিধ জটিল সংশয় জাল জড়িত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সকলকে সুখী করিলেন ও বেলা ১২ টার সময় তথা হইতে ১৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চাটমোহর হরি সভার উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পোরজনাতেও একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হইল।

শ্রীঃ—
সু, সং, সভার সভ্য

চাট্‌মোহর।

এখানে হরিসভার উৎসব বড় ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। এই উৎসবে পরিব্রাজক মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহোদয় ও মহাত্মা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (একেবারে ত্রিপাদযোগ!) উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাট মোহরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা অষ্ট দিন মহা আনন্দে ছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সভায় বক্তৃতা হইত। সংকী-র্ত্তনেও তুফানটি নাচিয়া উঠিয়াছিল। সভার উদ্যোগী সভ্যগণ বড় ভক্তিমান ও ধর্ম্ম সুশ্রূষু। এখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার ও

সেকণ্ড মাষ্টার মহোদয়ের প্রযত্নে বালকদিগের শিক্ষার্থ স্কুলেই একদিন পরিব্রাজক ও বিদ্যার্ণব মহাশয় বক্তৃতা ও একটি সুনীতি সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপন করেন।

পরিব্রাজক মহাশয় চাট মোহর হইতে ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী হরিকুশী নিবাসী ভক্তিমান জমীদার মহোদয় গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন ও একদিন একটি জ্ঞান ও ভক্তি গর্ভ উপদেশ ব্যাখ্যান করিয়া তৎপর দিন কলিকাতা যাত্রা করেন।

কলিকাতা।

("দৈনিক" হইতে উদ্ধৃত)

পরিব্রাজকাচার্য্য কুমার শ্রী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতা হইয়াছিল, কলুটোলা বৈদ্যসমাজ সংরক্ষিণী সভায়; এ বক্তৃতার কথা পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, প্রায় ৭।৮ শত লোক, শ্রীযুক্ত মুরলীধর সেন মহাশয়ের বৃহৎ ভবনে সমাগত হইয়া, সমাহিত-চিত্তে কুমারের মুখনিঃসৃত সেই অমৃতবাণী পরমানন্দে পান করিয়াছেন।

শুভক্ষণে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই পুণ্যভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যভূমির, আজ বড় দুর্দ্দিন, আর্য্য জাতির আজ বড় দুর্ভাগ্য। তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে; সর্ব্বস্ব যাক্ তাহাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহা সর্ব্বস্বের শিরোমণি, অন্তরের অন্তস্তলে যে ধন লুকাইয়া রাখিয়াও মনের তৃপ্তি হয় না, আর্য্য-জাতির সেই পরম ধন লইয়া আজ টানাটানি পড়িয়াছে। আর্য্যসন্তানের স্বধর্ম্ম অপহৃত হইলে, এ জগতে তাঁহাদের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। এই স্বধর্ম্ম কি, পরধর্ম্মের সহিত উহার সম্বন্ধ ও বিভেদ কি কিরূপে স্বধর্ম্ম চিনিতে ও রক্ষা করিতে হয়, রক্ষা করিলে কি ফল, এবং না করিলে কি অনিষ্ট, এই সকল পরমতত্ত্বের কথা, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেদিন, জ্বলন্ত তীব্র ভাষায়, ভক্তজনের হৃদয় ভেদ করিয়া দিয়া, শিরায় শিরায় বিঁধিয়া বিঁধিয়া, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সহকারে, বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই বলিতেছি, তাঁহার জন্ম সফল, তাঁহার সাধু জীবন, তাঁহার ব্রত অতি মহান্।

উপরে বলিয়াছি, ভারতের আজ বড়ই দুর্দ্দিন, এমন দুর্দ্দিন বুঝি আর কখনই হয় নাই, এমন ঘোর ধর্ম্মাবপ্লব বুঝি আর কখন ঘটে নাই। যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিজাতীয় বিদেশীয় ধর্ম্ম, আর যত উপধর্ম্ম, অপধর্ম্ম অধর্ম্ম বিধর্ম্ম, সকলেই আপন আপন ক্ষুদ্র বৃহৎ অস্ত্র লইয়া, এই প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের সহিত হাতা-হাতি করিবার জন্য "যুদ্ধংদেহি" বলিয়া রণক্ষেত্রে রণবেশে আসিয়া দণ্ডায়মান। বক্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সে দিন বড় হাসির কথাই বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যার যত বল আছে, যার যে অস্ত্র আছে, সে তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া কোমর বাঁধিয়া বুড়ার সহিত লড়াই করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যার কিছু নাই, সেও যা হউক একটা লইয়া, যেমন ব্রাহ্মভায়ারা, নিদান একটা আলপিন লইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সহিত তাল ঠুকিতে আসিয়াছে। ইহারা মনে করিয়াছে, শেষ দশায় বুড়ার বুঝি বল বুদ্ধি ভরসা সকলই গিয়াছে, অতএব টুসি মারিয়া ইহাকে ভারতছাড়া করিয়া দিয়া আমরা সবাই জাঁকিয়া, গোড়া গাড়িয়া বসিব। কিন্তু ইহারা জানে না, যে, প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম যদি কেবল একবার গাঝাড়া দিয়া উঠে, আপনার আশ্রিত সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্য একবার অঙ্গ সঞ্চালন করে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে প্রয়াস করে, কত শূর বীর মহাবীর, কত রথী মহারথী, কত দিগ্বিজয়ী বসুধাজয়ী মহাপুরুষ কোথায় ছিটিয়া যাইবে, কে কোথায় হোঁচট খাইয়া, কাহার ঘাড়ে কে পড়িয়া মারা যাইবে, কে বলিতে পারে?

কুমারের এ মহাবাক্য নিতান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ভবিষ্যতের মহা মহোৎসবের সূচনা বর্ত্তমানেই লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধর্ম্মের নামে জাগিয়া উঠিয়াছে। আর আমাদের বিশ্বাস স্বয়ং ধর্ম্ম, ধার্ম্মিককে রক্ষা করিবার জন্য, স্বয়ং ভগবান্ এই পুণ্যভূমির আর্য্য সন্তানগণের মুক্তি বিধানার্থ, করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন। নহিলে আর্য্যসন্তান, আজ স্বধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণজন্য এত লালায়িত হইত না, নহিলে ধর্ম্মপ্রচারকেরা নবীন বয়সে সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, দেশে দেশে সনাতন ধর্ম্মের দুন্দুভিধ্বনি করিয়া বেড়াইতেন না; সেদিন হয়ত শীঘ্রই আসিবে যে দিন আর্য্যধর্ম্মের ভীতি-শান্তি-মিশ্রিত গভীর হুঙ্কার রবে, আর্য্যসন্তান বিপথ ছাড়িয়া সুপথে চলিবে, সনাতনের স্নিগ্ধচরণ ছায়ায় আবার জড়সড় হইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সমগ্র ধর্ম্মজগৎ আবার আর্য্যধর্ম্মের বিজয় নিশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চকিত ভীত স্তম্ভিত হইবে।

বাগ্মীপ্রবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে দিন ঝাড়া দুই ঘণ্টা কাল স্বধর্ম্ম-রক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় তাঁহার অতুল ক্ষমতা বলিতে হইবে। শ্রোতাকে হাসাইতে কাঁদাইতে তাঁহার সমান ক্ষমতা। তিনি কাঁদান আপনি কাঁদিয়া—ভক্তির আবেগে; আর হাসান—সেও সেই কান্নার রূপান্তরই বটে। হতভাগাদের দুর্মতি দেখিয়া হাসিও পায়, কান্নাও আসে। কুমারের বক্তৃতা হইতে এই হাসি—কান্না ভাবের একটা চুট্‌কি গল্প শুনুন। উপধর্ম্মের উপদেশে বাবুরা আজ কাল পৈতা পোড়াইয়া ভগবান হইতে যান। ব্রাহ্মণের ছেলে, ব্রহ্মজ্ঞান হউক না হউক, আগে পৈতা গাছটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কুমার বলিলেন, তিনি যখন মুঙ্গেরে থাকেন, তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব একবার হুকুম দেন, সহরের সব কুকুর মারিয়া ফেলিতে হইবে। এমন হুকুম মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। এই হুকুমের পর, পোষা কুকুর যার যেখানে ছিল, সকলের গলায় প্রতিপালকেরা ফিতা বা কলার বাঁধিয়া দিলেন, তাহা হইলে ঘাতকে আর তাহাকে মারিবে না। কুকুর কিন্তু নির্ব্বোধ জাতি। কুমার দেখিলেন, মাঠের মধ্যে একটা পোষা কুকুর আপনার গলার কলারটি দুপায়ে ধরিয়া টানাটানি করিয়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। সে জানে না যে, সেই গাছটি ছিঁড়িলে মুদ্দফরাস যম দণ্ডাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিবে। বাস্তবিক দণ্ডধারী এক ব্যক্তি সেই কুকুরের পশ্চাতে দণ্ড গাছটা লুকাইয়া অপেক্ষাও করিতেছিল, গলার কলার ছেঁড়া হইলেই কুকুরের মাথায় দণ্ডাঘাত করিবে। সদয়হৃদয় কুমার হাততালির ইঙ্গিত করিবামাত্র কুকুরটা পলাইয়া গেল; তাহার কলার ছেঁড়া হইল না, প্রাণটা বাঁচিয়া গেল।

অধুনা ব্রাহ্মণের ছেলেদের পৈতা ছেঁড়ার প্রয়াসটাও তদ্রূপ। তাহারা এমনি নির্ব্বোধ * * জানে না যে, আর্য্য-ঋষি যমদণ্ড হইতে রক্ষার জন্য কত যত্নে ঐ যজ্ঞসূত্র গাছটী গলায় পরাইয়া দিয়াছেন, সাধ করিয়া সে সূত্র ছিঁড়িয়া মাথা পাতিয়া যমদণ্ডাঘাত গ্রহণ করে। হাততালির ইঙ্গিতে ইহা-দিগকে কি এক বার সতর্ক করা উচিত নয়? আর কোন্ সূত্র এ সংসারে তুমি ছিঁড়িয়াছ ভাই! যে ঐ সূতা গাছটা ফেলিয়া দিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ। যজ্ঞসূত্র ফেলিবার জন্য এত ব্যগ্র, কিন্তু কোন যজ্ঞ তুমি সাধন করিয়াছ কি? পৈতা ফেলিবার সময় আছে। যখন তোমার সাধনা সিদ্ধ হইবে, নাম উপাধি, জাতি পরিচয় যখন লোপ পাইবে, অমুক চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন যখন থাকিবে না, তখন ভাই ও গাছটা জলে ফেলিয়া দিও; কেহ নিষেধ করিবে না।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন সম্বন্ধে, সেদিনকার বৈদ্যসমাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াই আমাদের আজিকার কথা শেষ

করিল। কুমারের বক্তৃতা শেষ হইলে উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপালনন্দনবেশে, অর্জ্জুনকে বৎস করিয়া, শ্রুতিরূপা গাভী হইতে, জগতের হিতের নিমিত্ত গীতামৃতদুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, তেমনি বৈদ্যসন্তান এই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ভবব্যাধিগ্রস্ত যে আমরা আমাদিগের ভবরোগের চিকিৎসক বেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেমন রোগ, তিনি তাহার তেমনি মহৌষধি প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করিলে হইবে না, কবিরাজী ঔষধ খাইয়া ডাক্তারী পথ্য খাইলে চলিবে না। পথ্যাদি—আচার ব্যবহারও কবিরাজী মতে হওয়া চাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই সার কথা শিরোধার্য্য করি।

বৈদ্যসমাজে বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বদিন পরিব্রাজক মহাশয় শিবপুর আর্য্য ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবং পরদিন শিমলা ষ্ট্রীট্ শ্রীমান্ মানিক চন্দ্র গোস্বামীর ঠাকুর বাটীতে ভক্তিমতী মহিলা বর্গের আগ্রহে একটি ভক্তি রসভরা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। গৃহে লোক ধরিবে না বলিয়া এবক্তৃতার প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু তথাচ সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ভদ্রগণের সমাগমে গৃহ অত্যন্ত জনাকীর্ণ হইয়াছিল। যে সুধাধারা সে দিন বহিয়া ছিল, তাহার রসাস্বাদ শ্রোতাগণ চিরদিন স্মরণ রাখিবেন।

টাঙ্গাইল।

রাজকীয় ঘটনা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অত্রত্য টাঙ্গাইল মহকুমার একটী অভিনব দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম আন্দোলন বঙ্গের নগরে নগরে আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম, কএক দিন হইল টাঙ্গাইলও সেই স্রোতে গা ঢালিয়াছেন। গত ২রা ফাল্গুণ রবিবার দিবস ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ভদ্র লোকদের প্রযত্নে এখানে একটী আর্য্য ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার মহাশয় ক্রমান্বয়ে, প্রকৃত সুখ কি? সাকার সাধনের আবশ্যকতা, অধিকারী বিচার না থাকাতেই ভারতের অধঃপতন, জ্ঞানমিশ্র ভক্তি, সুরুচি ও সুনীতি, রাসলীলা, ছাত্রজীবন কোন্ পথে যাই, এই কএকটী বিষয়ের বক্তৃতা করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

গত ৮ই রবিবার একটী সংকীর্ত্তন "হরের্নামৈব কেবলম্" "ভারত হরিনাম বলে কেন"? এই দুটী বিষয়ের বক্তৃতা হয়। এই উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতা বড়ই প্রীতি প্রদ হইয়াছিল।

আমরা আশাকরি স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মপ্রচারক গণ মধ্যে মধ্যে আগমন করতঃ উপদেশ দানে, টাঙ্গাইলবাসীদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখ বিধানে যত্নবান হইবেন।

শ্রী মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দৈব লীলা

হুগলি জেলার অন্তর্গত মাকালপুরের জমীদার মান্যবর শ্রীযুক্ত যতি প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় নিম্ন লিখিত "দৈবলীলা" বিবরণটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ভক্ত সাধক, দেখুন, ভক্তিমান পবিত্র আর্য্যজাতি চিরদিনই দেবানুগ্রহ লাভ করিয়া আসিতেছেন। অবিশ্বাসীই কেবল দেব প্রসাদ লাভে বঞ্চিত রহিল!

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু নৃপাদ চন্দ্র সিংহরায় দাদা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জগচ্চন্দ্র সিংহরায় মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত হয়। প্রতিদিন অল্পান বিংশতিবার মূর্চ্ছা হইত। মূর্চ্ছা ক্রমশঃ এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা দায়ক হইয়া উঠিল যে দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ও চক্ষের জল কোনক্রমেই সম্বরণ করা যাইতনা। যথা বিহিত কবিরাজী এবং হমিওপ্যাথি চিকিৎসা অবলম্বন করা হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সুবিজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ কবিরাজ দিগের সুচিকিৎসাতেও রোগের শান্তি হইল না, বরং তৎপরিবর্ত্তে রোগ বাড়িতে লাগিল। রোগ শান্তির জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা হইল। যখন দীর্ঘ কালব্যাপী সুচিকিৎসাতেও কোন ফল ফলিলনা বরং পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিতে হইল। দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় যখন একমাত্র প্রাণের পুত্র ধূলায়লুণ্ঠিত এবং চারি পাঁচজন বলবান্ পুরুষে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম, তখন সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া মায়ের অন্তরে যে কি ভীষণ যন্ত্রণার উদয় হয়, তাহা মায়ের কোমল এবং স্নেহ মমতা পূর্ণ অন্তর ভিন্ন অন্যে কি প্রকারে অনুভব করিবে!! যখন পার্থিব যত্ন এবং চেষ্টা সকলই বিফল হইল, তখন অনন্যোপায় হইয়া বালকের প্রসূতি নিরাশায় শোকে, দুঃখে, এবং ক্ষোভে উন্মাদিনী হইয়া সর্ব্বদুঃখ নিবারক, ভবভয়হারক, শরণাগত রক্ষক, লোকসংকর সঙ্করের অভয় চরণাশ্রয় করিলেন। দুই দিবসকাল মায়ের মুখে অবিরত কেবল "বাবা আমায় রক্ষা কর, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, এই বিপদে তুমি ভিন্ন বাবা আর কে রক্ষা করিবে, তুমি ভক্তেরধন, তুমি বিপদ ভঞ্জন, অভক্ত আমি, কিরূপে তোমায় ডাকিতে হয়, কি রূপে তোমায় দুঃখ জানাইতে হয়, কিছুই জানিনা, প্রভু, তুমি নিজ গুণে কৃপা কর। তবে এই জানি এবং ইহাই ভরসা যে, যে বিপদে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে তোমায় স্মরণ করে তুমি তাহাকেই রক্ষা কর, বাবা রক্ষাকর, এবম্প্রকার প্রার্থনা সূচক বাক্য ভিন্ন অন্য কথা ছিলনা। মায়ের অন্তস্থল ভেদী কাতরোক্তিতে ভক্তের ধন ভগবানের দয়া হইল, কাতরে ডাকিলে তিনি আর কি স্থির থাকিতে পারেন! একদিন প্রাতঃকালে বালকের সামান্য মূর্চ্ছা হইল, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া বলিল যে আমার বড় নিদ্রা আসিতেছে, বিছানা করিয়া দাও। বিছানা প্রস্তুত হইল, বালক শয়ন করিল ও সামান্য মূর্চ্ছা লক্ষণ সহ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, কিঞ্চিৎ পরে সংজ্ঞা লাভ করিল এবং বলিল তাহার মুখের ভিতর যেন কি একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে, বোধ হইতেছে। মুখ খুলিয়া দেখা গেল পাঁচঅঙ্গুল দীর্ঘ একটী শিকড় মুখের মধ্যে রহিয়াছে। শিকড়টী খাইয়া ফেলিতে বলা হইল। শিকড়টী চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিল যে অতি মধুর আস্বাদন। বালক শিকড়টী ভক্ষণ করিয়া নাচিয়া উঠিল এবং বলিল সে রোগ মুক্ত হইয়াছে। বস্তুতই দেখা গেল সেদিবস আর মূর্চ্ছা হইলনা। বালক তারকেশ্বর দর্শনের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইল যে একদিবস অপেক্ষা করিয়া রাখিতে পারা গেলনা এবং তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে তাহাকে বাধা না দিয়া সেই দিবসেই তারকেশ্বর পাঠান হইল। তথায় পূজাদিয়া বাটী আসিল। দয়াময়ের কৃপায় সপ্তাহ কাল উত্তম আছে, কিছু মাত্র পীড়ার লক্ষণ আর অনুভূত হয় না। গত ১৬ই ফাল্গুণ পূর্ণিমার দিবস এঘটনা ঘটীয়াছিল। বালক এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যদিও এরূপ দৈবানুগ্রহের ঘটনা সাধক এবং ভক্ত সমাজে প্রতিদিনই সংঘটিত হইতেছে, তথাচ এঘটনাটী অবশ্যই সাধু হৃদয় পাঠকবর্গের পাঠোপযোগী হইবে। তাঁহারা এতৎপাঠে বিমল আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। বিধর্ম্মী "সঞ্জীবনী" ইহারও কি প্রতিবাদ করিতে চাহেন?

শ্রীযতি প্রসাদ সিংহরায়
মাকালপুর।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥”

১০ম ভাগ
১২শ সংখ্যা

“এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥”

শকাব্দা ১৮০১
চৈত্র—পূর্ণিমা

হারীত সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্ষত্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যেষু প্রবৃত্তা বিধিনা সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিং॥

এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্ম আমি যথানুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিতেছি, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ যজ্ঞান্ যথাবিধি॥

ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিবেন এবং বেদাদি অধ্যয়ন ও শ্রৌত, স্মার্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধি সমন্বিতঃ।
স্বভার্য্যানিরতো নিত্যং ষড়্ভাগার্হঃ সদানৃপঃ॥

ধর্ম্ম ও দেশ, কাল, পাত্র বিচার পূর্ব্বক রাজা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। পরনারীর দিকে না তাকাইয়া নিজ বিবাহিতা ভার্য্যার প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন। রাজা প্রজা বর্গের সম্পত্তির ষড়ংশ ভাগী হইয়া থাকেন।

নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥

রাজা নীতিশাস্ত্র কুশল, রাজনৈতিক সন্ধি ও বিগ্রহ আদির নিগূঢ়তত্ত্ববেত্তা, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ এবং পিতৃকার্য্য পরায়ণ হইবেন।

ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনং।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োপ্যেবমাচরন্॥

ধর্ম্ম পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিলে ক্ষত্রিয়গণও উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥

গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥

বৈশ্যগণ গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য বৃত্তি করিবেন, নিজ সামর্থ্য অনুসারে বিধিপূর্ব্বক দান ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবেন।

দম্ভমোহবিনির্ম্মুক্তস্তথাবাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতোদান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ॥

দম্ভ, মোহ ও অন্যের কথায় অসূয়া প্রকাশ পরিত্যাগ করিবেন, ইন্দ্রিয় সকল দমন পূর্ব্বক নিজনারী নিরত থাকিবেন, ও পরদারদৃষ্টি পরিত্যাগ করিবেন।

ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালেতু যাজকান্।
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেষাদেহ পাতনাৎ॥

ধন ব্যয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গণকে ভোজন করাইবেন, যজ্ঞকালে যাজকগণের জন্য ধর্ম্মার্থ প্রাণ

পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, এবং নিজ প্রভুত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেন।

যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ॥

নিত্য নিরলস হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদাদির অধ্যয়ন, ও দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক দান করিবেন, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য এবং নৃসিংহ দেবের পূজায় তৎপর থাকিবেন।

এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যোহি স স্বর্গীমাত্রসংশয়ঃ॥

এতাবৎই বৈশ্যের পরম ধর্ম্ম। এতদনুসারে যে বৈশ্য স্বধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি নিঃসংশয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ॥

দ্বিজাতিত্রয়ের যত্ন পূর্ব্বক সেবা করা শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ গণের শুশ্রূষা দাসের ন্যায় করিবে।

অযাচিতঃ প্রদাতাচ কষ্টং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞ বিধানেন যজেদ্দেব মতন্দ্রিতঃ॥

প্রার্থনার পূর্ব্বেই দান করিবে, কষ্ট সাধ্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং নিরলস হইয়া পাকযজ্ঞ বিধানানুরূপ দেবতার যজন করিবে।

শূদ্রানামধিকং কুর্য্যাদর্চ্চনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্ট ভোজনম্॥

ন্যায়বর্ত্তিদিগের সেবা করা শূদ্রদিগের পরম ধর্ম্ম। শূদ্রগণ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান ও ব্রাহ্মণ দিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন।

স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জ্জনং।
ইত্থং কুর্য্যাৎ সদা শূদ্রং মনোবাক্কায় কর্ম্মভিঃ॥
স্থানমৈন্দ্রমবাপ্নোতি নষ্টপাপঃসু পুণ্যকৃৎ॥

পরদার তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া নিজ ভার্য্যাতেই অনুরক্ত থাকিবে। যে শূদ্র কায়মনোবাক্যে এবম্প্রকার ধর্ম্মাচরণ করিবে, সেই পুণ্যাত্মা নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে ইন্দ্রাসন লাভ করিবে।

বর্ণেষু ধর্ম্মা বিবিধা ময়োক্তা
যথাতথা ব্রহ্মমুখেরিতাঃ পুরা।
শৃণুধ্বমত্রাশ্রম ধর্ম্মমাদ্যং
ময়োচ্যমানং ক্রমশো মুনীন্দ্রাঃ॥

আমার কথিত বর্ণধর্ম্ম সকল, ব্রহ্মদেব যজ্ঞে প্রথম কথিত ধর্ম্মের ন্যায় জানিবেন, এক্ষণে আশ্রমধর্ম্ম কহিতেছি, হেমুনিগণ! তাহা শ্রবণ করুন।

ইতি হারীত ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়।
ক্রমশঃ।

দেখিতে ২ ধর্ম্মপ্রচারকের দশম বর্ষে দশম ভাগ শেষ হইয়া গেল। আগামী মাস হইতে একাদশ ভাগের কার্য্যারম্ভ হইবে। ধর্ম্মপ্রচারক প্রকাশারম্ভ হইতে কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, এবং হিন্দী (চান্দ্র) মাসের অনুরোধে ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ইহা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হওয়ায় আগামী মাস হইতে প্রতিসংখ্যা প্রতি বাঙ্গলা (সৌর) মাসের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শাস্ত্রীয় দেবতা।

গুণময়ী প্রকৃতির সহিত পুরুষের একতা নিবন্ধন শক্তিরাশিই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। পুরুষ সত্ত্বগুণে অভিমান যুক্ত হইয়া বিষ্ণু, রজোগুণে অভিমান যুক্ত হইয়া ব্রহ্মা এবং তমোগুণে অভিমান যুক্ত হইয়া রুদ্র নামে আখ্যাত হয়েন। এই প্রকার মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বাণী, বুদ্ধি, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, ধৃতি আদিতে অভিমান যুক্ত হইয়া ব্রহ্মই উক্ত মহত্তত্ত্বাদি দেবতা নাম ধারণ করেন। ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"স ইক্ষ্যতেমেনুলোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি, সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যা মূর্চ্ছয়ৎ তমভ্য তপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং, নিরভিদ্যত যথাণ্ডং মুখাদ্বাগ্বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণ প্রাণাদ্বায়ু রক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃকর্ণৌ নিরভিদ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্দিশস্ত্বক্নিরভিদ্যত ত্বচোলোমানি লোমভ্য ঔষধি বনস্পতয়ো হৃদয়ং

নিরভিদ্যন্ত হৃদয়ান্মনোমনসশ্চন্দ্রমা নাভি-
র্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽপানান্ মৃত্যুঃ
শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতসআপঃ।"

জলাদি সমস্ত লোক সৃষ্ট হইলে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি এইরূপে স্ফুরিত হইল যে, এই লোক সকলকে রক্ষা করিবার জন্য লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব। সেই ইচ্ছা শক্তি পঞ্চভূত হইতে পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া একপিণ্ড প্রণয়ন করিলেন এবং সেই পিণ্ডের প্রতি সংকল্প করিবামাত্র এক মুখরূপ ছিদ্র হইল (যেমন পক্ষীর অণ্ড হইতে হইয়া থাকে।) মুখ হইতে বাণী ও বাণী হইতে অগ্নিরূপ লোকপাল নির্গত হইলেন। আবার সেই পিণ্ডে নাসিকা দেখা দিল, নাসিকা হইতে প্রাণ ও প্রাণ হইতে বায়ু নামক লোকপাল নির্গত হইলেন। তৎপরে সেই পিণ্ডে নেত্র স্ফুরিত হইল, নেত্র হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও দর্শন হইতে সূর্য্য নির্গত হইলেন। তদনন্তর সেই পিণ্ডের কর্ণ দৃষ্ট হইলে, কর্ণ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণ হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইলেন। তাহার পর ঐ পিণ্ডের ত্বক্, ত্বক্ হইতে রোম ও রোম সকল হইতে ঔষধি ও বনস্পতি প্রকাশিত হইল। তৎপরে পিণ্ডের হৃদয় স্ফুরিত হইলে তাহা হইতে মন ও মন হইতে চন্দ্রমা নির্গত হইলেন। তৎপশ্চাৎ পিণ্ডের নাভি স্ফুরিত হইলে তাহা হইতে অপান ও অপান হইতে মৃত্যু আবির্ভূত হইলেন। শেষে সেই পিণ্ডের শিশ্ন নির্গত হইলে তাহা হইতে রেত ও রেত হইতে জল উৎপন্ন হইল।

"তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহতি অর্ণবে প্রাপতন্", এইরূপ সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর অগ্নি আদি দেবতাগণকে সংসাররূপ মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

"তমশনাপিপাসাভ্যামন্ববার্জ্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি। যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোয়মলমিতি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতং তা অব্রবীদ্ যথায়তনং প্রবিশতেত্যগ্নিঃ বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ তমশনাপিপাসে অব্রূতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি।"

যখন পরমেশ্বর ঐ পুরুষ রূপী পিণ্ডে ক্ষুধা ও পিপাসা সংযোগ করিয়া দিলেন, তখন অগ্নি আদি দেবতারাও ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করিলেন এবং সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে কহিলেন যে, আমরা যে স্থানে থাকিয়া অন্নপানাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি, আমাদিগের থাকিবার সেই স্থানের বিধান করিয়া দিন। পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ দেবতাদিগের জন্য গো রূপী পিণ্ড উপস্থিত করিলেন। এতদ্দর্শনে দেবতাগণ বলিলেন ইহা আমাদিগের অন্নপানাদি গ্রহণের উপযুক্ত আধার নহে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ অশ্বরূপী পিণ্ড উপস্থিত করিলেন, দেবতাগণ বলিলেন ইহাও আমাদিগের অনুপযুক্ত। তদনন্তর পরমেশ্বর পুরুষরূপী পিণ্ড উপস্থিত করিলেন, তখন দেবতাগণ তদ্দর্শনে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, ইহাই আমাদিগের উপযুক্ত। পরমেশ্বর দেবতাগণকে বলিলেন, তবে তোমরা এই আধারে নিজ নিজোচিত স্থানে প্রবিষ্ট হও। অমনি অগ্নি, বাণী হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায়, সূর্য্য দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া নেত্রে, দিক্ সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণে, ঔষধি ও বনস্পতি রোম হইয়া ত্বকে প্রবিষ্ট হইলেন এবং চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে, জল রেত হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বলিল, হে পরমেশ্বর! আমাদিগেরও অধিষ্ঠান ভূমি দেখাইয়া দাও।

"তেঅব্রবীদ্দেবতা স্বেবাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাস্বেতাভিগিন্যৌ করোমীতি তস্মাদ্যস্যৈ কস্যৈচ দেবতা হৈবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ।"

তখন পরমেশ্বর ক্ষুধা ও পিপাসাকে কহিলেন

যে, অগ্নি আদি দেবতাগণের সহিতই তোমাদের ভাগ পৌঁছাইয়া দিব, অর্থাৎ যে দেবতাকে যে হবি আদি ভাগ নিবেদন করা যায়, সেই ভাগ হইতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিজ নিজ ভাগ ভোগ করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখুন শ্রুতি যে বলিলেন, অগ্নি বাণী হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বাণী বা বাগ্দেবী অগ্নি দেবতার স্বরূপ। অন্ন ভোজনার্থই অগ্নি এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বজন মুখাধিষ্ঠিত বাক্‌শক্তিতে অভিমানযুক্ত ব্রহ্মই সরস্বতীদেবী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। বাণী সমূহের উজ্জ্বল শৃঙ্খলাবদ্ধ একতাতেই বিদ্যা অবস্থিত। বিদ্যার্থীগণ এই সরস্বতী দেবীরই অর্চ্চনা করেন। সরস্বতী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-রূপিণী—"জিত্বা শৈলিনির্ব্বাগ বৈব্রহ্মেতি" শিলিনির পুত্র জিত্বা ঋষি বলিয়াছেন বাণী ব্রহ্ম স্বরূপা। বায়ু যে প্রাণ হইয়া নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, অন্নভোজনার্থ বায়ু প্রাণ স্বরূপ হইলেন এবং সমস্ত শরীরে অবস্থিত প্রাণে অভিমানযুক্ত ব্রহ্মই প্রাণ বলিয়া অভিহিত হইলেন। সমস্ত প্রাণের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ একতাতেই সমস্ত প্রাণীর রক্ষা হইয়া থাকে। এই প্রাণ সমষ্টি বা জীবনীশক্তি পরব্রহ্ম স্বরূপিণী। যথা বৃহদারণ্যকে—"উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণোবৈ ব্রহ্মেতি" উদঙ্ক শৌল্বায়ন বলিয়াছেন প্রাণই ব্রহ্ম। সূর্য্য যে দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া নেত্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহারও তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য অন্ন ভোজনার্থই দর্শনেন্দ্রিয় হইলেন; দর্শনেন্দ্রিয়ে অভিমানযুক্ত ব্রহ্মই সূর্য্য দেবতা। সমস্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের সমষ্টিরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ একতাতেই দর্শন শক্তি স্থিতি করিয়া থাকে এবং "অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম" এই আদিত্যই ব্রহ্ম। এই জন্যই সূর্য্যোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া জানিতে হইবে। আর দিক্ সকল যে শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দিগ্‌দেবতা অন্ন ভোজনার্থ শ্রবণরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ণে অবস্থিত শ্রবণাভিমানী ব্রহ্মই দিগ্‌দেবতা নামে অভিহিত; অতএব শ্রোত্রেন্দ্রিয় সমষ্টিতে সম্পূর্ণ শ্রবণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গর্দ্দভীবিপীত ভারদ্বাজ বলিয়াছেন শ্রোত্রই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে যথা—"গর্দ্দভীবিপীত ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রবৈ ব্রহ্মেতি"। আর চন্দ্রমা যে মন হইয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, চন্দ্রমা অন্ন ভোজনার্থ মন রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সমস্ত প্রাণীতে স্থিত মনে অভিমান যুক্ত ব্রহ্মই চন্দ্র দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব মনের সমষ্টিতে সম্যগ্‌জ্ঞানন শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্যকাম জাবালি কহিয়াছেন মনই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে যথা "সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি।"

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সমূহ দ্বারা অগ্নি আদি দেবতা ও তাঁহাদিগের শক্তি ব্যাখ্যাত হইল এবং ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্মই দেবতার ভাবাপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্ম দেবতাদিগের সন্নিকর্ষমাত্রেই তত্তাদাত্ম্যকতা প্রাপ্ত ও তন্নামোপাধিত হইয়া থাকেন। বাষ্পরাশি যে যে রূপ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই সেই যন্ত্রের নামানুসারে তাহার উপাধি সিদ্ধ হয় এবং বাষ্প সেই যন্ত্রেরই কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে—যেমন ব্যোমযানে সংযুক্ত হইয়া যানকে বাষ্প আকাশ মার্গে লইয়া যায়, যেমন শকটে সংযুক্ত হইয়া পৃথ্বীতলে এবং নৌকায় সংযুক্ত হইয়া জলপথে বেগে যাইবার সাহায্য করে, সেই রূপ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ত্রিগুণাদির সন্নিকর্ষ মাত্রেই সমস্ত প্রপঞ্চের কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন এবং বিশেষ ২ সামর্থযুক্ত ত্রিগুণাদিকের সন্নিধি মাত্রে দেবতা নামে আখ্যাত হয়েন। সত্ত্বগুণাভিমানী চৈতন্য বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম পালনাদি করিয়া থাকেন। নিজ কল্যাণ কামনায় মনুষ্যগণ সেই বিষ্ণুরই উপাসনা করেন। রজোগুণাভিমানী চৈতন্য ব্রহ্মানাম ধারণ করিয়া, রজোগুণের স্বভাবে সৃষ্টি আদি কার্য্য করিয়া থাকেন। আর তমোগুণাভিমানী চৈতন্য রুদ্রনামে আখ্যাত হইয়া তমোগুণ স্বভাবে সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্দেবত্রয় নিজ নিজ গুণানুসারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন। প্রকৃতির সন্নিকর্ষ মাত্রেই চৈতন্য ঈশ্বর বা পরাশক্তি নামে

অভিহিত হয়েন। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সর্ব্ব-শক্তিমতী ও সর্ব্বার্থ সাধিকা, এই জন্য মনুষ্যগণ যথেপ্সিত ফল পাইবার জন্য অনাদ্যাশক্তি ভগবতীর উপাসনা করিয়া থাকেন। এই রূপ বুদ্ধিতে অভিমানী চৈতন্য বুদ্ধিদেবী বা বিবেক শক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শিলা মূর্ত্তি বা যে কোন বিগ্রহেই হউক, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপচার সহ এতাবদ্দেবতা-গণের শ্রদ্ধাসহ পূজা করিলেই ঐ দেবতাগণ পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন; সকল দেবতার সমষ্টি বা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সমগ্র একতাই পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম প্রকৃতি নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। মনুও বলিয়াছেন,—

"আত্মৈব দেবতাঃসর্ব্বা সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতং।
আত্মৈব জনয়েৎ যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরীণাং॥"

দেবতাগণ আত্মারই বিকাশমাত্র; এই আত্মাতেই সমস্ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেহীগণের কর্ম্মযোগ এই আত্মাই উৎপাদন করিয়া থাকেন। প্রকৃতির বিকার স্বরূপ বুদ্ধি, বাণী ইত্যাদির উপাধি ভেদে ব্রহ্মই দেবতা বলিয়া পরিগণিত। মনুও বলিয়াছেন—

"এতমেকেবদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং।
ইন্দ্রমেকেপরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥"

এই চৈতন্য পুরুষকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু, কেহ প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, কেহ ব্রহ্ম কহিয়া থাকেন। প্রজাপতি, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাকেই পরমেশ্বর স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। যজুর্ব্বেদ সংহিতার দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—"তদেবাগ্নিস্তদা-দিত্যস্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমা তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ।" সেই ব্রহ্মই অগ্নি, বায়ু সূর্য্য, চন্দ্রমা, শুক্র, বরুণ, প্রজাপতি স্বরূপ। স্থানান্তরেও লিখিত হইয়াছে—

"সংজ্ঞানমজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টি ধৃতির্ম্মতির্মনীষাজুতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতু-রসুঃ কামোবশ ইতি সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নাম ধেয়ানিভবন্তি"।

সংজ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, সংকল্প, ক্রতু, অসু, কামবশ এতাবৎ ব্রহ্মেরই নাম মাত্র। আর্য্য শাস্ত্রে যত দেবতার নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু এক ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। আর্য্যগণ বহু দেবতার বা বহু ঈশ্বরের উপাসক নহেন, কিন্তু এক ঈশ্বরেরই বহু শক্তির উপাসক।

"অনুশাসন বাক্য।"

পরাধীনতা ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উপায়। গুরুসেবা না করিলে, শ্রীগুরুচরণে ভক্তি-ব্যাকুলতার সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, একমনে, একধ্যানে, নিশিদিন তাঁহার আজ্ঞার, তাঁহার ইঙ্গিতের অধীন না থাকিলে ভগবৎ রাজ্যের সামীপ্য লাভ করা যায় না। সাধক থলীনবদ্ধ নেত্রাবৃত ঘোটকের ন্যায় তাঁহার বল্গাপরিচালনানুযায়ী সেই দিকেই ধাবিত হইবেন। কারণ ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে একভাব হইতে ভাবান্তরে, একরাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাইতে হয়। গুরু আমার সে দেশের সংবাদ বলিতে পারেন, সে রাজ্যে যাইতে হইলে কোন্ পথ প্রশস্ত তাহা তিনি জানেন; তাই সেবকানুসেবক হইয়া, দাসানুদাস হইয়া তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে যাই।

শিক্ষাদ্বারা ভাবান্তর প্রাপ্তি হয়। ছলে, বলে কৌশলে, উপদেশে, অনুনয়ে, নানা বিধি বিধানে উদ্দিষ্ট বিষয়ানুকূল প্রকৃতিকে নির্ম্মল করাই শিক্ষার কার্য্য। শিক্ষা প্রণালী মাত্র। ধর্ম্মজগতের শিক্ষা প্রকৃতিগতভাবের অন্তরায় ঘটায়। সংসার-কলুষকল্মষে মানববুদ্ধি কলঙ্কিত, গুরু সেই কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষালন করিয়া কি জানি কি রকমের ছাঁচে মনকে ঢালিয়া নূতন ভাবে গঠন করিয়া লয়েন। তাই অনুশাসন বাক্যের প্রয়োগ করেন। প্রভুসম্মিত উপদেশকে অনুশাসন বাক্য বলা যায়, অর্থাৎ যে উপদেশ রাশিতে অনুনয় বিনয়ের স্থান নাই, কেবল আজ্ঞার কথা, এবং সেই আজ্ঞা পালন করিলে কি ফললাভ হইবে তাহারও ইঙ্গিত যাহাতে নাই, তাহাই অনুশাসন বাক্য।

যেখানে শিক্ষা, যেখানে সংযমন সেই খানেই অনুশাসন, সেই খানেই প্রভুশক্তির বিকাশ। বালককে যখন প্রথম শিক্ষা সোপানে আরোহণ করাইতে হয়, তখন শিক্ষকের অনুশাসন বাক্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। কেন না সে স্থলে অনুগত ব্যক্তির কারণ-বোধশক্তি নাই, সে স্থলে আদেশবাণী ব্যতীত অন্য কোন উপায় আছে কি? শিশুকে "বর্ণপরিচয়" পুস্তক লইয়া 'ক' 'খ' পড়িতে বলিলেম, কিন্তু চঞ্চল প্রকৃতির বালক স্থির হইয়া বসিয়া কচি ২ অঙ্গুলি গুলি অর্দ্ধভক্ষিত পুস্তকের উপর রাখিয়া পাঠ করিতে ভাল বাসে কি? তাহাকে বুঝাইলে সেত বুঝিবে না, অথচ পিতার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কার্য্য। সুতরাং প্রলোভন ও অনুশাসন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অনুশাসনে বালককে উন্মার্গগামী হইতে দিবে না, প্রলোভন তাহার বৃত্তিকে পাঠানুকুল করিতে চেষ্টা করিবে। তদনন্তর যখন বিদ্যা উপার্জ্জন শেষ হইবে, মস্তিষ্কের সকল বৃত্তি যখন সম্পূর্ণ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিবে, তখন অনুশাসন ও প্রলোভন কি যুক্তিতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে।

ধর্ম্মজগতের প্রথাও ঠিক এইরূপ। গুরু আমাকে অ-জানা, অ-দেখা দেশে লইয়া যাইতে চাহেন, যেখানকার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, যেখানকার আবহাওয়া ভিন্ন, যেখানকার চন্দ্রসূর্য্যও বুঝি অন্য প্রকারের এমন এক অপার্থিব রাজ্যের প্রজা করিতে চাহেন। সেখানে যাইতে হইলে পুত্রকলত্রপরিবারপরিবৃত [illegible] পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে হইবে, এ আশা আকাঙ্ক্ষা জড়িত বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে, এ মায়ামোহ [illegible] প্রকৃতি [illegible] বিধৌত করিয়া লইতে হইবে। যেমন মহাসাগরের অন্তস্থলে যাইতে হইলে ডুবুরীরা নানাপ্রকারের অঙ্গত্রাণ পরিয়া নানা প্রকারের যন্ত্র সাহায্য (ডাইভিং বেল আদি) লইয়া সমুদ্রতরঙ্গের নিম্নে ডুবিতে থাকে, তেমনি এ ভাবসাগরে ডুবিতে হইলে কি জানি, কতবিধ অঙ্গত্রাণ পরিতে হয়, সে সংবাদ যে ডুবিয়াছে—যে ডুবুরী—সেই বলিতে পারে। তুমি আগে ডুবিতে শিখ, তবে বুঝিবে এ অপূর্ব্ব ব্যবহারের প্রয়োজন কি? আগে আনুগত্য, পরাধীনতা, তবে প্রভু, তবে স্বাধীন। যে আজ্ঞাকারী হইতে জানে না, যে নিজ উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিনিচয়কে সংযত ও স্ববশ না করিতে পারে, সে কখনই অনুশাস্তা, আদেশকর্ত্তা প্রভু হইতে পারে না। যিনি রাষ্ট্রপতি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত, দান্ত ও সমাহিত হইবেন। তুমি আমি চঞ্চল হইলেও হইতে পারি, কিন্তু যাঁহার আজ্ঞায় লক্ষ লোকের ভাগ্য ফিরিবে, তাঁহাকে আজ্ঞার মর্ম্ম বুঝা উচিত, এবং আজ্ঞাবহের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জানা উচিত। প্রথমে শিক্ষা, প্রথমে সংযমন, তবে দীক্ষা, তবে অনুশাসন। ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাই ভগবৎ রাজ্যের ব্যবস্থা।

ধর্ম্মসাধনে আরও একটু অপূর্ব্ব পদার্থের আবশ্যক—ব্যাকুলতা। মেরুদণ্ডের উপর মহা বিস্ফোটক হইয়াছে, জ্বালায়, যন্ত্রণায়, বেদনায় অস্থির হইয়াছে--চিকিৎসক, সুপক্ক হয় নাই, তাই অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু রোগী ত সে যাতনা আর সহিতে পারে না, শোকে উন্মাদের ন্যায়, অজ্ঞান দিশাহারার ন্যায়, উদ্ভ্রান্তের ন্যায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে, বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কাতরে চিকিৎসকের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল "প্রভু, আর যে পারি না, যাতনা যে অসহ্য হইল; রক্ষা কর, এ জ্বালা হইতে আমায় মুক্ত কর, তোমার দাসানুদাস আমি, সেবকানুসেবক আমি, আমায় বাঁচাও।" তেমনি এ জ্বালাযন্ত্রণাময়, এ রোগশোক পরিপূর্ণ সংসারের বিষম পীড়া প্রাপ্ত হইয়া মানুষ যখন যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে, বিস্ফোটকের বেদনায় পাগল হইয়া উঠে, যখন আর কোন উপায়েই এ ভবরোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিতে পারে, তখনই সেই একমাত্র উপায়, সেই অনুপায়ের উপায় শ্রীগুরুচরণে শরণাগত হয়, কাঁদিয়া গিয়া শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া লয়। নিজের শক্তিহীনতা, নিজের ক্ষুদ্রত্ব, নিজের অসারত্ব যখন সম্যক্ বোধ হয়, যখন এ কথা বুঝিতে পারে যে

অনন্তলীলাময়, অনন্তভাবময় এ প্রকৃতি রাজ্যের এক কণাও সে নহে, তখনই মস্তকাবনত করে। বালক যতদিন জানে যে মা বই তাহার আর ত্রিসংসারে কেহই নাই, মা না হইলে তাহার জীবন ধারণ সঙ্কট, যতদিন স্নেহময়ীর অঞ্চল ধরিয়া আদর, আবদার, দুষ্টামী করে, এবং সেই অঞ্চলান্তরালেই সে সকল দৌরাত্ম্যের অবসান হয়, ততদিন থাকে সে ভয় করে, মাতার ভর্ৎসনায় ভীত ও ত্রস্ত হয়, ততদিন কোমল অঙ্গে বেদনা লাগিলে মা বলিয়া মার কোলেই কাঁদিয়া গিয়া উঠে। তেমনি ভক্তসাধক নিজেকে উপায় হীন, অবলম্বনহীন জ্ঞান না করিলে তাঁহার গত্যন্তর নাই। ভক্তিব্যাকুলতার সহিত শ্রীগুরুপাদচ্ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে। যে রোগী, যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে যাহার আশাভরসা সুখ সমৃদ্ধি যশগৌরব সকলই ডুবিয়া যায়, যে নিরুপায়, যে অনাথ, সেই ত দাসানুদাস হইয়া, সেই অনাথনাথ, অন্ধের যষ্টি, এ ভবসাগরের কাণ্ডারী, দয়ার সাগর শ্রীমদাচার্য্যদেবের পদরজে দেহ লুটাইতে থাকিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে বঙ্কিমগ্রীব তুমি, সাম্যস্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক তুমি, অহঙ্কারের অবতার স্বরূপ তুমি, তুমি বুঝ তোমার রোগ নাই, জ্বালা নাই, তুমি ত্রিতাপদগ্ধ নও, বিলাসের তরঙ্গ হিল্লোলে তুমি খেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছ, তুমি এ দাস্য ভাবের মর্ম্ম কি বুঝিবে, গুরু শিষ্যের এ মধুময় সম্বন্ধ তুমি কি জান?

আমরা 'যুক্তি ও বিশ্বাস' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যিনি যত সূক্ষ্ম উপপত্তির সৃষ্টি করুন না কেন, উহা আপেক্ষিক ব্যতীত নিরপেক্ষ হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, যুক্তি ক্রিয়াশৃঙ্খলাকে পরিস্ফুট করিয়া তাহার গতি ও পরিণতি চেষ্টা দেখাইবে মাত্র। কিন্তু কারণমালার পরিবদ্ধ ক্রিয়াপুঞ্জের পরিণতি বিষম হয় কেন, তাহা কে বলিতে পারে? তুমি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি লীলাতরঙ্গের নিম্নস্তরের দুইটা সামান্য সংবাদ বলিয়া দিলে, এবং বড়ই বাহাদুরী লইলে, মূর্খে তোমার পদানত হইল। কিন্তু বলিতে পার এই যে কি দেখিতেছি, কি-যে-তাহা-বুঝিনা, এই অবোধ্য অজ্ঞেয় সৃষ্টিকৌশল কোন্ সমবায়ী কারণ সাহায্যে বিকশিত হইয়াছে? তুমি তারের সংবাদ বাহী রয়টার সাহেবের মত দুইটা বাহিরের পুরাতন সংবাদ দিবে, হয়ত তাহাও মাঝে মাঝে অলীক হইয়া পড়ে; কিন্তু রাজদরবারের দেওয়ানী খাসের গূঢ় গভীর মন্ত্রণা কথা কি আমায় বলিয়া দিতে পার? একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে নিরপেক্ষ কারণ—সৃষ্টি কেন হইল—এ কেনর কথা কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন অম্লজান ও উদ্‌জানের সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। যদি জিজ্ঞাসা করি এ সংযোগ বিয়োগ কে করে, কেন এই দুই গ্যাসের সংমিশ্রণে জল হয়, এ গ্যাসই বা কে আনিল, নিজ ক্ষুদ্রজ্ঞানোন্মত্ত তুমি এ কথার উত্তর, এ প্রশ্নের মীমাংসা কি করিবে? কি জানি কি এক অমানুষী, অপার্থিব যবনিকার দ্বারা মানব দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তাহা কে বলিবে? সে অনন্ত সূচীভেদ্য অন্ধতামসের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে মনুষ্য বুদ্ধি মিশাইয়া যায়, তাই বুঝি সে দেশের কথা কেহ বলিতে পারে না।

মানুষ বুঝে না কিছু, জানে না কিছু তবুও কি জানি কিসের জন্য উধাও হইয়া দৌড়িয়া বেড়ায়। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সেই সুবর্ণগোলকের জন্য সদাই ব্যস্ত। বুঝি উহা পাইলে পাইবার আশা আর কিছু থাকে না, উহা চাইলে আর [illegible] থাকে না। ক্রিয়া সমাপ্ত ও ফল প্রাপ্তি এই দুইটিই আমরা দেখিতে পাই, এবং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞান সকলই এই টুকুতে পর্য্যবসিত হয়। অতএব যুক্তি দেখাইবার কিছুই ত নাই। যাহাকে কারণ বলিয়া এখন বুঝিলাম, তাহা পূর্ব্বতন কোন্ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ সিদ্ধান্ত। সুতরাং কার্য্য, উহার পরিণতি ও ফল প্রাপ্তি, এ তিনটির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেইত চলিবে। তবেই যিনি সেই কার্য্যক্ষম, যিনি কার্য্য করিয়াছেন, সে কার্য্য প্রণালী তিনিই জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাই বলিবেন

যাহা তিনি করিয়াছেন এবং করিয়া সুফল পাইয়াছেন, ইহাতে আর যুক্তি কি? তুমি বন্ধন মুক্ত হইতে চাও সদ্‌গুরুর শরণাগত হও, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিলে ভববন্ধন ছিন্ন হইবে। তাই আপ্তবাক্যে পরিপোষক কারণ দেখান হয় নাই। তোমার কুশলার্থে শ্রুতি আদেশবাণী প্রকাশ করিলেন, ইচ্ছা হয় পালন করিতে পার, নচেৎ করিও না। চিকিৎসক রোগীকে সকল ঔষধের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া যদি ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহেন, তবেইত রোগীর বাঁচা সঙ্কট। বেদবাক্য তাহারই জন্য যে রোগী, গুরু তাহারই জন্য, যে সন্তপ্ত। দল-পুরু করিবার জন্য, বড় বড় রিপোর্ট লিখিয়া বাহবা লইবার জন্য বেদবাক্য প্রচারিত হয় নাই, গুরুও আইসেন নাই। গুপ্ত পথের গুপ্ত সখা গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গুপ্ত রাজ্যে লইয়া যাইবেন, বাহিরের লোকের সে কথা কেন? যে-খানে ভালবাসা সেখানে কি 'কেন' আছে, যে খানে সেব্য সেবক সে খানে কি অভক্তি আছে, যে খানে জয় পরাজয়ের কথা সে খানে অবাকনিশ্যতা আছে? আছে কেবল অন্ধ-বিশ্বাস।

তাই বলিতেছিলাম, বৃথা বাহিরের কথায় সে দিন বহিয়া যায়। ঐ অনতিদূরে মৃত্যু আমাদের পাগলামী দেখিয়া কত খল খল হাসিতেছে—আমাদের যে দিন ফুরাইয়া আসিল। এ অনন্ত অপরিমেয়, অসীম সৃষ্টি চাতুরীর অনন্ত কারণ শৃঙ্খলা বুঝিতে হইলে, সহস্র মার্কণ্ডেয় পরমায়ু পাইলেও বুঝি সমর্থ হইয়া উঠিবে না। তবে কেন এ বাতুলতা, এ যুক্তি ২ করিয়া আকাশে ফাঁদ পাতিয়া, বামন হইয়া চাঁদের প্রয়াস করিয়া কেন বৃথা দিন কাটাও! এ দুরারোগ্য ভবযন্ত্রণা মুক্ত হওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, এ মায়া-মোহ নাগ পাশ ছিন্ন করাই যদি চেষ্টা হয়, তবে সেই বিষম বিষবেদনাপহারক শ্রীহরির চরণ সরোজে কেননা আশ্রয় গ্রহণ কর, যাহা ধ্যান করিলে অনাময় লাভ করিতে পারিবে, যাহা হৃদয়ে ধারণ করিলে ত্রিতাপের শান্তি হইবে, যাহা সংসার অন্ধতামসের একমাত্র দীপশিখা, ভবার্ণব পার হইবার একমাত্র পোত স্বরূপ, মোহান্ধের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ, দুঃখীর একমাত্র সম্বল, সেই পাপীভয়ভঞ্জন ভক্তমনোরঞ্জন শ্রীগোবিন্দ পাদারবিন্দ কেন না স্মরণ কর। গুরু আমার এই পথে লইয়া যাইবার জন্য এক মাত্র পথ প্রদর্শক, তাই:—

"গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তিং সদাধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীপাঁচকড়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, (বি এ)

সোমপ্রকাশ ও কুমার-পরিব্রাজক।

আমাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়ো বৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ চৌধুরী (ভা, আ, ধ, প্র, সভার সহযোগী সভাপতি) মহাশয় ও শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহোদয়, পরিব্রাজকের বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশে অযথা কটূক্তি পূর্ণ অসার-গর্ভ প্রবন্ধ সমূহের প্রতিবাদ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন। সোমপ্রকাশ নিজ অসারোক্তির প্রতিবাদ ছাপাইতে আজকাল বড় লজ্জিত, সুতরাং তাহা প্রকাশ করেন কি না করেন, এই আশঙ্কায় এই পত্র দুই খানি সুবুদ্ধি পাঠকগণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে যে "হিন্দু ধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন," শিরোনামক প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের বিরুদ্ধে অনেক গ্লানির কথা থাকিলেও তিনি যেমন তাহা হাসিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আমরাও সেই রূপ উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু ৭ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে পূর্ব্বোক্ত শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসত্য ও অন্যায় মনে করিয়া প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন, "কাসীম বাজারের রায় অন্নদা মোহনের (মোহন নহে, প্রসাদ) আনুকূল্যে পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় পাঠ সাঙ্গ করেন। চূড়ামণি মহাশয়ের প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিব্রাজক উক্ত অন্নদা বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে রায় অন্নদা মোহন ৪০০০৲ টাকা

পরিব্রাজকের হস্তে এই নিয়মে দেন যে, ইহার আয় হইতে তর্কচূড়ামণী মহাশয়কে মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য করিয়া অবশিষ্টাংশ অন্যরূপে ব্যয় করিবেন চূড়ামণী মহাশয় ঐ টাকা লইয়া সভার প্রচারকের কার্য্য করিবেন। অন্নদা বাবু স্বর্গগামী হইলেন, তাঁহার বন্দোবস্ত তাঁহার অনুগামী হইল। পরিব্রাজক মহাশয় চূড়ামণী মহাশয়কে আর অর্থ দিলেন না, চূড়ামণী মহাশয় ঘৃণার সহিত সেনজীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বাধীন ভাবে আছেন। কিন্তু সেনজী আমাদিগের নিকট বলেন, চূড়ামণী মহাশয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে। দেখুন একজন ধর্ম্মপ্রচারকের এরূপ দোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে কিনা।"

সম্পাদক মহাশয়! আপনি বিশেষ রূপ না জানিয়া শুনিয়া সম্ভ্রান্ত ও সুবিখ্যাত পরিব্রাজকের উপর এরূপ দোষারোপ করিলেন কেন? আমি যখন মুঙ্গের কলেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলাম, তখনই "মুঙ্গের আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" ও দেশেদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের পবিত্র উদ্যম ও সাধু প্রযত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি প্রথম হইতেই এই সভা দ্বয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিণী সভার সহযোগী সভাপতি। আমি এসভার সমস্ত তথ্যই বিশেষ অবগত আছি। রায় অন্নদা প্রসাদ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের একজন মহাধ্যায়ী ও পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু। পরিব্রাজক কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত অবশ্যই অনেক পরামর্শ করিয়াছিলেন, অতঃপর ১৭৯৯ শকাব্দার শীতকালে মুঙ্গের সভা গৃহে প্রচার কার্য্য বিস্তারার্থ বহুসম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতগণে পরিপূর্ণ একটী প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়; সেই সভায় অন্নদা বাবু সভাপতির আসনে আসীন ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বক্তা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন আর্য্য ধর্ম্ম জগতের বর্ত্তমান অবনতি, আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা, একটি সুদীর্ঘ উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়া সুবিশাল প্রচার-ক্ষেত্রে সুযোগ্য প্রচারকগণের ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একলক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের প্রস্তাব করেন; [illegible] উপস্বত্ব হইতে এতাবদ্ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে স্থির হইল। সভাপতি রায় অন্নদা প্রসাদ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক দান সংগ্রহ পুস্তকে চারি হাজার টাকা স্বাক্ষর করেন, টাকা তিনি পরিব্রাজকের হস্তে দিয়া যাইতে পারেন নাই। চূড়ামণী মহাশয় সে সময় উপস্থিতও ছিলেন না। কে প্রচারক হইবেন তাহাও সেসময় কিছু নিরূপিত হয় নাই। কিছু দিন পরেই রায় বাহাদুর অকালে স্বর্গারোহণ করেন, তাঁহার ছোট কোর্ট অব ওয়ার্ড্‌সের অধীন হয়। রায় বাহাদুরের স্বীকৃত দানের টাকা পাই[illegible]। জন্য মুঙ্গের ও মুর্শিদাবাদের কলেক্টর এবং বোর্ডের [illegible] পরিব্রাজককে অনেক পত্র ব্যবহার করিতে হয়। টাকা [illegible] হস্তগত হইলে সভাসদ্ বর্গের সম্মতি অনুসারে [illegible] তর্কচূড়ামণী মহাশয়কে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। [illegible]কে সভার কার্য্যার্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন আরও নানা স্থান হই[illegible]র্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ও সনাতন ধর্ম্মের প্রচারার্থ যাত্রা করিলেন; তাঁহার অব্যাহত চেষ্টায় কিছু দিনের মধ্যে ন্যূনাধিক দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইল। তাহা হইতেই সভার কার্য্যের জন্য মুদ্রাযন্ত্রালয়ের উপকরণাদিতে প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট টাকা পাকুড় রাজবাড়ীতে শতকরা দশ আনা হারের সুদে গচ্ছিত রহিয়াছে। চূড়ামণি মহাশয় বোধ হয় এক বর্ষেরও অধিক হইবে সভার মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি লইয়াছিলেন, তৎপরে কলিকাতায় প্রচার কার্য্য কালে তিনি দেখিলেন, বৃত্তিভোগী হইয়া কার্য্য করা অপেক্ষা নিঃস্বার্থভাবে সভার কার্য্য করিলে ধর্ম্মজগতে অধিক অগ্রসর হইতে পারা যায়, ও ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি হয়, সেই সময় তিনি ডাক যোগে পত্র লিখিয়া তাঁহার অনুজ ভ্রাতার ন্যায় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নকে এই ভাব জ্ঞাত করেন। (বলা বাহুল্য পরিব্রাজকও সভা হইতে স্বয়ং এক পয়সাও গ্রহণ করেন না)। সাধারণের সংশয় দূরীকরণার্থ আমরা তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত ১২৯১ সালের ৪ টা শ্রাবণ তারিখের পরিব্রাজককে লিখিত পত্রের কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"পরম প্রীতি গুণাস্পদে নিরাপদস্তু বিজ্ঞাপিঞ্চ। আপনার প্রেরিত পত্রসহ ৩০৲ টাকার নোট প্রাপ্ত হইলাম। আমি সভার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া দুইবার চিঠী লিখিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি দুইবারই আপনি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখী হইয়াছি। কেন এরূপ উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলাম না *। আমার এরূপ ইচ্ছা নয় যে কোন সভা বা ব্যক্তি বিশেষের অধীন হইয়া কার্য্য করি। ***। তাহাতে (কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে সভা পণ্ডিত ভাবে থাকিলে) প্রথম ক্ষতি এই যে, সভার কোন কার্য্য করা হইবেনা, দ্বিতীয়তঃ অধীনতা জনিত যে সকল অশান্তি তাহা ভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ আমি সভার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম বলিয়াই যে সভার সহিত সংস্রব রাখিবনা, তাহা কদাচ [illegible] আমার ও সভার সহিত যে সহানুভূতি ছিল, এই ক্ষণেও [illegible]নিই আছে ও চিরকাল থাকিবে। ***"

সম্পাদক মহাশয় ও পাঠক [illegible] চূড়ামণি মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া দেখিয়া লউন যে, [illegible]ব্রাজক, চূড়ামণী মহাশয়কে "অর্থ দিলেন না" বলিয়া [illegible]ক সংস্রব ছাড়িলেন, অথবা নিজে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য কা[illegible]ন বলিয়া? পরিব্রাজক যে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত চূড়ামণি মহাশয়ের সম্বন্ধ আছে, চূড়ামণি মহাশয়ের প[illegible] পাঠে [illegible] যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না? পরিব্রাজককে চূড়ামণি মহাশয় ছোট ভাইয়ের ন্যায় ব[illegible] [illegible] থাকেন ও সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। [illegible] প্রকাশে লিখিত "চূড়ামণি মহাশয় ঘৃণার সহিত [illegible] সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বাধীন ভাবে আছে" এক[illegible]টী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনেক সময়

---

* চূড়ামণি মহাশয়ের [illegible] অবস্থা ভাল নহে, ইহা জানিতেন বলিয়াই তিনি [illegible] আর্থিক সম্বন্ধ না ছাড়েন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের ইচ্ছা [illegible]।

অনেক সভার তাঁহারা দুইজনে একত্রে মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন; আপনি তাঁহাদিগের মধ্যে অমূলক বিচ্ছেদ বার্ত্তার কথা লিখিয়া সাধারণকে কেন সংশয় যুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন? বৃথা কলঙ্ক রটাইয়া আপনার সম্পাদকীয় দায়ীত্বকে মলিন না করেন, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। পরিব্রাজকের অন্যান্য সাজ নিন্দা যাহা করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই কেহ গ্রাহ্য করিবেন না জানিয়া উহা প্রতিবাদের যোগ্য হইলেও আমি আর প্রতিবাদের পরিশ্রম করিলামনা।

শ্রীকালী প্রসাদ চৌধুরী
বারাণসী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোম প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু।

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন।

(প্রতিবাদ)

সম্পাদক মহাশয়! সোমপ্রকাশের বিগত কয়েক সংখ্যায় কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনার তীব্র আক্রমণ দেখিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইয়াছি। আপনি তীব্র অযথা কটূক্তি করিতেছেন, অথচ যথাযথ প্রতিবাদ পাঠাইলেও তাহা প্রকাশ করিতেছেন না, ইহাও এক চমৎকার; আবার কাকিনিয়ার অনেক ভদ্রলোক, বহরমপুর হইতে অনেক পণ্ডিত মহোদয়, সুলতানপুর হইতে অনেক শিক্ষিত পুরুষ, সিরাজগঞ্জ হইতে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল সোমপ্রকাশে ও দ্বারভাঙ্গা হইতে বাবু প্রাণ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম প্রচারকে আপনার অযথা কটূক্তির যথোপযোগী প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইলেন, অথচ ৭ই চৈত্রের পত্রে আপনি লিখিলেন "অদ্যাপি কোন ভদ্রলোক তদ্বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ বা প্রতিবাদাদি করিলেন না" ইহা আরও চমৎকার। আপনার সোমপ্রকাশের হিন্দু কুলে উৎপত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর হইতে সোমপ্রকাশের চালচলন দেখিয়া বোধ হয় যেন কুল নষ্ট হইয়াছে। আপনি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, হিন্দু সম্পাদক ও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে আপনার দৃষ্টি আছে বলিয়া বোধ হয়না। যদি থাকিত, তবে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ শাস্ত্রানুসারে পরিব্রাজকের নিকট আপনি প্রণামের দাবী দাওয়া করিয়াছেন? আমি যখন ডাকবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম, সেই সময় হইতে এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, নিজাম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক দেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু আপনার মত কোথাও গৃহস্থ হইয়া পরিব্রাজকের নিকট প্রণামের দাবী করিতে দেখি নাই। আপনি মনে করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বৈদ্যকুলজাত ও আপনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, এই জন্য এই দাবীটা আইন সঙ্গত। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আপনি নিতান্তই অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞ। বর্ণ ধর্ম্ম অপেক্ষা আশ্রম ধর্ম্মের মান অধিক, বিশেষতঃ গৃহীর নিকট সন্ন্যাসী চিরকালই পূজিত। সন্ন্যাসী যে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তিনি গার্হস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যখনই সন্ন্যাসী গুরুর নিকট চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিবেন ও সন্ন্যাসাশ্রমোচিত মন্ত্রোপাসনায় দীক্ষিত হইবেন, তখনই তিনি বর্ণ ও কুলমর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়া "স্বামী" শ্রেণীভুক্ত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দ্বিজাতি বৈদ্য-(ব্রাহ্মণেতর) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব প্রকৃতি অনুসারে চিরকৌমার ব্রতে থাকিয়া যখন তিনি পরম ভক্তাবধূত গুরুদেবের নিকট শাস্ত্রাদি পূর্ব্বক আত্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যখন তিনি নিরামিষ হবিষ্যাশী হইয়া গুরুদেব দত্ত সন্ন্যাস আশ্রম মার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যখন তিনি গৃহস্থোপযোগী পরিচ্ছদ ও আভরণ, ছত্র ও উপানৎ ধারণাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক গৈরিক কৌপীন, বহির্ব্বাস ও খেলকা ধারণ করিয়াছেন, যখন তিনি নিজ গৃহসম্পত্তি ও পরিজন বর্গের সম্পর্ক ছাড়িয়াছেন, তখন আপনি যে শাস্ত্রবিধির কোন্ ধারা মতে তাঁহার নিকট প্রণাম উসুল করিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনিতো এত দিন আমাদিগের লোক সমাজের প্রতি দয়ামায়া কাটাইয়া তাঁহার গুরুদেব প্রমুখ অবধূত মণ্ডলীতে গিয়া মিশিয়া যাইতেন; কেবল বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ধর্ম্মভাবকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য বহু হিন্দু মহাত্মার বিশেষ অনুরোধে এখনও লোক সমাজে আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদেরই কার্য্য সাধন করিতেছেন। কার্য্য ক্ষেত্রে রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি পরিব্রাজক নামে আখ্যাত।

"ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণ বিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যা পরিব্রাড়পর প্রিয়ে॥"

মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র।

পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে ভক্তাবধূতগণ দুইভাগে বিভক্ত। (মহাদেব বলিতেছেন) হে প্রিয়ে! পূর্ণভাব (ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান) সম্পন্ন অবধূতগণ "পরমহংস" ও যাঁহারা সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই, সেই সাধকাবধূতগণ পরিব্রাজক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

"শমদম ধৃতি যুক্তঃ শ্রীগুরৌ ভক্তি নিষ্ঠঃ।
বিচরতি হি বিরাগী সর্ব্বদা সঙ্গশূন্যঃ॥
বসতি জনপদে বা সর্ব্ব কল্যাণ কারী।
ত্যাদিশতি চ লোকান্ ব্রহ্মচারী পরিব্রাট্॥"

শম, (অন্তরেন্দ্রিয় সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয় সংযম), ধৃতি (ধারণা শক্তি—বাক্য সংযম ও বীর্য্যবেগ ধারণ), বিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী বৈরাগ্যবান্ পরিব্রাজক কখন বিজনে কখন বা জনপদে পর্য্যটন করিবেন ও লোকের কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করিবেন।

এই অবধূত শ্রেণী পরিব্রাজকের নিকট কোন্ দুঃসাহসে প্রণামের আশা করেন, তাহা বলিতে পারিলামনা। অবধূত-শ্রেণীর মর্য্যাদা আরও শুনিয়া রাখুন। যেমন লিখিত আছে—

"অবধূতাশ্রমঃ সাক্ষাদবধূত সদাশিবঃ।
অবধূতা শিবাদেবি অবধূতাশ্রমং শৃণু॥"

সাক্ষান্নারায়ণো মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ ॥
যৎ তৎ দর্শন মাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রত তপোদান সর্ব্বযজ্ঞ ফলং লভেৎ ॥"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! অবধূত সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ ও অবধূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতী স্বরূপা। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিবেন। তাঁহার দর্শন মাত্রেই গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ও তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়! একবার শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলুন দেখি, অবধূতের সঙ্গে গৃহস্থের কিরূপ সম্বন্ধ? গৃহস্থ প্রণাম করিবেন, কি অবধূত প্রণাম করিবেন? যদি বলেন যে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন অবধূত সংস্কারাপন্ন হইয়া লোক সমাজে থাকিয়া লৌকিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন কেন? তিনি কেন একান্ত বনবাস করুন না, তবে পুনর্ব্বার শ্রবণ করুন—

"কৃতাবধূত সংস্কারো যদিস্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং সন্তু শোধয়েৎ।
স্বকং জাতি চিহ্নকুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি পারকৃতি।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনী দল নীরবৎ।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অবধৌতিক সংস্কার লাভ করি[illegible]য়া যত দিন জ্ঞানের উচ্চা[illegible] —জীবব্রহ্মে অভেদ[illegible] জ্ঞান) না হইবে, ততদিন লোকালয়ে থাকিয়া [illegible]ন—অপূর্ণাবধূত—পরিব্রাজক নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবেন ও স্বজাতিচিহ্ন (দ্বিজাতির পৈতা [illegible]দি) ধারণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মানুকূল কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিবেন। জল পড়িলেও যেমন তাহা কমলদলে সংলগ্ন হয় না, সেই রূপ অনাসক্ত চিত্তে সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; তাহা হইলে কর্ম্মগুণে আবদ্ধ হইতে হয় না।

[illegible]ন অবধূতশিষ্য পরিব্রাজকের অধিকার তত্ত্ব বুঝিলেন ত? কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচলিত নাই। মহাদেব বলিয়াছেন—

"ভিক্ষুপাশ্রমে দেবি বেদোক্তদণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতি॥"

হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিকালে সন্ন্যাসাশ্রমে বেদোক্ত সংস্কারে দণ্ড ধারণের বিধান নাই। এখন যে সন্ন্যাসাশ্রম প্রচলিত আছে, তাহার কতক তন্ত্রোক্ত ও কতক শ্রীমৎ স্বামী [illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত। বৈদিকমতে কেবল দ্বিজাতিগণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু এই উভয় মতে শূদ্র কুলোদ্ভূত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে অধিকারী। শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশনামধারী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ছাড়া অনেক শূদ্র সন্ন্যাসীও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার ও অন্যান্য তীর্থে ইহাঁরা অনেক পরিমাণে বাস করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী যে জাতিই হউন না কেন, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিবেন এবং গৃহস্থ তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া অভিবাদন করিবেন, এবং সন্ন্যাসী "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ করিবেন। ঈশ্বরের যেমন জাতি বা বর্ণ নাই, সেইরূপ সন্ন্যাসীও কোন বর্ণের অন্তর্গত নহেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও সকলবর্ণের অবধৌত আশ্রম গ্রহণ করিবার উল্লেখ আছে, যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এবচ।
কুলাবধূত সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য এই পঞ্চ প্রকার বর্ণেরই অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যাউক, এ সকল কথা লইয়া আর পুঁথী বাড়াইব না। সম্পাদক মহাশয় ও পাঠকগণ! বুঝিতে পারিলেন যে একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—গৃহস্থ মাত্রেরই পূজ্য ও অভিবাদনের যোগ্য। যদি বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তো তত উচ্চদরের অবধূত নহেন, এ কথা এক স্থলে স্বীকার করিলেও আসিত, বলিতে পারি তাহা হইলে আমরাই কোন্ উচ্চদরের ব্রাহ্মণ? ধর্ম্ম কর্ম্মে নব দস্তুর নাই। যেমন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমনই কেন হউন না সকল বর্ণেরই প্রণম্য, তেমনি আশ্রমীর মধ্যে সন্ন্যাসী যেমনই কেন হউন না, অন্যান্য আশ্রমী মাত্রেরই তিনি অভিবাদনের পাত্র। ভগবান বলিয়াছেন—

"বলিষ্ঠো নাম সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশেষপি।
শতেষু কর্ম্ম সন্ন্যাসী জ্ঞানিত্বাত্মৈব মে মতঃ ॥
সর্ব্বলোকেষ্বাপি ত্যাগ সন্ন্যাসী মম দুর্লভঃ।"

নাম সন্ন্যাসী দশজন ব্রাহ্মণের তুল্য, কর্ম্ম সন্ন্যাসী শত ব্রাহ্মণের তুল্য, জ্ঞান সন্ন্যাসী আমার সমতুল্য ও ত্যাগ সন্ন্যাসী আমারও দুর্লভ। সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী হউন বা জ্ঞান ভ্রমগত হউন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কখনও কটূক্তি বা নিন্দা করিতে নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বিষ্ণুঞ্চ সর্ব্ব শাস্ত্রাণি সন্ন্যাসীঞ্চ বিনিন্দতি।
ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।"

যে ব্যক্তি বিষ্ণু, শাস্ত্র, ও সন্ন্যাসীর নিন্দা করে, সে ব্যক্তি ষষ্টী সহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কালযাপন করে। সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া বড় দুর্লভ। বস্তুতঃ এ সময়ে সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ বল, পণ্ডিত বল, জ্ঞানী বল, রাজা বল, কেহই সর্ব্বলক্ষণ ক্রান্ত নহেন। তথাচ শাস্ত্রানুসারে বর্ণ, আশ্রম ও পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, ইহাই—শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধি।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন অবধূতাশ্রমী হইলেও তাঁহাকে লোক মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে আমরা দেখিতে পাই না। দেখিয়াছি, তাঁহার কর্ম্মস্থানের অধীন নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যগণও তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি গ্রীবা অবনত করিয়া তাহাদিগকেও প্রত্যভিবাদন করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, সকল

জীবেই যখন অন্তরাত্মা পরম পুরুষ বাস করিতেছেন, তখন আমি উচ্চ, অমুক নীচ ইহা মনে করিতে নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই, পরিব্রাজক আমাদের সঙ্গে আমাদের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ আমাদের (গৃহী) শ্রেণীভুক্ত মনে করিবেন না। অতএব সম্পাদক মহাশয়! পরিব্রাজকের নিকট প্রণামের মোহিনী দাবী দাওয়া ছাড়িয়া স্থির হইয়া আপনার কার্য্য করিতে থাকুন।

শ্রী তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
বারাণসী

ধর্ম্মোৎসব।

জামালপুর।

বিগত ৬ই ফাল্গুণ হইতে ১৬ই ফাল্গুণ পর্য্যন্ত এখানকার "হরিসভার" একাদশ বার্ষিকোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৬ই ফাল্গুণ হইতে ১৩ই ফাল্গুণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভুলক চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবতীয় কথা (কথকতা) হয়। তিনি কথকতাচ্ছলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সনাতন ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ সমূহ সকল হৃদয়েই সম্যক রূপ মর্ম্মাবগত করাইয়া প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন।

১৪ই ফাল্গুণ শনিবার অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। ৫ম বর্ষীয় বালক হইতে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে যোগদান করতঃ মধুর হরিনামামৃত পানে মাতোয়ারা হইয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলেন।

১৫ই ফাল্গুণ রবিবার প্রাতে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার"র বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ধর্ম্ম সঙ্গীত আদির পর সভার সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ হয়। তাহার মর্ম্ম এই—দয়াপরবশ কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক ও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণি মহাশয় দ্বয়ের অহৈতুকী ভক্তি প্রতিকার অন্যূন শতাধিক ফল স্থানে ২ প্রসব করিয়াছে ও করিতেছে। এই সভাও তাঁহাদিগের মধ্যে একটী। "সুনীতি সঞ্চারিণী" ও "হরিসভা" তাঁহাদিগের বড় আদরের ধন। কোন ব্যক্তিরই ইহার প্রতি অনাদর করা বিধেয় নহে। কোমলমতি বালকদিগের হৃদয়ে কলুষিত ভাব অধিকার না করিয়া যাহাতে পবিত্র বিশ্বাস ও সুনীতি স্থান পায় ইহাই "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" উদ্দেশ্য। কর্তৃপক্ষগণ একান্তঃকরণে ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ রূপ যত্নবান হউন, ইহা একান্ত প্রার্থনা। অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসর "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" সকল বিষয় কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হইয়াছে ইত্যাদি। পরে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রোক্ত নীতি বিষয়ক উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে বিশেষ রূপ বুঝাইয়া দেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে সকলেই অতীব আহ্লাদিত হয়েন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে তণ্ডুলাদি বিতরণ ও অপরাহ্ণে ভাগবতীয় কথা, হরিনাম সংকীর্ত্তন ও রাত্রে যাত্রা হয়।

১৬ই ফাল্গুণ—সোমবার, দেবদোল ও শ্রীমন্নারায়ণের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। পরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম বিষয়ে সুললিত সদ্যুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণে ভাগবতীয় কথা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

এবার উৎসবে সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন, সকলেই যেন বীতশোক হইয়া হরিনাম শ্রবণ ও মনন করতঃ মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। ধর্ম্মানুরাগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ও যত্নই ইহার মূল হেতু। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, সকল হৃদয়েই ধর্ম্মানুরাগ হরি প্রেমানুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সকলেই যেন একান্তঃকরণে হরি সভাকে দৃঢ়ীভূত ও উত্তরোত্তর উন্নতি মার্গে আরোহণ করাইতে যত্নবান হয়েন।

শ্রী বেণী মাধব চট্টোপাধ্যায়।
জামালপুর।

সমালোচনা।

অলৌকিক ঔষধাবলী—মুঙ্গের বড়বাজারের শ্রীযুক্ত ভারিণী চরণ রায় মহাশয়ের দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সচরাচর যে কতকগুলি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকেন, এই পুস্তকে সেই সকল রোগাদির সরল চিকিৎসা প্রকটিত হইয়াছে। লিখিত ঔষধ ও ব্যবস্থাগুলি সমস্ত পরীক্ষিত বলিতে হইবে। শরীরী মাত্রকেই প্রায় মধ্যে মধ্যে রোগ ভোগ করিতে হয়, তাই বলি এই পুস্তক খানি সকলেরই আধিক প্রয়োজনের বস্তু। এরূপ পুস্তক সকলেরই ঘরে এক আধ খানি থাকা ভাল।

সরল শারীর বিজ্ঞান—মেহেরপুরের কবিরাজ শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত প্রণীত, ডাকমাশুল সহ মূল্য ৶৹ তের আনা মাত্র। পুস্তক খানির ভাষা যথোচিত প্রশংসা যোগ্য না হইলেও লিখিত বিষয় গুলি মানবমাত্রেরই জ্ঞাতব্য। ইহার প্রথম অধ্যায়ে দেহ, শিরা ধমনী, রোম, অস্থি, ত্বগাদির বিষয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে গর্ভসঞ্চার, গর্ভের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিমাসের লক্ষণ, তৃতীয় অধ্যায়ে পুত্রোৎপত্তি, বায়ুপিত্তকফ আদির তত্ত্ব লক্ষণ, চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিদোষ, নিদ্রা, স্ত্রীসংসর্গ, রোগোৎপত্তি আদির বিবরণ; পঞ্চম অধ্যায়ে ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক, সপ্ত বিষয় ও ধাতুর বিবরণ এবং ষষ্ঠাধ্যায়ে স্বাস্থ্য আদি সম্বন্ধে অনেক কথা আয়ুর্ব্বেদ সম্মত রীতিতে লিখিত হইয়াছে। বিষয় গুলি সংক্ষেপে না হইয়া বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইলে ভাল হইত, তথাচ সংক্ষেপে যাহা দেখিলাম, তাহাও এক জন শারীর তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে। আজকাল প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে লোকের যেরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতে এখানিরও সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। চিকিৎসক, রোগী ও অরোগী সকলেই এ পুস্তক খানি পড়িতে পারিবেন।